বিল্‌স প্রেস ক্লিপিংস

বর্ষ-২৯	সংখ্যা-০৪	এপ্রিল - ২০২৬

কাজের খোঁজে ফুটপাতে অপেক্ষা করছেন একদল দিনমজুর। তাঁদের এ অপেক্ষা শুরু হয় ভোর থেকে। এ দিনমজুরদের মধ্যে রয়েছেন রাজমিস্ত্রি, রংমিস্ত্রিসহ বিভিন্ন পেশার মানুষ। প্রতিদিন বসে এ শ্রমিকের হাট। গতকাল রাজধানীর ফকিরাপুলের পানির ট্যাংক এলাকায়। ছবি : দীপু মালাকার

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ-বিল্‌স

বাড়ি-৮/এ/ক (পঞ্চম তলা) রাজ্জাক ভিলা, রোড-১৩(নতুন) 'ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা-১২০৯

ই-মেইল: bils@citech.net, **www.bilsbd.org**

সূচী	পৃষ্ঠা
শোভন কাজ	০৩ - ৪৮
শ্রম বাজার	৪৯ - ৭১
কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা	৭২ - ৯৭
কর্মক্ষেত্রে নির্যাতন	৯৮ - ১১৭
আন্দোলন ও ধর্মঘট	১১৮ - ১২৭
সংবাদপত্রে বিল্‌স	১২৮ -১৩৬

THE FINANCIAL EXPRESS April 3, 2026

Reforming labour governance

The government's initiative to amend labour rules reflects a critical moment in the country's effort to modernise its labour governance framework. At its core, this move appears to be an attempt to bridge the persistent gap between legislation and its practical implementation. While laws often signal intent, it is the rules that determine how those intentions are realised on the ground. The formation of a 17-member committee to draft amendments suggests a structured and consultative approach, which is encouraging in a context where labour issues are often complex and contested.
What stands out most in this development is the recognition that previous frameworks lacked clarity in execution. For instance, provisions allowing the formation of trade unions were included in earlier laws, yet without detailed guidance, these rights could remain inaccessible in practice. This highlights a recurring issue in policymaking-laws without clear operational pathways risk becoming symbolic rather than transformative. The emphasis on revising 125 sections to balance the interests of workers and employers further reflects an awareness of the delicate equilibrium required in labour relations. From a reflective standpoint, the concerns raised by labour leaders underscore the importance of inclusivity in reform processes. Their demand to adopt the amended labour ordinance in parliament, along with previously accepted reform proposals, points to a broader desire for legitimacy and continuity in policymaking. It suggests that reforms should not only be technically sound but also politically and socially endorsed. This is especially relevant in labour governance, where trust between stakeholders is essential. There are quite a few cases in the labour ordinane that reveal how even progressive changes can face implementation challenges. The extension of maternity leave to 120 days is a positive step towards supporting working mothers, yet ambiguity about how the leave is to be distributed before and after childbirth may limit its effectiveness. Similarly, the introduction of provisions against discrimination between male and female workers is commendable, but without a clear definition, enforcement could become inconsistent. These instances illustrate that clarity and specificity are crucial in translating policy into meaningful outcomes.
Another important aspect is the planned expansion and clarification of the Employment Injury Scheme (EIS). As a pilot programme, its success depends heavily on well-defined mechanisms for funding and execution. The fact that these details are yet to be finalised indicates both the complexity of the task and the opportunity to design a system that is equitable and sustainable. The alignment with international standards, particularly through the ratification of key International Labour Organisation conventions, adds another layer of significance. The labour rules, when amended, will therefore require these international commitments as not merely symbolic but effectively integrated into national practice.
Overall, this initiative can be seen as a necessary and potentially transformative step. However, its success will depend on how well the new rules address existing ambiguities, incorporate stakeholder perspectives, and provide clear, actionable guidelines.

The success of the move to amend labour rules will depend on how well they address existing ambiguities, incorporate stakeholder perspectives, and provide clear, actionable guidelines

দেশ রূপান্তর

শুক্রবার, ৩ এপ্রিল ২০২৬,

রেমিট্যান্সযোদ্ধার ভোগান্তি

রেমিট্যান্সযোদ্ধারা বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের প্রাণভোমরা। এটাই আসল সত্য। আবার এই সত্যের পেছনে লুকিয়ে আছে বেদনা আর কান্নার দীর্ঘকালের প্রতারণা, মিথ্যা আশ্বাস, ভুয়া ভিসা, ফ্রি ভিসা, ভিজিট ভিসা এবং বৈধ ভিসায় বিদেশে যাওয়া। এরপর প্রতারিত হয়ে সামান্য বেতনে চাকরি ও অবহেলা এবং বঞ্চনা তাদের ভাগ্যে জুটেছে। বিশেষ করে, গ্রামগঞ্জের সরল শ্রমজীবীদের প্রতারণা করা হচ্ছে প্রতিনিয়ত। আর সেটা মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে যাওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে। সেখানে তারা ভালো কাজ ও বেতনের কথা বললেও, আসলে মিথ্যা বলে তাদের সঙ্গে প্রতারণা করা হয়। আবার কিছু ট্রাভেল এজেন্ট বিদেশ গমনেচ্ছুদের কাছে মিথ্যা কথা, বানোয়াট ভিসা দিয়ে পাঠাতে চাইছে সরলপ্রাণদের। তারা ধরা পড়ছে বিমানবন্দরে। অনেকে জালিয়াত চক্রের হাতে অর্থ দিয়ে নিঃস্ব হয়ে গেছে। অনেক মানুষ সর্বশেষ সম্বল বিক্রি করে বা চড়া সুদে টাকা ধার করে এনে বিদেশে যাওয়ার শেষ স্তর বিমানবন্দরে এসে জানতে পারেন, তার ভিসা জাল।

বিদেশগমনেচ্ছু শ্রমজীবীর সঙ্গে প্রতারণা চলছে দীর্ঘদিন। এটি একটি সিন্ডিকেট। এর সঙ্গে জড়িত আছে জনশক্তি রপ্তানি ব্যুরোর কিছু লোক, ট্রাভেল এজেন্ট। এখন আর্টিফিসিয়াল ইনটেলিজেন্সের সহযোগে প্রতারকচক্র নিপুণভাবে নকল ভিসা বের করছে, যা দেখতে আসলের মতো। নকল ধরা কষ্ট। বিশেষজ্ঞ ছাড়া তা ধরা কঠিন। ফলে প্রতারণার নতুন জালে পড়ে নিঃস্ব হচ্ছে মানুষ। কিছু ট্রাভেল এজেন্ট জড়িত এই অপরাধ-অপকর্মে। সরকারের সংশ্লিষ্ট মহল ভালোভাবে জানেন বিষয়টি। কিন্তু তারা এ রকম অমানবিক প্রতারণা বন্ধের উদ্যোগ নেয় না। সরকারি অফিসের কর্মকর্তাদের মনোভাব হচ্ছে, 'নিজের খেয়ে বনের মোষ' তাড়ানোর মতো। তারা মনেই করে না যে, এই প্রতারণা বন্ধ হোক। কী করে এই প্রতারণা চক্রের সিন্ডিকেট ভাঙবে সরকার, তা তাদেরই বের করতে হবে। কারণ তারা জানে, জালিয়াত চক্রের তৎপরতা কীভাবে হয়। বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্টারন্যাশনাল রিক্রুটিং এজেন্সির (বায়রা) একজন সাবেক মহাসচিব বলেছেন, 'বাংলাদেশ থেকে একাধিক প্রতারক চক্র জাল ভিসা প্রতারণা করে আসছে।' তার মানে হচ্ছে, বায়রা জানে একাধিক প্রতারক চক্রের তথ্য। জানে সরকারের সংশ্লিষ্ট মানুষরা। সমাজের সাধারণ মানুষও জানে। কিন্তু প্রতারকদের আইনের আশ্রয়ে আনার কোনো সামাজিক প্রতিরোধ আন্দোলন হয় না, হয়নি।

দক্ষ ও অদক্ষ শ্রমিকরা বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বাজারে নিজেদের পরিচিত করেছে বীর কর্মজীবী হিসেবে। কিন্তু তাদের বীরত্ব সব কিছুকে ছাপিয়ে কান্নার শব্দে ডুবে যাচ্ছে। শ্রমের দামই আমাদের আর্থিক ঐশ্বর্যের মূল শক্তি হলেও, বিদেশের মাটিতে তারা নানা ভোগান্তির শিকার হচ্ছে। সেখানে বাংলাদেশের হাইকমিশন ও দূতাবাসের কর্তারা তেমন উপকারে আসে না। সামাজিকভাবে এই প্রতারক চক্র বা জালিয়াতদের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ যদি আন্দোলন গড়ে তোলা যায়, তাহলে সরকারের টনক নড়বে। প্রতারিত লোকরাও প্রতিবাদের নিশান তুলে সামাজিক সচেতনতা বাড়াতে পারে। সরকার চাইলে প্রতিটি ভিসা সঠিক কি না, তা যাচাই করে প্রার্থীকে সঠিক উত্তর জানাতে পারে। ওয়েজ আর্নার হিসেবে নিবন্ধন করার সময়, তাদের ভিসা বৈধ নাকি জাল, তা যাচাই করতে পারে। এই ব্যবস্থা না থাকলে মেশিন রিডেবল পাসপোর্টের মতো মেশিন রিডেবল ভিসা চেকও করা যেতে পারে। এখন সরকারকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে– তারা সেটা করবে, নাকি প্রতারক চক্র পুষে রাখবে। মনে রাখতে হবে, এই যোদ্ধারাই আমাদের প্রাণ। বারবার এই কথা বলছি, এর কারণ হচ্ছে– যদি কখনো তারা বেঁকে বসেন, যদি কখনো ভিন্নপথ অবলম্বন করেন– তখন তার দায় কে নেবে?

সংবাদ
ঢাকা : বৃহস্পতিবার ১৯ চৈত্র ১৪
Dhaka : Thursday 2 April 2026

নাফ নদীতে জেলেদের কান্না থামবে কবে?

এম আর লিটন

কোনো এক শনিবার। সকাল ৭টা। টেকনাফের নাফ নদীতে তখনো কুয়াশা কাটেনি। তিনটি নৌকায় জেলেরা জাল ফেলছিলেন। হঠাৎ কয়েকটি স্পিডবোট এসে তাদের ঘিরে ফেলে। একদল সশস্ত্র লোক অস্ত্রের মুখে ১৩ জন জেলেকে ধরে নিয়ে যায় মায়ানমারের ভেতরে। এই ঘটনার পেছনে মিয়ানমারের বিদ্রোহী গোষ্ঠী আরাকান আর্মি জড়িত।

এটি কোনো বিচ্ছিন্ন দুর্ঘটনা না। এই বাস্তবতা দীর্ঘস্থায়ী সংকটের ফল। স্থানীয় ও গণমাধ্যমের সূত্রে জানা গেছে, ২০২৪ সাল থেকে এখন পর্যন্ত অন্তত ৪০০ জন বাংলাদেশি জেলেকে আটক করেছে আরাকান আর্মি। তাদের মধ্যে ১৭১ জন এখনও মিয়ানমারের কারাগারে বন্দী। একই সঙ্গে ৩২টি ট্রলার সেখানে পড়ে আছে। এটি এখন গভীর অনিশ্চয়তার খবর। নাফ নদীর শান্ত জল আজ অশান্ত হয়ে উঠেছে। ওই পানিতে লুকিয়ে আছে এক গভীর আতঙ্ক।

কেন নাফ নদী এখন এতটা অশান্ত? উত্তর লুকিয়ে আছে মায়ানমারের গত কয়েক বছরের রক্তক্ষয়ী ইতিহাসে। ২০২১ সালের ১ ফেব্রুয়ারি মায়ানমারের সামরিক বাহিনী ক্ষমতা দখল করে। অং সান সু চির নির্বাচিত সরকারকে হটিয়ে জান্তা বাহিনী শুরু করে চরম দমন-পীড়ন। কিন্তু সাধারণ মানুষ দমে যায়নি। শুরু হয় সশস্ত্র প্রতিরোধ। এই প্রতিরোধই জন্ম দেয় এক দীর্ঘস্থায়ী গৃহযুদ্ধের।

চলতি বছর মার্চ পর্যন্ত জান্তা বাহিনীর হাতে প্রাণ হারিয়েছেন প্রায় ৮ হাজার মানুষ। গ্রেপ্তার হয়েছেন ৩০ হাজারের বেশি। ঘরবাড়ি ছেড়ে পালিয়েছেন ৩৬ লাখ মানুষ। এই বিশৃঙ্খলার সুযোগে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে আরাকান আর্মি। ২০০৯ সালে ছোট আকারে যাত্রা শুরু করলেও এখন তারা রাখাইন রাজ্যের অঘোষিত শাসক। তারা এখন আর কেবল একটি বিদ্রোহী গোষ্ঠী নয়। তারা একটি আধা-রাষ্ট্রীয় শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে।

২০২৩ সালের শেষে 'অপারেশন ১০২৭' শুরু হওয়ার পর জান্তা বাহিনী কোণঠাসা হয়ে পড়ে। ২০২৪ সালের শেষ নাগাদ বাংলাদেশ-মায়ানমার সীমান্তের ২৭১ কিলোমিটার এলাকার নিয়ন্ত্রণ চলে যায় আরাকান আর্মির হাতে। মংডু ও বুথিডংয়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ এলকাগুলো এখন তাদের দখলে। বর্তমানে মিয়ানমারের মাত্র ২১ শতাংশ এলাকা জান্তা সরকারের অধীনে। বাকিটা বিদ্রোহীদের নিয়ন্ত্রণে। এই পরিবর্তন আমাদের সীমান্তের নিরাপত্তা সমীকরণ পুরোপুরি বদলে দিয়েছে।

আরাকান আর্মি কেন সাধারণ জেলেদের তুলে নিয়ে যাচ্ছে? এর পেছনে আছে গভীর রাজনৈতিক কৌশল। প্রথমত তারা দেখাতে চায় এই এলাকার আসল মালিক তারা। নাফ নদীতে তাদের দাপট বজায় রাখার মাধ্যমে তারা বাংলাদেশকে একটি বার্তা দিচ্ছে। তারা বোঝাতে চায় জান্তা সরকারের দিন শেষ। এখন থেকে এপারে কথা বলতে হলে তাদের সঙ্গেই বলতে হবে।

দ্বিতীয়ত জিম্মি সংকট তৈরি করে তারা দর কষাকষির সুযোগ খোঁজে। অনেক সময় মুক্তিপণ আদায় বা নৌকাগুলো নিজেদের যুদ্ধের কাজে ব্যবহারে এসব করে। নাফ নদীর ওই নৌকাগুলো তাদের মূল্যবান সম্পদ। ইঞ্জিনের নৌকাগুলো তারা রসদ সরবরাহের কাজে ব্যবহার করে।

সবচেয়ে বড় জটিলতা হলো দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের সমীকরণ। গত ফেব্রুয়ারিতে আরাকান আর্মি ৭৩ জন বাংলাদেশি জেলেকে মুক্তি দিয়েছিল। এটি ছিল তাদের একটি ইতিবাচক ভাবমূর্তি তৈরির চেষ্টা। কিন্তু মাস ঘুরতেই আবার ১৩ জনকে অপহরণ করা হলো। এটি কি তাদের অভ্যন্তরীণ কোনো বিশৃঙ্খলা নাকি দ্বিমুখী নীতি, সেই প্রশ্ন এখন বড় হয়ে দেখা দিয়েছে।

রাখাইন রাজ্য এখন কেবল মিয়ানমারের অভ্যন্তরীণ বিষয় নেই। এখানে চীন ও আমেরিকার স্বার্থ জড়িয়ে আছে। চীনের কাছে রাখাইন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাদের 'বেল্ট অ্যান্ড রোড' প্রকল্পের আওতায় কিয়াউকপিউ বন্দর দিয়ে তারা সরাসরি ভারত মহাসাগরে পৌঁছাতে চায়। তাই চীন একদিকে জান্তা সরকারকে সমর্থন দিচ্ছে। অন্যদিকে আরাকান আর্মির সঙ্গেও গোপন যোগাযোগ রাখছে। তাদের মূল লক্ষ্য যেভাবেই হোক নিজেদের ব্যবসায়িক করিডোর নিরাপদ রাখা।

অন্যদিকে আমেরিকা চাচ্ছে এই অঞ্চলে চীনের প্রভাব কমাতে। তারা বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলোকে নানাভাবে সহায়তা দিচ্ছে। এই দুই পরাশক্তির প্রতিযোগিতায় মাঝখান থেকে পিষ্ট হচ্ছে আমাদের সীমান্ত ও সাধারণ জেলেরা। আঞ্চলিক স্থিতিশীলতার চেয়ে এখানে বড় হয়ে দেখা দিয়েছে বড় দেশগুলোর আধিপত্যের লড়াই। এই লড়াইয়ে রক্ত ঝরছে আমাদের সাধারণ মানুষের।

বাংলাদেশ এখন এক কঠিন কূটনীতির সামনে দাঁড়িয়ে। একদিকে জান্তা সরকার, অন্যদিকে মাঠ পর্যায়ের ক্ষমতাধর আরাকান আর্মি। গত কয়েক বছরে আমাদের কৌশল ছিল দুপক্ষের সঙ্গেই যোগাযোগ রাখা। কিন্তু ১৩ জেলের অপহরণ প্রমাণ করে ওই কৌশলে বড় ধরনের ফাঁক আছে। আমাদের নীতিনির্ধারকদের এখন নতুন করে ভাবার সময় এসেছে।

সীমান্ত নিরাপত্তা জোরদার করা এখন সময়ের দাবি। নাফ নদীতে বিজিবি ও কোস্ট গার্ডের টহল কেবল বাড়ালেই হবে না। প্রযুক্তি ব্যবহার করতে হবে। ড্রোন নজরদারি বাড়িয়ে প্রতিটি নৌকার গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করা জরুরি। আমাদের জেলেরা কোনো এলাকায় জাল ফেলছেন, তা সার্বক্ষণিক নজরদারিতে থাকা দরকার।

জেলেদের সরাসরি আলোচনার মাধ্যমে ফিরিয়ে আনতে হবে। যেহেতু আরাকান আর্মি এখন সীমান্তের ওপারে প্রকৃত নিয়ন্ত্রক, তাই তাদের সঙ্গে কার্যকরী ও কঠোর আলোচনার বিকল্প নেই। আমাদের নাগরিকদের নিরাপত্তা নিয়ে কোনো ছাড় দেয়া যাবে না। জান্তা সরকারকে জানিয়েও লাভ নেই, কারণ ওই এলাকায় তাদের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। তাই বাস্তবভিত্তিক সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

শাহপরীর দ্বীপের জেলেরা ঝুঁকি জেনেও পেটের দায়ে নদীতে নামেন। সরকারি উদ্যোগে তাদের জন্য বিকল্প কর্মসংস্থান বা গভীর সমুদ্রে মাছ ধরার নিরাপদ ব্যবস্থা করা দরকার। তাদের জীবন ও জীবিকার মধ্যে যে যুদ্ধ চলছে, তার অবসান ঘটাতে হবে। না হলে অভাবের তাড়নায় তারা বার বার এই মরণফাঁদে পা দেবেন।

মিয়ানমারের এই অস্থিরতা আমাদের রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়াকেও অনিশ্চিত করে তুলছে। রাখাইন রাজ্যে যদি শান্তি না ফেরে। তবে রোহিঙ্গারা সেখানে ফিরতে চাইবে না। আবার আরাকান আর্মি যদি সেখানে স্থায়ী শাসক হয়, তবে তাদের সঙ্গে নতুন করে চুক্তি করতে হবে। তারা রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্ব বা অধিকারের বিষয়ে কতটা আন্তরিক হবে, তা এখনও বড় প্রশ্ন।

আসিয়ান বা জাতিসংঘের মাধ্যমে মিয়ানমারের সীমান্ত সমস্যার স্থায়ী সমাধান খুঁজতে হবে। চীন ও আমেরিকার মতো প্রভাবশালী দেশগুলোকে এই সংকটে দায়িত্বশীল ভূমিকা নিতে বাধ্য করতে হবে। আঞ্চলিক শান্তি বিঘ্নিত হলে তার প্রভাব সবার ওপর পড়বে। এই বার্তাটি দরবারে জোরালোভাবে তুলে ধরতে হবে।

নাফ নদীর পাড়ের মানুষগুলোর জীবন আজ সুতোর ওপর ঝুলছে। প্রতিদিন ভোরে তারা যখন নদীতে নামেন, জানেন না সন্ধ্যায় ঘরে ফিরবেন কি না। ওই ১৩ জন জেলে পরিবার এখন অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে আছে। তাদের মধ্যে ১৭ বছরের কিশোর থেকে ৫৫ বছরের বৃদ্ধ আছেন। তাদের অপরাধ কি? নিজের জলসীমায় মাছ ধরতে চেয়েছিলেন।

প্রতিবেশী দেশের সংঘাত আমাদের ঘরের ভেতরে ঢুকে পড়েছে। আরাকান আর্মির উত্থান বা জান্তার পতন আমাদের হাতে নেই। কিন্তু আমাদের নাগরিকদের সুরক্ষা দেওয়া রাষ্ট্রের প্রধান দায়িত্ব। সীমান্তের বেড়া যতই উঁচু হোক, মানুষের জীবনের নিরাপত্তা না থাকলে তার কোনো মূল্য নেই। প্রতিটি নাগরিকের জীবনের দাম সমান হওয়া উচিত।

শাহপরীর দ্বীপের ওই হাহাকার থামানো এখন সময়ের দাবি। নাফ নদীর ওপারে কারা শাসক, সেটা বড় কথা নয়। এপারে যারা আছেন, তারা বাংলাদেশি। তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আমাদের নীতিনির্ধারকদের দ্রুত ও কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। না হলে নাফ নদীর এই করুণ সুর একদিন বড় কোনো বিপদের সংকেত হয়ে দেখা দেবে। আমাদের জেলেরা মুক্তি পাক। সীমান্ত নিরাপদ হোক। নাফ নদীর জল আবার শান্তির বার্তাবাহক হোক।

[লেখক: গণমাধ্যমকর্মী]

৪০

শুক্রবার
৩ এপ্রিল ২০২৬
ইত্তেফাক

মধ্যপ্রাচ্য সংকট ও প্রবাসী শ্রমিকদের নিরাপত্তা

সম্প্রতি মধ্যপ্রাচ্যের ভূরাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা ও চলমান সংঘাত এক ভয়াবহ রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। গত বুধবার সকালে সংযুক্ত আরব আমিরাতের ফুজাইরা শহরের আল রিফা এলাকায় আকাশপথে আগত এক ড্রোনের ধ্বংসাবশেষের আঘাতে এক বাংলাদেশি শ্রমিকের মর্মান্তিক মৃত্যু হইয়াছে। নূতন করিয়া ইরান যুদ্ধ শুরু হইবার পর হইতে এই পর্যন্ত আরব আমিরাতে পাকিস্তান, নেপাল, ভারত ও ফিলিস্তিনি নাগরিকসহ অন্তত আট জন সাধারণ মানুষ প্রাণ হারাইয়াছেন। কেবল আরব আমিরাতেই গত এক মাসে বিভিন্ন দেশের ১৮৮ জন নাগরিক আহত হইয়াছেন, যাহাদের মধ্যে বাংলাদেশি শ্রমিকের সংখ্যাও নগণ্য নহে। অন্যদিকে, বাহরাইনেও কর্মস্থল হইতে ফিরিবার পথে গোলার স্প্লিন্টারের আঘাতে এ এম তারেক নামক এক বাংলাদেশি যুবক নিহত হইয়াছেন। বিদেশের মাটিতে উন্নত জীবনের সন্ধানে গিয়া এইরূপে অকালে প্রাণ হারানো কেবল শোকাবহ নহে, বরং এক গভীর উদ্বেগের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা হিউম্যান রাইটস ওয়াচও (এইচআরডব্লিউ) এই ব্যাপারে উদ্বেগ প্রকাশ করিয়াছে।

বর্তমানে ইরান যুদ্ধের কারণে মধ্যপ্রাচ্যে উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার আবর্তে কাটিতেছে অভিবাসী জীবন। উপসাগরীয় সহযোগিতা পরিষদের (জিসিসি) দেশসমূহে কর্মরত লক্ষ লক্ষ অভিবাসী শ্রমিক আজ চরম নিরাপত্তার পাশাপাশি জীবিকা সংকটেও নিপতিত হইয়াছেন। আকাশপথে অতর্কিত ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা শ্রমিকদের মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করিয়াছে। বিশেষ করিয়া যাহারা ডেলিভারি সেবা, পরিবহন ও হাসপাতালে জরুরি কর্মে নিয়োজিত, তাহারা প্রতিমুহূর্তে মৃত্যুভয় সঙ্গে লইয়া রাস্তায় বিচরণ করিতেছেন। যুদ্ধের প্রভাবে মধ্যপ্রাচ্যের বাজারে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য ইতিমধ্যে দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে, যাহার ফলে স্বল্প আয়ের শ্রমিকদের জীবনধারণ কষ্টসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে। অনেক ক্ষেত্রে হোটেল ও হসপিটালিটি সেক্টরে কর্মী ছাঁটাই চলিতেছে কিংবা বেতনহীন ছুটিতে পাঠানো হইতেছে। চড়া সুদে ঋণ লইয়া বিদেশ যাওয়া শ্রমিকেরা আজ কাজ হারাইয়া নিঃস্ব হইবার উপক্রম হইয়াছেন। 'কাফালা' (স্পনসরশিপ) ব্যবস্থার বেড়াজালে আটকা পড়িয়া একদিকে আয় হ্রাস পাইয়াছে, অন্যদিকে নিয়োগকর্তাকে নির্দিষ্ট ফি প্রদানের বাধ্যবাধকতা তাহাদের জীবনকে দুর্বিষহ করিয়া তুলিয়াছে।

আমরা মনে করি, উপরিউক্ত সংকট উত্তরণে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে অবস্থিত বাংলাদেশি দূতাবাস ও সংশ্লিষ্ট মহলের আশু করণীয় লইয়া সরকারের দিক-নির্দেশনা দেওয়া প্রয়োজন। বিশেষ করিয়া এই সংকটময় মুহূর্তে প্রবাসী শ্রমিকদের নিরাপত্তা ও আইনি সুরক্ষা নিশ্চিত করা অপরিহার্য। বাংলাদেশ দূতাবাস ও সরকারকে অবিলম্বে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলির সহিত দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে শ্রমিকদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা নিশ্চিত করিতে হইবে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে যেই সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করা সমীচীন বলিয়া আমরা মনে করি, তাহা হইল : ইরান যুদ্ধের কারণে অভিবাসী শ্রমিকরা যেন হতাহত না হন, এই জন্য পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ও সতর্কতামূলক ব্যবস্থা লইতে হইবে। তাহাদের অরক্ষিত অবস্থায় ছাড়িয়া দেওয়া যাইবে না। দ্বিতীয়ত নিহত শ্রমিকদের পরিবার যাহাতে যথাযথ ক্ষতিপূরণ পায় এবং ভবিষ্যতে সকল শ্রমিকের জন্য বাধ্যতামূলক জীবন বিমা চালু করা যায়, সেই লক্ষ্যে জোরালো কূটনৈতিক তৎপরতা চালাইতে হইবে। শ্রমিকদের নিজ ভাষায় নিয়মিত নিরাপত্তা বুলেটিন ও জরুরি অবস্থায় করণীয় সম্পর্কে নির্দেশনা প্রদান করিতে হইবে। মরদেহ ও কর্মহীনদের প্রত্যাবাসন লইয়াও ভাবিতে হইবে। নিহতদের মরদেহ রাষ্ট্রীয় খরচে দ্রুত দেশে ফিরাইয়া আনা এবং যাহারা কাজ হারাইয়া ফিরিতে ইচ্ছুক, তাহাদের বিমান টিকিটের ব্যবস্থা নিশ্চিত করিতে হইবে।

বিশেষত আইনি ও আর্থিক সহায়তার ব্যাপারে এই মুহূর্তে গুরুত্বারোপ করা প্রয়োজন। নথিপত্রহীন বা 'ফ্রি' ভিসায় থাকা অসহায় শ্রমিকদের আইনি সুরক্ষা প্রদান এবং ঋণের ভারে জর্জরিতদের বিশেষ প্রণোদনা প্রদানের বিষয়টি বিবেচনা করিতে হইবে। পরিশেষে বলিবার অপেক্ষা রাখে না যে, রেমিট্যান্স-যোদ্ধাদের জীবনের মূল্য যে কোনো ভূরাজনৈতিক সমীকরণের ঊর্ধ্বে। তাহাদের জানমালের নিরাপত্তা বিধানে সরকারকে দ্রুত ও দূরদর্শী পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
শুক্রবার ‖ ৩ এপ্রিল ২০২৬

নারী শ্রমিকের আয় পুরুষের চেয়ে ২৬ শতাংশ কম

উৎপাদন বাড়লেও কৃষকের আয়ে স্বস্তি নেই

ইমরান চৌধুরী

কৃষি খাতে উৎপাদন বৃদ্ধির ধারা অব্যাহত থাকলেও শ্রমিকদের মজুরি এখনো অনেক কম। নারী-পুরুষ মজুরির ব্যবধান এবং বাস্তব আয়ের সীমাবদ্ধতা এখনো বিদ্যমান। সবশেষ তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫ সালের ডিসেম্বর মাসে একজন পুরুষ কৃষি শ্রমিক দৈনিক গড়ে ৬২৫ টাকা মজুরি পেলেও নারী শ্রমিক পেয়েছেন ৪৬২ টাকা। অর্থাৎ নারী শ্রমিকের মজুরি পুরুষের তুলনায় প্রায় ২৬ শতাংশ কম। তিন বেলা খোরাকিসহ মজুরি বিবেচনায় পুরুষ শ্রমিক পান ৫২৩ টাকা, নারী শ্রমিকের আয় ৩৮৫ টাকা। দুই বেলা খোরাকিসহ পুরুষ শ্রমিক ৫৪৮, নারী শ্রমিক ৩৯১ ও এক বেলা খোরাকিসহ পুরুষ শ্রমিক ৫৭৭ এবং নারী শ্রমিক

নারী শ্রমিকের আয়

[পেছনের পৃষ্ঠার পর] ৪২৬ টাকা পান। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)-এর 'শস্য পরিসংখ্যান ও কৃষি শ্রমিকের মজুরি' শীর্ষক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে দেশের মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) কৃষি খাতের অবদান প্রায় ১০ দশমিক ৯৪ শতাংশ। দেশের মোট কর্মসংস্থানের ৪৪ দশমিক ৬৮ শতাংশ মানুষ এ খাতে নিয়োজিত। বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (বিআইডিএস) সাবেক মহাপরিচালক ড. মুস্তাফা কে মুজেরী বলেন, দেশে কৃষি খাতে উৎপাদন বাড়লেও তার সুফল কৃষকের আয়ে প্রতিফলিত হচ্ছে না। কৃষক ন্যায্য দাম পাচ্ছেন না। তাদের প্রকৃত আয় স্থবির রয়েছে। বাজার ব্যবস্থাপনা, মধ্যস্বত্বভোগীর প্রভাব এবং উৎপাদন ব্যয়ের ঊর্ধ্বগতির কারণে কৃষকের লাভ কমে যাচ্ছে। কৃষি খাতে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হলে কৃষকের ন্যায্য মূল্যপ্রাপ্তি, বাজার ব্যবস্থাপনার সংস্কার এবং নারী-পুরুষ মজুরি বৈষম্য দূর করার ওপর জোর দেওয়ার পরামর্শ দেন তিনি। বিবিএসের ত্রৈমাসিক (গত বছরের অক্টোবর-ডিসেম্বর) প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী, দেশে বোরো ধানের আওতা দাঁড়িয়েছে প্রায় ১ কোটি ২০ লাখ ৮০ হাজার ৬১৬ একর এবং উৎপাদন হয়েছে ২ কোটি ১৩ লাখ ২১ হাজার ৯৮৮ মেট্রিক টন। একই সময়ে গমের আবাদ হয়েছে ৬ লাখ ৯৩ হাজার ৭২৪ একর জমিতে, উৎপাদন হয়েছে ১০ লাখ ৪১ হাজার ৯৭ মেট্রিক টন। তেলবীজের মধ্যে চিনাবাদামের আবাদ ১০ হাজার ৩৩৪ একর থেকে কিছুটা কমে ১০ হাজার ২০৭ একরে এলেও উৎপাদন ৮ হাজার ২৫৭ মেট্রিক টন থেকে বেড়ে প্রায় ৯ হাজার ২৮৮ মেট্রিক টনে পৌঁছেছে। আঁশজাত ফসলের মধ্যে তুলার আবাদ ১৬ হাজার ৫৫৯ একর থেকে কমে ১৩ হাজার ৭১৪ একরে নেমেছে। উৎপাদনও ১০ হাজার ৯৬৫ বেল কমে দাঁড়িয়েছে ১০ হাজার ৪৮ বেলে। আলুর আবাদ ১২ লাখ ২২ হাজার ৯২৮ একর এবং উৎপাদন ১ কোটি ১৫ লাখ ৭৩ হাজার ৬১৫ মেট্রিক টনের বেশি হয়েছে, যা খাদ্য সরবরাহে বড় অবদান রাখছে। সবজি খাতে কুমড়া, বেগুন, বরবটি, কাঁচামরিচ, ওলকচু, মানকচু, ধুন্দলসহ অধিকাংশ ফসলের উৎপাদন বেড়েছে। যেমন কাঁচামরিচের উৎপাদন প্রায় ২৭ হাজার মেট্রিক টনের বেশি হয়েছে।

NEW AGE SUNDAY, APRIL 5, 2026

500 tea workers learn their blood group for first time

United News of Bangladesh · Sylhet

NEARLY 500 workers from two tea gardens in Sylhet received free blood group testing on Friday.

Organised by Ethnic Community Development in collaboration with the Sylhet Red Crescent and the tea workers' organisation Cha Shramik Nari Mancha, the free blood grouping camps were held at Daladli and Kewachra tea gardens.

Various ages' men, women and children participated in the initiative.

The Ethnic Community Development holds a free blood group testing programme at a tea garden in Sylhet on Friday. — UNB photo

Speaking at the Kewachra camp, 45-year-old worker Sucharita Das said, 'As tea workers, we focus on plucking leaves and household chores. Despite being married with children, I never knew my blood group. Today, I learned I am B positive. Now, if I ever need a blood transfusion, it can be arranged quickly.'

Anita Das, 30, from Daladli tea garden said, 'We never had the opportunity to know our blood groups before. Today, I finally learned that mine is O positive. It feels really good to know this after so many years.'

Kewachra worker Swapna Das added, 'Sometimes women need blood during childbirth, but we don't know our blood group. It causes delays and difficulties in emergencies. Today, thanks to EKoDo, I learned for the first time that I am B positive. We are grateful for this valuable initiative.'

EKoDo's executive director Lakkhmi Kantha Singh said, 'We regularly work to improve the lives of tea workers and raise awareness about their rights. The idea for the free blood grouping camp came after learning that a female worker faced delays during childbirth because her blood group was unknown.'

He further said, 'Nearly 7,000 female tea workers in Sylhet's gardens do not know their blood groups, leaving them vulnerable in emergencies. This initiative ensures they can access the necessary blood without delay.'

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন রবিবার ॥ ৫ এপ্রিল ২০২৬

বিকল্প শ্রমবাজার

ধরতে চাই প্রশিক্ষণ ও দক্ষ ব্যবস্থাপনা

আঠারো কোটি মানুষের দেশে কর্মক্ষম শ্রমশক্তির বেশ একটা বড় অংশ বেকার। তার মধ্যে বিভিন্ন বয়সের শিক্ষিত-অশিক্ষিত, দক্ষ-অদক্ষ মানুষ রয়েছে। প্রতি বছরই এদের সংখ্যা বাড়ছে। কিন্তু সে অনুপাতে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হচ্ছে না। তার ওপর বিশ্বে এখন বাজছে দুই যুদ্ধের দামামা। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের মধ্যেই ইরানে হামলা চালিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল। পাল্টা জবাব দিয়ে চলেছে ইরান। বাংলাদেশিদের প্রধান শ্রমবাজার মধ্যপ্রাচ্যজুড়ে যুদ্ধের আগুন ছড়িয়েছে দাবানলের মতো। বেশ কজন প্রবাসী নিহত হয়েছেন। কাজ হারানো মানুষের সংখ্যা অগণন। নিরাপত্তাহীন এসব শ্রমিকের অনেককে বিশেষ ব্যবস্থায় দেশে ফেরার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আবার অসংখ্য ফ্লাইট বাতিল হওয়ায়, দেশে এসে আটকে পড়া মানুষের সংখ্যাও কম নয়। ছুটি ও ভিসার মেয়াদ শেষ হওয়ায় চরম অনিশ্চয়তায় পড়তে হচ্ছে তাদের। রেমিট্যান্স প্রবাহে এর মধ্যে টান পড়েছে ভাটার। সামনে আরও সংকটের আশঙ্কা করছে অবহিত মহল। মূলত অতিরিক্ত মধ্যপ্রাচ্যনির্ভরতাই দেশের শ্রমবাজারকে এমন মারাত্মক ঝুঁকির মধ্যে ফেলেছে। গত বছর বিদেশে যাওয়া মোট কর্মীর ৯০ শতাংশই যান মধ্যপ্রাচ্যের পাঁচ দেশে। এর মধ্যে শুধু সৌদি আরবেই ৬৭ শতাংশ। ফলে মধ্যপ্রাচ্যে কোনো সংকট তৈরি হলেই তার বড় আঘাতটা আছড়ে পড়ে বাংলাদেশের শ্রমবাজারে। ইরান যুদ্ধ সহসাই বন্ধ না হলে পরিস্থিতি আরও দীর্ঘমেয়াদি অনিশ্চয়তা সৃষ্টি করবে। এদিকে বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহৎ শ্রমবাজার মালয়েশিয়া কার্যত বন্ধ থাকায় পরিস্থিতি জটিলতর হয়েছে। এ অবস্থায় বর্তমান ও আশঙ্কিত ভবিষ্যৎ সংকট উত্তরণে শ্রমবাজার সম্প্রসারণের বিকল্প নেই। বাংলাদেশ থেকে কর্মী পাঠানোর তালিকায় আছে ১৬৮টি দেশ। কিন্তু তার অধিকাংশ দেশেই হাতেগোনা কর্মীর বেশি পাঠানো সম্ভব হয় না। পূর্ব ইউরোপ, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, রাশিয়ার মতো দেশগুলোতে বিশাল চাহিদা থাকলেও আমরা সেখানকার উপযোগী দক্ষ কর্মী তৈরি করে পাঠাতে পারছি না। ভাষাজ্ঞান, প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও প্রশিক্ষণের অভাবে পিছিয়ে পড়ছে বাংলাদেশ। দীর্ঘদিন ধরে এসব নিয়ে বিস্তর কথাবার্তা হলেও সমাধান সূত্র বেরিয়ে আসছে না। কোনো সুফলও মিলছে না। অথচ ইউরোপের উদীয়মান অর্থনীতির তালিকায় থাকা রোমানিয়া, বুলগেরিয়া, নর্থ মেসেডোনিয়া, সার্বিয়া প্রতিটি দেশই আমাদের জন্য হতে পারে সম্ভাবনাময় শ্রমবাজার। এগুলো ধরতে প্রয়োজন টাস্কফোর্সের মাধ্যমে স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদে দক্ষ কর্মী তৈরি। কৌশলী কূটনীতি এবং স্বচ্ছ-দক্ষ ব্যবস্থাপনায় বিকল্প শ্রম বাজারে শক্তপোক্ত স্থান করে নেওয়া।

সংবাদ
ঢাকা : রোববার ২২ চৈত্র ১৪৩২
Dhaka : Sunday 5 April 2026

ভাণ্ডারিয়ায় বহুমুখী সংকটে জেলেরা, পেশা ছাড়ছেন অনেকে

প্রতিনিধি, ভাণ্ডারিয়া (পিরোজপুর)

মাছ ধরার মৌসুম চললেও দক্ষিণাঞ্চলের উপকূলীয় উপজেলা ভাণ্ডারিয়ায় গভীর সংকটে পড়েছেন সমুদ্রগামী জেলেরা। একের পর এক সমস্যায় জর্জরিত উপজেলার শতাধিক ফিশিং বোট ও প্রায় ১১ শতাধিক জেলে থাকলেও বর্তমানে মাত্র ৫০টির মতো বোট সমুদ্রে মাছ ধরার জন্য যাচ্ছে। তবে এসব বোটও নানা সংকটে থমকে আছে, ফলে জেলেরা চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে রয়েছেন। অধিকাংশ জেলে নিয়মিত সমুদ্রে যেতে পারছেন না। তবে জীবিকার তাগিদে অনেকেই বাধ্য হয়ে পেশা বদলে দিনমজুরের কাজ করছেন।

উপজেলা মৎস্য অফিস সূত্রে জানা গেছে, ভাণ্ডারিয়ায় মোট ৭২টি ফিশিং বোটের লাইসেন্স রয়েছে। লাইসেন্সপ্রাপ্ত ও লাইসেন্সবিহীন মিলিয়ে উপজেলায় প্রায় ১১০টি ফিশিং বোট রয়েছে। এসব বোটের সঙ্গে প্রায় ১১ শতাধিক জেলে সমুদ্রে জীবিকার সঙ্গে যুক্ত থাকলেও বাস্তবে সব বোট নিয়মিত মাছ ধরার জন্য সমুদ্রে যায় না।

জেলেদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, দীর্ঘদিনের নানা সংকটে তাদের মাছ ধরার কার্যক্রম এখন প্রায় অচল অবস্থায় পৌঁছেছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে জ্বালানি সংকট। একটি বোট সমুদ্রে যেতে গড়ে ৭-৮ ব্যারেল জ্বালানি প্রয়োজন হলেও বর্তমানে জ্বালানি পাওয়া দুষ্কর হয়ে পড়েছে। আর পাওয়া গেলেও প্রতি ২০০ লিটারের ব্যারেলে অতিরিক্ত ৪-৫ হাজার টাকা বেশি গুনতে হচ্ছে। ফলে খরচ বেড়ে যাওয়ায় অনেক জেলে এখন সমুদ্রে যেতে সাহস হারিয়ে ফেলছেন।

অন্যদিকে, ১০ থেকে ১২ দিনের একটি মাছ ধরার ট্রিপে গড়ে প্রায় ৩ লাখ টাকা খরচ হলেও ফিরে এসে মাছ বিক্রি করে আয় হয় মাত্র ২ লাখ টাকার মতো। এতে প্রতিবারই লোকসানে পড়তে হচ্ছে জেলেদের। টানা ক্ষতির কারণে অনেকেই ঋণের বোঝা নিয়ে মানবেতর জীবনযাপন করছেন। জেলেরা অভিযোগ করেন, সমুদ্রে বড় আকারের ইস্পাত বডির ট্রলিং জাহাজের কারণে তারা মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছেন। এসব জাহাজ জাল ফেলে টেনে নেয়ার সময় ছোট বোটের জাল ছিঁড়ে ফেলে বা নষ্ট করে দেয়। এতে কয়েক লাখ টাকার জাল মুহূর্তেই অচল হয়ে পড়ে। একই সঙ্গে ট্রলারগুলোর ট্রলিং বোর্ডের কারণে নির্দিষ্ট স্থানে জাল ফেলতেও পারছেন না তারা।

আরেকটি বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে সমুদ্রে পাতা হাজার হাজার বাঁধা জাল। এসব জালের কারণে স্বাভাবিকভাবে মাছ ধরার সুযোগ কমে যাচ্ছে। অনেক সময় বাধ্য হয়ে ঝুঁকি নিয়ে জাল ফেলতে হয়, যা আবার ক্ষতির সম্ভাবনা বাড়িয়ে দেয়।

এর পাশাপাশি জেলেরা জানিয়েছেন, সম্প্রতি আবার নতুন করে জলদস্যুদের উৎপাত বাড়তে শুরু করেছে, যা তাদের উদ্বেগকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে। আগে বিচ্ছিন্ন ঘটনা ঘটলেও এখন তা নিয়মিত হুমকিতে পরিণত হচ্ছে। সমুদ্রে মাছ ধরতে গেলে মাঝপথে লুটপাট, জাল ও মাছ ছিনিয়ে নেওয়ার ঘটনা ঘটছে। এমনকি অনেক সময় ট্রলার আটকে মাঝিদের ওপর হামলা চালিয়ে মারধর করে জোরপূর্বক তুলে নিয়ে গিয়ে মুক্তিপণ দাবি করার ঘটনাও ঘটছে।

এই পরিস্থিতিতে সমুদ্রে যাওয়া এখন শুধু লোকসানের নয়, জীবনের ঝুঁকির বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে নিরাপত্তাহীনতা ও আতঙ্কে অনেক জেলে সমুদ্রে যেতে অনীহা প্রকাশ করছেন, যা পুরো মৎস্য খাতের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে।

চরখালী এলাকার এফবি মায়ের দোয়া বোটের মাঝি আমির হোসেন বলেন, এক সময় নিয়মিত সমুদ্রে যেতাম, তখন আয়-রোজগার দিয়ে কোনোভাবে সংসার চালানো যেত। কিন্তু এখন খরচই উঠে না। প্রতিটি ট্রিপেই লোকসান হচ্ছে। বাধ্য হয়ে ধার করে চলছি, কিন্তু এভাবে আর কতদিন টিকে থাকা যাবে জানি না।

একই এলাকার আরেক মাঝি সবুজ জানান, আমাদের জন্য জালই সবচেয়ে বড় পুঁজি। সমুদ্রে গিয়ে জাল নষ্ট হলে আমরা একেবারে পথে বসে যাই। কিন্তু কোনো সহায়তা বা ক্ষতিপূরণ আমরা পাই না।

এফবি ইমন এন্টারপ্রাইজ বোটের মাঝি মনির উকিল বলেন, সমুদ্রে এখন নিরাপত্তা নেই। বড় ট্রলার আর বিদেশি জেলেদের কারণে আমরা টিকতে পারছি না। স্থানীয় জেলেরা দ্রুত সরকারি হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন। তারা জ্বালানির মূল্য নিয়ন্ত্রণ, অবৈধ ট্রলিং বন্ধ, সমুদ্রসীমা রক্ষা, জলদস্যু দমন এবং সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিতের দাবি জানিয়েছেন।

পিরোজপুর জেলা মৎস্য কর্মকর্তা সঞ্জীব সন্নামত জানান, আগামী ১৫ এপ্রিল থেকে ১১ জুন পর্যন্ত ৫৮ দিনের মৎস্য আহরণ নিষেধাজ্ঞা কার্যকর থাকবে। এ সময়ে সমুদ্রে মাছ ধরা বন্ধ থাকবে, ফলে জ্বালানির প্রয়োজনও থাকবে না। বর্তমানে যারা সমুদ্রে অবস্থান করছেন, তাদের দ্রুত উপকূলে ফিরে আসার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তিনি আরও জানান, সমুদ্রে ট্রলিং সম্পূর্ণ অবৈধ। পিরোজপুরের মঠবাড়িয়ায় একটি ট্রলিং বোটের বিরুদ্ধে ইতোমধ্যে ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে এবং তার বিরুদ্ধে মামলা প্রক্রিয়াধীন। এছাড়া অন্য ট্রলিং বোটের বিষয়ে তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবস্থা নেয়া তাদের আওতার বাইরে হলেও, এলাকাভিত্তিকভাবে এসবের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেয়া হবে।

সংবাদ
ঢাকা : সোমবার ২৩ চৈত্র ১৪৩৩
Dhaka : Monday 6 April 2026

কেরানীগঞ্জের কারখানায় অগ্নিকাণ্ড: এই প্রাণহানির দায় কার

ঢাকার কেরানীগঞ্জের কদমতলীতে গত শনিবার একটি গ্যাসলাইটার কারখানায় অগ্নিকাণ্ডে মারা গেছেন ৬ জন। এ ঘটনায় আরও দু'জন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

এই মৃত্যু নিছক দুর্ঘটনা নয়। এটি সংশ্লিষ্টদের অবহেলা ও দায়িত্বহীনতার পরিণতি। শ্রমিকদের অভিযোগ, আগুন লাগার সময় কারখানার প্রধান ফটক তালাবদ্ধ ছিল। এ কারণে অনেকে দেয়াল টপকে বের হতে বাধ্য হন। যারা সময়মতো বের হতে পারেননি তারা আটকা পড়েন। গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে জানা যাচ্ছে, কারখানায় জরুরি অবস্থায় শ্রমিকদের নিরাপদে বের হওয়ার ব্যবস্থা ছিল না।

ফায়ার সার্ভিসের তথ্য অনুযায়ী, কারখানাটি পরিচালনার কোনো বৈধ কাগজপত্র ছিল না। অগ্নিনিরাপত্তার কোনো ব্যবস্থাও ছিল না। এলাকাবাসী জানাচ্ছেন, এর আগেও এই কারখানায় আগুন লেগেছিল। কারখানাটি সরিয়ে নিতে মালিককে বারবার অনুরোধ করা হয়েছিল। বছরখানেক আগে অবৈধ কাগজপত্রের কারণে কারখানাটি বন্ধও করা হয়েছিল। পরে আবার চালু হয়েছিল। প্রশ্ন হলো, কার অনুমতিতে কারখানা আবার চালু হয়েছিল?

দেশে অতীতেও কারখানায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। প্রতিবারই তদন্ত কমিটি গঠিত হয়, দায়ীদের বিচারের কথা বলা হয়। কিন্তু বাস্তবে জবাবদিহি খুব কমই হয়। অগ্নিকাণ্ডের কারণ তদন্ত করতে গেলে দেখা যায়, সংশ্লিষ্ট কারখানায় নিরাপত্তা বিধি মানা হয় না। শ্রমিকদের জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব মালিকপক্ষ ও প্রশাসনের। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, অবৈধভাবে চলা কারখানাগুলোতে কোনো নজরদারি থাকে না।

সরকার ইতোমধ্যে পাঁচ সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছে। কমিটিকে সাত কর্মদিবসের মধ্যে প্রতিবেদন দিতে বলা হয়েছে। আমরা বলতে চাই, এই তদন্ত যেন শুধু কাগজে-কলমে সীমাবদ্ধ না থাকে। দ্রুত তদন্ত করে দুর্ঘটনার জন্য দায়ীদের চিহ্নিত করতে হবে। তাদেরকে শাস্তির আওতায় আনতে হবে।

নিহতদের পরিবারকে রাষ্ট্রীয় সহায়তা দেয়া হয়েছে। জীবন অমূল্য। কোনো সহায়তাই যথেষ্ট নয়। এ ধরনের দুর্ঘটনা যাতে আগামীতে আর না ঘটে সেজন্য সতর্ক থাকতে হবে। অবৈধ কারখানা চালানো বন্ধ করতে হবে। শ্রমিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে অগ্নিনিরাপত্তা ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক করতে হবে। জরুরি অবস্থায় প্রধান ফটক যেন আর বন্ধ না হয় সেটা নিশ্চিত করতে হবে। মানুষের জীবনের চেয়ে আর কিছুই মূল্যবান নয়। কোনো অজুহাতেই শ্রমিকদের জীবনকে ঝুঁকির মুখে ফেলা যাবে না।

প্রথম আলো
রোববার, ৫ এপ্রিল ২০২৬, ২২ চৈত্র

মৌয়ালদের নিরাপত্তা

সুন্দরবনে বনদস্যুদের বিরুদ্ধে কঠোর হোন

পয়লা এপ্রিল থেকে সুন্দরবনে মধু আহরণের মৌসুম শুরু হওয়ার কথা থাকলেও এবারের চিত্র ভিন্ন। খোদ বন বিভাগের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের পথে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে বনদস্যুরা। খুলনার কয়রা অঞ্চলের মৌয়ালদের মধ্যে যে হাহাকার ও অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে, তা কেবল একটি পেশাজীবী গোষ্ঠীর সংকট নয়; বরং সুন্দরবনের সম্পদ আহরণ ও ব্যবস্থাপনায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সীমাবদ্ধতাকেও আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়।

প্রথম আলোর প্রতিবেদনে উঠে আসা তথ্যগুলো শিউরে ওঠার মতো। বনের ভেতরে বাঘ বা কুমিরের চেয়েও এখন বড় ভয় হয়ে দাঁড়িয়েছে মানুষের তৈরি 'দস্যু বাহিনী'। একেকটি নৌকার জন্য ৫০ হাজার টাকা বা জনপ্রতি ১০ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করা হচ্ছে—এমন পরিস্থিতিতে সাধারণ মৌয়ালদের পক্ষে বনে প্রবেশ করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছে। অবস্থা এতটাই বেগতিক যে বন বিভাগ থেকে অনুমতিপত্র (পাস) নেওয়ার সাহসও পাচ্ছেন না কেউ। দস্যুদের সঙ্গে 'সমঝোতা' ছাড়া কাজ করা অসম্ভব—মৌয়ালদের এই আক্ষেপ প্রমাণ করে যে বনের গভীরে এখনো আইনের শাসনের চেয়ে দস্যুদের ফরমান বেশি কার্যকর।

সুন্দরবনের মধু কেবল মৌয়ালদের জীবিকা নয়, এটি জাতীয় অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ এবং সরকারের রাজস্বের বড় উৎস। গত বছর মধু আহরণ ৩৫ শতাংশ কমে যাওয়া এবং মৌয়ালের সংখ্যা ৮ হাজার থেকে ৫ হাজারে নেমে আসা স্পষ্ট নির্দেশ করে যে সুন্দরবনের বনজীবীরা ধীরে ধীরে তাঁদের পৈতৃক পেশা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন। এবারের মৌসুমের শুরুতেই যে নীরবতা কয়রা বা শাকবাড়িয়া নদীর তীরে দেখা যাচ্ছে, তা অব্যাহত থাকলে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন তো দূরের কথা, বাজারে মধুর তীব্র সংকট ও অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি ঘটবে।

কোস্টগার্ড ও বন বিভাগের পক্ষ থেকে নিয়মিত অভিযানের দাবি করা হলেও মাঠপর্যায়ের বাস্তব চিত্র ভিন্ন। জোনাব বাহিনী, ছোট সুমন বাহিনী বা দুলাভাই বাহিনীর মতো নামগুলো যখন মৌয়ালদের মুখে মুখে ঘোরে এবং তারা প্রকাশ্যে চাঁদা দাবি করার দুঃসাহস দেখায়, তখন বুঝতে হবে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর তৎপরতায় কোথাও বড় ধরনের ফাঁক রয়ে গেছে। কেবল একটি আস্তানা ধ্বংস বা একজন জিম্মি উদ্ধারই যথেষ্ট নয়; প্রয়োজন দস্যুদের নেটওয়ার্ক পুরোপুরি উপড়ে ফেলা এবং মৌয়ালদের মনে নিরাপত্তার বিশ্বাস ফিরিয়ে আনা।

আমরা মনে করি, মধু আহরণের এই দুই মাস সুন্দরবনের ভেতরে টহল ব্যবস্থা শুধু জোরদার নয়, নিশ্ছিদ্র করা প্রয়োজন। বিশেষ করে মৌয়ালেরা যেসব গহিন অঞ্চলে মধু সংগ্রহ করেন, সেখানে ড্রোন পর্যবেক্ষণ বা বিশেষ মোবাইল টহল দল মোতায়েন করা যেতে পারে। পাশাপাশি মৌয়ালদের দাদন দেওয়া ব্যবসায়ী ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে নিয়ে একটি সমন্বিত নিরাপত্তা পরিকল্পনা গ্রহণ করা জরুরি।

সময়ের আলো
রোববার। ৫ এপ্রিল ২০২৬

সুরমা চা বাগানে বেতন বন্ধ

অনাহারে-অর্ধাহারে দিন কাটছে চা শ্রমিকদের

● জুলহাস উদ্দিন রিংকু মাধবপুর (হবিগঞ্জ)

হবিগঞ্জের মাধবপুর উপজেলায় সুরমা চা বাগানে টানা চার সপ্তাহ ধরে শ্রমিকদের বেতন বন্ধ থাকায় চরম বিপাকে পড়েছে সহস্রাধিক শ্রমিক পরিবার। বাগানের কার্যক্রম বন্ধ থাকায় অনাহারে-অর্ধাহারে দিন কাটছে অসহায় মানুষগুলোর। সুরমা চা বাগান ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ আর্থিক সংকটের কথা উল্লেখ করে বেতন দিতে না পারার কথা জানিয়েছে। তবে শ্রমিকদের অভিযোগ, দীর্ঘদিনের অব্যবস্থাপনা এবং অবহেলার কারণেই আজ এমন কঠিন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। এমন অবস্থায় বিষয়টি তদন্ত করে দ্রুত সমাধানের আশ্বাস দিয়েছেন সংশ্লিষ্ট চা বোর্ডের কর্মকর্তারা।

সুরমা চা বাগান সূত্রে জানা গেছে, এখানে প্রায় ২ হাজারের ওপরে শ্রমিক কাজ করেন। তাদের উপার্জনের ওপর নির্ভরশীল অন্তত ৬ থেকে ৮ হাজার মানুষ। কিন্তু এই বাগানের শ্রমিকদের জীবিকা নির্বাহ এখন ঝুঁকির মুখে। বাধ্য হয়ে অনেকেই বিভিন্ন এনজিও থেকে ঋণ নেওয়ার পাশাপাশি মহাজনদের কাছ থেকে চড়া সুদে টাকা ধার নিচ্ছেন। কথা হয় পঞ্চায়েত নেতা দ্বীপ কর্মকারের সঙ্গে। এ সময় তিনি বলেন, বেতন বন্ধের প্রতিবাদে শ্রমিকরা অনির্দিষ্টকালের ধর্মঘট পালন করছেন। ইতিমধ্যে বাগানের সামনে বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করা হয়েছে। পঞ্চায়েত নেতা দ্বীপ কর্মকার অভিযোগ করে আরও বলেন, বাগান ব্যবস্থাপকের সঙ্গে যোগাযোগ করাও কঠিন হয়ে পড়েছে।

এ ব্যাপারে জানার জন্য যোগাযোগ করা হলে মাধবপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. জাহিদ বিন কাশেম বলেন, ঘটনাটি খুবই দুঃখজনক। মালিক পক্ষ এবং শ্রমিক পক্ষ দুই দিক থেকেই নমনীয় হয়ে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করতে হবে। দুই পক্ষের লোকজন সুন্দর মনের পরিচয় দিয়ে সুন্দর একটি সমাধান বের করা অত্যাবশ্যক। মাধবপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আরও বলেন, উৎপাদন বন্ধ শুধু এই একটি চা বাগানের মালিক-শ্রমিকের ক্ষতি না, এটি দেশের অর্থনীতিতেও নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

স্থানীয় শ্রমিক ও পঞ্চায়েত সূত্রে জানা যায়, গত চার সপ্তাহ ধরে কোনো মজুরি পরিশোধ করা হয়নি। পাশাপাশি রেশন সরবরাহও অনিয়মিত হয়ে পড়েছে। ফলে অনেক পরিবার দিনে একবেলা খাবার জোগাড় করতেও হিমশিম খাচ্ছে।

স্থানীয় মানবাধিকার কর্মীরা বিষয়টিকে নীরব মানবিক বিপর্যয় হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তারা দ্রুত বকেয়া পরিশোধ, রেশন সরবরাহ নিশ্চিতকরণ এবং বাগান পুনরায় চালুর দাবি জানিয়েছেন।

সরেজমিন আলাপকালে ভুক্তভোগী এক শ্রমিকের মা বলেন, চার সপ্তাহ ধরে কোনো টাকা পাইনি। বাচ্চারা না খেয়ে কাঁদে। আমরা কীভাবে বাঁচব? বাগান চালু করে বকেয়া বেতন দিলেই আমরা স্বাভাবিক হতে পারি।

বাগানের শ্রমিকরা অবিলম্বে বকেয়া বেতন পরিশোধ ও বাগান চালুর দাবিতে অনড় অবস্থানে রয়েছেন। সংশ্লিষ্টরা মনে করছেন, এই সংকট শুধু একটি বাগান নয়, দেশের সামগ্রিক চা শিল্পের জন্যও ক্ষতিকর হতে পারে।

বণিকবার্তা
সোমবার, এপ্রিল ৬, ২০২৬

শ্রম অধ্যাদেশের বিতর্কিত ধারা পরিবর্তন চায় বিকেএমইএ

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

গত বছরের ১৭ নভেম্বর 'শ্রম সংশোধন অধ্যাদেশ ২০২৫' জারি করে অন্তর্বর্তী সরকার। ওই অধ্যাদেশের বিতর্কিত ধারা পরিবর্তন চায় বাংলাদেশ নিটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিকেএমইএ)।

গতকাল বিকেএমইএ ভবনে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এ দাবি জানানোর পাশাপাশি 'শ্রম সংশোধন অধ্যাদেশ ২০২৫' প্রণয়নকারী বিগত সরকারের বিষয়ে অনেক অভিযোগও উত্থাপন করেন সংগঠনটির সভাপতি।

বিকেএমইএ সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম বলেন, 'শ্রম অধ্যাদেশে অনেকগুলো বিতর্কিত ধারা সংযোজন করে বিগত সরকার মালিক-শ্রমিকদের মধ্যে দ্বন্দ্ব বাধানোর পথ সৃষ্টি করে গেছে। যেহেতু দেশে এখন নির্বাচিত সরকার এসেছে এবং সংসদে ওই শ্রম অধ্যাদেশ পাস করা হবে, তাই সংসদে পাসের আগে নতুন সরকারের কাছে এবং সংসদ সদস্যদের কাছে আমাদের অনুরোধ, শ্রম অধ্যাদেশের বিতর্কিত ধারাগুলো যেন বাদ দিয়ে সংসদে পাস করা হয়।'

মালিক, শ্রমিক ও সরকারের ত্রিপক্ষীয় বৈঠকে নেয়া সিদ্ধান্ত অধ্যাদেশে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি—এমন অভিযোগের কথা জানিয়ে উদ্দেশ্যমূলকভাবে আইন পরিবর্তন করা হয়েছে বলে দাবি করেন বিকেএমইএ সভাপতি। তিনি বলেন, 'শ্রমিকের চাকরি অবসানের ক্ষতিপূরণে সময়সীমায় অস্পষ্টতা রয়েছে। এছাড়া শ্রমিক ইউনিয়নের নির্বাচনে প্রাপ্ত ভোটের হিসাবে বিজয়ী হওয়ার ক্ষেত্রেও আইনটি পরিষ্কার নয়।' শ্রমিকের ভবিষ্যৎ তহবিলের সংজ্ঞা সংশোধন, মাতৃকালীন মজুরিসহ আটটি সংস্কার করে আইন পাস করার দাবি জানিয়েছেন বিকেএমইএ সভাপতি।

গ্র্যাচুইটি, প্রভিডেন্ট ফান্ড, মাতৃত্বকালীন কল্যাণ এবং বৈষম্য, সহিংসতা ও হয়রানি রোধে কমিটি গঠনের ধারাগুলো সংশোধনের প্রস্তাব দেন বিকেএমইএ সভাপতি। তিনি এ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতার অভাব নিয়েও প্রশ্ন তোলেন এবং অভিযোগ করে বলেন, 'প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী সভার কার্যবিবরণী অংশগ্রহণকারীদের সঙ্গে শেয়ার করা হয়নি। ১২৪টি সংশোধিত ধারার মধ্যে আমাদের আপত্তি মাত্র চার বা পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ বিধান নিয়ে, বাকিগুলো শ্রমিকদের জন্য অনুকূল বলে আমরা সমর্থন করি।'

গতকাল সংবাদ সম্মেলনে বিকেএমইএ নির্বাহী সভাপতি ফজলে শামীম এহসান, সিনিয়র সহসভাপতি অমল পোদ্দার ও সহসভাপতি শামীম আহমেদ উপস্থিত ছিলেন।

যুগান্তর | সোমবার ৬ এপ্রিল ২০২৬
২৩ চৈত্র ১৪৩২

চরফ্যাশনে ডিজেলের সংকট

সাগরে যাচ্ছে না নৌকা বিপাকে জেলে

চরফ্যাশন (ভোলা) প্রতিনিধি

তীব্র ডিজেল সংকটে স্থবির হয়ে পড়েছে মৎস্য খাত। ঈদের লম্বা ছুটির পরে সাগরে মাছ শিকারে যাওয়ার প্রস্তুতি নিয়েছিলেন চরফ্যাশনের উপকূলীয় এলাকার লক্ষাধিক জেলে। কিন্তু প্রয়োজনীয় জ্বালানি তেলের সংকটে আর সাগরে যাওয়া হয়নি। পাঁচ-ছয়দিন দেশের অন্যতম ২য় বৃহৎ মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র চরফ্যাশন উপজেলার সামরাজ মাছ ঘাটে বসেই বাজার-সওদা শেষ করেছেন। কবে নাগাদ তেলের জোগান পাবেন তা নিশ্চিত করে বলতে পারছেন না তারা। যেখানে প্রতিদিন শত শত মাছভর্তি ট্রলারের ভিড় থাকত, সেখানে এখন নেমে এসেছে অচলাবস্থা।

ডিজেলের সংকটের প্রভাবে বঙ্গোপসাগর ও চরফ্যাশনের উপকূলীয় এলাকার নদ-নদীতে মাছ আহরণ ৭০-৮০ শতাংশ কমে গেছে বলে দাবি করেছেন জেলে ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা। এতে সাগর উপকূলীয় অঞ্চলের মৎস্যবন্দর ও মোকামগুলোতে প্রায় স্থবিরতা দেখা দিয়েছে। ফলে জেলে, স্থানীয় ব্যবসায়ী, আড়তদার, পাইকার, শ্রমিকসহ মৎস্য পেশার ওপর নির্ভরশীল লাখো মানুষের কর্মসংস্থানে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে।

এরই মধ্যে এপ্রিলের মাঝামাঝি সময়ে শুরু হচ্ছে টানা ৫৮ দিনের নিষেধাজ্ঞা। সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ, প্রজনন নিশ্চিত করা ও টেকসই আহরণের লক্ষ্যে এ সময় বঙ্গোপসাগরে সব ধরনের মাছ ধরা বন্ধ থাকবে। জ্বালানি সংকটের ভোগান্তি কাটতে না কাটতেই এই দীর্ঘ নিষেধাজ্ঞা নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়েছেন উপকূলের মৎস্যজীবীরা। মুদি থেকে শুরু করে বাকি ধার-দেনার শেষ নেই। বহু জেলে এখন ট্রলার ছেড়ে বদলা-কামলা দেয়।'

উপজেলার সামরাজ মাছ ঘাটে একটি 'মা-বাবার দোয়া' ট্রলারের মালিক মো. ছলাউদ্দিন জানান, এক সপ্তাহ সাগরে থাকতে ১ হাজার থেকে ১ হাজার ২০০ লিটার ডিজেল প্রয়োজন হয়। কিন্তু তিনি মাত্র ৩০০ লিটার নিয়ে গিয়ে দুই দিনের মধ্যেই ফিরে আসতে বাধ্য হন। বর্তমানে ডিজেল না পেয়ে ট্রলার, ১৮ জন মাঝিমাল্লাসহ তেঁতুলিয়া নদীর পাড়ের মায়া নদীর ঘাটে নোঙর করে আছেন। মাছ ধরা বন্ধ থাকায় শ্রমিকদের ভরণপোষণও তাকেই করতে হচ্ছে।

চরফ্যাশন উপজেলার সামরাজ মৎস্য আড়ত মালিক সমবায় সমিতির সভাপতি আজ্জি পাটোয়ারি জানান, এখানে দৈনিক ৩০-৩২ হাজার লিটার পেট্রোল ও ৫৫-৬০ হাজার লিটার ডিজেলের চাহিদা রয়েছে। কিন্তু এর এক দশমাংশ সরবরাহ নেই। ফলে জেলে পেশায় ভয়াবহ সংকট দেখা দিয়েছে। এই কারণে অন্তত চার হাজার জেলে পরিবার শুধু সামরাজ বেকার বসে দিন কাটাচ্ছে। শুধু পাথরঘাটা, কক্সবাজারসহ বিভিন্ন ঘাট থেকে জ্বালানি সংগ্রহ করে সাগরে মাছ শিকারে যাওয়া কিছু ট্রলার কিছু পরিমাণ মাছ নিয়ে এখানে ফিরছে। এছাড়া স্থানীয় সব ট্রলার ঘাটে বাঁধা রয়েছে।

উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা জয়ন্তকুমার অপু বলেন, জ্বালানি সংকটে উপজেলাটিতে মাছ আহরণ ও সরবরাহ উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে। জেলে ও ব্যবসায়ীরা জ্বালানি তেলের নিশ্চয়তা চেয়েছেন এবং বিষয়টি প্রশাসনকে জানানো হয়েছে।

চরফ্যাশন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার দায়িত্বে থাকা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট এমাদুল হোসেন জানান, যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক রাখতে সর্বাত্মক চেষ্টা চলছে।

MONDAY APRIL 6, 2026
CHAITRA 23, 1432 BS
The Daily Star

RMG tax breaks may be phased out: NBR chief

STAR BUSINESS REPORT

The current reduced corporate tax rates of 10 to 12 percent for the ready-made garment (RMG) sector may not last much longer, said National Board of Revenue (NBR) Chairman Md Abdur Rahman Khan.

Speaking at a pre-budget meeting with stakeholders at the NBR headquarters in Agargaon yesterday, Khan signalled a gradual return to the standard corporate tax rate of about 27.5 percent.

Export-oriented knitwear and woven garment manufacturers, along with green-certified factories, currently enjoy lower corporate tax rates of 10 percent and 12 percent, respectively. These incentives are designed to boost exports and encourage sustainable industrial practices.

However, Khan said these incentives are temporary and could be removed as part of wider tax reforms to ensure fairness.

"Such reduced rates won't last long," he said during a discussion at the meeting with the Women Entrepreneurs Network for Development Association (WEND) on corporate tax incentives for women-led businesses.

He added that exporters already enjoy a 50 percent income tax exemption on export earnings, which greatly lowers their actual tax burden. For example, with the standard corporate tax rate at 27.5 percent, the exemption reduces the effective rate to about 12 percent.

Nadia Binte Amin, president of WEND, suggested equalising corporate tax rates and reducing the 1 percent tax deducted at source (TDS) on export earnings for fully women-owned businesses.

She also proposed a 10 percent tax rebate for companies investing in research and development, innovation, training and sustainable development.

AMCHAM PROPOSALS AHEAD OF BUDGET

The American Chamber of Commerce in Bangladesh (AmCham) shared its budget recommendations at the meeting. They proposed rationalising the current 1 percent minimum tax on annual turnover.

Khan responded that there is pressure to increase, not reduce, the minimum tax.

AmCham also suggested maintaining a level playing field in the banking sector by applying a uniform 37.5 percent tax rate to both foreign and local commercial banks.

Additionally, they recommended lower tax rates for Offshore Banking Units (OBUs), similar to other Asia-Pacific countries, where rates range from 0 to 20 percent.

"These measures would attract more foreign direct investment, improve exporters' competitiveness, and increase overall investment and revenue," said AmCham President Syed Ershad Ahmed.

Other proposals included reducing the supplementary duty on carbonated and sweetened beverages from 30 percent to 15 percent, simplifying procedures under Double Taxation Avoidance Agreements (DTAA), speeding up certification processes, introducing a standard foreign currency conversion method in line with international practices, and rationalising withholding tax rates.

AmCham also highlighted the need to promote digital financial inclusion and support sustainable industries. Their recommendations included lowering duties on smart cards and POS machines, offering incentives for digital payments, rationalising minimum tax rates, and creating a fully digital, time-bound tax refund system.

The meeting was attended by representatives from several business chambers, including EuroCham Bangladesh, Bangladesh-China Chamber of Commerce and Industries, and India-Bangladesh Chamber of Commerce and Industry, who shared their proposals ahead of the 2026-27 fiscal year budget.

শোভন কাজ

Why direct shipping is the next frontier of Bangladesh's trade competitiveness

Rear Admiral S M Moniruzzaman
Chairman, Chittagong Port Authority

Bangladesh must shift to direct global shipping from Chittagong to cut costs, reduce delays, boost competitiveness, and turn its ports into active gateways for faster, greener, and more efficient trade

The Bay of Bengal is no longer simply our strategic frontier; it now lies at the heart of Bangladesh's future prosperity. At this critical juncture, the priority is clear: logistics competitiveness must become a national focus. Without it, speed to market will continue to lag behind that of peer competitors, weakening our position in attracting foreign direct investment and developing manufacturing hubs.

For many years, this anchor has not held firm. For decades, the lifeblood of our economy—from ready-made garments that sustain our exports to the industrial raw materials that keep factories operating—has been forced along an indirect route. Shipments have passed through Colombo, Singapore, or Port Klang before finally reaching their destinations. This circuitous flow is more than a logistical inconvenience; it represents a deep structural bottleneck that costs the nation billions and weakens our competitiveness.

At the Chittagong Port Authority, 2025 marked a defining moment. We handled a record 3.41 million TEUs of containers and 138.15 million tonnes of cargo, raising revenue to Tk5,460 crore and contributing Tk1,804 crore to the national treasury. We also achieved new benchmarks across all key performance indicators, many of which once seemed unattainable, as vessel waiting time fell to zero in the final quarter of the year.

These results demonstrate strong operational capability, but they form only the groundwork for a much larger shift. The central question is no longer how much we process, but how we manage it. The answer lies in a determined and uncompromising move towards direct shipping.

The inefficiency becomes clear when viewed in simple terms. At present, most of Bangladesh's maritime trade moves through regional transshipment hubs. Each export container—whether it carries garments, leather goods, or jute products—incurs additional costs, undergoes extra handling, and loses valuable time. A direct shipment from Chittagong to a port in Europe or East Asia typically takes 15 to 25 days; when transshipment is involved, the same journey extends to 40 to 45 days. This delay acts as a constant drag on the country's export performance.

This reliance also imposes what may be described as a "transshipment tax." Bangladeshi goods do not enter global markets on equal terms. Exporters from countries with direct shipping links can reach buyers in about two weeks, while ours take roughly twice as long. This persistent delay places our producers at a clear disadvantage. The financial burden of this inefficiency is evident in national figures: Bangladesh's logistics costs stand at an estimated 15 to 20% of GDP, far above the global average of 8 to 10%. A large share of this gap stems directly from the additional distance, time, and cost created by transshipment.

Time is the most valuable commodity in global trade. Recent volatility—from the Strait of Hormuz crisis to wider geopolitical shocks—has made it clear that reliable schedules now carry the weight of currency. When India discontinued transshipment facilities in April 2025, it triggered immediate concern, but it also pushed the market towards a practical solution. The launch of direct Karachi–Chittagong services that followed reduced delivery times from 23 days to just 10 days and brought down costs in a meaningful way. This example demonstrates, in concrete terms, what direct connectivity can deliver.

The scale of the opportunity is considerable. The economy is expected to expand, with the Asian Development Bank forecasting 5% GDP growth for FY2026. As imports continue to rise—reaching $33.67 billion in the first half of FY2026 alone—the volume of goods moving through our ports will increase further. Without direct shipping, this growing flow will continue to pass through an already congested and expensive system.

Direct shipping marks a strategic inflection point in Bangladesh's maritime evolution. It has the potential to recast our ports from passive endpoints into active gateways of global commerce. But such a transformation will not emerge from infrastructure alone; it demands a deliberate and far-reaching structural shift.

We must prepare for a different scale of shipping altogether. Larger vessels, greater carrying capacity, and deeper drafts are no longer optional; they are the entry requirements for relevance in modern maritime trade. Without the ability to accommodate mother vessels and sustain round-the-clock operations, direct connectivity will remain constrained, both in reach and impact.

At the same time, our ports must open themselves fully to the sea. Physical and navigational

Direct shipping marks a strategic inflection point in Bangladesh's maritime evolution. It has the potential to recast our ports from passive endpoints into active gateways of global commerce. But such a transformation will not emerge from infrastructure alone; it demands a deliberate and far-reaching structural shift.

limitations that once seemed manageable now act as silent barriers, slowing movement and raising costs. Removing these constraints is essential if we are to align with the rhythm of global shipping networks.

Beyond the shoreline, the transformation must extend inland and outward. We need logistics nodes that function as a connected system rather than isolated points, linking ports with highways, rail corridors, industrial clusters, and global supply chains. Efficiency today is not defined by a single port's performance, but by the seamless flow across an entire network.

Partnerships will be equally decisive. Direct shipping cannot be sustained in isolation. It relies on deep collaboration with local, regional, and global logistics providers and buyers. It is built on reliability, shared standards, and consistent volume flows. Trust, once established, becomes the currency that anchors long-term shipping commitments.

Finally, the logic of what we export must evolve alongside how we export it. A logistics system designed for speed and precision must serve an economy that produces higher-value goods. We must move steadily beyond traditional exports towards more sophisticated, high-end products, where time, reliability, and quality translate directly into competitive advantage and stronger returns.

The benefits of direct shipping extend across multiple dimensions. First, it would strengthen our exports. The apparel sector, valued at more than $50 billion and central to the economy, would benefit from faster and more predictable delivery to buyers in

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

Why direct shipping is the next

CONTINUED FROM PAGE 15

Europe and the United States. Second, it would help attract foreign investment. Global manufacturers depend on just-in-time logistics, and without it, they often choose other destinations. A direct link to Europe and Japan—a proposal I presented at the 2025 IAPH World Ports Conference in Kobe—represents more than a shipping route; it offers a direct connection to high-value markets for apparel, leather, and light engineering goods. A direct Chittagong–Hamburg service, supported by German trade promotion mechanisms, could bring greater stability to schedules and reduce reliance on uncertain transshipment hubs.

Finally, direct shipping supports our environmental objectives. A single direct voyage produces significantly lower carbon emissions per container than a journey that relies on multiple transshipment stages. As the global economy moves towards net zero, a lower-carbon logistics chain will become an essential requirement for the competitiveness of our exports.

This transformation is already under way. Our major strategic projects—the Matarbari Deep Sea Port and the Bay Terminal—are being shaped with this direct future in mind. Matarbari, with its 18.5-metre natural draft, will be able to accommodate large, fuel-efficient mother vessels that define modern shipping. We have secured a $650 million World Bank loan for the Green Port of Bay Terminal, and construction is about to begin.

But infrastructure alone cannot deliver results. Without connectivity, it risks becoming a symbol of lost opportunity. We must move with determination to make direct routes commercially viable. This requires collaboration with Western and Eastern authorities to align customs procedures, logistics systems, and reefer schedules. It also calls for pilot voyages with anchor shippers to demonstrate reliability and attract a wider group of carriers.

The moment for gradual steps has passed. Bangladesh cannot remain a passive follower of global shipping schedules. By securing direct shipping, our trade will gain speed-to-market advantages over peer competitors. We will be able to lower logistics costs, shorten delivery times, and reduce our carbon footprint. We will turn the Bay of Bengal from a transit space into a starting point for national prosperity. At Chittagong Port, we have shown that we can surpass our own records. The next step is to move beyond established patterns. The journey will take time, but the goal is clear: Bangladesh must trade on its own terms, with the world within immediate reach.

REAR ADMIRAL S M MONIRUZZAMAN IS THE CHAIRMAN OF THE CHITTAGONG PORT AUTHORITY.

Disclaimer: The views and opinions expressed in this article are those of the author and do not necessarily reflect the opinions and views of The Business Standard.

THE FINANCIAL EXPRESS Tuesday • April 7, 2026

Shipbreaking workers to get social protection under new EIS pilot

MONIRA MUNNI

- Initiative jointly led by ILO and BIMCO to improve safety and workers' rights
- Shipowners to contribute $0.50 per light displacement tonnage

Workers in the country's ship-breaking industry are set to receive social protection under a new Employment Injury Scheme (EIS) pilot launched recently.

Earlier, in June 2022, the EIS was introduced on a pilot basis in Bangladesh's export-oriented readymade garment industry, providing lifelong payouts to injured workers and to the families of those who die at the workplace.

Based on the success of the RMG scheme, the ship-breaking EIS has been developed. Shipbreaking is widely regarded as one of the most dangerous occupations in the world, where workers face daily risks from toxic materials, heavy machinery and falls. In most cases, workers have little or no recourse when injured or taken ill on the job.

On March 12, International Labour Organization (ILO) launched the pilot EIS in collaboration with BIMCO (Baltic and International Maritime Council) to strengthen the protection and rights of workers at ship recycling yards in Bangladesh, the world's largest ship recycling nation, according to a statement.

BIMCO, founded in 1905, is the world's largest international shipping association, representing ship-owners, operators, brokers and agents.

The new EIS pilot establishes a fund providing pensions and financial support to workers and their families who are unable to work due to job-related injury or illness.

Under the scheme, ship-owners sending vessels for recycling in Bangladesh can contribute $0.50 per light displacement tonnage by signing a Letter of Intent facilitated by BIMCO.

The scheme complements the Hong Kong Convention for safe and environmentally sound ship recycling which sets global standards for the industry.

"Ship recycling is the most environmentally sound way of disposing a ship when it reaches the end of its operational life. But it is a high-risk industry, so we strongly support closing the gap until the national employment injury insurance scheme is operational in Bangladesh," David Loosley, Secretary General and CEO of BIMCO said.

"The ILO scheme offers the shipping industry a tool to strengthen the protection, safety and rights of the workers that recycle our ships," he added.

The scheme works as a social insurance where the risk is pooled and shared by the industry, according to a BIMCO statement.

By paying into the EIS, sellers of end-of-life ships can help ensure that workers and their families, in case of permanent injury or death, receive adequate and timely compensation in line with international labour standards.

Working on a voluntary basis, the EIS is a temporary protection mechanism that will support Bangladesh as it progresses from its current employer-liability system, it said.

A new system will replace the EIS and work as a national, wage-based employment injury insurance scheme, anchored in the law and administered by a national institution, it said, adding Bangladeshi authorities have committed to this transition, and the new system is expected to become mandatory in July 2027.

BIMCO called on its members to sign a letter of intent to contribute to the EIS fund.

Walton Pantland, IndustriALL's director of organising and campaigns and shipbuilding and shipbreaking, in a separate statement said, "Shipbreaking is a difficult and dangerous work. It has left a terrible toll of death, injury and occupational illnesses for the workers involved."

Those workers were often abandoned if injured or too ill to work, he said, adding just as the Hong Kong Convention makes shipbreaking safer, the EIS scheme provides social protection.

"This means that workers and their families will receive a pension if they are unable to work," he said, urging ship-owners to contribute fifty cents per ton to the EIS fund.

When asked, Zahirul Islam Rinku, former vice president of Bangladesh Ship Breakers and Recyclers Association, said they have been in discussion with IndustriALL and other related organisations over the launching of the scheme. He said initially ship owners will contribute to the scheme which ensures long-term support for workers in case of workplace injury and benefits for families in case of death.

Munni_fe@yahoo.com

THE FINANCIAL EXPRESS Monday • April 6, 2026

BKMEA seeks review of labour law amendments

FE REPORT

The Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association (BKMEA) on Sunday urged the government to review several provisions of the recently amended labour law, including the definition of workers and employees, collective bargaining agents (CBA), and the formation of provident funds.

"The revised definition of workers and employees in the Bangladesh Labour Ordinance 2025 has created confusion and does not align with the recommendations of the tripartite consultative committee (TCC)," said BKMEA President Mohammed Hatem.

He said the new ordinance, which is set to be placed in Parliament, defines employees as workers. Previously, those engaged in administrative, supervisory or managerial roles were not classified as workers.

Mr Hatem noted that at the TCC meeting, representatives of owners, workers and the government had agreed that employees under labour law provision 2(49) would not be treated as workers. However, the amendment has created ambiguity and may lead to pressure from international buyers to extend equal benefits to employees as workers.

He made the remarks at a press conference held at the BKMEA office in the capital on Sunday.

The BKMEA president said employees' benefits are determined by their appointment letters, and including them within the definition of workers would blur the distinction between management and labour, complicating decision-making and factory operations.

Such a move could weaken management structures, disrupt responsibilities and ultimately affect productivity, he added, urging the government to revise the provision in line with the TCC recommendations.

Referring to service benefits, Mr Hatem said the current provision allows workers employed for three years to receive wages for seven days after retirement, and 15 days for those employed for more than three years but less than 10 years.

He said the TCC had proposed a revised structure with two slabs -- three to five years and more than five years up to 10 years -- and called for its adoption.

On the issue of collective bargaining agents, he said the agreed proposal was to select CBAs through elections based on the majority consent of workers.

Mr Hatem also called for revisions to provisions relating to workers' provident funds and the universal pension scheme, arguing that maintaining both would be impractical.

He urged the government to introduce a single unified facility.

The BKMEA further demanded the withdrawal of a requirement to include two representatives with experience in gender and physical harassment issues in anti-harassment committees.

munni_fe@yahoo.com

যুগান্তর | সোমবার ৬ এপ্রিল ২০২৬ ২৩ চৈত্র ১৪৩২

সংশোধিত শ্রম আইন রপ্তানিমুখী শিল্প ধ্বংসের নীলনকশা

—বিকেএমইএ সভাপতি

যুগান্তর প্রতিবেদন

রপ্তানিমুখী শিল্প মালিকদের আপত্তি উপেক্ষা করে অন্তর্বর্তী সরকার শ্রম অধ্যাদেশ জারি করে। এর কয়েকটি ধারা শিল্পে জটিলতা ও বিভ্রান্তি সৃষ্টির পাশাপাশি উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি, প্রশাসনিক জটিলতা এবং প্রতিযোগিতামূলক সক্ষমতা হ্রাসের ঝুঁকি তৈরি করবে। সংশোধিত অধ্যাদেশটি দেশের শিল্প কারখানা ও রপ্তানি খাত ধ্বংসের নীলনকশা। রোববার রাজধানীর কাওরান বাজারে নিজস্ব কার্যালয়ে এক আলোচনা সভায় বিকেএমইএ সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম এ কথা বলেন।

তিনি বলেন, 'শ্রম অধ্যাদেশের কয়েকটি ধারায় অস্পষ্টতা রয়েছে। দেশের শিল্প কলকারখানাকে ধ্বংসের জন্য পরিকল্পিত ও উদ্দেশ্যমূলকভাবে এটি করা হয়েছে। গত সরকারের (অন্তর্বর্তী সরকার) কিছু অতি উৎসাহী ব্যক্তির দ্বারা দেশের শিল্প কারখানা ও রপ্তানি খাতকে ধ্বংসের নীলনকশা বাস্তবায়নের অপপ্রয়াস বলে আমরা মনে করছি।'

মোহাম্মদ হাতেম বলেন, 'দেশের অর্থনীতির অন্যতম প্রধান চালিকাশক্তি তৈরি পোশাক খাত। এ খাতের স্বার্থ সংরক্ষণ এবং শ্রমিক-মালিক উভয় পক্ষের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রেখে একটি কার্যকর ও বাস্তবসম্মত শ্রম আইন প্রণয়ন অত্যন্ত জরুরি। আশা করছি নতুন সরকার শ্রম আইন সংশোধনের বিষয়ে দ্রুত কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করবে।' তিনি বলেন, 'সংশোধিত অধিকাংশ বিধান

সংশোধিত শ্রম আইন রপ্তানিমুখী

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

গ্রহণযোগ্য হলেও কিছু ধারা বাস্তবায়নের আগে জরুরি ভিত্তিতে পুনর্বিবেচনা প্রয়োজন। সংশোধন প্রক্রিয়ায় শিল্প পরামর্শ নেওয়া হয়েছিল। শুরুতে ৩০০টিরও বেশি প্রস্তাব ছিল, যা পরে ১০১-এ নামিয়ে আনা হয়। এর মধ্যে ৭৯টি বিধান সর্বসম্মতিক্রমে চূড়ান্ত হয়। পরে সরকার, মালিক ও শ্রমিক প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত ত্রিপক্ষীয় পরামর্শ পরিষদের বৈঠকে আরও কিছু প্রস্তাব গৃহীত হয়। তবে চূড়ান্ত পর্যায়ে কিছু ধারা যুক্ত করা হয়েছে, যা আগের ঐকমত্যকে পাশ কাটিয়েছে।'

'শ্রমিক' সংজ্ঞা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'আগের আইনে প্রশাসনিক, তদারকি বা ব্যবস্থাপনা পর্যায়ের কর্মীরা এর বাইরে ছিলেন। কিন্তু সংশোধিত ধারায় এখন মজুরির ভিত্তিতে কর্মরত কর্মচারী বা কর্মকর্তাদেরও শ্রমিক হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যা কারখানায় অস্থিরতা সৃষ্টি করতে পারে। এ বিধান ত্রিপক্ষীয় পরিষদের সিদ্ধান্তের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।'

এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, '১২৪টি সংশোধিত ধারার মধ্যে মাত্র চার-পাঁচটি ধারায় আপত্তি আছে। বাকি অধিকাংশই শ্রমিকদের জন্য ইতিবাচক। তবে শিল্পের ক্ষতি করতে পারে—এমন কোনো বিধান এড়িয়ে চলতে হবে।'

অপর এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'যেকোনো আইন প্রণয়নে দেশের বাস্তবতা প্রতিফলিত হওয়া উচিত, বাইরের প্রত্যাশা নয়।'

আলোচনা সভায় বিকেএমইএর নির্বাহী সভাপতি ফজলে শামীম এহসান, জ্যেষ্ঠ সহ-সভাপতি অমল পোদ্দার ও সহ-সভাপতি মোহাম্মদ রাশেদ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

সময়ের আলো
বুধবার। ৮ এপ্রিল ২০২৬

এক দশকের অর্থনৈতিক শুমারি

কর্মসংস্থান বেড়েছে ২৫ শতাংশ

৮৭.৩৬ শতাংশ অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানই পারিবারিক মালিকানাধীন

নিজস্ব প্রতিবেদক

গত এক দশকে দেশে মোট অর্থনৈতিক ইউনিটের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১ কোটি ১৭ লাখ ২ হাজার ৭৯২টি। আর এই ইউনিটগুলোতে বর্তমানে ৩ কোটি ৬ লাখ ৩২ হাজার ৬৬১ জন মানুষ কর্মরত রয়েছেন। ২০১৩ সালে এই সংখ্যা ছিল ২ কোটি ৪৫ লাখ ৮৫০ জন। অর্থাৎ এক দশকে কর্মসংস্থান বেড়েছে ২৫.০৩ শতাংশ। মোট কর্মসংস্থানের মধ্যে ৮৩.২৮ শতাংশ পুরুষ, ১৬.৭১ শতাংশ নারী ও ০.০১ শতাংশ তৃতীয় লিঙ্গের জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ রয়েছে।

মঙ্গলবার প্রকাশিত বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) 'অর্থনৈতিক শুমারি ২০২৪'-এর চূড়ান্ত ফলাফলে এ তথ্য উঠে এসেছে। যেখানে দেশে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে উল্লেখযোগ্য সম্প্রসারণ ঘটেছে। অর্থনৈতিক শুমারির চূড়ান্ত প্রতিবেদনে দেখা গেছে, দেশে মোট অর্থনৈতিক ইউনিটের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১ কোটি ১৭ লাখ ২ হাজার ৭৯২টি, যা ২০১৩ সালে ছিল ৭৮ লাখ ১৮ হাজার ৫৬৫টি। অর্থাৎ ১০ বছরের ব্যবধানে দেশে অর্থনৈতিক ইউনিট বেড়েছে ৩৮ লাখ ৮৪ হাজার ২২৭টি.

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

কর্মসংস্থান বেড়েছে

শেষ পৃষ্ঠার পর

যা শতাংশের হিসেবে ৪৯.৬৫ শতাংশ বৃদ্ধি নির্দেশ করে।

বিভাগভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, দেশের মোট অর্থনৈতিক ইউনিটের সর্বোচ্চ ২৭.০৮ শতাংশই ঢাকা বিভাগে অবস্থিত। এর পরেই রয়েছে চট্টগ্রাম বিভাগ, যেখানে ১৭.৫১ শতাংশ ইউনিট রয়েছে এবং রাজশাহী বিভাগে রয়েছে ১৪.৩৬ শতাংশ। অন্যদিকে সবচেয়ে কম অর্থনৈতিক ইউনিট রয়েছে সিলেট বিভাগে, যার হার ৪.৬৭ শতাংশ। এ ছাড়া খুলনায় ১২.৭৩ শতাংশ, রংপুরে ১১.৪১ শতাংশ, ময়মনসিংহে ৬.৬৩ শতাংশ এবং বরিশালে ৫.৬১ শতাংশ ইউনিট রয়েছে।

খাতভিত্তিক বিশ্লেষণে স্পষ্ট হয়েছে যে দেশের অর্থনীতিতে সেবা খাতের আধিপত্য অত্যন্ত বেশি। মোট অর্থনৈতিক ইউনিটের ৯০.০২ শতাংশই সেবা খাতের অন্তর্ভুক্ত, যার সংখ্যা ১ কোটি ৫ লাখ ৩৪ হাজার ৪৪৩টি। বিপরীতে শিল্প খাতের ইউনিটের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম, যা মোটের মাত্র ৯.৯৮ শতাংশ। ব্যবসার ধরন অনুযায়ী 'পাইকারি ও খুচরা ব্যবসা এবং মোটরযান মেরামত' খাত সবচেয়ে বড় অংশ দখল করে আছে, যার হার ৪১.৮২ শতাংশ।

শিল্পের আকার অনুযায়ী দেখা যায়, দেশের অর্থনীতিতে মাইক্রো ও কুটির শিল্পের প্রাধান্য রয়েছে। মোট ইউনিটের মধ্যে মাইক্রো শিল্পের সংখ্যা ৬৬ লাখ ৩১ হাজার ৪৮২টি, যা ৫৬.৬৭ শতাংশ। কুটির শিল্প রয়েছে ৪৫ লাখ ৩৩ হাজার ৫৮৯টি বা ৩৮.৭৪ শতাংশ। অন্যদিকে ক্ষুদ্র শিল্প ৪.২০ শতাংশ, মাঝারি শিল্প ০.৩১ শতাংশ এবং বৃহৎ শিল্প মাত্র ০.০৮ শতাংশ, যা শিল্প কাঠামোর বৈশিষ্ট্য তুলে ধরে।

মালিকানার ধরন বিশ্লেষণে দেখা যায়, দেশের অধিকাংশ অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানই ব্যক্তিগত বা পারিবারিক মালিকানাধীন। এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের হার ৮৭.৩৬ শতাংশ। প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির হার ১.৮২ শতাংশ এবং অংশীদারত্বের ভিত্তিতে পরিচালিত প্রতিষ্ঠান ১.৪৪ শতাংশ। এ ছাড়া গ্রামীণ অর্থনীতিতে অর্থনৈতিক ইউনিটের সংখ্যা শহরের তুলনায় বেশি। বর্তমানে পল্লী এলাকায় ৭৩ লাখ ৮৫ হাজার ৮২৮টি ইউনিট রয়েছে, যেখানে শহর এলাকায় রয়েছে ৪৩ লাখ ১৬ হাজার ৯৬৪টি ইউনিট। ২০১৩ সালের তুলনায় উভয় এলাকাতেই উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি লক্ষ করা গেছে, যা সামগ্রিক অর্থনৈতিক বিস্তারের ইঙ্গিত দেয়।

প্রতিষ্ঠানের ধরন অনুযায়ী, মোট অর্থনৈতিক ইউনিটের ৫৩.৫৭ শতাংশ স্থায়ী, ৪.৯১ শতাংশ অস্থায়ী এবং ৪১.৫২ শতাংশ খানাভিত্তিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড হিসেবে পরিচালিত হচ্ছে। সব মিলিয়ে অর্থনৈতিক শুমারির এই চিত্র দেশের অর্থনীতিতে গত এক দশকে শক্তিশালী প্রবৃদ্ধি, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি এবং ক্ষুদ্র ও সেবা খাতনির্ভর কাঠামোর বাস্তবতা স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছে।

দৈনিক ইত্তেফাক
প্রতিষ্ঠাতা তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া
মঙ্গলবার
২৪ চৈত্র ১৪৩২, ৭ এপ্রিল ২০২৬

বেতন চাইলে শ্রমিকদের মারধর করতেন কারখানার সুপারভাইজার

কেরানীগঞ্জে গ্যাসলাইটার কারখানায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ইমানউল্লাহ মাস্তানের তিন দিনের রিমান্ড মঞ্জুর

■ কেরানীগঞ্জ (ঢাকা) সংবাদদাতা

রমজান মাসে ওভারটাইম করছিলাম। ওই টেকা দেয় নাই। শুধু ওই টেকা না, গত মাসের বেতনটাও দেয় নাই। এ আগুন থেইক্যা বাঁচলেও, ক্ষিধার আগুন থেইক্যা কেমনে বাঁচমু? বেতন না পাইলে কেমনে চলমু? কথাগুলো বলছিলেন ঢাকার দক্ষিণ কেরানীগঞ্জের কদমতলী এলাকার গ্যাসলাইটার তৈরির কারখানার শ্রমিক নুরজাহান (২৭)। গত শনিবার কারখানাটিতে অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটে। এতে ছয়জনের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। তিনজনের মৃতদেহ শনাক্ত করা গেলেও বাকিদের মৃতদেহ শনাক্ত করা যায়নি।

নুরজাহান বেগম আরও বলেন, আগুন লাগার পর দেওয়াল টপকায়া কোনোরকম জানে বাচছি। এখন বাইচাও পরছি বিপদে। কারখানা মালিক শুধু বেতন আটকাইয়া রাখতো না, কেউ বেতন চাইলে মাইরধরইও করতো। তাই ভয়ে সবাই চুপ থাকতো। ওরা তো আমগো ন্যায্য পাওনা টাকাও দিল না। আমরা আমগো হক্কের টাকা চাই।

এদিকে কারখানাটিতে অগ্নিকান্ডের ঘটনায় দায়ের হওয়া মামলায় এজহারনামীয় আসামি কেরানীগঞ্জ সিট মালিক ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি ও বিএনপি নেতা ইমানউল্লাহ মাস্তানের ৩ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছে আদালত। গতকাল দুপুরে শুনানি শেষে ঢাকা সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মো. তানভীর আহমেদ এই আদেশ দেন।

দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল আলম বলেন, আদালত ইমানউল্লাহ মাস্তানের তিন দিনের রিমান্ড আবেদন মঞ্জুর করেছে। রিমান্ডে তাকে অধিকতর জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। তিনি আরো বলেন, বাকি আসামিদের গ্রেপ্তারে আমাদের অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

কারখানার কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের গত মার্চ মাসের বেতন বকেয়া রেখেছিলো বলে অভিযোগ করেছেন একাধিক শ্রমিক।

কারখানাটির শ্রমিক আলামিন (১৫) বলেন, পাওনা বেতন নিয়ে কথা বললে আমাদের মারধর করা হতো। অনেককে বেতন দেওয়া হতো না। ওদের মারধরের ঘটনা দেখে ভয়ে সবাই চুপ থাকত।

একই অভিযোগ করেন অগ্নিকান্ডে দগ্ধ জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে চিকিৎসাধীন শ্রমিক জিসানের (১৭) মা সেফালি বেগম। তিনি বলেন, আমি ও ছেলে একসাথে কারখানাটিতে কাজ করতাম। কারখানার সুপারভাইজার সহ অন্যান্য বড় স্যাররা আমাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করত।

আরেক শ্রমিক নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, কেউ অসুস্থ হইলেও ওরা ছুটি দিত না। একবার এক শিশু মেয়ের হাত পুড়ছিল, তাও কাজ করাইছে। বেতন চাইলে বলতো 'চুপ থাক, বেশি কথা কইলে আর কাজ করতে পারবা না। আমরা ভয় আর অভাবের কারণে কিছুই কইতে পারি নাই।'

দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ রাজস্ব সার্কেল সহকারী কমিশনার (ভূমি) আফতাব আহমেদ বলেন, শ্রমিকদের বকেয়া বেতনের বিষয়ে শুনেছি। বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে খতিয়ে দেখা হবে।

ঢাকা জেলা প্রশাসনের গঠিত তদন্ত কমিটির সদস্য ও কেরানীগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ওমর ফারুক বলেন, প্রাথমিকভাবে জানাগেছে, কারখানার চুল্লির সাথে গ্যাস লাইটার তৈরির দাহ্য কাঁচামালা সংস্পর্শে আসলে আগুন থেকে বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। তদন্ত প্রতিবেদন প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে দাখিল করা হবে।

সংবাদ
ঢাকা : রোববার ৬ বৈশাখ ১৪৩৩
Dhaka : Sunday 19 April 2026

চকরিয়ায় দৈনিক ৮ ঘণ্টার কর্মসংস্থানের সুযোগ পাচ্ছেন হাজারো দরিদ্র নারী-পুরুষ শ্রমিক

প্রতিনিধি, চকরিয়া (কক্সবাজার)

কক্সবাজারের চকরিয়া উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন অধিদপ্তরের বরাদ্দ বিভাজনের আলোকে এবং মনিটরিংয়ের মাধ্যমে উপজেলার ১৮ ইউনিয়নে একযোগে অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ইজিপিপি কর্মসূচির আওতায় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন কাজের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়েছে।

উপজেলায় ইউনিয়ন ভিত্তিক শুরু হওয়া ইজিপিপি কর্মসূচির উন্নয়ন কাজে এলাকার হাজারো দরিদ্র শ্রেণী নারী-পুরুষ দিনে আটঘন্টা করে কাজ করার বিনিময়ে পারিশ্রমিক পাবেন বলে জানিয়েছেন চকরিয়া উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা (পিআইও) দিলীপ দে। এই প্রকল্পের অংশ হিসেবে গত শুক্রবার সকালে চকরিয়া উপজেলার পূর্ব বড় ভেওলা ইউনিয়নের চারটি ওয়ার্ডে ইজিপিপি কর্মসূচির আওতায় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন কাজ শুরু করেছে হয়েছে।

পূর্ব বড় ভেওলা ইউনিয়ন পরিষদের দায়িত্বপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান হারুন অর রশিদ বলেন, উপজেলা প্রশাসনের পিআইও বিভাগের তদারকি ও মনিটরিংয়ের মাধ্যমে ইজিপিপি কর্মসূচির আওতায় গ্রামীণ সড়কের উন্নয়ন কাজে প্রতিদিন ৭৯ জন দরিদ্র নারী-পুরুষ শ্রমিক কাজ করছেন। সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত ৮ ঘণ্টা কাজের বিনিময়ে একজন শ্রমিক পাঁচশ' টাকা করে বেতন পাবে।

তিনি বলেন, উন্নয়ন কাজের ক্ষেত্রে বেশি অবহেলিত এলাকাকে প্রাধান্য দিয়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। যার বদৌলতে ওই এলাকার জনগণ যোগাযোগ খাতে সুফল ভোগ করতে সক্ষম হবে।

উন্নয়ন কাজের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পূর্ববড় ভেওলা ইউনিয়ন পরিষদের সচিব, সকল ইউপি সদস্য, আনসার, গ্রাম পুলিশ বাহিনীর সদস্যসহ বিভিন্ন ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

NEW AGE
TUESDAY, APRIL 21, 2026,

Household service workers in need of legal framework

REGULATORY vacuum and enforcement failure in domestic household services leave both employers and workers unprotected, but not on equal terms. The High Court's directing the government to explain its failure to implement a mandatory registration and regulatory system for such workers under the Domestic Servants Registration Ordinance 1961 brings the issue back in focus. The court on April 19 issued the directive when it heard a petition filed on the alleged murder of a mother and daughter by their domestic household service worker in December 2025. The petitioner says that the ordinance, which mandates the registration of workers, is in effect in certain police stations in Dhaka and allows the government to extend it to other areas through an official notification. The petition, therefore, seeks the court's intervention in its implementation. Although the petitioner is largely focused on the security and protection of employers, the regulatory failure also raises concern about worker exploitation in an informal sector where employment is usually based on oral contracts. In an unequal setting, violence against domestic workers is reported more frequently and this issue should also be addressed with urgency.

The arrest of the Biman Bangladesh Airlines managing director and his wife over allegations of torturing an 11-year-old domestic worker in February has exposed the persistent lack of accountability for employers. The victim's father allowed his daughter to work at the house of the accused as a caregiver because of financial hardship, based on an informal agreement that the accused would pay for her marriage. When the accused asked him to take his daughter home on January 31, he found her severely ill, bruised and battered. The limited legal protection available is frequently ignored, when the employers are from economically or politically powerful backgrounds. The Domestic Workers Protection and Welfare Policy 2015, meant to safeguard the worker rights, remained unimplemented because of successive governments' negligence and the lack of will. The policy was expected to fill the vacuum and empower workers with legal entitlements and bring their employers under the purview of legal framework. It requires the enlistment of workers, mandatory permission from guardians for appointing children below 12 years as domestic helps, timely payment and leave with pay, when needed. The interim government also considered developing a mechanism to resolve domestic worker's complaints. But, this did not happen.

It is time the government, instead of taking isolated actions on court orders or legislation, systematically addressed the legal vacuum in the informal employment of domestic workers. Along the same lines, the government should take early steps to implement the national policy in this regard and consider amending the labour law to bring domestic labour under the legal purview.

সমকাল
বুধবার । ৮ এপ্রিল ২০২৬ ।

কেরানীগঞ্জে অগ্নিকাণ্ড

কাঠামোগত হত্যাকাণ্ডের কারখানা

নিরাপদ কর্মস্থল বিষয়ে দেশে দশকের পর দশক বহু আলাপ-আলোচনা, আন্দোলন হইলেও অগ্রগতি যে খুব আশাব্যঞ্জক নহে, ঢাকার কেরানীগঞ্জের গ্যাসলাইটার কারখানার প্রাণবিনাশী অগ্নিকাণ্ড তাহা স্মরণ করাইয়া দিল। শনিবার মধ্যাহ্নে উক্ত কারখানায় অগ্নিকাণ্ডের সূচনা হয়। একই দিবস মধ্যাহ্ন আড়াইটায় ফায়ার সার্ভিসের সাতটি ইউনিটের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। এই ঘটনায় অদ্যাবধি ছয়জনের মৃত্যু ঘটিল; আহত অনেকে। একটা সময় ছিল যখন বিভিন্ন তৈরি পোশাক কারখানায় এহেন অগ্নিকাণ্ড ঘটিত। বিশেষত ২০১৩ সালে বিশ্বব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টিকারী রানা প্লাজায় ধস এবং তৎপূর্ববর্তী তাজরিন ফ্যাশনে অগ্নিকাণ্ডের পর সরকার-মালিক এবং বিদেশি ক্রেতাদের সংগঠনের মিলিত উদ্যোগে উক্ত খাতে অগ্নি নিরাপত্তাসহ সামগ্রিক কর্মপরিবেশের প্রভূত উন্নতি ঘটে। উহার ফলস্বরূপ তৈরি পোশাক খাতে প্রাণঘাতী অগ্নিকাণ্ড বা ভবন ধসের ঘটনা নাই বলিলেই চলে। কিন্তু তখন একই নিয়মনীতি বা গাইডলাইন অনুসারে, বিশেষত সরকারের অনীহার কারণে অন্য খাতগুলিতেও কোনো সংস্কার করা হয় নাই। উহারই ফলস্বরূপ আলোচ্য অগ্নিকাণ্ড ঘটিয়াছে বলিলে ভুল হইবে না। এই প্রসঙ্গে ২০২১ সালের ৮ জুলাই নারায়ণগঞ্জের হাসেম ফুডস কারখানায় সংঘটিত ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের কথা বলা যায়, যে ঘটনায় ৫২ জন শ্রমিক দগ্ধ হইয়া মৃত্যুবরণ করিয়াছিলেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে গ্যাসলাইটার কারখানায় শনিবারের অগ্নিকাণ্ডে শ্রমিক নিহত হইবার ঘটনাকে কাঠামোগত হত্যাকাণ্ড বলা যায়।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, আলোচ্য কারখানা একটি টিনশেড ভবনে অবস্থিত। স্বাভাবিকভাবেই ইহা জাতীয় বিল্ডিং কোড বা ভবন নির্মাণ বিধিমালা অনুসরণ করিয়া তৈয়ার হয় নাই, বলা যায়। উহাতে অগ্নি নিরাপত্তা-সংক্রান্ত সরকারি গাইডলাইনও পালিত হইবার বিষয়টি আশা করা যায় না। কিন্তু গ্যাসলাইটার তৈরির ন্যায় অত্যন্ত স্পর্শকাতর এই কারখানা গড়িয়া উঠিল এবং এতদিন চালু থাকিল কী প্রকারে? ফায়ার সার্ভিসের ঢাকা-বিভাগের উপপরিচালক ছালেহ উদ্দিন সমকালকে বলিয়াছেন, কারখানায় বিপুল পরিমাণ গ্যাসলাইটার, গ্যাস সিলিন্ডার ও লাইটার তৈরির প্লাস্টিক দানা ছিল। এই সকল কিছুই অত্যন্ত দাহ্য পদার্থ। এ কারণে আগুন দ্রুত ছড়াইয়া পড়ে। অন্য সকল সরকারি সংস্থা বাদ যাক, কলকারখানা পরিদর্শন অধিদপ্তরের চোখের সম্মুখে উহা কার্যক্রম চালাইল কীভাবে? আমরা জানি, উক্ত সংস্থার অনুমোদন ব্যতীত কোথাও কোনো কারখানা স্থাপন করা যায় না। সংস্থাটির পরিদর্শকদের নিজ নিজ এখতিয়ারাধীন এলাকায় নিয়মিত টহল দিতে হয় বলিয়া এই ধরনের কারখানা কোনোভাবে চালু হইলেও টিকিয়া থাকিবার কথা নহে। তদুপরি বিদ্যুৎসহ বিভিন্ন পরিষেবার অনুমতিও কিন্তু অন্য সংস্থাগুলির অনুমতি ব্যতীত কোনো কারখানার পাওয়ার কথা নহে। অতএব, উক্ত অগ্নিকাণ্ডের দায় সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থাগুলি পরিহার করিতে পারে না। এই কথাও বলা প্রয়োজন, প্রচলিত আইন অনুযায়ী কোনো আবাসিক এলাকায় এহেন ঝুঁকিপূর্ণ কারখানা থাকিতে পারে না। স্মরণ করা যাইতে পারে, ২০১০ সালের ৩ জুন রাত্রে পুরাতন ঢাকার নিমতলীতে অগ্নিদগ্ধ হইয়া ১২৪ জন মৃত্যুবরণ করেন। উক্ত ঘটনার ৯ বৎসর পর ২০১৯ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি রাত্রে চকবাজারের চুড়িহাট্টার আগুনে ৭০ জন প্রাণ হারান। উভয় ঘটনায় আবাসিক এলাকায় অননুমোদিত রাসায়নিক ও দাহ্য পদার্থের গুদাম বা কারখানার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। দুর্ভাগ্যবশত, ঐ সকল অগ্নিকাণ্ড হইতে কোনো সরকারই শিক্ষা গ্রহণ করে নাই। এই কারণেই হাসেম ফুডস ও সর্বশেষ শনিবারের ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটিল।

সরকার উক্ত ঘটনায় একাধিক তদন্ত কমিটি গঠন করিয়াছে। উহারা হয়তো নির্ধারিত সময়েই নানাবিধ সুপারিশসহ প্রতিবেদন জমা দিবে। আমাদের প্রত্যাশা, সেই সকল প্রতিবেদনে উক্ত অবৈধ কারখানা স্থাপনে সংশ্লিষ্ট মালিককে যে সকল সরকারি সংস্থা সহায়তা করিয়াছে, তাহাদের পরিচয় উঠিয়া আসিবে। সুপারিশগুলিও যথাযথভাবে কার্যকর হইবে। উপরন্তু আহতদের সুচিকিৎসা, তৎসহিত হতাহতের যথেষ্ট ক্ষতিপূরণ নিশ্চিতকরণ জরুরি।

যুগান্তর
মঙ্গলবার ৭ এপ্রিল ২০২৬
২৪ চৈত্র ১৪৩২

বিকেএমইএর সংবাদ সম্মেলন

শ্রম সংশোধন অধ্যাদেশ পুনর্বিবেচনার দাবি

তেজগাঁও (ঢাকা) সংবাদদাতা

সংশোধিত শ্রম আইন অধ্যাদেশ-২০২৫ এর কয়েকটি ধারা পুনর্বিবেচনার দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ নিটওয়্যার প্রস্তুত ও রপ্তানিকারক সমিতি (বিকেএমইএ)। সংগঠনের অভিযোগ, অধ্যাদেশে 'শ্রমিক' শব্দের সংজ্ঞায় কর্মকর্তা-কর্মচারীকে অন্তর্ভুক্ত করায় শিল্প খাতে বিভ্রান্তি ও অস্থিরতা তৈরি হতে পারে। রোববার বিকেএমইএর কার্যালয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এর সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম এসব কথা বলেন। এ সময় বিকেএমইএর নির্বাহী সভাপতি ফজলে শামীম এহসান, জ্যেষ্ঠ সহসভাপতি আমল পোদ্দার এবং সহসভাপতি শামীম আহমেদ উপস্থিত ছিলেন।

মোহাম্মদ হাতেম বলেন, সংশোধিত অধিকাংশ ধারা গ্রহণযোগ্য হলেও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা বাস্তবায়নের আগে জরুরি ভিত্তিতে পুনর্বিবেচনা প্রয়োজন। মালিক, শ্রমিক ও সরকারের প্রতিনিধিদের নিয়ে অনুষ্ঠিত ত্রিপক্ষীয় বৈঠকে নেওয়া সব সিদ্ধান্ত সংশোধিত অধ্যাদেশে প্রতিফলিত হয়নি। তিনি বলেন, আগের আইনে প্রশাসনিক, তদারকি বা ব্যবস্থাপনা পর্যায়ের কর্মীরা 'শ্রমিক' সংজ্ঞার বাইরে ছিলেন। কিন্তু নতুন সংশোধনে বেতনভুক্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরও শ্রমিক হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যা কারখানায় অস্থিরতা সৃষ্টি করতে পারে। এ বিষয়টি ত্রিপক্ষীয় পরামর্শক পরিষদের (টিসিসি) সিদ্ধান্তের প্রতিফলন নয়। চাকরি অবসানের ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণসংক্রান্ত সময়সীমা নিয়েও আপত্তি জানায় বিকেএমইএ। সমষ্টিগত দরকষাকষির প্রতিনিধি (সিবিএ) নির্বাচনের বিধান নিয়েও তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করেন। এছাড়া গ্র্যাচুইটি, প্রভিডেন্ট ফান্ড, মাতৃত্বকালীন সুবিধা এবং কর্মক্ষেত্রে বৈষম্য, সহিংসতা ও হয়রানি প্রতিরোধে কমিটি গঠনের বিধানসহ কয়েকটি ধারা পুনর্বিবেচনার প্রস্তাব দেন বিকেএমইএ সভাপতি। উল্লেখ্য, গত ১৭ নভেম্বর অন্তর্বর্তীকালীন সরকার সংশোধিত শ্রম আইন অধ্যাদেশ জারি করে।

দেশ রূপান্তর
সোমবার, ৬ এপ্রিল ২০২৬,

কেরানীগঞ্জের কদমতলীতে পুড়ে যাওয়া গ্যাস লাইটার কারখানায় তল্লাশি চালান ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ■ মারুফ রহমান

কেরানীগঞ্জের অবৈধ কারখানায় ঘটতে পারে বড় দুর্ঘটনা

রাজু আহমেদ, কেরানীগঞ্জ (ঢাকা)

কেরানীগঞ্জে গ্যাস লাইট (কেমিক্যাল) কারখানায় আগুনে প্রাণহানির ঘটনায় আবারও আলোচনায় অবৈধভাবে চলা বিভিন্ন কারখানা এবং কেমিক্যাল সুরক্ষার ব্যবস্থাপনা বিষয়টি। অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থাপনা না থাকলেও দীর্ঘদিন ধরে ঝুঁকিপূর্ণভাবে গ্যাসলাইট কারখানাটি চলছিল। এর আগেও গত বছর কারখানাটিতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। সে সময় প্রাথমিকভাবে সিলগালা করা হলেও, পরবর্তীতে রহস্যজনকভাবে আবারও খুলে দেওয়া হয় কারখানাটি। কেরানীগঞ্জের আনাচে-কানাচে এমন কারখানার সংখ্যা অসংখ্য। সংশ্লিষ্টরা বলছেন– আগানগর, জিনজিরা, শুভাঢ্যা, কালিন্দী ইউনিয়নের অবস্থিত এসব অবৈধ কারখানায় যে কোনো সময় ঘটতে পারে বড় ধরনের দুর্ঘটনা।

কেরানীগঞ্জে প্রতি বছরই একাধিকবার আগুনে বহু ক্ষয়ক্ষতি এবং প্রাণহানির ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত কোনো দুর্ঘটনায় কোনো কারখানা মালিকের বড় ধরনের শাস্তি নিশ্চিত হয়নি। প্রতিবারই দুর্ঘটনার পরে দুর্ঘটনার স্থান কিছুদিন বন্ধ রেখে আবারও রহস্যজনকভাবে খুলে দেওয়া হয়।

সরেজমিন কেরানীগঞ্জের আগানগর, জিনজিরা, শুভাঢ্যা ও কালিন্দী ইউনিয়ন ঘুরে একাধিক স্থানীয় বাসিন্দার সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, ২০১৯ সালে পুরান ঢাকার চকবাজারে চুড়িহাট্টায় একটি কেমিক্যালের গোডাউনে বিস্ফোরণে ৭১ জন নিহত হওয়ার পর চকবাজার ও আশপাশের অবৈধ গোডাউন ও কারখানার বেশির ভাগই কেরানীগঞ্জে স্থানান্তরিত হয়। চুড়িহাট্টার দুর্ঘটনার কয়েক মাস পরেই কেরানীগঞ্জের চুনকুটিয়া এলাকার প্রাইম পেট অ্যান্ড প্লাস্টিক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড নামে একটি কেমিক্যাল কারখানায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। দুর্ঘটনায় ১৬ জনের বেশি মানুষ মারা যায় এবং গুরুতর আহত হন ২০-২২ জন শ্রমিক। স্থানীয়দের অভিযোগ, দুর্ঘটনার পর প্রশাসন কয়েকদিন তোড়জোড় দেখালেও পরে আর কিছুই হয়নি। তাদের দাবি– শুধু ওই দুর্ঘটনা নয়, কেরানীগঞ্জে গত কয়েক বছরে যতগুলো অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে এ পর্যন্ত তার কোনোটিরই সুষ্ঠু তদন্ত হয়নি।

দৈনিক ইত্তেফাক
১১ এপ্রিল ২০২৬

কাহারোলে মজুরিবৈষম্যের শিকার নারীশ্রমিকরা

■ কাহারোল (দিনাজপুর) সংবাদদাতা

'তোমরা কহেন তো, হামরাগুলো পুরুষের সঙ্গে সমান তালে কাম করি, মজুরি পাই ২০০ টাকা, আর পুরুষগুলো পায় ৪০০টাকা। হামরা কি ওমারগুলোর থাকি কাম কম করি? ওরারও আইসে বিহানে, হামরাগুলো আসি বিহানে। তাহলে ওরা এত পায় কেন?' গতকাল বৃহস্পতিবার কাহারোল উপজেলার হাটিয়ারী গ্রামের দিপালী রানী কথাগুলো বলেন।

কাহারোল উপজেলায় কৃষিশ্রমিক হিসাবে কাজ করা অধিকাংশ নারীরই মজুরি নিয়ে দিপালীর মতো এমন অভিযোগ রয়েছে। উপজেলার মাঠে কাজ করা নারী শ্রমিকের চাহিদা বেশি থাকলেও তারা ন্যায্য মজুরি পাচ্ছেন না। বর্তমানে উপজেলার বিভিন্ন মাঠে শত শত নারী দৈনিক মজুরির ভিত্তিতে কাজ করছেন। আর এই কাজে পুরুষ শ্রমিকরা যেখানে ৪০০ থেকে ৫০০ টাকা মজুরি পান, সেখানে নারী পাচ্ছেন ২০০ থেকে ২২০ টাকা।

বিভিন্ন ইউনিয়ন ঘুরে একাধিক নারীশ্রমিকের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, পুরুষশ্রমিকের তুলনায় বেশি কাজ করেও তারা মজুরি বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন। সেটা মেনে নিয়েই জীবিকার তাগিদে কাজ করে যেতে হচ্ছে তাদের। ঘরের কাজ সেরে বাইরের শ্রম দেওয়ায় শরিক হচ্ছেন তারা। তারগাঁও ইউনিয়নের হাটিয়ারী গ্রামের ননীবালা বলেন, পুরুষরা কৃষকের বাড়িতে এক বেলা খেয়েও মজুরি পান ৪০০ থেকে ৫০০ টাকা, অন্যদিকে নারীরা পুরুষের সমান কাজ করেও নিজ বাড়িতে খেয়ে মজুরি পান অর্ধেকেরও কম টাকা। এই আয় দিয়ে সন্তানদের নিয়ে সংসার চালানো খুব কঠিন।

উপজেলা মহিলাবিষয়ক কর্মকর্তা আফসানা মোস্তারী বলেন, 'আমরা নারীদের অধিকারের কথা বিভিন্ন সভা-সেমিনারে তুলে ধরি। আমরা সর্বস্তরের মানুষ যদি এক হয়ে কাজ করি, তাহলে নারীদের বৈষম্য দূর করা সম্ভব বলে মনে করি।'

THE FINANCIAL EXPRESS Thursday • April 9, 2026

Rampant violation of workplace safety

Safety at workplaces and reasonable compensation for the workers should be given priority for ensuring healthy working condition at mills and factories. Proper monitoring of safety situation by regulatory bodies and strict enforcement of laws are indispensable for the improvement of the situation

Shall we call it an accident? Or a deliberately created instance of extreme callousness and unconcern about human life and safety! Had the Keraniganj gas lighter factory fire on Saturday been a mere accident, one would console oneself by thinking that such things happen and cannot be completely eliminated. But what if it happens because of extreme callousness about workplace safety? Enquiries revealed that the factory had, in fact, no legal permit. More alarmingly, it had virtually no fire safety measures, and the workers were denied any escape route as the main gate was locked. Consequently, six workers were burned to death, and some others are languishing in hospital with serious burn injuries.

Outbreaks of fire and the resulting deaths of workers due to unsafe factory environment are by now too familiar a story in this country, and it continues to claim fresh victims after regular interval. Such criminal insensitivity has grown because in all previous cases those responsible for such tragedy largely went unpunished. Thanks to this culture of impunity that the factory owners thought that they could get away with everything, every violation of the basic rules of workers' safety and that they are accountable to none.

In the past, a series of RMG factory fires occurred with a heavy toll of lives due to a single cause - the emergency exits were locked. But this inhuman practice resulted in one tragedy followed by another. In October last year, a fire tragedy in a chemical warehouse in Mirpur occurred under similar circumstances. After the blaze started, many workers tried to rush to the rooftop, only to find that the gate was locked. Consequently, sixteen people died from suffocation.

In 2024, a devastating fire at Green Cozy Cottage on Dhaka's Bailey Road killed 46 people. CID recently submitted a probe report on the incident. It said, most people died not because of burns, but because of suffocation, as the main gate of a restaurant named KacchiBhai was locked to prevent customers from leaving without paying their bills. This is incoceivable. Deliberately blocking the escape route of victims who were running for safety! Clearly, it n act of murder. Which society will condone this? And how does it impact Bangladesh's image at a time when the country is about graduate from the LDC category?

This dangerous practice was observed in every case of major fire. The probe committees that followed routinely disapproved of those instances of inhuman practice. But nothing effective was done to improve the safety conditions. When safety measures are all dispensed with, accidents do not just occur but are in a sense invited. Thus what passes for accident is often an outcome of criminality.

The Keraniganj tragedy has once again brought to light the fragile state of workplace safety in small and medium factories, most of which have sprung up haphazardly without any proper planning, and where compliance with safety rules is practically non-existent. How a factory processing highly combustible gases like butane and propane could operate in a densely populated area is the question. The factory had reportedly been shut down last year due to the absence of valid documents. How it could resume operation shortly after the closure? Locals alleged that, despite repeated requests, the owner took no initiative to close or relocate the facility. An alleged associate of the factory owner has already been arrested. The probe instituted must find out those who enabled the factory to continue operating illegally and ensure that all those responsible are held to account.

The problem, however, is endemic. Unauthorised factories dealing with hazardous materials are scattered across densely populated areas such as Keraniganj, Narayanganj, and Old Dhaka, where labourers often work under life-threatening conditions. There has long been a demand to relocate these hazard-prone factories to designated industrial parks, but it has not happened. Following the Nimtoli fire in Old Dhaka which claimed 126 lives, the then government had initiated four projects to shift the chemical, plastic, printing, and electronics industries from Old Dhaka. However, these projects remain incomplete even after 15 years. Bureaucratic red tape, land acquisition complications, and lack of urgency from the authorities have reportedly resulted in this apathy and inaction.

Thus, a good number of workers die or become disabled every year. Actually, safety of workers seems to be nobody's concern. While safety environment in RMG factories radically improved following international intervention, no improvement is noticeable regarding the safety situation in the aforementioned factories. Lack of enforcement of the factory laws, inaction of the factory inspectors, indifference of the factory owners to the workers' safety and absence of bargaining bodies of the workers have allowed the situation to persist. Many argue that poor compensation provided for in the existing laws is one of the major reasons why factory owners do not pay due attention to workers' safety. The compensation announced for the victims of the Keraniganj lighter factory fire is paltry.

Safety at workplace is not a matter of pity to the workers; it is their right and factory owners are legally and morally bound to ensure it. Death or disability of workers has multi-dimensional implications on the economy and society. While the death or disability of workers seriously hampers production processes, absence of an earning member put his/her family members in dire straits. At the same time, unsafe working conditions result in reduced productivity, increased healthcare expenses and a lower quality of life for workers and their families. Safety at workplaces and reasonable compensation for the workers should therefore be given priority for ensuring healthy working condition at mills and factories. Proper

শুক্রবার, এপ্রিল ১০, ২০২৬ ■ চৈত্র ২৭, ১৪৩২ বণিক বার্তা

জ্বালানি সংকটের প্রভাব

তৈরি পোশাক খাতে উৎপাদন সক্ষমতা হ্রাস পেয়েছে ২০-৩০%

জ্বালানি সংকটের কারণে দেশের পোশাক কারখানাগুলোর উৎপাদন সক্ষমতা ২০-৩০ শতাংশ পর্যন্ত হ্রাস পেয়েছে। বৈশ্বিক সরবরাহ চেইনের এ অনিশ্চয়তা দীর্ঘায়িত হলে খাতটির টিকে থাকা এবং সামগ্রিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা চরম ঝুঁকির মুখে পড়তে পারে বলে আশঙ্কা খাতসংশ্লিষ্টদের

শিল্প-কারখানা চালাতে গ্যাসের সরবরাহ নিরবচ্ছিন্ন না থাকায় জেনারেটরে বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করতে হচ্ছে বিপুল পরিমাণ জ্বালানি তেল। পোশাক কারখানাগুলোয় বর্তমানে প্রতিদিন গড়ে ১০ ঘণ্টা কর্মসময়ের মধ্যে অন্তত ২ ঘণ্টা লোডশেডিং হচ্ছে। ফলে উৎপাদন কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে নিয়মিত

অতীতে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাত এমন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়নি। ট্রাম্প প্রশাসনের শুল্ক আরোপের পর আন্তর্জাতিক বাজারে মূল্যস্ফীতি কমার সম্ভাবনা দেখা দিলেও মধ্যপ্রাচ্য যুদ্ধ সব হিসাব পাল্টে দিয়েছে

—মোহাম্মদ হাতেম
সভাপতি, বিকেএমইএ

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

মধ্যপ্রাচ্যের ক্রমবর্ধমান ভূরাজনৈতিক অস্থিরতা এবং অভ্যন্তরীণ বাজারে ডলারের চাপ থাকায় নাজুক পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছে জ্বালানি খাত। এর সরাসরি প্রভাব পড়েছে দেশের প্রধান রফতানি খাত তৈরি পোশাক শিল্পে। খাতসংশ্লিষ্টদের তথ্য অনুযায়ী, জ্বালানি সংকটের কারণে পোশাক কারখানাগুলোর উৎপাদন সক্ষমতা ২০ থেকে ৩০ শতাংশ পর্যন্ত হ্রাস পেয়েছে। বৈশ্বিক সরবরাহ চেইনের এ অনিশ্চয়তা দীর্ঘায়িত হলে খাতটির টিকে থাকা এবং সামগ্রিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা চরম ঝুঁকির মুখে পড়তে পারে।

পোশাক কারখানা মালিকরা জানিয়েছেন, বর্তমানে কারখানাগুলোয় প্রতিদিন গড়ে ১০ ঘণ্টা কর্মসময়ের মধ্যে অন্তত ২ ঘণ্টা লোডশেডিং হচ্ছে। ফলে উৎপাদন কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে নিয়মিত। পোশাক কারখানাগুলোয় জ্বালানির ব্যবহার হয় মূলত দুটি কারণে। প্রথমত, লোডশেডিংয়ের কারণে বিকল্প হিসেবে জেনারেটর চালাতে হয়, যার জন্য প্রয়োজন হয় ডিজেল। দ্বিতীয়ত, গ্যাসের চাপ স্বাভাবিক না থাকলে ক্যাপটিভ পাওয়ার ব্যবস্থায় জেনারেটর চালু করতে হয়, সেখানেও ডিজেলের ওপর নির্ভরশীলতা বাড়ছে। দেশের তৈরি পোশাক শিল্পের উৎপাদন স্বাভাবিক রাখতে অনেক কারখানায়ই ক্যাপটিভ জেনারেটর চালানো হয়। এজন্য কারখানাগুলোয় বিপুল পরিমাণ ডিজেল, ফার্নেস অয়েল ও এলপিজি ব্যবহৃত হয়। শিল্প-কারখানা চালাতে গ্যাসের সরবরাহ নিরবচ্ছিন্ন না থাকায় জেনারেটরে বিকল্প হিসেবে বিপুল পরিমাণ জ্বালানি তেল ব্যবহার করতে হচ্ছে। বর্তমানে সরবরাহ সংকট থাকায় কারখানাগুলো জ্বালানি তেলের পর্যাপ্ত সংস্থান করতে পারছে না। এতে উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে।

জানতে চাইলে বাংলাদেশ গার্মেন্ট ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিজিএমইএ) সভাপতি মাহমুদ হাসান খান বণিক বার্তাকে বলেন, 'এলাকাভেদে কারখানার উৎপাদন ব্যাহত হওয়ার চিত্রে ভিন্নতা আছে। প্রতিদিন মোট কর্মঘণ্টার ২ থেকে ৩ ঘণ্টা ব্যাহত হচ্ছে। মোটাদাগে উৎপাদন সক্ষমতা হ্রাস পেয়েছে ২৫ থেকে ৩০ শতাংশের মতো।'

পোশাক শিল্পে উৎপাদন সক্ষমতা কমে যাওয়ার

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

তৈরি পোশাক খাতে

১ম পৃষ্ঠার পর

বিষয়টি ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) আয়োজিত এক গোলটেবিল আলোচনায়ও উঠে এসেছে। 'বৈশ্বিক জ্বালানি সংকট : বাংলাদেশে এর প্রভাব এবং মোকাবেলায় কর্মপন্থা নির্ধারণ' শীর্ষক ওই গোলটেবিলে সংগঠনটির সভাপতি তাসকিন আহমেদ বলেন, 'জ্বালানি সংকটের কারণে তৈরি পোশাক খাতে উৎপাদন সক্ষমতা প্রায় ৫০ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। এছাড়া প্রতি ব্যাগ সিমেন্ট উৎপাদন ব্যয় ২৫-৩০ টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং প্রতি কনটেইনারে অতিরিক্ত ৫০০ থেকে ৪ হাজার ডলার পর্যন্ত বাড়তি খরচ গুনতে হচ্ছে।'

ডিসিসিআইয়ের আলোচনায় জানানো হয়, বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেলের দাম প্রতি ১০ ডলার বাড়লে বাংলাদেশের বছরে বাড়তি খরচ হয় ১ বিলিয়ন ডলার। যদি তেলের দাম ১২০ ডলারের ওপরে ওঠে, তবে জ্বালানি খাতে ব্যয় বাড়বে বছরে ৪-৫ বিলিয়ন ডলার। ফলে সরকারের লোকসান বাড়ার পাশাপাশি শিল্প উৎপাদন ও ব্যবসা পরিচালন ব্যয়ও বহু গুণ বৃদ্ধি পাবে।

জানা গেছে, তৈরি পোশাক খাতের দুই সংগঠন বিজিএমইএ ও বিকেএমইএ (বাংলাদেশ নিটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন) মিলিয়ে মোট সক্রিয় কারখানা সংখ্যা কম-বেশি তিন হাজারের মতো। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে এসব কারখানা থেকে বিশ্ববাজারে ৩৯ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি পোশাক রফতানি হয়। তবে চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরে প্রধান বাজারগুলোর চাহিদা হ্রাসে পোশাক রফতানি নেতিবাচক ধারায় রয়েছে। বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটের পাশাপাশি বিদ্যমান জ্বালানি সংকট অব্যাহত থাকলে ভবিষ্যতে রফতানি আরো কমে যেতে পারে বলে আশঙ্কা রয়েছে।

চলতি অর্থবছরের প্রথম নয় মাসে (জুলাই-মার্চ) বিশ্ববাজারে বাংলাদেশের পণ্য রফতানি কমেছে ৪ দশমিক ৮৫ শতাংশ। রফতানি আয়ের টানা নেতিবাচক প্রবণতায় সবচেয়ে বেশি চাপে পড়েছে দেশের প্রধান রফতানি খাত তৈরি পোশাক শিল্প। বছরের ব্যবধানে রফতানি প্রবৃদ্ধি ধারাবাহিকভাবে কমতে থাকায় বড় ধরনের উদ্বেগের মুখে পড়েছে বস্ত্র ও পোশাক খাতে বিপুল পরিমাণ অর্থায়ন করা ব্যাংকগুলোও। উদ্যোক্তারা বলছেন, বৈশ্বিক ভূরাজনীতি ও অভ্যন্তরীণ জ্বালানি সংকটে উৎপাদন ব্যাহত হওয়ায় পোশাক শিল্পের ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে।

খাতসংশ্লিষ্টরা বলছেন, রফতানির এ নাজুক পরিস্থিতির মূলে রয়েছে একের পর এক বৈশ্বিক ধাক্কা। ট্রাম্প প্রশাসনের পাল্টা শুল্ক আরোপের প্রভাবে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) বাজারে আমদানি ব্যয় বেড়ে যাওয়ায় ক্রয়াদেশ কমতে শুরু করে। এরপর মধ্যপ্রাচ্যে নতুন করে যুদ্ধ শুরু হওয়ায় পরিস্থিতি আরো জটিল হয়ে পড়েছে। বিশেষ করে হরমুজ প্রণালিকেন্দ্রিক অস্থিরতায় বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধি এবং সরবরাহ সংকট বাংলাদেশের পোশাক কারখানায় উৎপাদন খরচ বাড়িয়ে দিয়েছে।

এ প্রসঙ্গে বিকেএমইএ সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম বণিক বার্তাকে বলেন, 'বর্তমানে পোশাক কারখানাগুলোয় প্রতিদিন গড়ে ২ থেকে ৩ ঘণ্টা লোডশেডিং হচ্ছে। এর ফলে খাতটিতে ২০ থেকে ২৫ শতাংশ উৎপাদন সক্ষমতা হ্রাস পেয়েছে। কয়েক মাস ধরেই রফতানিতে নেতিবাচক ধারা চলছে। এর পেছনে যদিও জ্বালানি সংকট সরাসরি প্রধান কারণ নয়, তবে ভবিষ্যতে এটি বড় ধরনের প্রভাব ফেলতে পারে।'

অতীতে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাত এমন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়নি উল্লেখ করে মোহাম্মদ হাতেম বলেন, 'ট্রাম্প প্রশাসনের শুল্ক আরোপের পর আন্তর্জাতিক বাজারে মূল্যস্ফীতি কমার সম্ভাবনা দেখা দিলেও মধ্যপ্রাচ্য যুদ্ধ সব হিসাব পাল্টে দিয়েছে। এখন হরমুজ প্রণালি বন্ধ হওয়ার উপক্রম হওয়ায় দেশে ডিজেলের তীব্র সংকট দেখা দিয়েছে, যা উৎপাদন ব্যাহত করছে।'

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) তথ্য অনুযায়ী, প্রধান বাজারগুলোর মধ্যে শীর্ষ অবস্থানে থাকা যুক্তরাষ্ট্রে রফতানি কমেছে ১ দশমিক ১০ শতাংশ। এছাড়া জার্মানিতে ১৩ দশমিক ৫৪ শতাংশ এবং যুক্তরাজ্যে ১ দশমিক ৩৯ শতাংশ রফতানি কমেছে।

দেশের শিল্প খাত প্রধানত গ্যাস ও বিদ্যুতের ওপর নির্ভরশীল। বর্তমানে বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রায় ৬৬ শতাংশ গ্যাসভিত্তিক। মধ্যপ্রাচ্য থেকে এলএনজি আমদানি ব্যাহত হওয়ায় শিল্পাঞ্চলগুলোয় গ্যাসের চাপ আশঙ্কাজনকভাবে কমে গেছে। পেট্রোবাংলার তথ্য অনুযায়ী, দেশের জাতীয় গ্রিডে দৈনিক ২৬৫ কোটি ঘনফুট গ্যাসের সরবরাহ হচ্ছে, যার মধ্যে ৯১ কোটি ঘনফুট যাচ্ছে বিদ্যুৎ উৎপাদনে। সার উৎপাদনে বর্তমানে গ্যাসের সরবরাহ নেই বললেই চলে, কারখানাগুলোয় দৈনিক ৩২ কোটি ঘনফুট চাহিদার বিপরীতে মাত্র সাত কোটি ঘনফুট গ্যাস দেয়া হচ্ছে। আবাসিক, সিএনজি ও চা শিল্পসহ অন্যান্য খাতে সরবরাহ হচ্ছে ১৫৩ কোটি ঘনফুট গ্যাস।

মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের কারণে দেশের জ্বালানি খাতের মজুদ অব্যাহতভাবে চাপে রয়েছে। বিশেষ করে কাতার থেকে এলএনজি আমদানি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় স্পট মার্কেট থেকে দ্বিগুণেরও বেশি দামে জ্বালানিপণ্যটি আমদানি করছে পেট্রোবাংলা। অপরিশোধিত জ্বালানি তেলের নিয়মিত সরবরাহ নিশ্চিতে প্রতিকূলতা থাকায় বিপুল অর্থ ব্যয়ে তা আমদানি করতে হচ্ছে সরকারকে। এখন পর্যন্ত সরবরাহ সংকট বড় আকারে দেখা না দিলেও ফিলিং স্টেশনগুলোয় দীর্ঘ ভিড় লক্ষ করা যাচ্ছে। তবে এ পরিস্থিতির দ্রুত সমাধান না হলে রফতানি খাতের পাশাপাশি দেশের অর্থনীতি আরো চাপের মুখে পড়তে পারে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা।

প্রথম আলো

শুক্রবার, ১৭ এপ্রিল ২০২৬

শ্রমিককল্যাণ তহবিলে ট্রান্সকম গ্রুপ ১ কোটি ৩৭ লাখ টাকা দিল

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

বাংলাদেশ শ্রমিককল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিলে ১ কোটি ৩৬ লাখ ৭৪ হাজার টাকা জমা দিয়েছে ট্রান্সকম গ্রুপ। সচিবালয়ে গতকাল বৃহস্পতিবার শ্রম ও কর্মসংস্থানমন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরীর কাছে ট্রান্সকম গ্রুপের একটি প্রতিনিধিদল এই টাকার চেক হস্তান্তর করে। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ট্রান্সকম গ্রুপের শ্রমিক মুনাফা অংশগ্রহণ তহবিল (ডব্লিউপিপিএফ) থেকে অর্জিত লভ্যাংশের একটি নির্দিষ্ট অংশ এ তহবিলে জমা করা হয়। ট্রান্সকম গ্রুপের পরিচালক (মানবসম্পদ বিভাগ) এম সাব্বির আলীর নেতৃত্বে তিন সদস্যের দলটি শ্রমমন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরীর কাছে চেকটি হস্তান্তর করে। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন ট্রান্সকম গ্রুপের মানবসম্পদ বিভাগের নির্বাহী মহাব্যবস্থাপক মো. রফিকুল ইসলাম এবং উপব্যবস্থাপক এইচ এম রোমান উদ্দিন।

চেক হস্তান্তর অনুষ্ঠানে মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব মো. আবদুছ সামাদ আল আজাদ এবং উপসচিব মোহাম্মদ শামছুল ইসলামসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারাও উপস্থিত ছিলেন।

শ্রমমন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী বলেন, এ ধরনের উদ্যোগ দেশের শ্রমজীবী মানুষের কল্যাণে ও আপৎকালীন সহায়তায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। তিনি অন্য কোম্পানিগুলোকেও আইনি বিধান অনুসরণে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

আইনি বিধান অনুসরণ করে বার্ষিক লভ্যাংশের একটি নির্দিষ্ট অংশ প্রতিবছরই শ্রমিককল্যাণ তহবিলে দিয়ে আসছে ট্রান্সকম গ্রুপ। মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা জানান, গত বছরের তুলনায় ট্রান্সকম গ্রুপ এবার শ্রমিককল্যাণ তহবিলে ১১ লাখ টাকা বেশি জমা দিয়েছে।

সংবাদ

ঢাকা : শনিবার ২৮ চৈত্র ১৪৩২

Dhaka : Saturday 11 April 2026

জ্বালানি সংকটে বন্ধের পথে অটো ব্রিকস, বিপাকে ৩ শতাধিক শ্রমিক

প্রতিনিধি, বোয়ালমারী (ফরিদপুর)

ফরিদপুরের বোয়ালমারীতে জ্বালানি তেল (ডিজেল) সংকটে বিপর্যয়ের মুখে পড়েছে জেলার বৃহত্তর শিল্পকারখানা আল আলী অটো ব্রিকস লি.। জ্বালানি তেল সংকটে বন্ধ হওয়ার পথে বৃহৎ এই অটো ইটভাটাটি। ফলে কর্ম হারানোর আশঙ্কায় দিনাতিপাত করছে ৩ শতাধিক শ্রমিক।

জ্বালানি তেল সরবরাহ করে মিলটি সচল রাখার দাবিতে সংবাদ সম্মেলন করেছে মিলটির শ্রমিক কর্মচারীরা।

সংবাদ সম্মেলনে তারা আকুতিভরা কণ্ঠে সরকারের প্রতি আবেদন করেন– কারখানাটিতে নিবিড়ভাবে জ্বালানি তেল সরবরাহ করে সচল রাখার জন্য, শ্রমিকরা জানান - ঘনঘন বিদ্যুতের লোডশেডিংয়ের ফলে জ্বালানি তেল না থাকায় অটো ভাটাটির কর্মচঞ্চলতা বন্ধ হয়ে যায়। ফলে উৎপাদন ব্যাহত হওয়া ছাড়া-ও বসে থাকতে হয় শ্রমিকদের। এতে প্রতিদিনই লোকসানের মুখে পড়েছে কর্তৃপক্ষ। বৈশ্বিক যুদ্ধবিগ্রহের ফলে জ্বালানি তেল সংকটের আগে যেখানে শ্রমিকদের কোলাহলে মুখর থাকত অটো ইটভাটার আঙিনা, সেখানে এখন নেমে এসেছে অজানা আতঙ্কের নীরবতা। জ্বালানি তেল (ডিজেল) না থাকায় প্রায় ৩০-৩৫টি যানবাহন ও দুটি জেনারেটর একেবারে অচল হয়ে পড়েছে। উৎপাদন কার্যক্রম প্রায় স্থবির। যে কোনো মুহূর্তে পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যেতে পারে ইট ভাটাটি। এই ভাটার ওপর নির্ভরশীল প্রায় ৩ শতাধিক শ্রমিক আর তাদের পরিবারের হাজারো মানুষ। তাদের জীবনে এখন অনিশ্চয়তার কালো ছায়া।

উত্তরবঙ্গ থেকে আগত এক শ্রমিক জানান, প্রতিদিন ৮ ঘণ্টা করে ডিউটি করেন তারা, এর মধ্যে বিদ্যুৎ না থাকায় ৪-৫ ঘণ্টা বসে থাকতে হয়। নষ্ট হয় চুল্লিতে থাকা আধাপোড়া ইট। এতে লোকসানের মুখে পড়েছে মালিকপক্ষ। শোনা যাচ্ছে তেল সংগ্রহ করা না গেলে কয়েকদিনের মধ্যে বন্ধ করে দেওয়া হতে পারে ভাটাটি।

ভাটায় কর্মরত নবিরন বেগম নামে এক শ্রমিক বলেন, আমরা দিন আনি দিন খাই। ভাটা বন্ধ হলে আমাদের অনাহারে কাটাতে হবে। এছাড়া সমিতির ঋণের কিস্তির চাপ আছে। কাজ করে যে বেতন পাই তা দিয়েই কিস্তি পরিশোধ ও সংসার চালাই, কাজ না থাকলে খাবো নাকি কিস্তি দেবো, বুঝতে পারছি না। ভাটা বন্ধ হয়ে গেলে পথে বসা ছাড়া উপায় নেই। রহিম নামে আরেকজন বলেন, এই ভাটাই আমাদের সবকিছু। এটা বন্ধ হলে আমরা রাস্তায় নামতে বাধ্য হবো। মালিক আর কতদিন আমাদের কাজ ছাড়া বসিয়ে বেতন দেবে। ইটভাটার এইচআর ম্যানেজার মো. রফিকুল ইসলাম বলেন, ভাটা চালু রাখতে প্রতিদিন প্রায় ১৫০০ লিটার ডিজেল প্রয়োজন হয়।

সমকাল ■ শনিবার । ১১ এপ্রিল ২০২৬

মালদ্বীপের শ্রমবাজারে কেমন আছেন বাংলাদেশিরা

মতিন রায়হান

অর্থনীতি

ইউএস-বাংলার বিমানে বসে মালে ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে (বর্তমানে ভেলানা ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট-ভিআইএ নামে পরিচিত) অবতরণের ঘণ্টাখানেক আগে থেকেই পাশের সিটের মোনতাজ মিয়ার সঙ্গে কথা হচ্ছিল তাদের প্রবাসজীবন নিয়ে। কথা হয় আরও দু-একজনের সঙ্গে। বিমানে যখন তাদের সঙ্গে কথা বলছিলাম তখন আমার চোখে ভেসে উঠছিল বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাস করা এসব মানুষের একসময়ের নিদারুণ অভাবগ্রস্ত, নিরানন্দ তথা নিস্তরঙ্গ জীবনচিত্রটি। আজ তাদের উপার্জিত ফরেন কারেন্সি ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে অর্থাৎ পরিবারগুলোর ভাগ্যবদলে যে ইতিবাচকতা তৈরি করেছে, তা শুধু বাংলাদেশের কোনো একটি নির্দিষ্ট অঞ্চল নয়, বলা যায়, সারাদেশ আলোকিত করে চলেছে। আমাদের দেশের অর্থলোলুপ, বিদেশে অর্থ পাচারকারী, ব্যাংক লুটেরা শ্রেণির বিরুদ্ধে এক অন্যরকম ন্যারেটিভও তৈরি করেছে এই শ্রমজীবী মানুষেরা।

মালদ্বীপ দক্ষিণ এশিয়ার ভারত মহাসাগরে তীরে অবস্থিত বিশ্বের একটি ক্ষুদ্র ও নিচু দ্বীপরাষ্ট্র। ১২শরও বেশি ছোট প্রবাল দ্বীপের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা পর্যটননির্ভর দেশটির রাজধানী মালে। তবে এত প্রবাল দ্বীপের মাত্র ২০০টিতে রয়েছে জনবসতি। রাজধানী মালে হলো মালদ্বীপের বৃহত্তম শহর, যেখানে দেশটির সিংহভাগ মানুষ বসবাস করে।

সর্বশেষ পরিসংখ্যান অনুযায়ী মালদ্বীপের বর্তমান জনসংখ্যা পাঁচ লাখ ৩১ হাজার ৭৯ জন। এটি এশিয়ার অন্যতম ক্ষুদ্র ও কম জনবহুল দেশ। এই জনসংখ্যার একটি বড় অংশ বিদেশি শ্রমিক। ২০২৪ সালের তথ্যমতে, দেশটিতে বিদেশি শ্রমিক রয়েছেন দুই লাখেরও বেশি। মজার ব্যাপার হলো, এর মধ্যে বাংলাদেশি শ্রমিকের সংখ্যা এক লাখেরও বেশি। তবে এর একটি বড় অংশ অবৈধ বা অনিবন্ধিত। এসব শ্রমিককে বৈধ করার জন্য বাংলাদেশ সরকারকে এখনই কার্যকর উদ্যোগ নিতে হবে। কারণ অন্যান্য দেশের তুলনায় এখানকার শ্রমিকদের আয় বেশ ভালো। মালদিভিয়ান ১ রুফিয়া (এমভিআর) আমাদের ৮.০৬ টাকার সমান। একেকজন শ্রমিকের মাসিক আয় ৮০০ থেকে ১৬শ ইউএস ডলার। বাংলাদেশি মুদ্রায় কনভার্ট করলে এর পরিমাণ দাঁড়ায় এক লাখ থেকে দুই লাখ টাকা। অথচ সৌদি আরবে দেখেছি বাংলাদেশি শ্রমিকরা তীব্র রোদে কাজ করে গড়ে মাত্র ৭০০-৮০০ রিয়াল (২১,৭০০ থেকে ২৪,৮০০ টাকা) বেতন পান। কখনও কখনও সেই বেতনও নিয়মিত পান না। মালয়েশিয়ার অবস্থাও সৌদি আরবের চেয়ে ভালো নয়। এসব দিক বিবেচনা করলে বাংলাদেশি শ্রমিকদের জন্য মালদ্বীপ একটি আকর্ষণীয় শ্রমবাজার।

বর্তমানে দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম ট্যুরিষ্ট ডেস্টিনেশন মালদ্বীপ। মালদ্বীপের সমুদ্রের স্ফটিক স্বচ্ছ নীল জল, সাদা বালুকাময় সৈকত এবং বিলাসবহুল রিসোর্ট বিশ্বখ্যাত। এখানকার সমুদ্রে স্নোরকেলিং (শ্বাস-নল ডুবসাঁতার) রোমাঞ্চকর ইভেন্ট। জলের ওপরে বা সামান্য নিচে ভেসে থেকে বিশেষ শ্বাস-নল, মাস্ক এবং ফ্লিপার ব্যবহার করে পানির নিচের দৃশ্য দেখার এই রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা ভোলার নয়। বিচিত্র সব মাছের সঙ্গে বড় আকারের অনেক শাপলাপাতা মাছ দেখা এবং স্পর্শ করা আরও রোমাঞ্চকর। আর স্যান্ডব্যাংকসে গা ডুবিয়ে হাঁটাও দারুণ ব্যাপার। স্কুভা ডাইভিং, সার্ফিংসহ বিচিত্র সব জল-বিনোদনের সঙ্গে আছে ডলফিন ক্রুজও। এসব প্রসঙ্গ তোলার প্রধান কারণ এসব কাজে দক্ষ গাইড এখন মালদেভিয়ানদের মতো বাংলাদেশি শ্রমিকরাও। ফিশিং, কনস্ট্রাকশন, হোটেল-রিসোর্ট, রেস্টুরেন্ট, দোকানপাট–কী নেই বাংলাদেশি শ্রমিকদের তত্ত্বাবধানে!

শুরুতেই বলছিলাম মোনতাজ মিয়া ও শাহ আলমের কথা। মোনতাজ মিয়া (৪২) কিশোরগঞ্জের পাকুন্দিয়ার মানুষ। ২৮ বছর ধরে আছেন মালদ্বীপে। ষষ্ঠ শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করে ১৩-১৪ বছর বয়সে চাচাতো ভাই হারুনুর রশিদের কল্যাণে মালদ্বীপ যান। মালদ্বীপের ইউনিভার্সেল কোম্পানি পরিচালিত কোরামদি আইল্যান্ডের একটি রিসোর্টে রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করেন। মালে সিটি থেকে কোরামদি দ্বীপের দূরত্ব স্পিডবোটে এক ঘণ্টা ১০ মিনিটের পথ। তিনি ওভারটাইমসহ মাসিক বেতন পান ১২শ ইউএস ডলার। তবে পর্যটন মৌসুম ডিসেম্বরে তা বেড়ে দাঁড়ায় ১৭শ থেকে ১৮শ ডলারে।

বর্তমানে দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম ট্যুরিষ্ট ডেস্টিনেশন মালদ্বীপ। মালদ্বীপের সমুদ্রের স্ফটিক স্বচ্ছ নীল জল, সাদা বালুকাময় সৈকত এবং বিলাসবহুল রিসোর্ট বিশ্বখ্যাত। এখানকার সমুদ্রে স্নোরকেলিং (শ্বাস-নল ডুবসাঁতার) রোমাঞ্চকর ইভেন্ট।

শাহ আলমের (৪০) বাড়ি আমার জন্মজেলা কুমিল্লার মুরাদনগর উপজেলার রোয়াচালা গ্রামে। তিনি ১০ বছর ধরে আছেন মালদ্বীপে, থাকেন কোডাবদ আইল্যান্ডে। রাজধানী মালে থেকে ডমিস্টিক ফ্লাইটে ৪৫ মিনিটের দূরত্ব। ফিশিং করেন, বিশেষত টুনা ফিশ। ফিশিং বোটে আছেন ১০ জন বাংলাদেশি ও চারজন মালদেভিয়ান ফিশারম্যান। প্রতিদিন বাংলাদেশি মুদ্রায় দেড় থেকে আড়াই লাখ টাকার মাছ ধরা পড়ে তাদের জালে। ফিশারম্যানরা পান তিন ভাগের এক ভাগ। বাকি মাছ বোট মালিকের। মালদ্বীপ ভ্রমণকালে অনেক বাংলাদেশি ও বিদেশি শ্রমিকের সঙ্গে আলাপ হয়েছে। কথাসূত্রে এটুকু বুঝতে পেরেছি যে তারা ভালো আছেন।

ভারত ও শ্রীলঙ্কার দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত দ্বীপরাষ্ট্রটি ১৯৬৫ সালের ২৬ জুলাই যুক্তরাজ্য থেকে স্বাধীনতা লাভ করে। এখানকার প্রধান ধর্ম ইসলাম এবং ভাষা দিভেহি। এই ভাষার নিজস্ব বর্ণমালা আছে, যা 'থানা' নামে পরিচিত। এটি ডান থেকে বামে লেখা একটি বিশেষ লিপি, যা আঠারো শতকে তৈরি হয়েছিল। এই লিপিটি আরবি সংখ্যা ও দিভেহি ভাষার পুরোনো অক্ষরের সমন্বয়ে গঠিত। দেখতে অনেকটা আরবি বর্ণমালার মতো। সেখানকার বিলবোর্ড-সাইনবোর্ড দেখে তেমনটাই মনে হয়েছে।

মালদ্বীপের অর্থনীতিতে বাংলাদেশি শ্রমিকরা এখন প্রধান চালিকাশক্তি। স্থানীয়রা নিজেদের ব্যবসা-বাণিজ্যসহ অর্থ উপাজর্নের নানা খাত বিদেশি শ্রমিকদের হাতে বিশেষ করে বাংলাদেশি শ্রমিকদের হাতে তুলে দিয়ে দিব্যি নির্ভাবনায় ও আনন্দে দিন কাটাচ্ছেন। আমাদের এই শ্রমজীবী প্রবাসী লড়াকু যোদ্ধারা নিশ্চয়ই একদিন আর্থিক টানাপোড়েনের এই বাংলাদেশকে এমন এক উচ্চতায় নিয়ে যাবেন, যা দেখে কোনো এক বিচক্ষণ বিদেশি পর্যটক আমাদের কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে গেয়ে উঠবেন: 'সাবাস বাংলাদেশ, এ পৃথিবী অবাক তাকিয়ে রয়'। লড়াকু যোদ্ধাদের এই অদম্য প্রাণশক্তি, দুঃসাহস এবং বিচিত্র প্রতিকূলতার মধ্যেও মাথা না নোয়াবার অভিব্যক্তি বাংলাদেশকে নতুন ন্যারেটিভে দেখার প্রেরণা জোগাবে।

■ মতিন রায়হান: কবি ও সাবেক সংবাদকর্মী

২০

শনিবার ১২ এপ্রিল ২০২৫
২৯ চৈত্র ১৪৩১

শোভন কাজ

ড. হা সা ন মা হ মু দ

বাংলাদেশের অভিবাসন ও রেমিট্যান্স বাড়ানোর কৌশল

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে রেমিট্যান্সের গুরুত্ব নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সরকার অভিবাসন বাড়ানো এবং রেমিট্যান্স প্রবাহ আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। তবে কার্যকর নীতিনির্ধারণের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় প্রায়ই উপেক্ষিত থেকে যায়—গন্তব্য দেশের নীতি ও কাঠামো কীভাবে অভিবাসীদের আয় ও রেমিট্যান্স আচরণকে প্রভাবিত করে।

আমার গবেষণা, 'Impact of the destination state on migrants remittances', এ প্রসঙ্গে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করে। এখানে আমি দেখিয়েছি, রেমিট্যান্স কেবল অভিবাসীর ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত বা পারিবারিক দায়বদ্ধতার ফল নয়; বরং গন্তব্য দেশের আইন, শ্রমবাজার ও অভিবাসননীতির মাধ্যমে এটি কাঠামোগতভাবে গঠিত হয়। এ উপলব্ধি বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ এর মাধ্যমে বোঝা যায়—কোন দেশে, কী ধরনের কাজের জন্য, কীভাবে মানুষ পাঠানো হচ্ছে—এসব সিদ্ধান্তই শেষ পর্যন্ত রেমিট্যান্সের পরিমাণ নির্ধারণ করে।

অভিবাসন কৌশলের পুনর্বিবেচনা

আমাদের অভিবাসন কৌশল নিয়ে নতুনভাবে ভাবতে হবে। এতদিন আমরা মূলত কতজন বিদেশে যাচ্ছে, সেটিকে সাফল্যের মাপকাঠি হিসাবে দেখেছি। কিন্তু সব অভিবাসন সমান নয়। যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশে যারা স্থায়ীভাবে বসবাসের সুযোগ পায়, তারা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে রেমিট্যান্স কম পাঠায়। কারণ তাদের পরিবারও ধীরে ধীরে সেই দেশে চলে যায় এবং তাদের আর্থিক দায়বদ্ধতা স্থানীয় হয়ে ওঠে। অন্যদিকে সংযুক্ত আরব আমিরাতের মতো দেশে অস্থায়ী শ্রমিকরা, যারা পরিবার নিয়ে যেতে পারে না এবং নির্দিষ্ট সময় পরে দেশে ফিরে আসতে বাধ্য হয়, তারা তাদের আয়ের বড় অংশ দেশে পাঠায়। আবার জাপানের মতো দেশে, যেখানে অভিবাসীরা এক ধরনের অনিশ্চিত আইনি অবস্থানে থাকে, সেখানে তারা আরও বেশি এবং দ্রুত রেমিট্যান্স পাঠাতে পারে। এ বাস্তবতা আমাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা দেয়—অভিবাসনের ধরন ও গন্তব্য দেশের নীতি অনুযায়ী রেমিট্যান্সের ধরন পরিবর্তিত হয়।

গন্তব্য দেশ নির্বাচনে কৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গি

এ প্রেক্ষাপটে সম্ভাব্য গন্তব্য দেশ নির্বাচন করতে হবে অত্যন্ত কৌশলগতভাবে। এমন দেশগুলোকে অগ্রাধিকার দিতে হবে, যেখানে অভিবাসন মূলত অস্থায়ী, পরিবার নিয়ে যাওয়ার সুযোগ সীমিত এবং নির্দিষ্ট সময় পর দেশে ফিরে আসতে হয়। এ ধরনের নীতিমালা অভিবাসীদের তাদের আয়ের বড় অংশ দেশে পাঠাতে উৎসাহিত করে। জিসিসি দেশগুলো—যেমন সংযুক্ত আরব আমিরাত, সৌদি আরব বা কাতার—এ মডেলের একটি সুস্পষ্ট উদাহরণ। তবে শুধু এ অঞ্চলের ওপর নির্ভর করে থাকা ঝুঁকিপূর্ণ। তাই পূর্ব এশিয়া, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং ইউরোপের কিছু উদীয়মান শ্রমবাজারেও আমাদের নজর দিতে হবে, যেখানে একই ধরনের অস্থায়ী শ্রম অভিবাসন ব্যবস্থা রয়েছে।

একইসঙ্গে, এমন দেশ খুঁজে বের করতে হবে, যেখানে আয়ের সুযোগ বেশি; কিন্তু অবস্থান সীমিত। জাপানের ক্ষেত্রে যেমন দেখা যায়, অভিবাসীরা স্বল্প সময়ে উচ্চ আয় করতে পারে এবং সেই আয়ের বড় অংশ দেশে পাঠায়। তাই শুধু শ্রমের চাহিদা নয়, বরং মজুরি কাঠামো, আইনি সীমাবদ্ধতা এবং অবস্থানের সময়সীমা—এ তিনটি বিষয় একসঙ্গে বিবেচনা করে গন্তব্য দেশ নির্বাচন করতে হবে। এজন্য বাংলাদেশ সরকারের একটি প্রাতিষ্ঠানিক মূল্যায়ন কাঠামো গড়ে তোলা প্রয়োজন; যেখানে প্রতিটি দেশের অভিবাসন নীতি, শ্রমবাজারের সুযোগ এবং আইন প্রয়োগের বাস্তবতা বিশ্লেষণ করা হবে।

উপযুক্ত কাজ নির্বাচন ও শ্রমবাজার কৌশল

গন্তব্য দেশ নির্বাচনের পাশাপাশি কোন ধরনের কাজের জন্য শ্রমিক পাঠানো হচ্ছে, সেটিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নিম্ন দক্ষতার শ্রমিকরা, বিশেষ করে যারা কঠিন ও অনিরাপদ পরিবেশে কাজ করে, তারা প্রায়ই তাদের আয়ের বড় অংশ দেশে পাঠায়, কারণ তাদের খরচ কম এবং পরিবারের ওপর নির্ভরতা বেশি। তবে এর অর্থ এই নয়, আমাদের শুধু নিম্ন দক্ষতার শ্রমিক পাঠানো উচিত। বরং এ খাতে বিদ্যমান

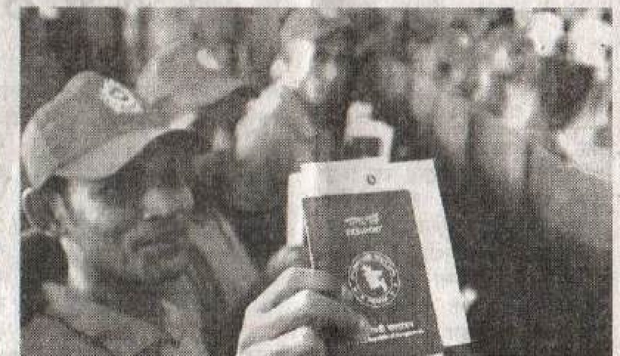

সমস্যাগুলো—যেমন, কম মজুরি, বেতন না পাওয়া, উচ্চ নিয়োগ খরচ—এসব দূর করতে হবে, যাতে শ্রমিকদের প্রকৃত আয় বাড়ে এবং তারা আরও বেশি রেমিট্যান্স পাঠাতে পারে।

এর পাশাপাশি, বাংলাদেশকে অবশ্যই দক্ষ ও আধা-দক্ষ শ্রমবাজারে প্রবেশ বাড়াতে হবে। নির্মাণ, স্বাস্থ্যসেবা, প্রযুক্তিগত কাজ এবং সেবা খাত—এসব ক্ষেত্রেই আন্তর্জাতিক বাজারে উচ্চ মজুরির সুযোগ রয়েছে। এ ধরনের কাজের ক্ষেত্রে যদিও রেমিট্যান্সের অনুপাত কিছুটা কম হতে পারে, তবে মোট আয়ের পরিমাণ বেশি হওয়ায় সামগ্রিক রেমিট্যান্স বাড়বে। তাই একটি ভারসাম্যপূর্ণ কৌশল গ্রহণ করা জরুরি; যেখানে নিম্ন দক্ষতা ও উচ্চ দক্ষতা—দুই ধরনের শ্রম অভিবাসনই গুরুত্ব পাবে।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, বিকল্প অভিবাসন পথ ব্যবহার করা। জাপানের উদাহরণ দেখায়, স্টুডেন্ট ভিসার মতো পথ ব্যবহার করে শ্রমবাজারে প্রবেশ করা সম্ভব। বাংলাদেশ যদি এ ধরনের বিকল্প পথগুলো চিহ্নিত করতে পারে—যেমন, স্টুডেন্ট-ওয়ার্কার প্রোগ্রাম, ইন্টার্নশিপ বা মৌসুমি কাজ—তাহলে নতুন শ্রমবাজারে প্রবেশের সুযোগ তৈরি হবে এবং রেমিট্যান্স বাড়বে।

অভিবাসন ব্যয় ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার

অভিবাসন ব্যয় কমানোও একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি লক্ষ্য হওয়া উচিত। বর্তমানে অনেক শ্রমিক উচ্চ সুদের ঋণ নিয়ে বিদেশে যায়, যা তাদের ওপর অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করে। যদিও এ চাপ অনেক সময় বেশি রেমিট্যান্স পাঠাতে উৎসাহিত করে, তবে এটি দীর্ঘমেয়াদে ঝুঁকিপূর্ণ। তাই দালাল নিয়ন্ত্রণ, স্বল্প সুদের ঋণ প্রদান এবং সরকারিভাবে শ্রমিক পাঠানোর ব্যবস্থা জোরদার করা জরুরি।

প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তার ক্ষেত্রেও বাংলাদেশকে আরও সক্রিয় হতে হবে। গন্তব্য দেশের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক চুক্তির মাধ্যমে শ্রমিকদের অধিকার নিশ্চিত করা, কাজের সুযোগ বাড়ানো এবং নিরাপদ অভিবাসন নিশ্চিত করা সম্ভব। একইসঙ্গে রেমিট্যান্স পাঠানোর জন্য ব্যাংকিং ও ডিজিটাল অবকাঠামো উন্নত করতে হবে, যাতে খরচ কমে এবং আনুষ্ঠানিক চ্যানেলের ব্যবহার বাড়ে। আমি এ উদ্ধৃত গবেষণায় দেখেছি, অনেক ক্ষেত্রে অভিবাসীরা দ্রুত অর্থ পাঠানোর জন্য অনানুষ্ঠানিক পদ্ধতি ব্যবহার করে। এটি কমাতে হলে আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থাকে আরও সহজ ও সাশ্রয়ী করতে হবে।

রেমিট্যান্সের কার্যকর ব্যবহার ও প্রত্যাবর্তন ব্যবস্থাপনা

রেমিট্যান্সের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে বিনিয়োগে উৎসাহ দেওয়াও জরুরি। ক্ষুদ্র ব্যবসা, কৃষি উন্নয়ন এবং উদ্যোক্তা কার্যক্রমে রেমিট্যান্স বিনিয়োগের সুযোগ তৈরি করা গেলে এটি দীর্ঘমেয়াদে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখবে। একইভাবে যারা বিদেশ থেকে ফিরে আসে, তাদের পুনর্বাসনের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। কারণ অস্থায়ী অভিবাসন ব্যবস্থায় ফিরে আসা অবশ্যম্ভাবী। এ শ্রমিকদের অর্জিত দক্ষতা যদি দেশের অর্থনীতিতে ব্যবহার করা যায়, তাহলে তা একটি অতিরিক্ত লাভ হিসাবে কাজ করবে।

স্থায়ী ও অস্থায়ী অভিবাসনের ভারসাম্য

সবশেষে, বাংলাদেশকে স্থায়ী ও অস্থায়ী অভিবাসনের মধ্যে একটি ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে। অস্থায়ী অভিবাসন বেশি রেমিট্যান্স এনে দেয়, কিন্তু স্থায়ী অভিবাসন দীর্ঘমেয়াদে বিনিয়োগ, জ্ঞান স্থানান্তর এবং প্রবাসী নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে সাহায্য করে। তাই এ দুই ধরনের অভিবাসনকে একসঙ্গে বিবেচনা করেই একটি সমন্বিত নীতি গ্রহণ করতে হবে।

সংখ্যার চেয়ে কৌশল গুরুত্বপূর্ণ

সার্বিকভাবে বলা যায়, বাংলাদেশ যদি গন্তব্য দেশের নীতিকে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করে এবং তার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ অভিবাসন কৌশল গ্রহণ করে, তাহলে রেমিট্যান্স প্রবাহ উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ানো সম্ভব। আমার উদ্ধৃত গবেষণাটি স্পষ্টভাবে দেখায়, রেমিট্যান্স কোনো স্বতঃস্ফূর্ত ঘটনা নয়; বরং এটি একটি কাঠামোগত ফলাফল, যা রাষ্ট্রের নীতির মাধ্যমে গঠিত হয়। তাই এখন সময় এসেছে—সংখ্যার দিকে না তাকিয়ে, কৌশলের দিকে মনোযোগ দেওয়ার। শুধু বেশি মানুষ বিদেশে পাঠানো নয়, বরং সঠিক দেশে, সঠিক কাজের জন্য, সঠিক প্রশিক্ষণ দিয়ে মানুষ পাঠানোই হবে বাংলাদেশের রেমিট্যান্স বৃদ্ধির টেকসই পথ।

ড. হাসান মাহমুদ : সহযোগী অধ্যাপক, নর্থওয়েস্টার্ন বিশ্ববিদ্যালয়, কাতার

বণিক বার্তা রোববার, এপ্রিল ১২, ২০২৬

বিকেএমইএর দাবি

সংশোধিত শ্রম আইনের কিছু অনাকাঙ্ক্ষিত বিভ্রান্তি অসন্তোষ তৈরি করতে পারে

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

বর্তমান সরকার সংশোধিত শ্রম আইনের কিছু ধারা সংশোধন করে পাস করলেও কিছু জায়গায় এখনো বিভ্রান্তি রয়ে গেছে, যা অনাকাঙ্ক্ষিত ও শ্রম অসন্তোষ তৈরি করতে পারে বলে মনে করছে বাংলাদেশ নিটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিকেএমইএ)।

গতকাল এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ দাবি করে সংগঠনটি। প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, 'শ্রম অসন্তোষ তৈরি হলে দেশী-বিদেশী বিনিয়োগ নিরুৎসাহিত হওয়ার পাশাপাশি ব্যবসা সহজীকরণ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। শিল্প-কলকারখানায় শান্তিপূর্ণ উৎপাদন ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পরবর্তী শ্রমবিধি সংশোধন ও পরবর্তী আইন সংশোধনের সময় ওই সব অস্পষ্টতা ও বিভ্রান্তি দূর করার জন্য সরকারের কাছে বিনীত অনুরোধ থাকবে।'

জাতীয় সংসদে পাস হওয়া 'শ্রম (সংশোধন) বিল ২০২৬'-কে স্বাগত জানিয়ে প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বিকেএমইএ বলেছে, 'সরকারকে ধন্যবাদ। তবে সময়স্বল্পতার কারণে যেসব ধারায় অনাকাঙ্ক্ষিত বিভ্রান্তি রয়ে গেছে, তা পরে সংসদে আলোচনার মাধ্যমে সংশোধন করা প্রয়োজন।'

জাতীয় সংসদে পাস হওয়া শ্রম (সংশোধন) বিলকে স্বাগত জানিয়ে সংগঠনটি বলেছে, 'কিছু আন্তর্জাতিক সংস্থার নির্দেশনায় বিগত অন্তর্বর্তী সরকার ত্রিপক্ষীয় পরামর্শ কমিটির সিদ্ধান্তকে উপেক্ষা করে আইনের কিছু ধারায় কৌশলে অস্পষ্টতা ও বিভ্রান্তি তৈরির অপচেষ্টা করেছিল, যা শিল্প সেক্টরে দীর্ঘমেয়াদে শ্রম অসন্তোষের বীজ বপন করে বলে বিকেএমইএ মনে করে। এতে শিল্প-কলকারখানা ও শ্রমিক উভয়েই ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়। বিদেশী ক্রেতা গোষ্ঠীর কাছেও নেতিবাচক বার্তা তৈরি হয়।'

এছাড়া শ্রমিকদের অন্যায়ভাবে 'ব্ল্যাক লিস্টিং' করাকে অসৎ শ্রম আচরণ হিসেবে গণ্য করে শাস্তির বিধানকে আমরা স্বাগত জানাই উল্লেখ করে বিকেএমইএ বলেছে, 'একই সঙ্গে কোনো শ্রমিক নামধারী কেউ যদি অন্যায়ভাবে ও আইন-বহির্ভূত দাবি নিয়ে শিল্প-কলকারখানায় দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও উচ্ছৃঙ্খলতা সৃষ্টি, ভাংচুর, অগ্নিসংযোগ, উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের জিম্মি করে মারধর, অবৈধ ধর্মঘট ও অন্য শ্রমিকদের কাজে বাধা প্রদান ইত্যাদি কর্ম করে শিল্প-কলকারখানা ও প্রকৃত শ্রমিকদের ক্ষতি সাধন করে তাহলে সেটাকে অসৎ শ্রম আচরণ হিসেবে গণ্য করে আরো কঠিন শাস্তির বিধান রাখা উচিত বলে আমরা মনে করছি।'

বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা ও দূতাবাস, যারা বাংলাদেশের শ্রম আইন সংস্কার ও সংশোধনীতে নির্দেশনামূলক ভূমিকা রেখেছেন তাদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বিকেএমইএ বলেছে, 'আন্তর্জাতিক ক্রেতা গোষ্ঠী বাংলাদেশী পোশাক সরবরাহকারীদের ফেয়ার ও ইথিক্যাল মূল্য দিচ্ছেন কিনা সেই ব্যাপারও যেন তদারকি ও নজরদারিতে রাখেন। অন্যথায় দিনশেষে শিল্প-কলকারখানা ও শ্রমিক উভয়েই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।'

প্রথম আলো
সোমবার, ১৩ এপ্রিল ২০২৬,

এক কারখানায় পাঁচটি নয়, করা যাবে তিনটি ইউনিয়ন

শ্রম আইনের বিল

গত বৃহস্পতিবার সংসদে বিলটি পাস হয়েছে। রাষ্ট্রপতি বিলে সই করলে এটি আইন হয়ে যাবে।

শুভংকর কর্মকার, *ঢাকা*

দেশে একটি প্রতিষ্ঠান বা কারখানায় সর্বোচ্চ পাঁচটি ট্রেড ইউনিয়ন করার সুযোগ তৈরি করেছিল অন্তর্বর্তী সরকার। কিন্তু সেটি কমিয়ে এখন তিনটিতে নামিয়ে আনা হয়েছে। এ ছাড়া শ্রমিকের সংজ্ঞায়ও আবার পরিবর্তন আনা হয়েছে। পাশাপাশি ভবিষ্য তহবিল করার ক্ষেত্রে মালিকদের জটিলতা কমানো হয়েছে।

জাতীয় সংসদে গত বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধন) বিল পাস করে সরকার। বিদায়ী অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে জারি করা হয় শ্রম আইন (সংশোধন) অধ্যাদেশ-২০২৫। সেখানে কিছু সংশোধনী এনে বিলটি পাস হয়। রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন বিলে সই করলে এটি আইনে পরিণত হবে।

একাধিক শ্রমিকনেতা বলছেন, মালিকপক্ষ যেভাবে চাচ্ছিল, সেভাবেই শ্রম অধ্যাদেশটি সংশোধন করা হয়েছে। মালিক, শ্রমিক ও সরকারের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত ত্রিপক্ষীয় পরামর্শ পরিষদের (টিসিসি) সভায় এ বিষয়ে কোনো আলোচনা হয়নি। অন্যদিকে মালিকপক্ষের প্রতিনিধিরা বলেছেন, সংশোধনের পরও কিছু জায়গায় বিভ্রান্তি রয়ে গেছে, যা অনাকাঙ্ক্ষিত। ভবিষ্যতে আবারও শ্রম আইন সংশোধন করতে হবে।

জানতে চাইলে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজের (বিলস) নির্বাহী পরিচালক সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ *প্রথম আলোকে* বলেন, 'মালিকপক্ষ যেসব বিষয়ে আপত্তি করেছিল, সেগুলো সবই পরিবর্তন করেছে সরকার। অন্যদিকে শ্রমিক সংগঠন যেসব আপত্তি করেছিল, সেগুলো আমলে নেওয়া হয়নি। তিন বছরের বেশি সময় ধরে টিসিসির সভার মাধ্যমে কী কী সংশোধন হবে, সেগুলো চূড়ান্ত করা হয়েছিল। তবে কোনো আলোচনা ছাড়াই রাতারাতি সেখানে পরিবর্তন আনা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত আইনানুগ প্রক্রিয়াকে অবজ্ঞা করা। আমরা এটি প্রত্যাখ্যান করছি।'

বিদায়ী অন্তর্বর্তী সরকার গত নভেম্বরে শ্রম আইন (সংশোধন) অধ্যাদেশ জারি করে। তার আগে ২৩ অক্টোবর উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে এই আইন সংশোধনের বিষয়টি চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত হয়। এতে 'মহিলা' শব্দের পরিবর্তে 'নারী' শব্দ প্রতিস্থাপন, ২০ জন শ্রমিকের সম্মতিতে ট্রেড ইউনিয়ন করার বিধান, তিন বছর অন্তর মজুরি বোর্ড গঠন, প্রতিষ্ঠানে ১০০ জন শ্রমিক থাকলে ভবিষ্য তহবিল বাধ্যতামূলক, মাতৃত্বকালীন ছুটি ১১২ দিন থেকে বাড়িয়ে ১২০ দিন, বার্ষিক উৎসব ছুটি ১১ দিন থেকে বাড়িয়ে ১৩ দিন করাসহ বিভিন্ন পরিবর্তন আনা হয়। এসব বিষয় পাস হওয়া বিলে অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে।

অধ্যাদেশে কোনো একটি প্রতিষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠানপুঞ্জে শ্রমিক বা কর্মকর্তাদের পাঁচটির বেশি ট্রেড ইউনিয়ন করা যেত না। পাস হওয়া বিলে সুযোগটি কমিয়ে তিনটি করা হয়েছে। আগেও সর্বোচ্চ তিনটি ট্রেড ইউনিয়ন করার সুযোগ ছিল। একটি প্রতিষ্ঠানে একাধিক ট্রেড ইউনিয়ন থাকলে গোপন ব্যালটে ভোটের মাধ্যমে যৌথ দর-কষাকষিতে প্রতিনিধি (সিবিএ) নির্বাচন করতে হবে। আর যদি একটি ট্রেড ইউনিয়ন থাকে, তাহলে সেটি সিবিএ হিসেবে গণ্য হবে।

> মালিকপক্ষ যেসব বিষয়ে আপত্তি করেছিল, সেগুলো সবই পরিবর্তন করেছে সরকার। অন্যদিকে শ্রমিক সংগঠন যেসব আপত্তি করেছিল, সেগুলো আমলে নেওয়া হয়নি।
>
> সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ
> নির্বাহী পরিচালক, বিলস

এ ছাড়া অধ্যাদেশে শ্রমিকের সংজ্ঞার মধ্যে কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের কথাও উল্লেখ ছিল। তবে জাতীয় সংসদে পাস হওয়া বিলে শ্রমিকের সংজ্ঞা থেকে কর্মকর্তা ও কর্মচারী শব্দ দুটি বাদ দেওয়া হয়েছে।

পাস হওয়া বিলে ভবিষ্য তহবিল বিষয়েও সংশোধন এনেছে সরকার। অধ্যাদেশে বলা হয়েছিল, যেসব প্রতিষ্ঠানে ন্যূনতম ১০০ স্থায়ী শ্রমিক থাকবেন, সেখানে বাধ্যতামূলকভাবে ভবিষ্য তহবিল করতে হবে। তবে যেসব কর্মী লিখিতভাবে আবেদন করবেন, তাঁদের জন্য জাতীয় পেনশন স্কিম 'প্রগতি' চালুর উদ্যোগ নিতে হবে মালিকপক্ষকে। তবে পাস হওয়া বিলে বলা হয়েছে, দুই-তৃতীয়াংশ কর্মী প্রগতি স্কিমে যুক্ত হওয়ার আবেদন করলে ভবিষ্য তহবিল করা থেকে অব্যাহতি পাবে প্রতিষ্ঠান। উভয় ক্ষেত্রে ৫০ শতাংশ চাঁদা মালিকপক্ষ ও বাকি চাঁদা শ্রমিক দেবেন।

জানতে চাইলে নিট পোশাকশিল্পমালিকদের সংগঠন বিকেএমইএর সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম *প্রথম আলোকে* বলেন, 'শ্রম আইনে কী পরিবর্তন হবে, তা নিয়ে টিসিসির সভায় ঐকমত্য হওয়ার কথা। তবে সেটিকে এড়িয়ে খসড়ায় বেশ কিছু সংশোধন করে অধ্যাদেশ জারি করেছিল অন্তর্বর্তী সরকার। আমরা বর্তমান সরকারকে টিসিসির সভায় ঐকমত্যের ভিত্তিতে সংশোধন করার অনুরোধ করেছিলাম। যদিও সব কটির সংশোধন হয়নি। এখনো কিছু অস্পষ্টতা রয়ে গেছে। শ্রম বিধিমালায় সেগুলো পরিষ্কার করতে হবে। ভবিষ্যতে আবার আইন সংশোধন হলে অস্পষ্টতা দূর করতে হবে।'

টিসিসি ও শ্রমিকনেতাদের সঙ্গে কোনো ধরনের আলোচনা না করেই অধ্যাদেশে সংশোধন এনেছে সরকার। এটি আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) ১৪৪ ধারার সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। জাতীয় সংসদে বিলটি নিয়ে বিরোধী দল এক মিনিটও আলোচনা করেনি, এমনটি উল্লেখ করে বাংলাদেশ গার্মেন্টস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল শ্রমিক ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক শ্রমিকনেতা বাবুল আখতার *প্রথম আলোকে* বলেন, শ্রম আইনের সংশোধনের পর সেটি বাস্তবায়নে জোর দিতে হবে। না হলে শ্রমিকেরা কোনো সুফল পাবেন না।

াকা : সোমবার ৩০ চৈত্র ১৪৩২
Dhaka : Monday 13 April 2026
সংবাদ
e-mail : sangbadec

বাংলাদেশের জোরপূর্বক শ্রম বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের তদন্তের শুনানি ২৯ এপ্রিল

অর্থনৈতিক বার্তা পরিবেশক

পণ্যের অতিউৎপাদন ও জোর করে শ্রম বন্ধে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে কি না- এসব বিষয়ে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করেছে যুক্তরাষ্ট্র। ২৯ এপ্রিল এ বিষয়ে শুনানি শুরু হবে বলে জানা গেছে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

সূত্র জানিয়েছে, বাংলাদেশ বর্তমানে এই শুনানির প্রস্তুতি নিচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য প্রতিনিধির দপ্তর ইউএসটিআরের সঙ্গে এই শুনানি ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠিত হবে। বাংলাদেশসহ বিশ্বের ১৬ দেশের বিরুদ্ধে এ তদন্ত শুরু করেছে যুক্তরাষ্ট্র।

শুনানির বিষয়ে গত বুধবার বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের এক বৈঠক হয়েছে। যেখানে দেশের উৎপাদন খাতে অতিরিক্ত সক্ষমতা বা উৎপাদনের প্রবণতা নেই বলে উঠে এসেছে। একই সঙ্গে শিশুশ্রম ও জোরপূর্বক শ্রমের কোনো অস্তিত্ব নেই বলেও বাণিজ্য মন্ত্রণালয় পর্যবেক্ষণে এসেছে।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বলছে, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে শুনানিতে বাংলাদেশের অবস্থান জানানো হবে।

?গত মাসে ইউএসটিআর ১৯৭৪ সালের বাণিজ্য আইনের ধারা ৩০১-এর অধীনে বাংলাদেশসহ বেশ কয়েকটি দেশের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করে। এই তদন্তের মূল উদ্দেশ্য হলো- এসব দেশের বাণিজ্য নীতি ও উৎপাদন ব্যবস্থা বিশ্ববাজারে এমন কোনো অতিরিক্ত সক্ষমতা তৈরি করছে কি না, যা মার্কিন উৎপাদন খাতের ক্ষতি করতে পারে।

ওয়াশিংটন মূলত তাদের সরবরাহ শৃঙ্খল নিজেদের দেশে ফিরিয়ে আনা এবং মার্কিনিদের কর্মসংস্থান বাড়ানোর প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে এই পদক্ষেপ নিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্যের সবচেয়ে বড় বাজার। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে এ বাজারে ৮৬৯ কোটি ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়েছে, যা মোট রপ্তানির প্রায় ১৮ শতাংশ।

গত বছর মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বাংলাদেশি পণ্যের ওপর ২০ শতাংশ পাল্টা শুল্ক আরোপ করেন। চলতি বছর তা কমে ১৯ শতাংশে আসে। ফেব্রুয়ারির তৃতীয় সপ্তাহে মার্কিন সুপ্রিম কোর্ট এ পাল্টা শুল্ককে অবৈধ ঘোষণা করে। তবে রায় ঘোষণার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প নতুন করে ১০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেন। পরদিন তা বাড়িয়ে ১৫ শতাংশ করা হয়, যা ২৪ ফেব্রুয়ারি থেকে কার্যকর হয়েছে।

এছাড়া গত ১১ মার্চ উৎপাদন খাতে অতিরিক্ত সক্ষমতা ও অতিরিক্ত উৎপাদনের বিষয়টি খতিয়ে দেখতে বাংলাদেশসহ বিশ্বের ১৬ দেশের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করে যুক্তরাষ্ট্র। বাংলাদেশ ছাড়াও এ তালিকায় র৫

য়েছে চীন, সিঙ্গাপুর, সুইজারল্যান্ড, নরওয়ে, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, কম্বোডিয়া, থাইল্যান্ড, দক্ষিণ কোরিয়া, ভিয়েতনাম, তাইওয়ান, মেক্সিকো, জাপান ও ভারত।

THE BUSINESS STANDARD SUNDAY 12.04.2026

Labour law amendment to deprive many employees of protections: Experts

LABOUR - BANGLADESH

REYAD HOSSAIN

BKMEA welcomes amendment, saying it removes ambiguity

The latest amendment to the labour law has sparked concern among experts and labour leaders, who warn that key provisions introduced during the interim government have been rolled back, potentially depriving many employees of benefits and protections.

The Labour (Amendment) Bill 2026, passed in the parliament on Thursday, has removed provisions that had brought officials and employees under the definition of workers, raising concerns that many will now be excluded from benefits such as gratuity, provident fund and other service entitlements.

The bill was passed in parliament by voice vote after being placed by State Minister for Expatriates' Welfare and Overseas Employment Md Nurul Haque on behalf of Labour and Employment Minister Ariful Haque Chowdhury.

The earlier amendment had been introduced through an ordinance issued on 17 November 2025 by the interim government.

Experts said the removal of officials and employees from the worker definition would leave many without access to benefits guaranteed under the labour law. They also noted that the new amendment modifies a previous provision that stated workers could not be blacklisted, replacing it with a clause that workers cannot be "unfairly blacklisted."

In addition, several fundamental rights of trade unions and collective bargaining agents have been curtailed, including their ability to file cases in court or represent workers in certain forums. Provisions related to the formation of provident funds have also been made stricter, according to experts.

Syed Sultan Uddin Ahmed, chairman of the Labour Reform Committee during the interim government, told TBS that the changes do not align with earlier commitments.

CONTINUED FROM PAGE 3

"Several agreed provisions from the tripartite committee have not been included in the new amendment," he said.

He added that the committee had recommended including officials and employees under the labour law framework so they could access service benefits similar to workers. "Now these people will be deprived," he said.

Criticising the changes, Nazma Akhter, general secretary of Bangladesh Labour Congress, said the decision to exclude officials and employees is not justified. "After working for 10 to 15 years or more, they receive no benefits beyond salary. The previous inclusion should not have been withdrawn," she said, urging reconsideration.

She also opposed the revised clause on blacklisting, arguing that the issue concerns workers' rights rather than questions of fairness. "Blacklisting itself deprives workers of their rights," she said.

Nazma further warned that limiting the authority of collective bargaining agents undermines workers' representation and violates Bangladesh's commitments under international labour standards. "This is a violation of Bangladesh's commitments to the ILO Convention."

TBS attempted to contact M Humayun Kabii additional secretary at the Ministry if Labour and Employment, for comment. However, he did not answer ie call, and there was no responseto a text message detailing the eiquiries by the time of publication.

BKMEA hail the move

The amendment comes after the Bangladesh Knitvear Manufacturers and Exporters Asociation called for the removal of ifficials and employees from the wcker definition, among other demanls.

সময়ের আলো শনিবার। ১৮ এপ্রিল ২০২৬

বাগান থেকে চা পাতা সংগ্রহ করছেন এক দল নারী শ্রমিক ● সময়ের আলো

- জেলায় ৯২টি চা বাগানে ৪৫টি বৈধ মদের পাট্টা রয়েছে
- প্রায় ৫০-৫৫ শতাংশ মানুষ মদ পান করে
- বৈধ মদ ১০০ কেজি বিক্রি হলে অবৈধ মদ বিক্রি হয় ১০০০ কেজি
- চা শ্রমিকদের তুলনায় প্রায় চার-পাঁচগুণ বেশি বেকার
- মদের নেশায় বাগান ছাড়েন না বাসিন্দারা
- কূটকৌশলে চা বাগানে বেকারত্ব বাড়ানো হচ্ছে
- প্রচুর আবাদি জমি থাকা সত্ত্বেও আবাদ করা হচ্ছে না

নেশায় বন্দি চা শ্রমিকদের ভাগ্য

● মৌলভীবাজার সংবাদদাতা

প্রায় ১৭০ বছর আগে বাংলাদেশে প্রথম চা চাষ শুরু হয়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে চা উৎপাদন ও বাগানের পরিধিও বেড়েছে। সেই ব্রিটিশ আমল থেকে শুরু করে চা বাগানের মালিকরা তাদের নিজ প্রয়োজনে বেকারত্ব, কুসংস্কার ও মদের পাট্টা বসিয়ে বেড়াজালে আবদ্ধ করে রেখেছেন শ্রমিকদের। যুগের পর যুগ পার হলেও মদের নেশা কাটেনি বাগানের বৃহৎ একটি অংশের। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, মদের পাট্টা বন্ধ হলে বদলে যাবে চা শ্রমিকদের জীবনমান।

দেশে বর্তমানে ১৬৭টি চা বাগান রয়েছে। এসব বাগানে চা শ্রমিক পরিবারের প্রায় ৯ লাখ মানুষ বসবাস করে। এর মধ্যে নিয়মিত ও অনিয়মিত মিলে প্রায় দেড় লাখ চা শ্রমিক। সময়ের পরিবর্তনে চা শ্রমিকের সন্তানরা উচ্চশিক্ষা অর্জনের পাশাপাশি বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করছেন। তবে এখনও বাগানের বড় একটি অংশ কুশিক্ষা, কুসংস্কার, পাট্টা ও চোলাই মদে আসক্ত। বিশেষ করে মদের কারণে বেকারত্ব দূর হচ্ছে না। এখনও অনেক বাগানে প্রায় ৫০-৫৫ শতাংশ মানুষ মদ পান করে। অবশ্য যেসব বাগানে শিক্ষার হার বেশি সেসব বাগানে এর সংখ্যা কমে এসেছে।

মদের পাট্টা বলতে সাধারণত লাইসেন্সপ্রাপ্ত বা অনুমোদিত দেশি মদের দোকান বা মদ পানের নির্দিষ্ট আড্ডাকে বোঝায়। বাংলাদেশে বিশেষ করে চা বাগান এলাকায় এই শব্দটি বহুল প্রচলিত। ব্রিটিশ আমল থেকেই চা শ্রমিকদের বিনোদন বা অভ্যাসের অংশ হিসেবে বাগানগুলোতে এ ধরনের মদের পাট্টার প্রচলন চলে আসছে।

মৌলভীবাজারের বিভিন্ন চা বাগানে খোঁজ নিয়ে দেখা যায়, মদের পাট্টা থেকে বৈধভাবে যে মদ বিক্রি হয় এর চেয়ে বেশি অবৈধভাবে বিক্রি হচ্ছে। পাট্টা থেকে কিছু মদ কিনে এগুলোর সঙ্গে চোলাই মদ বিক্রি করা হয়। বৈধ মদ ১০০ কেজি বিক্রি হলে অবৈধ মদ ১০০০ কেজি বিক্রি হয়। সন্ধ্যা নামলেই শুরু হয় মদ কেনাবেচা। অনেক চা শ্রমিক নেশাগ্রস্ত হয়ে নিজ সন্তান ও পরিবারের লোকজনকে নির্যাতন করে এমন ঘটনাও ঘটছে।

মৌলভীবাজার মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদফতর সূত্রে জানা যায়, জেলায় ৯২টি চা বাগানে ৪৫টি বৈধ মদের পাট্টা রয়েছে। এসব পাট্টা থেকেই শ্রমিকরা মদ পান করে। অবৈধভাবে যারা চোলাই মদ বিক্রি করে তাদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদফতর থেকে নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করা হয়। এ ছাড়া পুলিশ, ডিবি পুলিশের পক্ষ থেকে পৃথকভাবে অভিযান পরিচালনা করা হয়।

চা বাগানে একজন কাজ করলে চার-পাঁচজন বেকার। এ বেকারত্ব নিরসনের কোনো উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে না। বাগানের ভেতর আইন অনুযায়ী একরপ্রতি নির্দিষ্টসংখ্যক শ্রমিক নিয়োগের বিধান থাকলেও তা মানা হয় না। প্রচুর আবাদি জমি থাকা সত্ত্বেও আবাদ করা হচ্ছে না। এ জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয় না।

উচ্চশিক্ষা অর্জনকারী চা শ্রমিকের সন্তানরা জানান, যতদিন পর্যন্ত চা বাগান থেকে মদের পাট্টা বন্ধ করা না হবে ততদিন পর্যন্ত চা বাগানের মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন হবে না। নেশা ও সভ্যতা একসঙ্গে বসবাস করতে পারে না। যত দ্রুত সম্ভব বাগান থেকে মদের পাট্টা বন্ধ করতে হবে। এই মদের নেশায় বেকারত্ব দূর হচ্ছে না। মদের লোভে বাগানের বাইরে কাজে যেতে চাচ্ছে না অনেকেই। অতি কূটকৌশলে চা বাগানে বেকারত্ব বাড়ানো হচ্ছে। এ বেকারত্ব নিরসনের কোনো উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে না।

বাগান পঞ্চায়েত কমিটির সদস্যরা বলেন, চা বাগানে একজন কাজ করলে চার-পাঁচজন বেকার। অর্থাৎ চা শ্রমিকদের তুলনায় প্রায় চার-পাঁচগুণ বেশি বেকার। এ বেকারত্ব নিরসনের কোনো উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে না। যে জমি চা চাষের জন্য অনুপযোগী সে জমি ধান চাষের জন্য বরাদ্দ দেওয়া হয়। কিন্তু জমির একরপ্রতি প্রায় ১১ মণ ধান কর্তৃপক্ষকে দিতে হয়। বাগান কর্তৃপক্ষ চা শ্রমিকের পাওনা রেশন থেকে এই ১১ মণ ধানের সমপরিমাণ চাল কেটে রাখেন। অথচ এ জমি চা শ্রমিকদের নামে স্থায়ী বরাদ্দ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হলে তাদের জীবন জীবিকার একটি সুযোগ সৃষ্টি হতো। কিন্তু সরকার জমি বরাদ্দ কেবল চা বাগান কর্তৃপক্ষকে দেন। আর চা বাগান কর্তৃপক্ষ মন যা চায় তাই করেন শ্রমিকদের সঙ্গে।

বিভিন্ন বাগানের একাধিক চা শ্রমিক নেতা বলেন, আমরা দাবি-দাওয়া নিয়ে কথা বললেই ব্রিটিশ আইনে ধরিয়ে দেওয়া হয় অভিযোগপত্র। চা বাগানের সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো বেকারত্ব, চা শ্রমিকদের তুলনায় প্রায় চারগুণ বেশি বেকার। সরকার এবং চা বাগান মালিকরা চাইলে এই বেকারত্ব দূর করতে পারেন। তারা এটা না করে মদের বোতল হাতে ধরিয়ে দেয়। সরকারকে এই মদের পাট্টা বন্ধ করতে হবে।

বাংলাদেশ চা শ্রমিক ইউনিয়নের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও চা শ্রমিক নেতা রামভজন কৈরি বলেন, বাগান থেকে বাইরে বের হওয়ার প্রবণতা এখনও সৃষ্টি হয়নি। মদ ছেড়ে যদি শিক্ষার হার বাড়ানো যেত তা হলে বাগানে শিক্ষার হার অনেক বেড়ে যেত। কমলগঞ্জের আলীনগর চা বাগানে ১০০ জনের ওপর বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি চাকরিজীবী কাজ করেন। এভাবে যদি প্রতিটা বাগানে হতো তা হলে চা বাগানের মানুষের জীবনমানের উন্নয়ন হতো। বর্তমানে শিক্ষার হার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মদের হার অনেকটা কমছে বাগানে। সরকার যদি মদের পাট্টা বন্ধ করার উদ্যোগ নেয়, তা হলে বেকারত্ব দূর হবে।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদফতর মৌলভীবাজারের উপপরিচালক মো. রাশেদুজ্জামান বলেন, মৌলভীবাজার জেলার চা বাগানে মোট ৪৫টি বৈধ মদের পাট্টা রয়েছে। এর মধ্যে শ্রীমঙ্গলে একটা রয়েছে, যেখানে বিলেতি মদ বিক্রি করা হয়। অবৈধভাবে যারা চোলাই মদ বিক্রি করে তাদের বিরুদ্ধে নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করে আইনের আওতায় আনা হয়।

প্রথম আলো
সোমবার, ১৩ এপ্রিল ২০২৬, ৩০ চৈ

বিদেশগামী শ্রমিক

ভোগান্তি দূর করতে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিন

বাংলাদেশের অর্থনীতির একটি শক্তিশালী ভিত্তি হলো প্রবাসী শ্রমিকদের অবদান। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ, গ্রামীণ অর্থনীতির গতি, এমনকি লাখো পরিবারের জীবিকার নিরাপত্তা—সবকিছুর পেছনেই রয়েছে তাঁদের নিরলস পরিশ্রম। প্রতিবছর বিপুলসংখ্যক মানুষ বিদেশে পাড়ি জমাচ্ছেন, আর তাঁদের পাঠানো রেমিট্যান্সই সচল রাখছে দেশের অর্থনীতির চাকা। তাই প্রবাসীদের গুরুত্ব কেবল অর্থনৈতিক নয়; এটি সামাজিক, মানবিক ও নীতিগত অগ্রাধিকারের বিষয়।

সম্প্রতি কুমিল্লায় অনুষ্ঠিত 'জনশক্তি রপ্তানির সম্ভাবনা, চ্যালেঞ্জ ও করণীয়' শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে এসব বিষয় উঠে আসে। সেখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে—প্রবাসীরা দেশের চালিকা শক্তি, অথচ অভিবাসনপ্রক্রিয়ায় তাঁরা নানামুখী ভোগান্তির শিকার হন। এই বৈপরীত্য দূর করা এখন সময়ের দাবি।

অভিবাসনপ্রক্রিয়ায় মধ্যস্বত্বভোগী বা দালালদের দৌরাত্ম্য একটি বড় সমস্যা। বৈধ প্রক্রিয়া জটিল ও সময়সাপেক্ষ হওয়ায় অনেকেই বাধ্য হয়ে অনিয়ন্ত্রিত মাধ্যমের ওপর নির্ভর করেন। ফলাফল প্রতারণা, অতিরিক্ত খরচ, ভুয়া প্রতিশ্রুতি এবং বিদেশে গিয়ে দুর্বিষহ পরিস্থিতি। বৈঠকে উঠে এসেছে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক অভিবাসী এ ধরনের প্রতারণার শিকার হন। অথচ এই 'মাধ্যম' বা 'মধ্যস্থতাকারী' ব্যক্তিদের জন্য এখনো সুস্পষ্ট কোনো আইন বা নিয়ন্ত্রণকাঠামো নেই। অবিলম্বে সাব-এজেন্টদের নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণে আইনি কাঠামো প্রণয়ন জরুরি।

সমন্বয়ের অভাব একটি বড় অন্তরায় হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। জেলা প্রশাসন, জনশক্তি কার্যালয়, প্রশিক্ষণকেন্দ্র, ব্যাংক এবং স্থানীয় সরকার—সব দপ্তরের মধ্যে কার্যকর সমন্বয় না থাকায় সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে বিলম্ব হয়। ওয়ান-স্টপ সার্ভিসের অভাব অভিবাসনপ্রত্যাশীদের ভোগান্তি বাড়িয়ে দিচ্ছে। বিভিন্ন দপ্তরে ঘুরে ঘুরে সেবা নিতে গিয়ে মানুষ সময়, অর্থ ও মানসিক শক্তি—সবই হারাচ্ছেন। এই সুযোগেই দালালেরা জায়গা করে নিচ্ছে। একটি সমন্বিত ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম বা ওয়েবসাইট, যেখানে অভিবাসনসংক্রান্ত সব তথ্য ও সেবা একসঙ্গে পাওয়া যাবে, তা সময়ের দাবি। একই সঙ্গে জেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে 'অভিবাসন কর্নার' চালু করা গেলে প্রান্তিক মানুষও সহজে তথ্য ও সহায়তা পাবে।

দক্ষতার অভাব বাংলাদেশের শ্রমবাজারকে পিছিয়ে দিচ্ছে। অনেকেই কোনো প্রশিক্ষণ ছাড়াই বিদেশে যান, ফলে তাঁরা কম মজুরি পান এবং কর্মক্ষেত্রে শোষণের শিকার হন। অথচ তথ্যপ্রযুক্তি, ড্রাইভিং বা কারিগরি দক্ষতা থাকলে তাঁদের আয় ও সম্মান—দুটিই বাড়তে পারে। তাই বিদেশে যাওয়ার আগে বাধ্যতামূলক প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচি জোরদার করা জরুরি।

প্রবাসীদের নিরাপত্তা ও অধিকার নিশ্চিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিদেশে গিয়ে অনেকেই নির্যাতন, অতিরিক্ত কাজের চাপ, বেতন আটকে রাখা কিংবা আইনি সহায়তার অভাবের মতো সমস্যায় পড়েন। এ ক্ষেত্রে দূতাবাসগুলোর কার্যকর ভূমিকা, অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা এবং নারী শ্রমিকদের জন্য বিশেষ সুরক্ষা ব্যবস্থা অপরিহার্য। প্রবাসীরা শুধু বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী নন; তাঁরা পরিবারের স্বপ্ন, সমাজের উন্নয়ন এবং দেশের মর্যাদার প্রতিনিধিত্ব করেন। তাই তাঁদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি হতে হবে সম্মানজনক ও মানবিক।

আশার কথা, সরকার ইতিমধ্যে কিছু উদ্যোগ নিয়েছে এবং আন্তরিকতার পরিচয় দিয়েছে। তবে এই উদ্যোগগুলোকে বাস্তব ফলাফলে রূপ দিতে হলে নীতিগত সংস্কার, আইনি কাঠামো শক্তিশালী করা এবং কার্যকর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে। বিশেষ করে সাব-এজেন্টদের নিয়ন্ত্রণ, ওয়ান-স্টপ সার্ভিস চালু, দক্ষতা উন্নয়ন এবং প্রবাসীদের সুরক্ষায় দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি।

প্রবাসীরা বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রাণশক্তি। তাঁদের অবদানকে স্বীকৃতি দেওয়া মানে কেবল কৃতজ্ঞতা প্রকাশ নয়, বরং তাঁদের অধিকার, নিরাপত্তা ও মর্যাদা নিশ্চিত করা। কুমিল্লার গোলটেবিল বৈঠকের আলোচনাগুলো যদি বাস্তবায়নের পথে এগোয়, তবে তা শুধু একটি অঞ্চলের জন্য নয়, পুরো দেশের জন্যই ইতিবাচক পরিবর্তনের সূচনা হবে।

প্রথম আলো
বৃহস্পতিবার, ১৬ এপ্রিল ২০২৬

সড়কে সাত শ্রমিকের মৃত্যু

ট্রাস্ট থেকে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করুন

দিনাজপুর থেকে নোয়াখালী—দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে একমুঠো অন্নের সংস্থানে যাচ্ছিলেন ১৩ জন কৃষিশ্রমিক। লক্ষ্য ছিল বোরো ধান কাটা। কিন্তু কুমিল্লার দাউদকান্দিতে চালবোঝাই ট্রাক খাদে পড়ে প্রাণ হারালেন ৭ জন। এটি শুধু সড়ক দুর্ঘটনা নয়, আমাদের দেশের শ্রমজীবী মানুষের অসহায়ত্ব ও জীবনের চরম নিরাপত্তাহীনতার এক করুণ বাস্তবতা।

আমাদের কৃষি ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত পয়লা বৈশাখের উৎসব। কিন্তু সেই কৃষি ও কৃষকের কী হাল এখন, তা আমরা দেখতে পারি এমন ঘটনার মধ্য দিয়েও। পয়লা বৈশাখ শুরুর মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে কৃষিশ্রমিকদের এমন মৃত্যু আমাদের আরও বেশি ব্যথিত করে। আগেও এমন দুর্ঘটনায় কৃষিশ্রমিক বা শ্রমিকের নিহত হওয়ার ঘটনা ঘটেছে।

প্রথম আলোর প্রতিবেদন জানাচ্ছে, স্রেফ বাসভাড়া বাঁচানোর জন্য তাঁরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মালবাহী ট্রাকের ওপর সওয়ার হয়েছিলেন। দিনাজপুরের নবাবগঞ্জ ও বিরামপুর উপজেলার এই মানুষগুলো দারিদ্র্যের কশাঘাতে এতটাই জর্জরিত যে নিরাপদ ভ্রমণের খরচ জোগানোর চেয়ে কয়েক শ টাকা বাঁচানোই তাঁদের কাছে বড় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু সেই সামান্য অর্থ বাঁচাতে গিয়ে আজ সাতটি পরিবার তাদের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তিকে হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে গেল।

দেশের প্রচলিত আইনে পণ্যবাহী ট্রাকে যাত্রী পরিবহন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। কিন্তু মহাসড়কগুলোয় প্রশাসনের চোখের সামনেই নিয়মিত ট্রাকে করে মানুষ যাতায়াত করছে। বিশেষ করে ধান কাটার মৌসুমে উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণবঙ্গে শ্রমিকদের এভাবে ট্রাকে করে নিয়ে যাওয়া এক নিয়মিত ও ভয়ংকর দৃশ্য। দাউদকান্দির হাসানপুর এলাকায় দিবাগত রাত পৌনে তিনটার দিকে যখন এই দুর্ঘটনা ঘটে, তখন হাইওয়ে পুলিশের নজরদারি কোথায় ছিল?

নিহত ব্যক্তিদের প্রত্যেকের পরিবারকে ২৫ হাজার এবং আহত ব্যক্তিদের ১৫ হাজার টাকা আর্থিক সহায়তা দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে স্থানীয় প্রশাসন। স্বজন হারানো পরিবারগুলোর জন্য এই সামান্য অর্থ হয়তো দাফন-কাফনের খরচ মেটাবে, কিন্তু যে পরিবারগুলো তাদের একমাত্র অভিভাবককে হারাল, তাদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তার কী হবে? দিনাজপুরের নিভৃত গ্রামের সেই শিশুদের পড়াশোনা আর দুই বেলা খাবারের সংস্থান কে করবে?

আমরা মনে করি, শুধু আর্থিক সহায়তা দিয়ে প্রশাসনের দায়িত্ব শেষ হতে পারে না। সড়ক দুর্ঘটনার শিকার ভুক্তভোগীদের ক্ষতিপূরণের জন্য সরকারি ট্রাস্ট বা তহবিল আছে। কোটি কোটি টাকা সেখানে পড়ে আছে। এ তহবিলের কোনো প্রচার নেই। ভুক্তভোগীরা যে সহায়তা পাবেন, সেখানেও তৈরি করে রাখা হয়েছে নানা জটিলতা। আমরা আশা করব, দিনাজপুরের প্রশাসন এ তহবিল থেকে ক্ষতিপূরণ পেতে কৃষিশ্রমিকদের পরিবারগুলোর পাশে দাঁড়াবে।

মহাসড়কে ট্রাকে যাত্রী পরিবহন বন্ধে হাইওয়ে পুলিশকে আরও কঠোর ও দায়বদ্ধ হতে হবে। একই সঙ্গে কৃষি মৌসুমে দূরদূরান্ত থেকে আসা শ্রমিকদের যাতায়াতে বিশেষ এবং নিরাপদ পরিবহনব্যবস্থার কথা সরকারকে ভাবতে হবে।

দেশ রূপান্তর
শুক্রবার, ১৭ এপ্রিল ২০২৬

আসকের নির্বাহী পরিচালকের দায়িত্বে তাহমিনা রহমান

নিজস্ব প্রতিবেদক

মানবাধিকারকর্মী তাহমিনা রহমান মানবাধিকার সংগঠন আইন ও সালিশ কেন্দ্রের (আসক) নির্বাহী পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন। গত বুধবার নির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এ সংস্থাটির নির্বাহী পরিচালকের দায়িত্ব নেন তিনি। গতকাল বৃহস্পতিবার আসকের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। এতে বলা হয়, তাহমিনা রহমান মানবাধিকার, নারী অধিকার, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার এবং ডিজিটাল অধিকারের ক্ষেত্রে দীর্ঘ তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে দেশে ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে আসছেন।

শিক্ষাজীবনে তাহমিনা রহমান হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব পাবলিক হেলথ থেকে গবেষণা ফেলোশিপ অর্জন করেন এবং ইউনিভার্সিটি অব লন্ডন থেকে আইন বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইন বিষয়ে স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি আসকের নির্বাহী কমিটির সাধারণ সম্পাদক (২০১৯-২০২০) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এ ছাড়া আসকের বিভিন্ন নির্বাহী কমিটির সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

সংবাদ
মঙ্গলবার ১ বৈশাখ ১৪৩৩
: Tuesday 14 April 202-

তিন মাসের মধ্যে প্রাণ ফিরে পেতে চলেছে বন্ধ টেক্সটাইল মিল

প্রতিনিধি, নীলফামারী

বন্ধ থাকা শিল্পকারখানা পুনরায় চালু করা সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারের একটি লক্ষ্য। এলক্ষ্যে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ টেক্সটাইল ও পাটকল চালুর উদ্যোগ নিয়ে দ্রুততার সঙ্গে কাজ করছে।

গত রোববার দিনাজপুর এবং নীলফামারীতে টেক্সটাইল মিল পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের বস্ত্র ও পাট প্রতিমন্ত্রী মো. শরীফুল আলম বলেন, প্রধানমন্ত্রীর নির্বাচনি ইশতেহার অনুযায়ী দেশের বন্ধ থাকা জুট ও টেক্সটাইল মিলগুলো পুনরায় চালু করার উদ্যোগে নেয়া হয়েছে। নীলফামারীর দারোয়ানী টেক্সটাইল মিল নিয়ে ইতোমধ্যে আন্তর্জাতিক দরপত্র করা হয়েছে, আরও ভালো বিনিয়োগকারীও পাওয়া যাচ্ছে। আমরা আশা করছি, দুই থেকে তিন মাসের মধ্যেই মিলটি পুনরায় চালু হবে এবং স্থানীয় মানুষের কর্মসংস্থান হবে। দিনাজপুরের টেক্সটাইল মিলও খুব দ্রুতই আবার চালু করা হবে।

সোনালি আঁশের ঐতিহ্য উল্লেখ করে বস্ত্র ও পাট প্রতিমন্ত্রী মো. শরীফুল আলম আরও বলেন, সোনালি আঁশের সুদিন ফিরিয়ে আনতে হবে, সেজন্য কাজ করতে হবে। কৃষকরা পাটের ন্যায্য মূল্য যেন পায় এজন্য পদক্ষেপ নিচ্ছি। এছাড়া প্ল্যাস্টিকের পরিবর্তে পাটের পণ্য ব্যবহারে জনসচেতনতা তৈরির উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

পরিদর্শনের সময় নীলফামারী-২ আসনের সংসদ সদস্য এ্যাডভোকেট আল ফারুক আব্দুল লতিফ, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রনালয়ের সচিব বিলকিস জাহান রিমি, মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব জহিরুল ইসলাম, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক সাইদুল ইসলাম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ফয়জুল ইসলাম, বাংলাদেশ টেক্সটাইলস মিলস কর্পোরেশনের (বিটিএমসি) পরিচালক এইচ এম নুরুল ইসলাম ও মুখ্য পরিচালন কর্মকর্তা কাজী ফিরোজ হোসেন ও সংশ্লিষ্টরা উপস্থিত ছিলেন।

পরে মন্ত্রী জেলা সদরের গোড়গ্রাম ইউনিয়নের হাজীগঞ্জে অবস্থিত হস্ত ও কুটির শিল্প উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান 'ক্লাসিক্যাল হ্যান্ডমেইড প্রোডাক্টস বিডি লিমিটেড' পরিদর্শন করেন। এসময় প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যান তৌহিদ বিন আব্দুস সালাম উপস্থিত ছিলেন।

বণিক বার্তা রোববার, এপ্রিল ১৯, ২০২৬

সানেমের অর্থনীতিবিদ সম্মেলনে বক্তারা

এক দশকে কৃষি খাতে বেশি কর্মসংস্থান তৈরি হয়েছে, যা উদ্বেগজনক

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

বাংলাদেশে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির ক্ষেত্রে গত এক দশকে একটি কাঠামোগত পরিবর্তন ঘটছে। সাধারণত উন্নয়নশীল দেশে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিল্প ও সেবা খাতে কর্মসংস্থান বেশি বাড়ে এবং কৃষি খাতে কম বাড়ে। কিন্তু বাংলাদেশে গত এক দশকে কৃষি খাতে বেশি কর্মসংস্থান তৈরি হয়েছে, যা উদ্বেগজনক। এখন খুঁজে দেখা প্রয়োজন যে কৃষি খাতে নতুন কর্মসংস্থান তৈরি হচ্ছে, নাকি অন্য খাতে কাজ না পেয়ে মানুষ কম আয়ের (কৃষিতে) অনানুষ্ঠানিক কাজে যুক্ত হচ্ছেন।
গতকাল সকালে রাজধানীর মহাখালীতে ব্র্যাক সেন্টার ইনে বেসরকারি গবেষণাপ্রতিষ্ঠান সাউথ এশিয়ান নেটওয়ার্ক অন ইকোনমিক মডেলিং (সানেম) আয়োজিত বার্ষিক অর্থনীতিবিদ সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনের একটি অধিবেশনে এসব তথ্য তুলে ধরেন বাংলাদেশে বিশ্বব্যাংকের জ্যেষ্ঠ অর্থনীতিবিদ নাজমুস সাদাত খান।
তিন দিনব্যাপী সম্মেলনে গতকাল সকালের ওই অধিবেশনে দেশের শ্রমবাজারের রূপান্তর নিয়ে আলোচনা হয়। অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) কান্ট্রি ডিরেক্টর ম্যাক্স টুনন। আলোচক ছিলেন সানেমের গবেষণা পরিচালক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মাহতাব উদ্দিন।
এ অধিবেশনে নাজমুস সাদাত খান 'কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে কাঠামোগত পরিবর্তন' নিয়ে করা গবেষণার ফলাফল উপস্থাপন করেন।
গবেষণায় তিনি দেখিয়েছেন, মোট দেশজ আয় (জিডিপি) ১ শতাংশ বাড়লে কর্মসংস্থান কত শতাংশ বাড়ে (কর্মসংস্থান স্থিতিস্থাপকতা)। এতে বলা যায়, ২০১০-১৭ সময়ে কৃষি খাতে কর্মসংস্থান স্থিতিস্থাপকতা শূন্য দশমিক ২৫ পয়েন্ট ঋণাত্মক ছিল, যা ২০১৭-২৪ সময়ে বেড়ে শূন্য দশমিক ৯৮ পয়েন্ট হয়েছে। অর্থাৎ কৃষি খাতে জিডিপি বৃদ্ধির সঙ্গে বেশি চাকরি তৈরি হয়েছে। অন্যদিকে শিল্প খাতে এটি শূন্য দশমিক ৩৩ পয়েন্ট থেকে কমে শূন্য দশমিক শূন্য ৪ শতাংশ ঋণাত্মক হয়েছে। সেবা খাতেও কর্মসংস্থান স্থিতিস্থাপকতা প্রায় অর্ধেক কমেছে।
এ অবস্থায় সরকারকে শুধু প্রবৃদ্ধি না বাড়িয়ে 'কর্মসংস্থানমুখী প্রবৃদ্ধি'র দিকে গুরুত্ব দেয়ার পরামর্শ দিয়েছেন নাজমুস সাদাত খান।
সানেমের গবেষণা পরিচালক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মাহতাব উদ্দিন কৃষি খাতে কর্মসংস্থানে প্রবৃদ্ধি নিয়ে বলেন, 'এ প্রবৃদ্ধি মূলত ২০১৭ সাল থেকে ২০২২-২৩ সময়ের। করোনা-পরবর্তী সময়ে অনেক মানুষ শহরের অনানুষ্ঠানিক খাতে চাকরি হারিয়ে গ্রামে ফিরে কৃষিকাজে যুক্ত হন। তাই এটি হয়তো কাঠামোগত পরিবর্তন নয়, বরং করোনার ধাক্কার কারণে শ্রমের অস্থায়ী পুনর্বিন্যাস হতে পারে।'
ম্যাক্স টুনন বলেন, 'কর্মসংস্থানহীন প্রবৃদ্ধি নিঃসন্দেহে একটি জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। বাংলাদেশসহ বিশ্বের অনেক দেশ এ সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছে। এটি মোকাবেলায় দক্ষ জনশক্তি তৈরি করা প্রয়োজন। কিন্তু প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতি এটি পারছে না। বেসরকারি খাতের সঙ্গে যথেষ্ট সংযোগ তৈরি করতে পারছি না।'
সানেমের গবেষণা সহযোগী দীপা দাস বাংলাদেশের উৎপাদন খাতে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির চালিকাশক্তি নিয়ে একটি গবেষণা প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। এ সময় উৎপাদন খাতে যাওয়া কিংবা না যাওয়ার পেছনে কিছু প্রবণতা তুলে ধরে তিনি জানান, শহুরে এলাকা, দেশের পূর্বাঞ্চল, ভূমিহীন পরিবার এবং উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিরা উৎপাদন খাতে বেশি যুক্ত হতে চান। বিপরীতে নারীরা, বৃহৎ পরিবার, বেশি জমির মালিকানা থাকলে এবং কম বা কোনো শিক্ষা নেই, এমন ব্যক্তিরা কৃষি খাতে বেশি থাকেন।
গতকালের আরেক অধিবেশনে বলা হয়, বাংলাদেশে কর্মক্ষম মানুষের হার মোট জনসংখ্যার ৫৬-৫৮ শতাংশ। কিন্তু কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীতে থাকা তরুণদের বড় অংশকে কাজে লাগানো যাচ্ছে না। তাই জনমিতির সুবিধা পুরোপুরি নেয়া যাচ্ছে না। এমনকি এ অঞ্চলের দেশগুলোর চেয়ে পিছিয়ে আছে বাংলাদেশ।
অনুষ্ঠানে সানেমের চেয়ারম্যান বজলুল হক খন্দকার বলেন, '২০৩০ সালের মধ্যে বেসরকারি বিনিয়োগ জিডিপির ২৩ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৩০ শতাংশ করা উচিত। এতে কর্মসংস্থানের প্রবৃদ্ধি বাড়বে ৯ শতাংশের বেশি। একইভাবে সামাজিক নিরাপত্তায় জিডিপির ৬ শতাংশ ব্যয় করলে কর্মসংস্থানে প্রবৃদ্ধি হবে ৮ শতাংশের বেশি।'

সংবাদ

ঢাকা : বৃহস্পতিবার ৩ বৈশাখ ১৪

Dhaka : Thursday 16 April 2026

২৫

শোভন কাজ

জেলে ও জলমহাল

হিমাংশুদেব বর্মণ

দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের জেলে পেশাধারী এই মৎস্যজীবিরা নানাবিধ সংকটের মধ্যে তাদের জীবন ও জীবিকা নির্বাহ করে যাচ্ছে। একসময় প্রতিটি জেলে পল্লীতে দেখা যেত দেশি সুতোর জাল বোনার প্রচলন। জেলে পল্লীর গৃহিনীরা রাতদিন বসে বসে জাল বুনতেন। এই জাল দিয়ে জেলেরা মাছ ধরে বাজারে বিক্রি করে তাই দিয়ে সংসার চালাতেন। কেবল তাই-ই নয়, ওই জাল নিজেরা মাছ ধরার কাজে খুব কমই ব্যবহার করতেন। বিক্রি করতেন বেশি জাল। বাইরের জেলা থেকে ক্রেতা এসে জাল কিনে নিয়ে যেতেন। একেকটি জাল বিক্রি করলে তখনকার দিনে পাঁচ কেজি চাউল ও বাজার খরচের টাকা হয়ে যেত।

এক কথায় জাল বোনা ছিল জেলেদের একমাত্র অবলম্বন। সেই চল্লিশ বছর আগেই ভাটা পড়ে গেল সেই জাল বোনায়। কারণ ছিল এখনকার দিনের এই কারেন্ট জাল। এই কারেন্ট জাল যখনই দেশে এলো তখনই মানুষ দেশী সুতোর জাল কেনা ছেড়ে দিল। কারণ দেশি সুতোর জালের দাম বেশি, আর কারেন্ট জালের দাম অনেক কম। তাছড়া দেশি সুতোর জালের চেয়ে কারেন্ট জালে মাছ পাওয়া যায় অনেক বেশি। এই সুবিধা পেয়ে মানুষ ঝুঁকে পড়লো কারেন্ট জালের প্রতি। আর ধ্বংস হয়ে জেলে পল্লীর হস্তশিল্পটি। এই হস্তশিল্পজাত জাল এখন আর কোথাও পাওয়া যায় না। এই বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া হস্তশিল্পজাত দেশি সুতোর ফাঁস জালের উৎপাদন আবার শুরু করে এই ক্ষুদ্রশিল্পটাকে বাঁচিয়ে রাখা যায় কি না, এমন আশা নিয়ে জেলেদের সঙ্গে কথা বলে জানতে পারলাম তখনকার সেই জাল বোনা গৃহিনীরা এখন আর বেঁচে নেই বেশির ভাগ। যা-ও আছেন তারা চোখে দেখেন না। কারো হাত কাঁপে। অনেক বয়স হয়ে গেছে তো তাই। তবুও চেষ্টা করে সম্ভব হতো, যদি সে জালগুলো বিক্রি করা যেতো। তারা বলেন, একটি জাল বুনে আগেকার দিনের হিসেবে যদি দাম ধরা হয়, তাহলে তা কেউ কিনবে না। কারণ একটি জালের দামে তারা কমপক্ষে পাঁচটি জাল কিনতে পারছে। এখন জাল বুনলে তাদের পুরোটাই লোকসান হবে।

বৈধ সরঞ্জামের কথা বলতে গেলে সত্যি বলতে কী, বর্তমানে মাছ ধরার জন্য কোনো বৈধ সরঞ্জামই নেই। জাল বলতে সবই কারেন্ট জাল। ভেসাল জাল অবৈধ। খেপলা, উড়নী, খেও, ঝাঁকি (স্থান ভেদে) জাল বৈধ, কিন্তু এখন তো আর হাতে বোনা জাল নেই। কারেন্ট জাল দিয়েই তৈরি হচ্ছে এই উড়নী জাল। এখন, যদি কেউ একবার খাওয়ার জন্যও মাছ ধরতে যায় তাকে

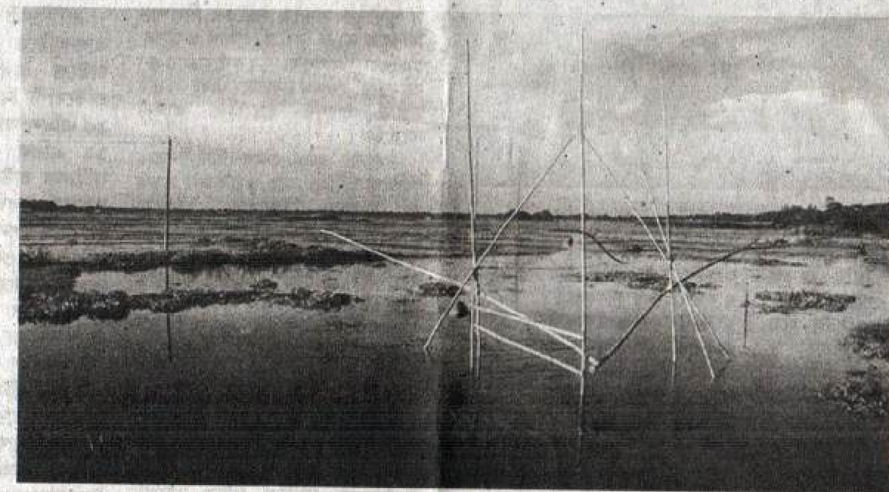

দেশের অধিকাংশ বিল-বাঁওড়ই প্রভাবশালীদের দখলে চলে গেছে

ওই অবৈধ সরঞ্জাম কারেন্ট জাল দিয়েই মাছ ধরতে হবে। এছাড়া উপায় নেই। এছাড়া বর্তমানে আরেকটি মরণঘাতী উপায় রয়েছে চায়না দুয়াড়ী। এই চায়না দুয়াড়ীর ব্যাপারে জানতে চাইলে বলেন, বাজারে না পেলে তারা কিনবে কোথা থেকে? কেউ কেউ বলেন তারা মাছ বেশি ধরার প্রতিযোগিতায় পাল্লা দিয়ে এই চায়না দুয়াড়ী কিনে আনে। প্রশাসন অভিযানে এসে সব জাল নিয়ে পুড়িয়ে দেয়। পরদিন আবার তারা আগের চেয়ে বেশি কিনে আনে। তারাও জানে এটা ভুল ও অপরাধ। তবু এছাড়া তাদের অন্য কোনো উপায় নেই বলেই তারা জানায়।

বাংলাদেশ মৎস্য আইনের আওতায় 'উন্মুক্ত জলাশয়' নীতিতে এই উক্তিটির ভুল ব্যাখ্যা ও প্রয়োগের ফলে মৎস্যজীবিরা মৎস্য আহরনের ক্ষেত্র তথা নদী, নালা, খাল, বিল থেকে বিতাড়িত হওয়ার প্রায় শেষ পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। 'উন্মুক্ত জলাশয়'-এর দোহায় দিয়ে স্থানীয় অবস্থাশালী লোকেরাও মাছ ধরার সরঞ্জাম তৈরি করে নিয়ে জলাশয় দখল করে নিয়ে মাছ ধরছে তারা। এ কারণে প্রকৃতপক্ষে মাছ ধরেই যাদের জীবন জীবিকা চলে তারা সেই সব জলাশয় থেকে মাছ ধরার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে গেছে বললে ভুল হবে না।

স্থায়ীভাবে মাছ ধরার কাজ তারাই করছে যাদের মাছ না ধরলেও কৃষিকাজ, ব্যবসা বা অন্য উপায়ে তাদের সংসার যথেষ্ট প্রচলভাবেই চলছে। তাদের কারণে পেশাগত মৎস্যজীবিরা মাছ ধরতে পারছে না। দেশের অধিকাংশ বিল বাওড়ই প্রভাবশালী লোকেদের দখলে চলে গেছে। বিল-বাঁওড় দখলের প্রতিবাদে আমরা প্রায়ই মৎস্যজীবিদেরকে রাজপথে দাঁড়াতে দেখি। শুধু বিল-বাঁওড়ই নয়, নদ নদীগুলোতেও চলছে এই দখলদারিত্বের রাজত্ব। আসলে স্থানীয় প্রভাবশালীদের এই ভুল ব্যাখ্যা এবং এই এটাকে আশ্রয় করে সুযোগ নিয়ে মৎস্যজীবিদেরকে জলাশয় থেকে উৎখাত করার পায়তারা থেকে সরে আসতে হবে। এ ব্যাপারে প্রশাসনকে বিষয়টি তদন্ত করে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

আসলে এ ব্যবস্থার একটি সুষ্ঠ সমাধান দরকার। আর সমাধানের জন্য আমাদের ভাবনাটাকে আরও গভীরে নিয়ে যেতে হবে। সেই আলোকে আমার একটি ঘটনা মনে পড়ে। তা হলো, এখন থেকে বছর দশের আগে ইউটিউব, ফেইসবুকে দেখতাম চীনারা তাদের দেশের জঙ্গলে এই চায়না দুয়াড়ী পেতে সাপ ধরতো। মূলত চীন থেকে আগত বলেই এর নাম হয় চায়না দুয়াড়ী। জেলেরা যা সেদিন চোখেও দেখেনি, সেই চায়না দুয়াড়ী চীনের সুপ্রশস্ত প্রাচীর ডিঙিয়ে, ভারতের ত্রিপুরা ও মায়ানমারের রাখাইন রাজ্য পেরিয়ে ঠিকই বাংলাদেশে চলে এসেছে। এটা কিভাবে সম্ভব হলো! কোনো জেলে তো সেদিন ডোঙ্গা কিংবা নৌকা বেয়ে এই দুয়াড়ী জাল চীন থেকে বাংলাদেশে নিয়ে আসেনি! তাহলে কে বা কারা আনলো এই জাল! এটা খুঁজেবের করাটা আজ খুব জরুরি নয় কি?

যদি বলি বা মেনে নিই এটা অবশ্যই কোনো অসাধু ব্যবসায়ীর কাজ। তাহলে এটা আমদানি করার কাজে অবশ্যই প্রশাসনিক অনুমতি কেউ না কেউ তো অবশ্যই দিয়েছিল। তাছাড়া তো আমদানি করা সম্ভব হয়নি। সেই অসাধু প্রশাসনিক কর্মকর্তাকে তাকেও খুঁজে করাটাও জরুরি কি না এটাও এখন ভেবে দেখা দরকার। যদি আমরা আমাদের সামগ্রীক ভালো চাই তাহলে অবশ্যই এদিকে গুরুত্বের সঙ্গে লক্ষ্য রাখতে হবে। হ্যাঁ, বর্তমানে এই দুয়াড়ীসহ সমস্ত প্রকার কারেন্ট জালই আমাদের দেশে উৎপাদন হচ্ছে। এই উৎপাদন বন্ধ করতে হবে। যেখান থেকে এই অবৈধ সরঞ্জাম তৈরি করা হচ্ছে সেখানেই পদক্ষেপ নেয়াটা সবচেয়ে উত্তম। এই দুয়াড়ীসহ সমস্ত প্রকার কারেন্ট জাল উৎপাদন বন্ধ হলে আমাদের দেশের এই হস্তশিল্পটাকে আবার পুনরুজ্জীবিত করে সেটাকে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব হবে। সেই সঙ্গে জলজ জীব বৈচিত্র্য ধ্বংসকারী এই কারেন্ট জাল না থাকলে আমাদের দেশের 'মাছে ভাতে বাঙালি' প্রবাদকেও বাঁচিয়ে রাখা অবশ্যই সম্ভব।

[লেখক: সংবাদকর্মী]

DHAKA THURSDAY APRIL 16, 2026
BAISHAKH 3, 1433 BS
The Daily Star

Farmers' card rollout a positive step

Govt must ensure fairness and transparency in the scheme

We welcome the launch of the Farmers' Card programme by the government, which is a timely and encouraging step towards providing the much-needed support to the millions of farmers in the country. In its pre-pilot phase, 22,065 marginal farmers across 11 upazilas have each received Tk 2,500 directly in their mobile wallets. As part of the BNP's election pledges, following the initiative like the Family Card, this programme has the potential to ease farmers' access to essential inputs such as seeds, irrigation, and credit. However, as with any large-scale welfare initiative, its success will depend on how effectively the government can implement it and safeguard the scheme against mismanagement, corruption and political bias.

Reportedly, the programme will cover small, marginal, medium, large, and landless farmers, as well as fish farmers, livestock rearers, and dairy producers. The government plans to expand the coverage to 2.75 crore farmers over the next five years. Achieving this goal will require careful planning. First, its beneficiary selection process must be fair and transparent. Past experiences with agricultural subsidies and support schemes have shown how political favouritism and weak verification systems can lead to serious inclusion and exclusion errors. Selection, therefore, must be based on clear, verifiable criteria, free from political influence or local-level manipulation. As the government has indicated that the programme will cover a wide spectrum of farmers, it must be matched by careful targeting to ensure that the most vulnerable farmers are prioritised.

Another key challenge would be to ensure that financial assistance translates into meaningful benefits. Despite substantial public spending—over Tk 17,000 crore annually in subsidies—our farmers continue to grapple with rising input costs, climate risks, and volatile market conditions. A one-off transfer of Tk 2,500, while helpful, is unlikely to address these challenges. For the programme to be truly transformative, it must evolve into a comprehensive support system, integrating subsidies with access to low-interest credit and real-time agricultural advisory services. Moreover, a unified agricultural database, as often recommended by experts, could help streamline support across ministries, reduce duplication, and enhance efficiency.

Ultimately, the Farmers' Card programme's impact will depend on how it is carried out. The government must ensure that implementation remains efficient, free from partisan bias and corruption so that the programme is not derailed from its goal. Farmers should be able to access their cards and benefits without harassment or unnecessary bureaucratic hurdles. If delivered properly and transparently, this initiative could significantly strengthen our national economy. Lastly, the government must ensure that this initiative does not fall prey to the same governance failures that have undermined similar programmes in the past.

প্রথম আলো
রোববার, ২৬ এপ্রিল ২০২৬, ১৩ বৈ

ওয়াসার প্রকল্পে শ্রমিকের মৃত্যু

ক্ষতিপূরণ ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে

দেশে যেকোনো নির্মাণকাজে শ্রমিকের নিরাপত্তার বিষয়টি বরাবরই উপেক্ষিত থেকে গেল। শ্রমিকের প্রাণ যে কতটা তুচ্ছ, সেটি আবারও প্রতীয়মান হলো চট্টগ্রাম নগরের হালিশহরে ওয়াসার একটি প্রকল্পে। সেখানে নিরাপত্তাব্যবস্থা না থাকায় খননকাজ চলাকালে মাটিচাপায় দুই শ্রমিকের মৃত্যু ও দুজন আহত হয়েছেন। এর দায় ওয়াসা ও ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান কোনোভাবেই এড়াতে পারে না।

প্রকল্প-সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, পয়োনিষ্কাশন প্রকল্পের খননকাজে পাইপ বসানোর আগে মাটির অবস্থা পরীক্ষার জন্য 'ট্রায়াল পিট' বা গর্ত করা হয়েছিল। সাধারণ প্রকৌশলবিদ্যা বলে, আড়াই মিটারের মতো গভীর গর্ত খনন করার সময় মাটির ধস রোধে বিশেষ সুরক্ষা দেয়াল বা নিরাপত্তাবেষ্টনী থাকা বাধ্যতামূলক। কিন্তু ভোর চারটায় যখন কাজ চলছিল, তখন সেখানে প্রয়োজনীয় সুরক্ষা সরঞ্জাম ও পর্যাপ্ত আলো ছিল কি না, তা নিয়ে বড় প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে 'চায়না হাইড্রো'র মতো প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমে এমন উদাসীনতা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

চট্টগ্রাম মহানগরীর পয়োনিষ্কাশনব্যবস্থার উন্নয়ন আমাদের জন্য অত্যন্ত জরুরি। ২০১৮ সালে শুরু হওয়া এই প্রকল্প দীর্ঘ সময় পেরিয়ে এখন প্রায় শেষ পর্যায়ে। প্রকল্পের পরিচালক তদন্ত কমিটি গঠন ও ক্ষতিপূরণের কথা বলছেন। কিন্তু প্রশ্ন হলো, তদন্ত কি প্রতিবারের মতো ফাইলের আড়ালেই ধামাচাপা পড়বে? আর স্রেফ আর্থিক ক্ষতিপূরণ কি একটি পরিবারের স্বপ্ন আর অভিভাবক হারানোর শূন্যতা পূরণ করতে পারে?

উন্নয়নমূলক কাজে নিয়োজিত শ্রমিকদের জন্য নির্দিষ্ট সেফটি প্রটোকল বা 'নিরাপত্তা নির্দেশিকা' রয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায়, খরচ বাঁচাতে বা সময়ের চাপে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানগুলো এসব নিয়ম মানতে চায় না। ওয়াসা কর্তৃপক্ষ প্রকল্পের তদারকিতে নিয়োজিত থাকলেও তারা মাঠপর্যায়ে নিরাপত্তার বিষয়টি কতটা গুরুত্বের সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করেছে, তা নিয়ে জনমনে সংশয় রয়েছে।

আমরা মনে করি, কেবল তদন্ত কমিটি গঠনই যথেষ্ট নয়। নিহত ব্যক্তিদের পরিবারকে যথাযথ ক্ষতিপূরণ দেওয়ার পাশাপাশি এ দুর্ঘটনার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের শাস্তির আওতায় আনতে হবে। শ্রমিকের মৃত্যু কোনো 'পরিসংখ্যান' নয়; এটি একটি রাষ্ট্রের মানবিকতার পরাজয়। আর কত প্রাণ গেলে আমাদের নীতিনির্ধারক ও ঠিকাদারদের টনক নড়বে? সরকারি-বেসরকারি যেকোনো নির্মাণকাজে শ্রমিকের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার বিষয়টি জোরালোভাবে কার্যকর করতে হবে। সরকারকেই এ সংস্কৃতি তৈরির কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে।

বাংলাদেশ প্রতিদিন, 20 এপ্রিল ২৬

গৃহকর্মীদের বাধ্যতামূলক নিবন্ধনের বিধান প্রশ্নে রুল

নিজস্ব প্রতিবেদক

কার্যকর একটি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মাধ্যমে গৃহকর্মীদের 'নিবন্ধন' বাধ্যতামূলক করার প্রশ্নে রুল জারি করেছেন হাই কোর্ট। ১৯৬১ সালের গৃহকর্মী নিবন্ধন অধ্যাদেশ অনুসারে গৃহকর্মীদের জন্য 'বাধ্যতামূলক নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা' বাস্তবায়নে বিবাদিদের নিষ্ক্রিয়তা কেন আইনি কর্তৃত্ববহির্ভূত ঘোষণা করা হবে না, জানতে চাওয়া হয়েছে রুলে। একই সঙ্গে রিটে উল্লিখিত সুপারিশ অনুযায়ী 'বাধ্যতামূলক নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা' বাস্তবায়নের নির্দেশ কেন দেওয়া হবে না, তাও জানতে চাওয়া হয়েছে রুলে। জনস্বার্থে করা একটি রিট আবেদনের প্রাথমিক শুনানি নিয়ে বিচারপতি রাজিক আল জলিল ও বিচারপতি দেবাশীষ রায় চৌধুরীর হাই কোর্ট বেঞ্চ গতকাল এ রুল জারি করেন। আইন সচিব, শ্রম এবং কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব, স্বরাষ্ট্র সচিব, শ্রম অধিদপ্তরের মহাপরিচালককে চার সপ্তাহের মধ্যে রুলের জবাব দিতে বলা হয়েছে। আদালতে রিটের পক্ষে শুনানি করেন আইনজীবী খাদিজাতুল কোবরা বাপ্পী। তার সঙ্গে ছিলেন আইনজীবী তানজিম আল ইসলাম ও রওশন আরা। গত জানুয়ারিতে এ রিট আবেদনটি করা হয়েছিল বলে জানিয়েছেন আইনজীবী।

[তৃতীয় পৃষ্ঠার পর] পরে খাদিজাতুল কোবরা বাপ্পী সাংবাদিকদের বলেন, গত বছর ৫ ডিসেম্বরে রাজধানীর মোহাম্মদপুরের একটি বাসায় মা-মেয়েকে হত্যা করা হয়েছিল। সে সময় এ হত্যাকাণ্ড বেশ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল। হত্যাকারী ছিলেন ওই বাসারই গৃহকর্মী। এ হত্যাকাণ্ড নিয়ে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত খবর যুক্ত করে বিবাদিদের আইনি নোটিস পাঠিয়েছিলাম। সেই নোটিসে ১৯৬১ সালের গৃহকর্মী নিবন্ধন অধ্যাদেশ অনুসারে গৃহকর্মীদের জন্য 'বাধ্যতামূলক নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা' বাস্তবায়নের অনুরোধ জানিয়েছিলাম। কিন্তু কোনো পদক্ষেপ না নেওয়ায় পরে ৩১ জানুয়ারি হাই কোর্টে রিট আবেদন করি। সেই রিটে শুনানির পর রুল দিয়েছেন হাই কোর্ট।'

DHAKA THURSDAY APRIL 23, 2026
BAISHAKH 10, 1433 BS
The Daily Star

No overcapacity, forced labour in apparel sector

BGMEA says in position paper to commerce ministry amid US probe

REFAYET ULLAH MIRDHA

Bangladesh's garment industry does not have overproduction capacity that could harm the American manufacturing sector and is free from forced labour, as exporters comply with internationally recognised labour laws, according to the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA).

The association made the remarks in a position paper submitted to the commerce ministry as the government prepares to attend a hearing of an investigation launched by the United States Trade Representative (USTR) on April 29.

The probe covers alleged overproduction capacity and forced labour in 60 countries, including Bangladesh.

Responding to the USTR's "structural excess capacity" or "overproduction" concerns, the BGMEA said the terms do not have a universally accepted definition or measurable benchmark.

It argued that in a market-driven economy, production levels constantly adjust to shifts in demand, input costs and supply chain conditions. Determining "excess capacity" without clear parameters or methodology is a major challenge.

The association added that Bangladesh's apparel sector has not expanded suddenly or in a way that would indicate structural excess capacity. The industry's growth should be viewed over the long-term.

PHOTO: STAR/FILE

Bangladesh is a top producer of basic apparel items in the world. The sector accounts for some 80 percent of the country's export earnings.

Over the past decade, the sector has followed a steady growth path, it said, driven by global demand and changing sourcing strategies rather than policy-induced expansion.

After more than four decades of development, Bangladesh exported garment products worth $39.3 billion in fiscal year 2024-25, accounting for nearly 7 percent of the global apparel market. It is now the world's second-largest garment exporter after China.

In 2025, Bangladesh accounted for 10.73 percent of US apparel imports by volume and 10.53 percent by value, according to the American Apparel and Footwear Association (AAFA).

The BGMEA said the dominance of the sector in national exports shows structural constraints in economic diversification and reliance on a single industry, rather than excessive industrial capacity.

It added that the concentration of resources in apparel should be seen as part of a development pathway, not as evidence of overcapacity.

From a US perspective, the association said Bangladesh primarily exports labour-intensive, low to mid-priced apparel that is not produced in the US in significant volumes. In domestic production, the US focuses on advanced manufacturing and heavy industries rather than basic clothing items such as T-shirts and casual wear.

As a result, such imports do not adversely impact US manufacturing, but instead support consumers by providing affordable clothing, particularly for low and middle-income households, it added.

No overcapacity

FROM PAGE B1

The BGMEA said Bangladesh's role in the global apparel value chain complements the US economy.

It also said the government provides policy support, including cash incentives, to offset structural disadvantages such as inadequate infrastructure, longer lead times and limited backward linkage industries.

These factors add an additional seven to ten days of transit time and increase logistics costs, conditions that are not faced by competitors such as China, India and Vietnam.

On allegations of forced labour, the BGMEA said Bangladesh maintains a firm and unequivocal position that there is no forced labour in its export-oriented garment sector.

It said the industry operates under a strong legal and institutional framework that ensures compliance with national labour laws and internationally recognised standards.

Citing the official US Customs and Border Protection (CBP) dashboard, the BGMEA said there is no instance of any Withhold Release Orders (WROs) issued against Bangladesh.

A WRO is a command by US Customs to stop, and hold imported goods at the border if they are suspected of being made with forced labour.

RMG order flow hit by energy worries

BCI chief says

STAR BUSINESS REPORT

Foreign buyers are increasingly diverting garment work orders away from Bangladesh over concerns about energy reliability and an uncertain business climate, said Anwar-Ul Alam Chowdhury (Parvez), president of the Bangladesh Chamber of Industries (BCI), yesterday.

"Buyers are telling us that within the next two to three months, Bangladesh may face electricity shortages. Because of that, their top management is discouraging them from placing new orders here," he said, citing recent communications from international sourcing teams.

He made the remarks at a discussion with senior officials of the National Board of Revenue (NBR) at its headquarters in Dhaka. The NBR organised the meeting as part of its consultation with businesses and other stakeholders ahead of formulating tax proposals for the next fiscal year, 2026-27.

The BCI president said some orders had already been redirected to India and other competing countries, while others were being withheld amid growing uncertainty.

He added that several large buying houses had warned local suppliers of potential disruptions, triggering anxiety across the export-oriented manufacturing sector.

"Orders for July and August, which were expected by now, have either slowed significantly or stopped altogether.

We are still in discussions, but in many cases we have not been able to secure the orders," he said.

Chowdhury cautioned that a further downturn could follow if the situation does not improve.

দেশ রূপান্তর
বৃহস্পতিবার, ২৩ এপ্রিল ২০২৬, ১০ বৈশাখ ১৪

সম্পাদকীয়

কৃষককে ন্যায্যমূল্য দিন

হাওরাঞ্চলে ধান কাটার মৌসুম প্রতি বছরই এক ধরনের উৎসবের আবহ তৈরি করে। কিন্তু সেই উৎসবের আনন্দ খুব দ্রুতই ম্লান হয়ে যায় যখন কৃষক বাজারে গিয়ে তার উৎপাদিত ফসলের ন্যায্যমূল্য পান না। চলতি মৌসুমেও একই চিত্র দেখা যাচ্ছে। উৎপাদন খরচ বাড়লেও ধানের বাজারদর তার নিচে নেমে গেছে, ফলে কৃষক বাধ্য হচ্ছেন লোকসানে ফসল বিক্রি করতে, যা তাদের অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল করে দিচ্ছে এবং কৃষিতে অনীহা তৈরি করছে। কৃষকদের বক্তব্য থেকে স্পষ্ট, সার, সেচ ও শ্রম– সব খাতেই খরচ বেড়েছে। প্রতি মণ ধান তাদের ৭০০ থেকে ৯৫০ টাকায় বিক্রি করতে হচ্ছে, যেখানে সরকারি হিসাব অনুযায়ী উৎপাদন খরচই প্রায় ১৩০০ টাকার কাছাকাছি। অর্থাৎ কৃষক শুধু লাভ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন না, মূলধনও হারাচ্ছেন। বিশেষ করে ক্ষুদ্র ও ঋণগ্রস্ত কৃষকদের জন্য পরিস্থিতি আরও কঠিন; ঋণের চাপের কারণে তারা ধান কাটার সঙ্গে সঙ্গেই কম দামে বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছেন।

এই পরিস্থিতির পেছনে সবচেয়ে বড় কারণ সরকারি ক্রয়নীতির সময় নির্ধারণে পদ্ধতিগত ত্রুটি। সরকার মূলত দুটি উদ্দেশ্যে ধান ও চাল ক্রয় করে– একদিকে খাদ্য মজুদ গড়ে তোলা, অন্যদিকে কৃষককে ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করা। কিন্তু বাস্তবে দ্বিতীয় উদ্দেশ্যটি প্রায়ই ব্যর্থ হয়। কারণ, ফসল কাটার পরে সরকার যখন ক্রয়মূল্য ঘোষণা করে এবং কার্যক্রম শুরু করতে আরও ১৫ থেকে ২০ দিন সময় নেয়, তখন পর্যন্ত বাজারে ধানের দাম অনেকটাই পড়ে যায়। এই সময়েই অধিকাংশ কৃষক, বিশেষ করে ক্ষুদ্র ও ঋণগ্রস্তরা, বাধ্য হয়ে কম দামে ধান বিক্রি করেন। ফলে যখন সরকারি ক্রয় কার্যক্রম পুরোপুরি শুরু হয় বা বাজারে দাম কিছুটা বাড়তে থাকে, তখন কৃষকের হাতে আর বিক্রিযোগ্য ধান থাকে না। এই বাস্তবতায় সরকারের নির্ধারিত মূল্য কার্যত কৃষকের কোনো উপকারে আসে না। উপরন্তু, সরকারি ক্রয়প্রক্রিয়ার জটিলতা ও কঠোর শর্তের কারণে অনেক কৃষক সরাসরি সরকারের কাছে ধান বিক্রি করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন না। এতে মধ্যস্বত্বভোগীরা লাভবান হলেও প্রকৃত উৎপাদক বঞ্চিত হন।

প্রতিবেশী দেশের অভিজ্ঞতা এখানে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা দিতে পারে। ভারতে ফসল কাটার আগেই ন্যূনতম সহায়ক মূল্য ঘোষণা করা হয়, যা কৃষকদের বাজারে দরকষাকষির শক্তি বাড়ায়। কিন্তু বাংলাদেশে এই প্রক্রিয়াটি উল্টো হওয়ায় কৃষক বাজারে দুর্বল অবস্থানে থাকেন। ফলে উৎপাদনের ঝুঁকি নেওয়ার পরও তারা ন্যায্যমূল্য থেকে বঞ্চিত হন। এই ধারাবাহিক বঞ্চনার প্রভাব এখন কৃষি খাতেই পড়তে শুরু করেছে। অনেক কৃষক ধান চাষ থেকে সরে গিয়ে ভুট্টার মতো ক্যাশ ক্রপের দিকে ঝুঁকছেন। এটি স্বল্পমেয়াদে তাদের জন্য লাভজনক হলেও দীর্ঘমেয়াদে দেশের খাদ্য নিরাপত্তার জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে। কারণ ধানই দেশের প্রধান খাদ্যশস্য এবং এর উৎপাদন স্থিতিশীল রাখা অত্যন্ত জরুরি। এই সংকট থেকে উত্তরণের জন্য জরুরি কিছু নীতিগত পরিবর্তন। প্রথমত, ফসল কাটার আগেই ন্যূনতম সহায়ক মূল্য ঘোষণা করতে হবে। দ্বিতীয়ত, সরকারি ক্রয় কার্যক্রম দ্রুত শুরু এবং বিস্তৃত করতে হবে, যাতে বেশি সংখ্যক কৃষক এর আওতায় আসতে পারেন। তৃতীয়ত, ক্রয় প্রক্রিয়া সহজ ও কৃষকবান্ধব করতে হবে, যাতে মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য কমে। কৃষক দেশের খাদ্য নিরাপত্তার মূল ভিত্তি। তাদের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত না করা গেলে শুধু তাদের জীবন-জীবিকাই নয়, পুরো দেশের খাদ্যব্যবস্থাই ঝুঁকির মুখে পড়বে। তাই সময় এসেছে নীতির পরিবর্তনকে অগ্রাধিকার দেওয়ার। নচেৎ প্রতি বছর একই চক্রে কৃষকের বঞ্চনা চলতেই থাকবে।

দৈনিক ইত্তেফাক
শনিবার
৫ বৈশাখ ১৪৩৩, ১৮ এপ্রিল ২০২৬

এক কারখানায় করা যাবে সর্বোচ্চ তিনটি ইউনিয়ন

বিদায়ি অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে জারি করা হয় শ্রম আইন (সংশোধন) অধ্যাদেশ ২০২৫। সেখানে কিছু সংশোধনী এনে বিলটি পাশ হয়

অর্থনীতি রিপোর্ট

দেশে একটি প্রতিষ্ঠান বা কারখানায় সর্বোচ্চ পাঁচটি ট্রেড ইউনিয়ন করার সুযোগ তৈরি করেছিল অন্তর্বর্তী সরকার। কিন্তু সেটি কমিয়ে এখন তিনটিতে নামিয়ে আনা হয়েছে। এছাড়া শ্রমিকের সংজ্ঞায়ও আবার পরিবর্তন আনা হয়েছে। পাশাপাশি ভবিষ্য তহবিল করার ক্ষেত্রে মালিকদের জটিলতা কমানো হয়েছে। জাতীয় সংসদে সম্প্রতি বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধন) বিল পাশ করে সরকার। বিদায়ি অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে জারি করা হয় শ্রম আইন (সংশোধন) অধ্যাদেশ ২০২৫। সেখানে কিছু সংশোধনী এনে বিলটি পাশ হয়। একাধিক শ্রমিকনেতা বলছেন, মালিকপক্ষ যেভাবে চাচ্ছিল, সেভাবেই শ্রম অধ্যাদেশটি সংশোধন করা হয়েছে। মালিক, শ্রমিক ও সরকারের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত ত্রিপক্ষীয় পরামর্শ পরিষদের (টিসিসি) সভায় এ বিষয়ে কোনো আলোচনা হয়নি। অন্যদিকে মালিকপক্ষের প্রতিনিধিরা বলেছেন, সংশোধনের পরও কিছু জায়গায় বিভ্রান্তি রয়ে গেছে, যা অনাকাঙ্ক্ষিত। ভবিষ্যতে আবারও শ্রম আইন সংশোধন করতে হবে।

বিদায়ি অন্তর্বর্তী সরকার গত নভেম্বরে শ্রম আইন (সংশোধন) অধ্যাদেশ জারি করে। তার আগে ২৩ অক্টোবর উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে এই আইন সংশোধনের বিষয়টি চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত হয়। এতে 'মহিলা' শব্দের পরিবর্তে 'নারী' শব্দ প্রতিস্থাপন, ২০ জন শ্রমিকের সম্মতিতে ট্রেড ইউনিয়ন করার বিধান, তিন বছর অন্তর মজুরি বোর্ড গঠন, প্রতিষ্ঠানে ১০০ জন শ্রমিক থাকলে ভবিষ্য তহবিল বাধ্যতামূলক, মাতৃত্বকালীন ছুটি ১১২ দিন থেকে বাড়িয়ে ১২০ দিন, বার্ষিক উৎসব ছুটি ১১ দিন থেকে বাড়িয়ে ১৩ দিন করাসহ বিভিন্ন পরিবর্তন আনা হয়। এসব বিষয় পাশ হওয়া বিলে অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে।

অধ্যাদেশে কোনো একটি প্রতিষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠানপুঞ্জে শ্রমিক বা কর্মকর্তাদের পাঁচটির বেশি ট্রেড ইউনিয়ন করা যেত না। পাশ হওয়া বিলে সুযোগটি কমিয়ে তিনটি করা হয়েছে। আগেও সর্বোচ্চ তিনটি ট্রেড ইউনিয়ন করার সুযোগ ছিল। একটি প্রতিষ্ঠানে একাধিক ট্রেড ইউনিয়ন থাকলে গোপন ব্যালটে ভোটের মাধ্যমে যৌথ দর কষাকষিতে প্রতিনিধি (সিবিএ) নির্বাচন করতে হবে। আর যদি একটি ট্রেড ইউনিয়ন থাকে, তাহলে সেটি সিবিএ হিসেবে গণ্য হবে। এছাড়া অধ্যাদেশে শ্রমিকের সংজ্ঞার মধ্যে কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের কথাও উল্লেখ ছিল। তবে জাতীয় সংসদে পাশ হওয়া বিলে শ্রমিকের সংজ্ঞা থেকে কর্মকর্তা ও কর্মচারী শব্দ দুটি বাদ দেওয়া হয়েছে। পাশ হওয়া বিলে ভবিষ্য তহবিল বিষয়েও সংশোধন এনেছে সরকার। অধ্যাদেশে বলা হয়েছিল, যেসব প্রতিষ্ঠানে ন্যূনতম ১০০ স্থায়ী শ্রমিক থাকবেন, সেখানে বাধ্যতামূলকভাবে ভবিষ্য তহবিল করতে হবে। তবে যেসব কর্মী লিখিতভাবে আবেদন করবেন, তাদের জন্য জাতীয় পেনশন স্কিম 'প্রগতি' চালুর উদ্যোগ নিতে হবে মালিকপক্ষকে। তবে পাশ হওয়া বিলে বলা হয়েছে, দুই-তৃতীয়াংশ কর্মী প্রগতি স্কিমে যুক্ত হওয়ার আবেদন করলে ভবিষ্য তহবিল করা থেকে অব্যাহতি পাবে প্রতিষ্ঠান। উভয় ক্ষেত্রে ৫০ শতাংশ চাঁদা মালিকপক্ষ ও বাকি চাঁদা শ্রমিক দেবেন।

সমকাল। শনিবার। ১৮ এপ্রিল ২০২৬

শ্রম সংশোধন বিল

অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকদের স্বীকৃতি মিলল না

আবু হেনা মুহিব

দেশে প্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত শ্রমিকের সংখ্যা মাত্র ১৫ শতাংশ। বাকি ৮৫ শতাংশই অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কাজ করেন। কাঠামো দুর্বলতায় বিশাল এই শ্রমিক গোষ্ঠীকে রাষ্ট্রীয় শ্রম আইনে স্বীকার করা হয় না। এ কারণে শ্রম আইনে সব সুবিধা এবং সুরক্ষার বাইরে রয়েছেন এসব শ্রমিক।

গত ৯ এপ্রিল জাতীয় সংসদে পাস হওয়া শ্রম সংশোধন বিলে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের মধ্যে কেবল গৃহ শ্রমিক ও কৃষি শ্রমিকদের মধ্যে যারা কৃষি খামারে কাজ করেন, তাদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এতে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে তাদের অংশ ৫ শতাংশের মতো। ফলে ৮০ শতাংশ শ্রমিকই রাষ্ট্রীয় আইনের সুরক্ষার আওতার বাইরে থাকতে হচ্ছে। শ্রম আইনের আওতার বাইরে থাকা শ্রমিকরা ক্ষতিগ্রস্ত হলেও প্রতিকার পাওয়ার কোনো ব্যবস্থা নেই।

পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) সর্বশেষ শুমারি অনুযায়ী, দেশে ছয় কোটি ৩৫ লাখ শ্রমশক্তি

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকদের

[প্রথম পৃষ্ঠার পর]

রয়েছে। এর মধ্যে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে রয়েছে পাঁচ কোটি ৬৫ লাখ। বাকিরা প্রাতিষ্ঠানিক খাতে কাজ করেন।

জানতে চাইলে বিলুপ্ত শ্রম সংস্কার কমিশনের প্রধান ও বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজের (বিলস) নির্বাহী পরিচালক সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ সমকালকে বলেন, এবারের শ্রম আইন সংশোধনীতে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকদের অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়টি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পাওয়া উচিত ছিল। সংস্কার কমিশনের পক্ষ থেকে সুপারিশে তারা রাষ্ট্রের সব শ্রমিককে শ্রম আইনে স্বীকৃতি দেওয়া এবং সামাজিক নিরাপত্তার কথা বলেছেন। অথচ তা আমলে আনা হয়নি। এতে অন্তত অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের অন্তত ৮০ শতাংশ শ্রমিককে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতির বাইরে থাকতে হচ্ছে। এ রকম বিশাল শ্রমিক গোষ্ঠীকে আইনের বাইরে রেখে আইনটিকে সার্থক শ্রম আইন বলা যায় না।

তিনি বলেন, ক্ষতিপূরণের মতো মৌলিক দাবির বিষয়ে আইনে কিছুই বলা হয়নি। বকেয়া মজুরির ক্ষেত্রে বিধান কী হবে, সেগুলো কোথাও নেই। বরং মালিকদের জন্য সুবিধাজনক হয় এ রকম কয়েকটি ধারা রাতারাতি বদলে দেওয়া হয়েছে। শ্রমিকের সংজ্ঞা থেকে কর্মচারী-কর্মকর্তাদের বাদ দেওয়া, প্রভিডেন্ট ফান্ড, এক কারখানায় পাঁচ থেকে ট্রেড ইউনিয়ন তিনটি নামিয়ে আনা। এসব পরিবর্তন সরকার, মালিক ও শ্রমিক– ত্রিপক্ষীয় সুপারিশকে পাশ কাটিয়ে এককভাবে বিল পাসের আগে এই পরিবর্তন আনা হয়েছে, যা অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত। এই বিল বা আইনে শ্রমিকের স্বার্থ সুরক্ষা হবে না। ট্রেড ইউনিয়ন গঠন সহজ করা ও গৃহ শ্রমিকদের আইনে অন্তর্ভুক্ত করার বাইরে সংশোধিত শ্রম বিলে ইতিবাচক আর কিছু নেই।

আলোচিত ট্রেড ইউনিয়ন প্রসঙ্গে শ্রম (সংশোধন) বিলে বলা হয়, কোনো কারখানায় শ্রমিকের সংখ্যা ২০ জনের সম্মতিতে ট্রেড ইউনিয়ন করা যাবে। এতদিন ট্রেড ইউনিয়ন হিসেবে নিবন্ধন পেতে কোনো প্রতিষ্ঠানের ন্যূনতম ৩০ শতাংশ শ্রমিকের সই স্বাক্ষর থাকার শর্ত ছিল। তবে ২০ শ্রমিককে ট্রেড ইউনিয়ন করতে হলে ওই প্রতিষ্ঠানে মোট শ্রমিকের সংখ্যা সর্বনিম্ন ২০ জন থেকে সর্বোচ্চ ৩০০ জনের মধ্যে হতে হবে। বাকি ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের মোট শ্রমিকের সংখ্যার অনুপাতে ট্রেড ইউনিয়ন করতে বিভিন্ন হারের কথা বলা হয়েছে। যেমন, মোট শ্রমিকের সংখ্যা ৩০১ থেকে ৫০০ জনের মধ্যে হলে ৪০ জন, ৫০১ থেকে এক হাজার ৫০০ হলে ৫০ জন, এক হাজার ৫০১ থেকে তিন হাজার মধ্যে হলে ১০০ জন এবং তিন হাজার একজনের বেশি শ্রমিক সংখ্যা যতই হোক ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধন পেতে ৩০০ শ্রমিকের সই স্বাক্ষরের প্রয়োজন হবে। তবে একটি প্রতিষ্ঠানে সর্বোচ্চ তিনটি ট্রেড ইউনিয়ন থাকতে পারবে, যা আগে ছিল পাঁচটি। এ ছাড়া কোনো শ্রমিক একাধিক ট্রেড ইউনিয়নে সংযুক্ত থাকতে পারবে না। এ রকম ক্ষেত্রে দুই হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানার বিধান রাখা হয়েছে।

শ্রমিকদের কালো তালিকাভুক্তি প্রসঙ্গে বিলে বলা হয়, কোনো শ্রমিক কিংবা ট্রেড ইউনিয়নের কোনো সদস্যকে কোনো কারণে চাকরির অবসান করা হলে কালো তালিকাভুক্ত করে নোটিশ জারি করা কিংবা তথ্যভান্ডারে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না। কালো তালিকাভুক্তি নিয়ে শ্রমিকদের মধ্যে অস্বস্তি রয়েছে। সাধারণত কোনো শ্রমিককে অসদাচরণের কারণে চাকরিচ্যুত করা হলে কালো তালিকাভুক্ত করা হয়ে থেকে। তথ্যভান্ডারে তালিকাভুক্ত শ্রমিককে কোনো কারখানা কাজে নেয় না।

এ ছাড়া পাঁচ বছরের পরিবর্তে প্রতি তিন বছর পর মজুরি বোর্ড গঠন, বার্ষিক উৎসব ছুটি ১১ দিন থেকে বাড়িয়ে ১৩ দিনে উন্নীত এবং মাতৃত্বকালীন ছুটি ১১২ দিন থেকে বাড়িয়ে ১২০ দিন করা হয়েছে। ১০০ বা তার বেশি শ্রমিক কর্মরত আছেন এমন প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে দুই-তৃতীয়াংশ শ্রমিকের লিখিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ভবিষ্যৎ তহবিল গঠন অথবা জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের প্রগতি স্কিমে অংশগ্রহণের বিধান রাখা হয়েছে। এই আইনে কর্মক্ষেত্রে সুরক্ষা ও জেন্ডার সমতার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

গত অন্তর্বর্তী সরকারের গঠন করা শ্রম সংস্কার কমিশনের সুপারিশের আলোকে গত ১৭ নভেম্বর জারি করা 'বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫' বিল আকারে পাস হয়। রাষ্ট্রপতির অনুমোদন করলে এটি আইনে পরিণত হবে। এরপর বিধিমালা প্রণয়ন ও পাসের মাধ্যমে আইনের প্রয়োগ শুরু হবে। বিলটি পাসের সময় অধিবেশনে জানানো হয়, এই আইন পাস হওয়া কেবল একটি আইনি প্রক্রিয়া নয়, বরং এটি ২০২৪ সালের জুলাই গণঅভ্যুত্থানের চেতনা এবং শ্রমিকদের দীর্ঘদিনের সংগ্রামের প্রতিফলন। এটি আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার মানদণ্ড নিশ্চিত করার পাশাপাশি ইউরোপীয় ইউনিয়নের বাজারে বিদ্যমান শুল্কমুক্ত ও কোটামুক্ত বাজার ধরে রাখার পাশাপাশি জিএসপি প্লাস সুবিধা প্রাপ্তিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। বাংলাদেশের বৃহত্তম একক রপ্তানি বাজার যুক্তরাষ্ট্রের ১১ দফার বাস্তবায়নেও এটি কার্যকর ভূমিকা পালন করবে।

বিশিষ্ট শ্রমিক নেতা ও সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্টের সভাপতি রাজেকুজ্জামান রতন বলেন, অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের ৮০ শতাংশ শ্রমিক এখনও রাষ্ট্রীয় আইনের স্বীকৃতির বাইরেই রইল। কৃষি খামারের শ্রমিকরা আগেও আইনের আওতায় ছিলেন। এবার শুধু সংজ্ঞাটা স্পষ্ট করা হয়েছে। ট্রেড ইউনিয়ন গঠন, মাতৃত্বকালীন ছুটি এ রকম অনেক বিষয়ে আইনে সুরক্ষা দেওয়া হয়েছে। যেগুলো শ্রমিক এবং শ্রমিক সংগঠনগুলোর প্রধান উদ্বেগের বিষয় ছিল। এখন বিধিমালা হলে বোঝা যাবে এসব সুরক্ষা কতটুকু প্রয়োগ হবে।

প্রধান রপ্তানি পণ্য তৈরি পোশাকের নিট ক্যাটেগরির পণ্য উৎপাদন ও রপ্তানিকারক উদ্যোক্তাদের সংগঠন বিকেএমইএর সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম বলেন, আন্তর্জাতিক সংস্থার নির্দেশনায় অন্তর্বর্তী সরকার ত্রিপক্ষীয় পরামর্শ কমিটির সিদ্ধান্তকে উপেক্ষা করে আইনের কিছু ধারায় কৌশলে অস্পষ্টতা ও বিভ্রান্তি তৈরি করার অপচেষ্টা করেছে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা ও দূতাবাস, যারা বাংলাদেশের শ্রম আইন সংস্কার ও সংশোধনীতে নির্দেশনামূলক ভূমিকা রেখেছে, তারা যেন বাংলাদেশি সরবরাহকারীদের আন্তর্জাতিক ক্রেতা গোষ্ঠী ন্যায্য ও নৈতিক মূল্য দিচ্ছে কিনা, সেটাও তদারকি ও নজরদারিতে রাখে। অন্যথায় দিনশেষে শিল্পকলকারখানা ও শ্রমিক উভয়েই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

কালের কণ্ঠ
ঢাকা। বুধবার। ২২ এপ্রিল ২০২৬

বস্ত্র ও পাট প্রতিমন্ত্রী

বন্ধ পাটকল চালু হলে অর্থনীতিতে গতি আসবে

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

দেশের বন্ধ থাকা পাটকলগুলো আবার চালুর উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। মিলগুলো চালু হলে কর্মসংস্থান বাড়ার পাশাপাশি দেশের অর্থনীতিতে নতুন গতি আসবে বলে জানিয়েছেন বস্ত্র ও পাট প্রতিমন্ত্রী শরীফুল আলম।

গতকাল মঙ্গলবার নরসিংদীর পলাশ উপজেলার কো-অপারেটিভ জুট মিলস পরিদর্শন শেষে শরীফুল আলম এ কথা জানান। পরে তিনি ঘোড়াশাল উপজেলার বাংলাদেশ জুট মিলস ও প্রাণ-আরএফএল গ্রুপের শিল্পপার্ক পরিদর্শন করেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, 'বন্ধ পাটকলগুলো চালুর লক্ষ্যে এরই মধ্যে টেন্ডার প্রক্রিয়া ও ইওআই (এক্সপানশন অব ইন্টারেস্ট) বিজ্ঞপ্তি সম্পন্ন হয়েছে। সরকার পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পিপিপি) মডেলে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীদের মাধ্যমে এসব মিল পরিচালনার পরিকল্পনা নিয়েছে। এর মাধ্যমে দীর্ঘদিন বন্ধ থাকা শিল্পাঞ্চলগুলো আবার সচল হবে এবং অর্থনৈতিক কার্যক্রমে গতি ফিরে আসবে।'

তিনি বলেন, 'নরসিংদীর শিল্প-কারখানাগুলোতে একসময় হাজার হাজার মানুষের কর্মসংস্থান ছিল। মিলগুলো আবার চালু হলে স্থানীয় পর্যায়ে প্রায় শতভাগ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে, যা মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।'

পাট খাতের উন্নয়নে সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগের কথা তুলে ধরে শরীফুল আলম বলেন, 'সোনালি আঁশের হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনতে উন্নত মানের পাটবীজ উদ্ভাবন ও গবেষণায় গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ জুট রিসার্চ ইনস্টিটিউটকে (বিজেআরআই) প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে, যাতে দেশি বীজের উৎপাদন ও মান আরো উন্নত করা যায়।'

এ ছাড়া পাটচাষিরা যেন তাঁদের উৎপাদিত পাটের ন্যায্যমূল্য পান, সে বিষয়েও সরকার কাজ করছে বলে জানান প্রতিমন্ত্রী

সমকাল বৃহস্পতিবার। ২৩ এপ্রিল ২০২৬

ইউএনএসকাপের প্রতিবেদন

- ৭% শ্রমিকের আয় আন্তর্জাতিক দারিদ্র্যসীমার নিচে
- পোশাক খাতে কর্মসংস্থানের একটি অংশ অনানুষ্ঠানিক রয়ে গেছে
- যুক্তরাষ্ট্রের শুল্ক বৃদ্ধি দারিদ্র্য ও আয়বৈষম্যের ওপর প্রভাব ফেলতে পারে
- সাব-কন্ট্রাক্ট শ্রমিকরা কাজ হারানোর ঝুঁকিতে রয়েছেন

৩২ শতাংশ পোশাক শ্রমিকের আয় ন্যূনতম মজুরির চেয়ে কম

■ সমকাল প্রতিবেদক

বাংলাদেশে প্রায় ৩২ শতাংশ পোশাক শ্রমিকের আয় ন্যূনতম মজুরির চেয়েও কম। আর ৭ শতাংশ শ্রমিকের আয় আন্তর্জাতিক দারিদ্র্যসীমার নিচে। চাকরির নিরাপত্তাহীনতার কারণে শ্রমিকদের এই নাজুক অবস্থা আরও ঘনীভূত হচ্ছে। রপ্তানি সরবরাহ শৃঙ্খলের মধ্যেও সাব-কন্ট্রাক্টিং বা ঠিকা কাজ ও বাসাবাড়িভিত্তিক কাজের মাধ্যমে পোশাক খাতের কর্মসংস্থানের একটি অংশ অনানুষ্ঠানিক রয়ে গেছে। বাংলাদেশে তৈরি পোশাক খাতের প্রায় ৯২ শতাংশ শ্রমিকের চাকরির কোনো লিখিত চুক্তি নেই।

জাতিসংঘের এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কমিশনের (ইউএনএসকাপ) এক প্রতিবেদনে এ কথা বলা হয়েছে। ইউএনএসকাপের ৫৩টি সদস্য ও ৯টি সহযোগী সদস্য দেশের ওপর পরিচালিত জরিপ প্রতিবেদনটি গত সোমবার প্রকাশ করা হয়। এতে যুক্তরাষ্ট্রের বাজার সংস্কার বিভিন্ন দেশের পণ্য প্রবেশের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা এবং এর অভিঘাতের কথা তুলে ধরা হয়।

প্রতিবেদনে যুক্তরাষ্ট্রসহ অন্যান্য দেশে ক্রমবর্ধমান বাণিজ্য সংরক্ষণবাদ ও বিভাজনের বাস্তবতা বাংলাদেশের মতো দেশগুলোতে সুদূরপ্রসারী আর্থসামাজিক প্রভাব ফেলবে বলে সতর্ক করেছে ইউএনএসকাপ। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, রপ্তানি চাহিদা কমে গেলে অনানুষ্ঠানিক এবং সাব-কন্ট্রাক্টে ঠিকা কাজে থাকা শ্রমিকরা অত্যন্ত ঝুঁকিতে পড়বেন। কারণ, এ ধরনের কাজে কোনো নোটিশ পিরিয়ড বা চাকরির নিরাপত্তা থাকে না। এ কারণে শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষা পাওয়ার সুযোগ নেই। সাধারণত যে কোনো পরিস্থিতিতে ছাঁটাইয়ের ক্ষেত্রে এ ধরনের শ্রমিকরাই প্রথম শিকার হয়ে থাকেন। এ ছাড়া পুনরায় নিয়োগের ক্ষেত্রে এদের অগ্রাধিকার থাকে না। দীর্ঘমেয়াদি এবং ক্রমাগত রপ্তানি চাহিদা কমে যাওয়া সময়ের সঙ্গে সঙ্গে শ্রমবাজারে উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলতে পারে।

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) প্রাক্কলন তুলে ধরে প্রতিবেদনে বলা হয়, এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের দুই কোটি ৭০ লাখের বেশি চাকরি বা মোট উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থানের ৯ শতাংশ সরাসরি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চূড়ান্ত চাহিদার সঙ্গে যুক্ত। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশ, কম্বোডিয়া, ভিয়েতনামের পোশাক ও পাদুকা শিল্পের কথা উল্লেখ করা হয়। এই তিন দেশের বাইরে অন্যান্য দেশের বস্ত্র খাত, অটোমোবাইল শিল্প, বৈদ্যুতিক ও অপটিক্যাল সরঞ্জামের কথা বিশেষভাবে বলা হয়েছে। এসব শিল্প খাতের অনেকটিই শ্রমনিবিড় শিল্প, যেখানে অনানুষ্ঠানিক কর্মসংস্থানের বড় অংশ রয়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, যুক্তরাষ্ট্রের শুল্ক বৃদ্ধি দারিদ্র্য ও আয়বৈষম্যের ওপর প্রভাব ফেলতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রে শুল্ক-পরবর্তী খুচরা মূল্যবৃদ্ধি যাতে এড়ানো যায়, সেই কৌশল হিসেবে রপ্তানিকারকরা তাদের মুনাফার মার্জিন না কমিয়ে শ্রমিকদের মজুরি ও সুবিধা কমাবে। যুক্তরাষ্ট্রের বিকল্প হিসেবে নতুন রপ্তানি বাজার খুঁজে বের করা ও অন্যান্য দেশের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের আরোপিত শুল্কের হারের বিষয় দেখিয়ে সরকারের কাছ থেকে সহায়তা বাড়ানোর চেষ্টা করছে। তবে যুক্তরাষ্ট্রের শুল্ক প্রভাবে কর্মসংস্থান প্রভাব ফেলবে, যা সরাসরি দারিদ্র্য ও আয়বৈষম্য বাড়াবে।

প্রতিবেদনে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাত শ্রম পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশের পাশাপাশি প্রশংসাও করা হয়েছে। এতে বলা হয়, বাংলাদেশে পোশাক খাত বিশ্বের একক বৃহত্তম পোশাক কর্মী বাহিনী। ৪৪ লাখ শ্রমিক কাজ করে এই শিল্পে। বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানিতে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারের ওপর বড় ধরনের নির্ভরতা রয়েছে। তৈরি পোশাকের মোট রপ্তানির ২০ শতাংশের মতো যায় একক প্রধান বাজার যুক্তরাষ্ট্রে।

শিল্প খাতে নারীর অংশগ্রহণ প্রসঙ্গে প্রতিবেদনে বলা হয়, বাংলাদেশ পোশাক খাতের মোট শ্রমিকের প্রতি ১০ জনের মধ্যে প্রায় সাতজনই নারী। অন্যান্য দেশের মধ্যে শ্রীলঙ্কায়ও সম-অনুপাতে নারী শ্রমিক রয়েছে। কম্বোডিয়ায় এই হার আরও বেশি। সেখানে প্রতি ১০ জনের মধ্যে আটজনই নারী। পাকিস্তানে এই হার তুলনামূলক কম। প্রতি ১০ জনে পাঁচজনের মতো। এই খাতে মজুরি সাধারণত সর্বনিম্ন স্তরে বা তার সামান্য ওপরে থাকে। ভিয়েতনামের পোশাক খাতে নারীদের মজুরি পুরুষের তুলনায় প্রায় ১৫ শতাংশ কম।

ইউএনএসকাপের প্রতিবেদনে বলা হয়, কম্বোডিয়ার পোশাক, টেক্সটাইল ও পাদুকা খাতে প্রায় ১০ লাখ শ্রমিক কাজ করেন। পাকিস্তানে পোশাক খাতে যত শ্রমিক কাজ করছেন, তা দেশটির উৎপাদনমুখী শিল্পের মোট কর্মসংস্থানের প্রায় ৪০ শতাংশ। এদের মধ্যে বস্ত্র ও পোশাক উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর ৮০ থেকে ৮৭ শতাংশই অনিবন্ধিত বা অনানুষ্ঠানিক। শ্রীলঙ্কায় পোশাক উৎপাদন খাতে আনুষ্ঠানিক খাতে প্রায় তিন লাখ কর্মসংস্থান রয়েছে। এর বাইরে অনানুষ্ঠানিক ব্যবস্থায় সমপরিমাণ, অর্থাৎ তিন লাখ শ্রমিক নিয়োজিত রয়েছে, যারা কাজ হারানোর ঝুঁকিতে রয়েছে।

প্রথম আলো
শুক্রবার, ২৪ এপ্রিল ২০২৬

রানা প্লাজা ট্র্যাজেডি

ধ্বংসস্তূপ পেরিয়ে স্বপ্নের আলো

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

২০১৩ সালের ২৪ এপ্রিল রানা প্লাজা ধস—বাংলাদেশের ইতিহাসে এক শোকাবহ দিন। সাভারের রানা প্লাজা ভবন ধসে সেদিন পাঁচটি পোশাক কারখানার ১ হাজার ১৩৬ শ্রমিক প্রাণ হারান। সাভারের সেই ধ্বংসস্তূপ শুধু একটি ভবনকেই শেষ করেনি, কেড়ে নিয়েছিল হাজারো স্বপ্ন, অসংখ্য পরিবারের ভরসা। সময়ের নিয়মে পেরিয়ে গেছে ১৩টি বছর। ক্ষত হয়তো শুকিয়েছে কিছুটা, কিন্তু স্মৃতির ভেতর সেই ধ্বংসস্তূপ এখনো নীরবে দাঁড়িয়ে আছে।

মানবিক দায়বদ্ধতা থেকে খাবার, পানি, অক্সিজেন, চিকিৎসাসেবা নিয়ে দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পাশে প্রথম আলো শুরুর দিন থেকেই ছিল। প্রথম আলো ট্রাস্টের পক্ষ থেকে ওষুধ ও সরঞ্জাম নিয়ে ঘটনাস্থল ও হাসপাতালগুলোয় কাজ শুরু করে প্রথম আলো বন্ধুসভা।

ওই বছরের ২৬ এপ্রিল পূর্বনির্ধারিত মেরিল-প্রথম আলো অনুষ্ঠানে ছিল শোকাবহ পরিবেশ। মেরিল-প্রথম আলো পুরস্কার-২০১৩-এর অনুষ্ঠানটি উৎসর্গ করা হয় রানা প্লাজা ধসে দুর্গত ব্যক্তিদের। অনুষ্ঠানে প্রথম আলো সম্পাদক মতিউর রহমান প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের এক দিনের বেতন থেকে প্রাপ্ত দুই লাখ টাকা অনুদানের মাধ্যমে মেরিল-প্রথম আলো সাভার সহায়তা তহবিল গঠনের ঘোষণা দেন। স্কয়ার টয়লেট্রিজের ব্যবস্থাপনা পরিচালক অঞ্জন চৌধুরী অনুদান দেন ১০ লাখ টাকা। হাসি-আনন্দে মাতিয়ে রাখা বিনোদনজগতের মানুষেরা সেদিন মেরিল-প্রথম আলো পুরস্কার আয়োজনে জ্বালান এক অন্য আলো। রানা প্লাজা ধসের দুই দিন পর ২৬ এপ্রিল মোট ৫৪ লাখ টাকা নিয়ে 'মেরিল-প্রথম আলো সাভার সহায়তা তহবিল' যাত্রা শুরু করে। একে একে সমাজের সর্বস্তরের মানুষ এতে অনুদান দেন। সেই তহবিল থেকেই রানা প্লাজায় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের সহায়তায় কাজ করে যাচ্ছে প্রথম আলো ট্রাস্ট।

সময়ের সঙ্গে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের দীর্ঘশ্বাস থেকে গেছে; আর ধীরে ধীরে শিথিল হয়ে গেছে মানুষের সহায়তা। কিন্তু এই দীর্ঘ সময়জুড়ে কিছু হাত থেমে থাকেনি। জরুরি সহায়তার পর শুরু হয় ধীরে ধীরে পুনর্বাসনের পথে এগিয়ে যাওয়া। সাভার সহায়তা তহবিলে বিভিন্ন সময়ে মোট জমা হয় প্রায় ২ কোটি ২৪ লাখ টাকা। এই তহবিল থেকে উদ্ধারকাজ ও চিকিৎসায় প্রায় ৭১ লাখ ৫০ হাজার টাকা ব্যয় হয়। ক্ষতিগ্রস্ত ১০১ ব্যক্তিকে পুনর্বাসন-সহায়তায় ব্যয় করা হয় ১ কোটি ৫০ হাজার টাকা, যাতে তাঁরা নতুন করে জীবন গুছিয়ে নিতে পারেন।

কিন্তু এই সহায়তার সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী ও আলোকিত দিকটি হলো শিক্ষা। তহবিলের বাকি অর্থ থেকে ৫০ লাখ টাকার স্থায়ী আমানত করা হয়। এই আমানতের লভ্যাংশ থেকে ক্ষতিগ্রস্ত (আহত-নিহত) পরিবারের ২০ সন্তানকে শিক্ষাবৃত্তি দিচ্ছে প্রথম আলো ট্রাস্ট। দুর্ঘটনায় নিহত ও আহত ব্যক্তিদের ২০ জন সন্তানকে নিয়ে শুরু হয় এক নীরব যাত্রা।

শুক্রবার
২৪ এপ্রিল ২০২৬
১১ বৈশাখ ১৪৩৩
বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন

বিচার শেষ হয়নি হাজার শ্রমিক হত্যার

দ্রুত নিষ্পত্তিতে তদারকি কমিটি গঠনের দাবি

আরাফাত মুন্না ও মফিজুল ইসলাম

রানা প্লাজা ধসের ১৩ বছর

সাভারের ভয়াবহ রানা প্লাজা ধসের ১৩ বছর পূর্ণ হচ্ছে আজ। ২০১৩ সালের ২৪ এপ্রিল ওই ভবন ধসে প্রাণ হারিয়েছিলেন ১ হাজার ১৩৮ জন শ্রমিক। আহত ও নিখোঁজ বহু মানুষের পরিবার এখনো মানবেতর জীবনযাপন করছে। বিশ্বকে নাড়িয়ে দেওয়া ওই ঘটনায় করা হত্যাসহ পাঁচটি মামলার একটিরও বিচার শেষ হয়নি। বিচারিক আদালতেই ঝুলছে মামলাগুলো। মামলাগুলো দ্রুত নিষ্পত্তিতে তদারকি কমিটি গঠনের দাবিও উঠেছে। এর মধ্যে হত্যা মামলায় ২০১৬ সালের ১৮ জুলাই অভিযোগ গঠনের মাধ্যমে রানা প্লাজার মালিক সোহেল রানাসহ ৪১ আসামির বিরুদ্ধে বিচার শুরু হয়। হাই কোর্টের আদেশে কয়েক বছর স্থগিত থাকার পর মামলাটির বিচার শুরু হয়েছে আবার। ৫৯৪ জন সাক্ষীর মধ্যে ১৪৫ জন সাক্ষীর সাক্ষ্যগ্রহণ শেষ হয়েছে। আগামী ৩০ এপ্রিল এ মামলার পরবর্তী সাক্ষ্যগ্রহণের জন্য দিন ধার্য রয়েছে ঢাকার ৮ম অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ আদালতে।

সংশ্লিষ্ট আদালতের অতিরিক্ত পিপি ফয়সাল মাহমুদ বাংলাদেশ প্রতিদিনকে বলেন, হত্যা মামলায় অভিযোগ গঠনের পর কয়েকজন আসামি উচ্চ আদালতে গিয়ে মামলাটি স্থগিত করেন। এ কারণে মামলার বিচার প্রক্রিয়া অনেক বছর স্থগিত ছিল। বর্তমানে কোনো স্থগিতাদেশ না থাকায় সাক্ষ্যগ্রহণ চলমান। তা ছাড়া মামলাটি আমাদের আদালতে বদলি হয়ে আসার পর এ পর্যন্ত ৫৪ জনের সাক্ষ্যগ্রহণ শেষ হয়। আশা করছি দ্রুতই মামলাটির বিচার শেষে রায়ের পর্যায়ে আসবে।

ইমারত নির্মাণ আইনে করা মামলায় ভবন মালিক সোহেল রানাসহ ১৮ আসামির বিচারও শুরু হয় ২০১৬ সালের ১৬ জুন। ওই আদেশের বিরুদ্ধে রিভিশন মামলা করে অব্যাহতি পান দুই আসামি। পরে অধস্তন আদালতের আদেশের বিরুদ্ধে এক

বিচার শেষ হয়নি হাজার

[পেছনের পৃষ্ঠার পর] আসামি হাই কোর্টে গেলে স্থগিত হয়ে যায় বিচারিক কার্যক্রম। সংশ্লিষ্ট আদালতের অতিরিক্ত পিপি ইশতিয়াক হোসেন জিকু বাংলাদেশ প্রতিদিনকে বলেন, ইমারত নির্মাণ আইনের মামলাটি ২০২৩ সালের ১১ নভেম্বর তৎকালীন ঢাকার জেলা ও দায়রা জজ হাবিবুর রহমান ভূঁইয়া নিজের ক্ষমতাবলে তার আদালতে বিচারের জন্য নিয়ে যান। তবে অনেকদিন উচ্চ আদালত থেকে এ মামলাটির ওপর স্থগিতাদেশ ছিল। বর্তমানে মামলাটি পুনরায় অতিরিক্ত চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে বিচারের জন্য এসেছে। এ মামলায় একজন অসামির পক্ষে স্থগিতাদেশ থাকায় অন্য আসামিদের বিরুদ্ধে মামলার কার্যক্রম শুরু হয়েছে। গত ২০ এপ্রিল ১ থেকে ৩ নম্বর সাক্ষীকে হাজিরের জন্য প্রসেস ইস্যু করা হয়েছে। আশা করছি আগামী তারিখে সাক্ষীরা আদালতে উপস্থিত হবেন।

এদিকে ছয় তলা ভবনের অনুমোদন ১০ তলা ভবনে রূপান্তর করার অভিযোগে দুদকও একটি মামলা করেছে। মামলাটি তদন্ত করে ২০১৭ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি সংস্থাটির উপপরিচালক মো. নাসিম উদ্দিন ১৭ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দাখিল করেন। বর্তমানে মামলাটি ঢাকার বিভাগীয় স্পেশাল জজ আদালতের বিচারক শারমিন আফরোজের আদালতে যুক্তিতর্ক শুনানির পর্যায়ে রয়েছে। মামলায় মোট ২০ জন সাক্ষীর মধ্যে ১৯ জনের সাক্ষ্যগ্রহণ শেষ করেছেন আদালত। ২০২৫ সালের ১৯ মে মামলাটি আত্মপক্ষ সমর্থন শুনানি শেষে আদালত যুক্তিতর্কের শুনানির জন্য দিন ধার্য করেন। গত এক বছর ধরে মামলাটি যুক্তিতর্ক শুনানির পর্যায়ে রয়েছে। সর্বশেষ গত ৩০ মার্চ অধিকতর যুক্তিতর্ক শুনানির জন্য দিন ধার্য থাকলেও তা হয়নি। আদালত পরবর্তী শুনানির জন্য আগামী ১৭ মে দিন নির্ধারণ করেছেন।

এ ছাড়া রানা প্লাজা ভবন ধসে পড়ে যাওয়ার পর ঢাকা জেলা গোয়েন্দা পুলিশের পরিদর্শক শাহিন শাহ পারভেজ ধামরাই থানায় অস্ত্র আইন ও বিশেষ ক্ষমতা আইনে দুটি মামলা করেছিলেন। এই দুটি মামলায় সোহেল রানাকে একমাত্র আসামি করা হয়েছে। বর্তমানে মামলা দুটি প্রথম অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজের বিচারক এ বি এম আশফাক উল হকের আদালতে বিচারাধীন। সর্বশেষ মামলা দুটি গত ৩০ মার্চ সাক্ষ্যগ্রহণের জন্য দিন ধার্য থাকলেও সাক্ষীরা উপস্থিত হননি। এজন্য সাক্ষ্যগ্রহণের জন্য আগামী ৩০ এপ্রিল নতুন দিন ঠিক করেছেন বিচারক। রানা পক্ষের আরেক আইনজীবী মো. বদরুল ইসলাম (জুয়েল) ক্ষোভ প্রকাশ করে বাংলাদেশ প্রতিদিনকে জানান, ভবন মালিক সোহেল রানা নয়। বিল্ডিংটি তার বাবা আবদুল খালেক ওরফে কুলু খালেক নামে রেজিস্ট্রি করা ছিল। শুধু বিল্ডিংটি তার নামে ছিল। এটা ছিল বড় অপরাধ। নিজের ক্ষতি করে মানুষ হত্যা করবে? এটা অবশ্যই বিশ্বাসযোগ্য নয়। রানার বিরুদ্ধে সব মিলিয়ে ছয়টি মামলা দায়ের করা হয়েছিল। সব মামলায় অতি উৎসাহী হয়ে দায়ের করা হয়েছে।

২০১৩ সালের ২৪ এপ্রিল রানা প্লাজা নামের ভবন ধসের ঘটনায় ১ হাজার ১১৭ জনের লাশ উদ্ধার করা হয়। পরে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আরও ১৯ জন মারা যান। ধ্বংসস্তূপ থেকে ২ হাজার ৪৩৮ জনকে জীবিত উদ্ধার করা হয়। উদ্ধারকৃত লাশের মধ্যে ৮৪৪টি স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়। ডিএনএ পরীক্ষার নমুনা রেখে ২৯১ জনের অশনাক্ত লাশ জুরাইন কবরস্থানে দাফন করা হয়। উদ্ধারকৃত জীবিতদের মধ্যে ১ হাজার ৫২৪ জন আহত হন। তাদের মধ্যে পঙ্গুত্ববরণ করেন ৭৮ জন।

মামলা দ্রুত নিষ্পত্তিতে তদারকি কমিটি করার দাবি : রানা প্লাজা ধসের ঘটনায় দায়ের করা মামলা দ্রুত ও কার্যকরভাবে পরিচালনার জন্য একটি সম্মিলিত তদারকি কমিটি গঠনের দাবি জানিয়েছেন বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠনের নেতারা। গতকাল রাজধানীর ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে (ডিআরইউ) 'রানা প্লাজা ধসের ১৩ বছর : পোশাক শিল্পে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার বর্তমান অবস্থা' শীর্ষক এক আলোচনা সভায় বক্তারা এ দাবি জানান। সভাটির আয়োজন করে ইন্ডাস্ট্রিয়াল বাংলাদেশ কাউন্সিল (আইবিসি)। রানা প্লাজা ভবন ধসের ১৩ বছর পূর্তি উপলক্ষে শ্রমিকদের ন্যায্য বিচার, ক্ষতিপূরণ এবং নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার দাবিতে একটি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ওয়ার্কার্স রিসোর্স সেন্টারের চেয়ারম্যান রুহুল আমিন বলেন, রানা প্লাজা দুর্ঘটনায় নিহতদের কোনোভাবেই অবমূল্যায়নের সুযোগ নেই। এ ঘটনায় প্রায় ১ হাজার ১৩৭ জন শ্রমিক নিহত হন এবং আড়াই হাজারের বেশি শ্রমিক স্থায়ীভাবে পঙ্গুত্ব বরণ করেন। তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, দুর্ঘটনায় বারবার শ্রমিকরাই প্রাণ হারান, কিন্তু মালিকদের জবাবদিহি নিশ্চিত হয় না। তিনি বলেন, মামলার দ্রুত নিষ্পত্তির স্বার্থে একটি যৌথ তদারকি কমিটি গঠন প্রয়োজন।

সংবাদ
Dhaka : Sunday 26 April 2026

রানা প্লাজা ট্র্যাজেডি: বিচার ও শ্রমিক পুনর্বাসনে আর কত অপেক্ষা

ঢাকার সাভারে রানা প্লাজা ধসের পর ১৩ বছর পেরিয়ে গেছে। ২০১৩ সালের ২৪ এপ্রিল দশতলা ভবন ধসে এক হাজারেরও বেশি শ্রমিক প্রাণ হারান, আহত হন প্রায় দুই হাজার। মর্মান্তিক সেই দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিক ও তাদের স্বজনরা আজও ন্যায়বিচার পাননি। ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকদের যথাযথ ক্ষতিপূরণ দেয়া হয়নি। তাদের পুনর্বাসনও নিশ্চিত হয়নি।

রানা প্লাজা ট্র্যাজেডির মামলার অবস্থা হতাশাজনক। গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে জানা যাচ্ছে, এ সংক্রান্ত হত্যা মামলায় ৫৯৪ জন সাক্ষীর মধ্যে মাত্র ৯৪ জনের সাক্ষ্য নেয়া শেষ হয়েছে। ইমারত বিধির মামলায় অভিযোগ গঠন হলেও সাক্ষ্য নেয়া শুরু হয়নি। রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী বলছেন, আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে এই মামলা ইচ্ছাকৃতভাবে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল। বর্তমান সরকারের আমলে হত্যা মামলায় কিছুটা গতি এসেছে, তবে বিচার কবে শেষ হবে তা এখনও অনিশ্চিত।

ভুক্তভোগীদের জীবন চরম দুর্দশায় কাটছে। দুর্ঘটনার পর ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিক ও তাদের স্বজনরা কিছু অনুদান পেলেও দীর্ঘমেয়াদি সহায়তা কেউ পাননি। এই দুর্ঘটনা বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের কর্মপরিবেশ নিয়ে বিশ্বজুড়ে সমালোচনা হয়েছিল। প্রশ্ন হচ্ছে, মর্মান্তিক সেই ঘটনার পর দেশের কারখানাগুলোতে কর্মপরিবেশ ও নিরাপত্তা কতটা বদলেছে।

রানা প্লাজা ধসের ঘটনায় হওয়া মামলার বিচারের গতি বাড়ানো জরুরি। দীর্ঘদিন ধরে বিচার ঝুলে থাকলে ন্যায়বিচারের ধারণা দুর্বল হয়।

সময়ের আলো শনিবার। ২৫ এপ্রিল ২০২৬।

হাড়ভাঙা পরিশ্রমেও ফেরে না রূপসীদের ভাগ্য

নারী শ্রমিকের দীর্ঘশ্বাস

● ঠাকুরগাঁও সংবাদদাতা

কাঠফাটা রোদে পুড়ে যাচ্ছে মাটি। আকাশে মেঘের লেশমাত্র নেই, বাতাস যেন থমকে আছে। দুপুর গড়াতেই মাঠজুড়ে আগুনের মতো তাপ ছড়িয়ে পড়ে। সেই রোদ উপেক্ষা করে মাথায় পুরোনো গামছা চাপা দিয়ে বিস্তীর্ণ ফসলের জমিতে আগাছা পরিষ্কার ও গাছের গোড়ায় মাটি দিচ্ছে এক দল নারী। সূর্য যখন পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়ে, তখনও থামে না তাদের চিন্তা। ঘরে ফিরে আবার চুলা জ্বালানো, সন্তানদের খাওয়ানো, অসুস্থ স্বামীর সেবা–সবকিছুই সামলাতে হয় একা হাতে। বিশ্রাম যেন তাদের জীবনের অভিধানে এক অলেখা শব্দ।

ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার আকচা ইউনিয়নের চৌরঙ্গী বাজারের পাশে এক শসা ক্ষেতে কাজ করছিল এক দল নারী। মাঠের মাঝখানে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলেন রূপসী রানী। ক্লান্ত চোখ, রোদে পোড়া মুখ। এক মুহূর্ত থেমে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। তারপর যেন জমে থাকা কথাগুলো বেরিয়ে এলো। তিনি বলেন, 'দশ ঘণ্টা হাড্ডিভাঙা খাটুনি করি, তাও তিনশ টেকা। এই দিয়া আর সংসার চলে বাপু। এক দিন কামে না গেলে চুলাত হাড়ি উঠে না। বাজারে গেলেই মনে হয় আগুন লাগিছে। আলু, পটল, বেগুন কিনতেই টেকা শেষ হইয়া যায়। ছুয়ালারাও আর এইডা-সেইডা খাবা চায় না। ছোট মাইডা কয়, মা, মাছ-ভাত খামু। ওই কথা শুনলেই বুকটা ফাইটা যায়। কথাগুলো বলতে বলতে গলা ভারী হয়ে আসে রানীর। চোখের কোণে চিকচিক করে পানি, কিন্তু সেই পানি মোছারও সময় নেই। কারণ চোখের পানিতে সংসার চলে না। চলে শুধু শরীরের ঘাম দিয়ে।' রূপসীর মতো প্রতিমা, বাচ্চাই, অশুবালা, বৈতালী রানী ও শুমিলা রানীদের জীবনও একই বৃত্তে আটকে আছে। সকাল ৮টা বাজলেই তারা ছুটে যান অন্যের জমিতে। দিনভর রোদে পুড়ে, কাদায় মেখে, ঘাম ঝরিয়ে সন্ধ্যায় হাতে পান মাত্র ৩০০ টাকা। এই টাকাতেই চালাতে হয় পুরো সংসার। তবে প্রশ্ন উঠছে– একই মাঠে সমান সময় কাজ করেও নারী শ্রমিকরা কেন পুরুষদের তুলনায় কম মজুরি পান? তাদের দাবি, একই ধরনের কাজে পুরুষ শ্রমিকরা যেখানে ৫০০ থেকে ৬০০ টাকা পান, সেখানে নারীদের দেওয়া হয় ৩০০ থেকে ৩৫০ টাকা।

রূপসীর কথা শেষ হতে না হতেই পাশে দাঁড়ানো বৃদ্ধা অশুবালা বলেন, 'এখন ৩০০ টেকা দিয়া কী হয়? এক লিটার সয়াবিন তেল কিনতেই লাগে ২০০ টেকা। মাছ-মাংসে হাত দেওয়া যায় না। মোটা চাল আর আলুর তরকারি ছাড়া কপালে আর কিছু নাই। সারাদিন রোদে পুড়ে কাম করি, এই টেকা দিয়া বাজার করি। বাড়ির বুড়াডা অসুস্থ। তার ওষুধ কিনতে হয়। আবার কিস্তির চাপ তো আছেই। এক দিন কামে না আসলে ঘরে খাবার থাকে না।'

তিনি আরও বলেন, 'আগে সরকার টিসিবির কার্ড দিছিল, এখন সেটাও বন্ধ। এই অবস্থায় হামরা কেমনে বাঁচমু বলেন?' প্রতিমা বলেন, 'সকাল ৮টা থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত হাড়ভাঙা খাটুনি করি। রোদে পুড়ে কাজ করি কিন্তু দিনশেষে যে টাকা পাই, তা দিয়ে সংসার চলে না। ৩০০ টাকা দিয়ে এখন কী হয়? বাজারে গেলেই সবকিছুর দাম আগুনের মতো। এক কেজি চাল, ডাল, তেল কিনতেই টাকা শেষ হয়ে যায়। আমার ছোট বাচ্চাটা আজ কাজে আসার সময় বলে, মা আসার সময় মাছ নিয়ে এসো। কিন্তু ওই কথা শুনলে বুকটা ফাইটা যায়। অনেক সময় নিজের পেটে খাইতে পারি না, সন্তানদের দিতেই হয়। সংসারে অভাব লেগেই আছে, এক দিন কামে না গেলে চুলা জ্বলে না।' তিনি আরও বলেন, 'একই কাজ পুরুষরাও করে কিন্তু তারা বেশি টাকা পায়। আমরা নারী তাই আমাদের মজুরিও কম। এইটা কি ঠিক? আমরা তো কম কাজ করি না বরং বেশি কষ্ট করি। কিন্তু সেই কষ্টের দাম কেউ দেয় না। শুধু ঘাম ঝরাই আর ঘরে ফিরি খালি হাতে। আমাদের জীবনটা এভাবেই চলতেছে।' এ বিষয়ে সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. খাইরুল ইসলাম বলেন, 'গ্রামীণ অর্থনীতিতে দিনমজুর ও নারী শ্রমিকদের অবদান অস্বীকার করার সুযোগ নেই।

ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার আকচা ইউনিয়নের চৌরঙ্গী বাজারের পাশে শসা ক্ষেতে কাজ করছে এক দল নারী ● সময়ের আলো

সমকাল বুধবার। ২৯ এপ্রিল ২০২৬।

কর্মক্ষেত্রে মৃত্যুর ৮৮ শতাংশ পেশা প্রভাবিত নানা রোগে

পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা দিবসের সেমিনারে তথ্য

■ সমকাল প্রতিবেদক

দেশে প্রতিবছর শিল্পকারখানায় কর্মক্ষেত্রে যত মানুষের মৃত্যু হয়, এর ৮৮ শতাংশই পেশাগত প্রভাবে নানা রোগের কারণে হয়ে থাকে। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ৩২ শতাংশ মৃত্যুর জন্য দায়ী রক্ত সঞ্চালনজনিত রোগ। ম্যালিগন্যান্ট নিউপ্লাজম বা টিউমার ও ক্যান্সারের মতো রোগে মারা যায় দ্বিতীয় সর্বোচ্চ প্রায় ২৮ শতাংশ। এ ছাড়া তৃতীয় সর্বোচ্চ ১৪ শতাংশ মৃত্যুর জন্য ফুসফুসের দীর্ঘমেয়াদি ব্যাধিকে দায়ী করা হয়।

পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা দিবস উপলক্ষে এক সেমিনারে গতকাল মঙ্গলবার এই তথ্য তুলে ধরা হয়। রাজধানীর ফারস হোটেলে বিশেষ এ সেমিনারের আয়োজন করে শ্রম মন্ত্রণালয়ের অধীন সংস্থা কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (ডিআইএফই)। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক ও কৃষি মন্ত্রণালয়বিষয়ক উপদেষ্টা নজরুল ইসলাম খান। বিশেষ অতিথি ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়বিষয়ক উপদেষ্টা মাহাদী আমিন। সভাপতিত্ব করেন শ্রম ও কর্মসংস্থানমন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী।

নজরুল ইসলাম খান বলেন, উৎপাদনের মূল শক্তি হচ্ছে শ্রমজীবী মানুষ। আমাদের জীবন-জীবিকার সঙ্গে সম্পৃক্ত সব সেবা তাদের মাধ্যমেই আসে। তাই তাদের জন্য শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করতে না পারলে জাতীয় উন্নয়ন ব্যাহত হবে। শ্রমিকদের প্রশিক্ষিত করা ও তাদের অভিজ্ঞতার মূল্যায়ন করা উন্নত দেশ গড়ার পূর্বশর্ত।

শ্রম ও কর্মসংস্থানবিষয়ক উপদেষ্টা বলেন, সরকার নির্বাচনী ইশতেহার অনুযায়ী নিরাপদ কর্মক্ষেত্র নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের হাত ধরেই বাংলাদেশে পোশাকশিল্পের যাত্রা শুরু হয়েছিল এবং সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া প্রথম শ্রমবান্ধব নীতি প্রণয়ন করেছিলেন। বর্তমান সরকারের নেতৃত্বে শ্রমিকদের ভাগ্যোন্নয়ন ও দক্ষতার সঠিক মূল্যায়ন হবে।

ডিআইএফইর মহাপরিচালক ওমর মো. ইমরুল মহসিন বলেন, বিশ্বব্যাপী প্রতিবছর পেশাগত কারণে যত মানুষ মৃত্যুবরণ করেন, এর ৮৮ শতাংশই মারা যান পেশাগত প্রভাবে বিভিন্ন রোগের কারণে।

'পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা: উদ্যোগ, প্রতিবন্ধকতা ও আগামীর কর্মপন্থা' শিরোনামে প্রবন্ধে ডিআইএফইর যুগ্ম মহাপরিদর্শক মতিউর রহমান কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ঝুঁকিজনিত বিভিন্ন রোগের মধ্যে কোন রোগে কত শতাংশ মৃত্যুর উপাত্ত তুলে ধরেন।

বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) কান্ট্রি ডিরেক্টর ম্যাক্স টুনন বলেন, শ্রমবান্ধব আইন প্রণয়ন ও সংস্কারে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা সর্বদা প্রস্তুত রয়েছে। কর্মক্ষেত্র কেবল শারীরিক নিরাপত্তার বিষয় নয়, বরং শ্রমিকদের মানসিক স্বাস্থ্য এবং একটি মানবিক পরিবেশ নিশ্চিত করাও সমান গুরুত্বপূর্ণ।

ইত্তেফাক ২৪ এপ্রিল ২০২৬

হত্যা মামলার বিচার হয়নি পাওনা পাননি ক্ষতিগ্রস্তরা

রানা প্লাজা ট্র্যাজেডির ১৩ বছর আজ

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

আজ ২৪ এপ্রিল। বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের ইতিহাসের সবচেয়ে বড় শোকের দিন, রানা প্লাজা ট্র্যাজেডির ১৩ বছর পূর্ণ হচ্ছে আজ। ২০১৩ সালের এই দিনে সাভার বাস স্ট্যান্ডের পাশে ৯ তলা ভবন রানা প্লাজা ধসে পড়েছিল। সেই ভয়াবহ স্মৃতি আর স্বজনহারানোর আর্তনাদ আজও তাড়া করে বেড়ায় সাভার তথা সারা দেশের মানুষকে।

ভবন ধসের সেই ঘটনায় ১ হাজার ১৩৪ জন শ্রমিক প্রাণ হারিয়েছিলেন এবং কয়েক হাজার মানুষ আহত ও পঙ্গুত্ব বরণ করেছিলেন। ভয়াবহ সেই ঘটনার এক যুগ পেরিয়ে ১৩ বছরে পা দিলেও এখন পর্যন্ত এই ঘটনায় দায়ের করা হত্যা মামলার বিচার শেষ হয়নি। বিচারহীনতার এই দীর্ঘ সময় নিহতদের পরিবার ও আহত শ্রমিকদের মধ্যে গভীর ক্ষোভ ও হতাশা তৈরি করেছে। দীর্ঘ আইনি প্রক্রিয়ার কারণে সোহেল রানাসহ অভিযুক্তদের চূড়ান্ত শাস্তি না হওয়ায় আজও ন্যায়বিচারের অপেক্ষায় প্রহর গুনছেন ক্ষতিগ্রস্তরা।

দিবসটি উপলক্ষ্যে গতকাল রানা প্লাজার সামনে জড়ো হয়ে বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠনের নেতাকর্মীরা আলোচনা ও সমাবেশ করেছেন। সেখানে উপস্থিত শ্রমিকরা ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, 'দীর্ঘ ১৩ বছরেও তাদের নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত হয়নি এবং ক্ষতিগ্রস্তদের আইনি অধিকার ও পাওনা বুঝিয়ে দেওয়া হয়নি। সমাবেশ থেকে শ্রমিক নেতারা অবিলম্বে আইএলও কনভেনশন অনুযায়ী আজীবন আয়ের সমান

সমকাল শনিবার । ২৫ এপ্রিল ২০২৬

কান্না-ক্ষোভে নিহতদের স্মরণ

রানা প্লাজা ট্র্যাজেডির ১৩ বছর

■ পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ, পুনর্বাসন ও বিচার দাবি

■ নিজস্ব প্রতিবেদক, সাভার

রানা প্লাজা ধসে নিহতদের স্মরণে ঘটনাস্থলে অস্থায়ী বেদিতে ফুলেল শ্রদ্ধা নিবেদন ◉ সমকাল

সাভারে রানা প্লাজা ট্র্যাজেডির ১৩ বছর পূর্ণ হয়েছে গতকাল শুকবার। কিন্তু এ দীর্ঘ সময়ে ক্ষতিগ্রস্তরা পাননি পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ। হতাহতের পরিবারকে পুনর্বাসন না করায় তাদের নিত্যদিন কাটছে চরম দুর্ভোগে। ভয়াবহ এ ঘটনার জন্য দায়ীদের শাস্তিও নিশ্চিত হয়নি।

গতকাল শুক্রবার ভয়াবহ ওই ট্র্যাজেডির দিনটিকে স্মরণ করে আয়োজিত সমাবেশে বিভিন্ন সংগঠনের নেতাকর্মী ও হতাহত শ্রমিকদের পরিবারের সদস্য এসব বিষয় তুলে ধরেন। স্বজনরা কান্না ও ক্ষোভ নিয়ে নিহতদের স্মরণ করেন।

২০১৩ সালের ২৪ এপ্রিল সাভার বাজার বাসস্ট্যান্ডের আটতলা ভবন রানা প্লাজা ধসে এক হাজার ১৩৬ জন নিহত ও আরও দুই হাজার ৪০০ জন আহত হন। আহতদের অনেকেই চিরতরে পঙ্গু হয়ে গেছেন। পরিবার-পরিজন নিয়ে এ শ্রমিকরা মানবেতর জীবন পার করছেন।

রানা প্লাজা ট্র্যাজেডি দিবস পালন উপলক্ষে গতকাল সকালে ধসে পড়া ভবনের স্থানটির কাছে বাংলাদেশ গার্মেন্টস অ্যান্ড শিল্প শ্রমিক ফেডারেশনসহ বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠন উপস্থিত হয়। ছিলেন হতাহতদের স্বজনরাও। নিহত শ্রমিকদের স্মরণে সেখানকার অস্থায়ী বেদিতে তারা ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এ সময় এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। এরপর সেখানে মানববন্ধন, বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেন বিক্ষুব্ধ শ্রমিক সংগঠনের নেতাকর্মী ও স্বজনরা।

সমাবেশে বক্তরা ভবন মালিক সোহেল রানাসহ জড়িতদের সর্বোচ্চ শাস্তি নিশ্চিত করার দাবি জানান। নিহত ও পঙ্গু শ্রমিক ও তাদের পরিবারকে পুনর্বাসন ও এক জীবনের আয়ের সমপরিমাণ ক্ষতিপূরণ ও ২৪ এপ্রিলকে জাতীয় শ্রমিক শোক দিবস ঘোষণার দাবি জানান তারা। বক্তারা রানা প্লাজার সামনে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ, রানা প্লাজার জায়গা ও সম্পদ বাজেয়াপ্ত করে হতাহত শ্রমিকদের পরিবারকে পুনর্বাসন, আহতদের সুচিকিৎসা, সব শিল্প-কারখানাসহ কর্মস্থলে শ্রমিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবি জানান

সমাবেশে বাংলাদেশ গার্মেন্টস অ্যান্ড শিল্প শ্রমিক ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি রফিকুল ইসলাম সুজন বলেন, রানা প্লাজা ধসের ১৩ বছরেও জড়িতদের সর্বোচ্চ শাস্তি নিশ্চিত করা হয়নি। জড়িতদের সর্বোচ্চ শাস্তি নিশ্চিত করার দাবি জানাই। তিনি বলেন, শ্রমিক ছাঁটাই-নির্যাতন, মামলা-হামলা বন্ধ, শ্রমিকের নিয়োগপত্র প্রদান, পরিচয়পত্র প্রদান, গণতান্ত্রিক শ্রম আইন প্রণয়ন, শ্রম আদালতে ১৫০ দিনের মধ্যে মামলা নিষ্পত্তিকরণ, জাতীয় মজুরি ঘোষণাকরণ, নারী ও শিশুদের নিরাপত্তা, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা, রেশনিং চালু, ইপিজেড শ্রমিকদের শ্রম আইন অন্তর্ভুক্তিসহ সব শিল্প-কারখানায় ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।

বাংলাদেশ গার্মেন্টি ও সোয়েটার্স শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের আইনবিষয়ক সম্পাদক খাইরুল মামুন মিন্টু বলেন, এখনও হতাহতদের ক্ষতিপূরণ নিশ্চিত করা হয়নি। আহত শ্রমিকরা চিকিৎসার জন্য দ্বারে দ্বারে ঘুরছেন। আইএলও কনভেনশন অনুসারে শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ নিশ্চিত করতে হবে।

বাংলাদেশ পোশাক শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি তুহিন চৌধুরী বলেন, এতগুলো মানুষ মারা গেল, অনেকেই আহত হলো। কিন্তু তাদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়া হচ্ছে না। বিপ্লবী গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি অরবিন্দু বেপারী বিন্দু বলেন, ১৩ বছরে দোষীদের বিচার দেখতে পাইনি।

কর্মসূচিতে অংশ নেয় বাংলাদেশ গার্মেন্টস অ্যান্ড শিল্প শ্রমিক ফেডারেশন, গার্মেন্টি শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র, গার্মেন্টস শ্রমিক অধিকার আন্দোলন, বাংলাদেশ টেক্সটাইল-গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশন, জাতীয় মুক্তি কাউন্সিল, গার্মেন্টস শ্রমিক জোট বাংলাদেশ, গার্মেন্টস শ্রমিক টেক্সটাইল ফেডারেশন, গার্মেন্টি শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র, ন্যাশনাল ওয়ার্কার্স ইউনিটি সেন্টার, গ্রামীণ বাংলা গার্মেন্টস ওয়ার্কার্স ফেডারেশনসহ নানা শ্রমিক সংগঠন।

NEW AGE FRIDAY, APRIL 24, 2026,

6 more jute mills to reopen thru leasing to pvt sector

Staff Correspondent

THE government on Thursday decided to reopen six more closed jute mills within six months by leasing them out to private entities, aiming to boost new investment, create employment and increase export earnings.

Commerce minister Khandaker Abdul Muktadir, also the minister for industries, and textiles and jute ministries, disclosed the decision at a press briefing at his ministry in the capital Dhaka following an emergency meeting with stakeholders on the leasing out of the closed mills.

He said that the government was moving forward in a planned manner to revive the closed mills to attract fresh investment and enhance export earnings.

Muktadir said that the meeting was convened to review the current condition of the mills, assess investment prospects, and explore ways to quickly attract investment in the remaining units.

He said that some mills had already been handed over to the private sector, where investors had made significant investments and generated employment, describing it as a positive development.

Regarding further leasing, the minister said that the process to hand over six more jute mills to the private sector would be completed by December.

Each mill is expected to create employment for more than 1,000 people, while preliminary projections suggest that each may attract new investment ranging between Tk 200 crore and Tk 500 crore, he added.

Muktadir said that as per the government's plan, all mills under the textiles and jute ministry would gradually return to production-oriented activities in the near future — some within the jute sector and others through investments in different industries.

This, he said, would create thousands of jobs, earn valuable foreign currency and help develop import-substitute industries.

State minister for textiles and jute Shariful Alam said that they were inspecting textile and jute mills and working swiftly based on field-level experience to revive the closed mills and make them economically viable and industrially significant.

Bangladesh Investment Development Authority chairman Chowdhury Ashik Mahmud Bin Harun and textiles and jute ministry secretary Abdun Naser Khan, among others, were also present at the meeting.

Ministry officials said that operations of 25 jute mills under the Bangladesh Jute Mills Corporation were shut down in 2020.

A process was later initiated to lease out 20 mills, of which 14 have already been leased out to private sector

প্রথম আলো
শনিবার, ২৫ এপ্রিল ২০২৬, ১২ বৈশাখ ১৪৩৩

‘শ্রমিকবান্ধব সরকারের এখনো অপেক্ষায় আছি’

রানা প্লাজা ধসের ১৩ বছর পূর্তিতে ঘটনাস্থলের সামনে জড়ো হন নিহত শ্রমিকদের স্বজন, আহত শ্রমিক এবং বিভিন্ন সংগঠনের নেতা-কর্মীরা।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *সাভার*

‘গার্মেন্টসের শ্রমিকেরা গাড়ি-বাড়ি করার জন্য কারখানায় কাজ করেন না। তাঁরা কোনোমতে পরিবার নিয়ে দিন পার করার লক্ষ্যে কঠোর পরিশ্রম করেন। শ্রমিকদের তৈরি করা পণ্য রপ্তানি করে গাড়ি-বাড়ি করেন কারখানার মালিকেরা। দেশের অর্থনীতির চাকা সচল থাকে। সেই শ্রমিকদের যথাসময়ে বেতন-বোনাস পেতে করতে হয় আন্দোলন। আন্দোলন করতে গিয়ে গুলিবিদ্ধ হয়ে মরতে হয়। আমরা এখনো শ্রমিকবান্ধব রাষ্ট্র ও শ্রমিকবান্ধব সরকার পাওয়ার আশা নিয়ে অপেক্ষায় আছি।’

ঢাকার সাভারে রানা প্লাজা ট্র্যাজেডির ১৩ বছর পূর্তিতে এ কথা বলেন বাংলাদেশ গার্মেন্ট ও সোয়েটার শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের সাধারণ সম্পাদক খায়রুল মামুন। ২০১৩ সালের ২৪ এপ্রিল রানা প্লাজার ৯ তলা ভবন ধসে নিহত হন ১ হাজার ১৩৮ জন। আহত হন অনেকে।

খায়রুল মামুন বলেন, কারখানার মালিক, ভবনের মালিক ও সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের গাফিলতিতে কারখানার অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে, ভবন ধসে চাপা পড়ে মরতে হয়, পঙ্গুত্ব বরণ করতে হয় শ্রমিকদের। বিচারের দাবি, ন্যায্য ক্ষতিপূরণ, পুনর্বাসন, সুচিকিৎসার জন্য বছরের পর বছর আন্দোলন করতে হয়। রাষ্ট্রের এমন ব্যবস্থার পরিবর্তন দরকার।

গতকাল শুক্রবার সকালে সাভার বাসস্ট্যান্ডের অদূরে রানা প্লাজার সেই ঘটনাস্থলের সামনে জড়ো হন ওই ঘটনায় নিহত শ্রমিকদের স্বজন, আহত শ্রমিক, জার্মানির শ্রমিক সংগঠন ভার্ডির (Ver.di) একটি নারী প্রতিনিধিদল, বিভিন্ন অধিকার ও সামাজিক সংগঠনের নেতা-কর্মী ও শিল্প পুলিশের সদস্যরা। তাঁরা ঘটনাস্থলের সামনে নিহত শ্রমিকদের স্মরণে নির্মিত অস্থায়ী বেদিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান। পরে কয়েকটি শ্রমিক সংগঠনের পক্ষ থেকে সেখানে সমাবেশ ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। সমাবেশে সরকারের কাছে সাত দফা দাবি তুলে ধরেন তাঁরা।

শ্রমিকবান্ধব সরকার চায় সংগঠনগুলো

শিল্পকারখানায় শ্রমিকদের সহায়ক পরিবেশ নিশ্চিত করা এবং শ্রমিকবান্ধব শিল্পকারখানা গড়ে তোলার লক্ষ্যে শ্রমিকবান্ধব সরকার চান বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠনের নেতা-কর্মীসহ ভুক্তভোগীরা।

বিপ্লবী গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি অরবিন্দ ব্যাপারী বলেন, ২০১২ সালে আশুলিয়ায় তাজরীন ফ্যাশনস লিমিটেডের কারখানায় অগ্নিকাণ্ড, এরপর ২০১৩ সালে রানা প্লাজার ধসের মতো ঘটনা ঘটল। কিন্তু এখন পর্যন্ত দোষী ব্যক্তিদের, যারা শ্রমিক হত্যাকারী, তাদের শাস্তি নিশ্চিত করা হলো না। তিনি আরও বলেন, এই শ্রমিক হত্যার বিচার, শ্রমিকদের আর্থিক ক্ষতিপূরণ, শ্রমিকদের সুচিকিৎসা এবং আবাসন থেকে শুরু করে কোনো কিছুর ব্যবস্থা বিগত সরকারের আমলে করতে পারেনি। এতে প্রমাণিত হয়, তারা কেউই শ্রমিকবান্ধব সরকার ছিল না।

বাংলাদেশ গার্মেন্টস অ্যান্ড শিল্প শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি রফিকুল ইসলাম বলেন, ‘রানা প্লাজা ধসে সরকারি হিসাবে ১ হাজার ১৩৮ জন মারা গেছে। কিন্তু আমরা জেনেছি, মারা গেছেন ১ হাজার ১৭৫ জন। ২ হাজার ৫০০ জনের মতো মানুষ বর্তমানে পঙ্গুত্ববরণ ও শারীরিক নানা জটিলতার মধ্যে আছেন। ১৩ বছর যাবৎ ক্ষতিপূরণ, আহত শ্রমিকদের সুচিকিৎসা, পুনর্বাসন, দায়ী ব্যক্তিদের শাস্তির দাবিতে আন্দোলন করতেছি। আওয়ামী লীগ সরকার, অন্তর্বর্তী সরকার—কেউই আমাদের দাবি পূরণ করেনি।’

সরকার মুখের দিকে চায় না

গতকাল সকালে ঘটনাস্থলের সামনে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিলেন রানা প্লাজা ধসের পর থেকে নিখোঁজ নাহিদুল ইসলামের মা ফেরদৌসী বেগম। তাঁর দাবি, ১৩ বছর পেরিয়ে গেলেও এখনো তিনি জানেন না, ছেলে জীবিত নাকি মৃত।

ফেরদৌসী বেগম বলেন, নাহিদুল ৫ তলায় কাটিং সেকশনে কাজ করতেন। ‘লাশ পাই নাইক্কা, দ্বারে দ্বারে ঘুরি। ছেলের একটা বাচ্চা আছে। এখন পর্যন্ত ঘুরে ঘুরে বেড়াই। দেখি ছেলে বার হই গেল, নাকি মরে গেল।’

রানা প্লাজা ধসে নিহত রিনা আক্তারের ছবি বুকে চেপে ঘটনাস্থলের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন মা রাশেদা বেগম। ঘটনার বিচার ও যথাযথ ক্ষতিপূরণ চান তিনি। রাশেদা বলেন, ‘আমরা গরিব মানুষ। মাইয়াটার বয়স তখন ১৪ বছর হইলেও লম্বা ছিল। সে কাজ কইরা আমাগো খাওয়াইতো। প্রথমে সাভারের জোরপুলের ওই দিকে একটা গার্মেন্টিসে ঢুকছিল, পরে বন্ধ হইয়া গেলে রানা প্লাজার ইথার টেক্স গার্মেন্টিসে অপারেটরের কাজ নেয়। লাশ পাইছি দুই দিন পর। দোষী ব্যক্তিদের বিচার চাই আর যাতে ক্ষতিপূরণ পাই, সেই ব্যবস্থা যেন হয়।’

শ্রমিক সংগঠনগুলোর ৭ দফা দাবি

গতকাল সকালে সমাবেশে শ্রমিক সংগঠনের পক্ষ থেকে সরকারের কাছে সাত দফা দাবি জানানো হয়।

২৪ এপ্রিলকে গার্মেন্টস শ্রমিক শোক দিবস ঘোষণার দাবি

প্রতিনিধি, *নারায়ণগঞ্জ*

রানা প্লাজা ধসের ১৩ বছর পূর্তি উপলক্ষে ২৪ এপ্রিলকে ‘গার্মেন্টস শ্রমিক শোক দিবস’ হিসেবে ঘোষণার দাবি জানিয়েছেন শ্রমিকনেতারা। একই সঙ্গে শ্রমিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, ন্যায্য ক্ষতিপূরণ প্রদান, দায়ীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি এবং কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনায় শ্রমিক মৃত্যুর ঘটনায় রাষ্ট্রের জবাবদিহি নিশ্চিত করার আহ্বান জানিয়েছেন তাঁরা।

গতকাল শুক্রবার বিকেলে নারায়ণগঞ্জ প্রেসক্লাবের সামনে গার্মেন্টস শ্রমিক ফ্রন্ট নারায়ণগঞ্জ শাখার উদ্যোগে আয়োজিত সমাবেশ ও মিছিলে এসব দাবি জানানো হয়।

সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনটির জেলা সভাপতি সেলিম মাহমুদ। বক্তব্য দেন সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্টের জেলা সভাপতি আবু নাঈম খান, গার্মেন্টস শ্রমিক ফ্রন্টের জেলা সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম, বাংলাদেশ ফার্মাসিউটিক্যালস ওয়ার্কার্স অ্যান্ড এমপ্লয়িজ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি জাহাঙ্গীর আলম, জেলা সহসাধারণ সম্পাদক নুর হোসেন সর্দার, রুহুল আমিন সোহাগ ও মোফাজ্জল হোসেনসহ অন্য নেতারা।

বক্তারা বলেন, ২০১৩ সালের ২৪ এপ্রিলের রানা প্লাজা ধস দেশের ইতিহাসে অন্যতম ভয়াবহ শিল্প দুর্ঘটনা। এ ঘটনায় ১ হাজার ১৩৮ জন শ্রমিক নিহত হন, আহত হন প্রায় আড়াই হাজার এবং নিখোঁজ হন প্রায় ৩০০ শ্রমিক। তবে ১৩ বছর পেরিয়ে গেলেও দায়ীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত হয়নি এবং অনেক ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার এখনো ন্যায্য ক্ষতিপূরণ পাননি।

তাঁরা জানান, হাইকোর্টের নির্দেশে গঠিত কমিটি প্রায় ১৫ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ নির্ধারণের সুপারিশ করলেও তা বাস্তবায়িত হয়নি। আহত শ্রমিকদের দীর্ঘমেয়াদি চিকিৎসা, পুনর্বাসন ও মানসিক ট্রমা মোকাবিলায় পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ নিশ্চিত করা জরুরি। বাস্তবে অনেক ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিক ও পরিবার এখনো ন্যায়সংগত ক্ষতিপূরণ পায়নি।

বক্তারা ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, নিহত শ্রমিকদের স্মরণে এখনো কোনো রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি, তাঁদের নাম সংরক্ষণ বা কোনো স্মৃতিস্মম্ভ নির্মাণ করা হয়নি।

নেতারা আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) কনভেনশন অনুযায়ী, ক্ষতিপূরণ কাঠামো প্রণয়ন এবং তা কার্যকর করার দাবি জানান। পাশাপাশি মালিকের অবহেলায় শ্রমিক মৃত্যুর ঘটনায় সর্বোচ্চ শাস্তি নিশ্চিত করারও আহ্বান জানান তাঁরা।

সমাবেশ থেকে ২৪ এপ্রিলকে ‘গার্মেন্টস শ্রমিক শোক দিবস’ ও ‘জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা দিবস’ হিসেবে রাষ্ট্রীয়ভাবে পালনের আহ্বান জানানো হয়। একই সঙ্গে নিহত শ্রমিকদের স্মরণে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ নেওয়ার দাবি পুনর্ব্যক্ত করেন বক্তারা।

সমকাল
শনিবার। ২৫ এপ্রিল ২০২৬

পাথর ভাঙা শিল্পে স্থবিরতা, বিপাকে ২০ হাজার শ্রমিক

■ সফিকুল আলম, পঞ্চগড়

বাংলাবান্ধা স্থলবন্দর

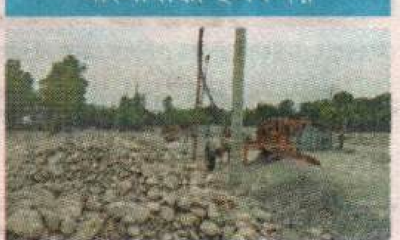

■ চাহিদা অনুযায়ী মিলছে না তেল; তিন দিন জমা করে এক দিন চালানো হচ্ছে মেশিন

ভোর হতে না হতেই বাংলাবান্ধা স্থলবন্দর এলাকায় পাথর ভাঙা মাঠে শুরু হতো হাজারো শ্রমিকের আনাগোনা। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ত মেশিনের গর্জন। কিন্তু এখন সেই পাথর ভাঙা মাঠে চলছে নীরবতা। জ্বালানি তেলের তীব্র সংকটে থমকে গেছে মেশিনের চাকা, আর সেই সঙ্গে থমকে গেছে খেটে খাওয়া মানুষগুলোর জীবনের গতি।

সরেজমিন গতকাল শুক্রবার বাংলাবান্ধা স্থলবন্দর এলাকা ঘুরে দেখা যায়, সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে থাকা কয়েকশ পাথর ভাঙা মেশিনের অধিকাংশ আজ নিথর। মেশিন চালাতে না পেরে অলস বসে আছেন কয়েক হাজার শ্রমিক। তাদেরই একজন আমিরুল ইসলাম। দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি বলেন, 'একটি পাথর ভাঙা মেশিনে প্রতিদিন ১৮ থেকে ২০ লিটার তেল লাগে। আমরা লাইনে দাঁড়িয়ে পাঁচ লিটার তেল পাই। তিন দিন তেল একসঙ্গে করে একটি মেশিন চালাতে হচ্ছে। প্রতিদিন মেশিন চালাতে পারি না। তেল না পাওয়ায় পাথরের ব্যবসা বন্ধের উপক্রম।'

আরেক পাথর শ্রমিক জানান, এই এলাকায় প্রায় ৩০০-এর বেশি পাথর ভাঙা মেশিন আছে। এগুলোই তাদের আয়ের একমাত্র উৎস। মেশিন বন্ধ হওয়া মানেই পরিবার নিয়ে না খেয়ে থাকা।

জ্বালানি সংকটের ঢেউ লেগেছে পরিবহন খাতেও। মহানন্দা নদী থেকে পাথর উত্তোলনের পর তা ট্রাক্টর দিয়ে বিভিন্ন সাইটে নেওয়া হয়। কিন্তু চাহিদামতো ডিজেল না পাওয়ায় সেই কাজও প্রায় বন্ধ।

ট্রাক্টরচালক আজিমদ্দিন ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, নদী এলাকা থেকে পাথর পরিবহনে আমাদের একটি ট্রলিতে দিনে ২০ থেকে ২৫ লিটার ডিজেল প্রয়োজন হয়। কিন্তু আমরা পেট্রোল পাম্পে দীর্ঘ সময় লাইনে দাঁড়িয়ে থেকে চাহিদামতো তেল পাই না। অনেক অনুরোধ করার পরও পাঁচ থেকে সাত লিটার করে ডিজেল দেয়। সময়মতো না যেতে পারলে সেই তেলও পাওয়া যায় না। ডিজেল ছাড়া আমরা একেবারে বসা। গাড়ি না চললে আমাদের পেট কীভাবে চলবে?

এই শিল্পের সঙ্গে জড়িত প্রায় ২০ হাজার শ্রমিকের অনেকেই এখন দিশেহারা। নদী থেকে পাথর তোলা শ্রমিক রবিউল ইসলাম জানান, আগে সারাদিনে ৮০০ থেকে এক হাজার টাকা আয় হলেও এখন মহাজনরা পাথর কিনতে চাচ্ছেন না। কারণ হিসেবে তারা বলছেন, তেলের অভাবে পাথর পরিবহন করা যাচ্ছে না। মহাজনরা পাথর সরাতে না পেরে শ্রমিকদের পাওনা টাকাও দিতে পারছেন না।

নীলফামারীর ডোমার থেকে এসে এখানে কাজ করা নারী শ্রমিক মীনা বেগম আকুতি জানিয়ে বলেন, স্বামী-সন্তানসহ এখানেই ভাড়া বাড়িতে থেকে পাথর ভাঙার কাজ করি। শুনেছি যুদ্ধের জন্য তেল পাওয়া যাচ্ছে না। তেলের অভাবে আমাদের মেশিন চলে না। এক দিন কাজ করলে দুই দিন বসে থাকতে হয়। আমাদের তেলের একটা ব্যবস্থা করেন ভাই।'

আমদানিকারক আনছার আলী নিজেও পাথর ক্রাসিং মেশিনের মালিক। তিনি জানান, তেলের অভাবে মেশিন বন্ধ থাকায় অনেক শ্রমিক বসে আছেন। ফলে ব্যবসায়ী ও শ্রমিক উভয়ই চরম ক্ষতির মুখে পড়েছেন।

দেশের একমাত্র চতুর্দেশীয় এই বন্দর দিয়ে ভারত ও ভুটান থেকে প্রচুর পাথর আমদানি হয়। ভৌগোলিক কারণে অত্যন্ত সম্ভাবনাময় এই বন্দর দিয়ে খাদ্যপণ্য, ইলেকট্রনিক্স ও পাটজাত পণ্য রপ্তানি হলেও মূল চালিকাশক্তি পাথর শিল্প।

চলমান এই সংকটে শুধু শ্রমিক নন, বড় ধরনের ক্ষতির মুখে পড়েছেন ব্যবসায়ীরাও। বাংলাবান্ধা স্থলবন্দরের আমদানি-রপ্তানিকারক গ্রুপের আহ্বায়ক কমিটির সদস্য মানিক প্রধান বলেন, আমরা ভারত ও ভুটান থেকে বোল্ডার পাথর আমদানি করে স্টোন ক্রাশার মেশিনে ভেঙে বিক্রি করি। বর্তমানে ডিজেল সংকটের কারণে আমাদের মেশিনগুলো বন্ধ হয়ে আছে। আমদানি করা পাথর বিক্রি করতে পারছি না। ফলে শুধু শ্রমিক নয়, পাথর ব্যবসায়ীসহ আমরাও ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি।

সংকট নিরসনে প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েও কোনো সুরাহা পাননি অভিযোগ করে মানিক প্রধান বলেন, চাহিদামতো তেল পাওয়ার আশায় আমরা জেলা প্রশাসকের সঙ্গে দেখা করেছিলাম। কিন্তু এই বিষয়ে আমরা কারও পক্ষ থেকে কোনো সহযোগিতা পাইনি। এ ছাড়া বৈশ্বিক পরিস্থিতির কারণে ভুটানেও পাথরের দাম বেড়ে গেছে। অতিরিক্ত দামে পাথর এনে লোকসানের মুখে পড়তে হচ্ছে ব্যবসায়ীদের। সব মিলিয়ে বর্তমানে পাথর আমদানি প্রায় ৩৫ থেকে ৪০ শতাংশ কমে গেছে বলে জানান তিনি।

তবে বন্দরে আমদানি-রপ্তানিতে জ্বালানি সংকটের কোনো প্রভাব পড়েনি বলে দাবি করেন বাংলাবান্ধা স্থলবন্দর লিমিটেডের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আবুল কালাম আজাদ। তিনি বলেন, এখানে আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম স্বাভাবিক রয়েছে। গত অর্থবছরের তুলনায় এবার রপ্তানি বেড়েছে এবং আমদানিও বাড়বে বলে আমরা আশা করছি।

তিনি বলেন, বর্তমানে এখানে তৈরি খাদ্য, ইলেকট্রনিক, পাট ও পাটজাত বিভিন্ন পণ্য রপ্তানি হচ্ছে। এই বন্দর দিয়ে সবচেয়ে বেশি পাথর আমদানি হয়। এর বাইরে গম, আখের মোলাসেস আমদানি হচ্ছে।

DHAKA SATURDAY APRIL 25, 2026

Ensure justice for Rana Plaza victims

Rehabilitate, compensate the survivors properly

It is deeply frustrating that 13 years after the Rana Plaza tragedy, justice remains elusive for the victims and survivors. Reportedly, both key cases linked to the disaster continue to stall, largely due to the prosecution's failure to produce witnesses. At the same time, those affected by the incident and their families are still struggling for basic compensation and dignified living conditions. The authorities must explain why, after all this time, these basic requirements of justice and support remain unmet.

The collapse of the nine-storey building in Savar on April 24, 2013 killed more than 1,100 people and injured over 2,500, most of them garment workers. It remains the deadliest disaster in the history of the country's RMG sector. Multiple cases have been filed against those responsible, but progress has been painfully slow. According to the Bangladesh Legal Aid Services Trust, no case has reached a final verdict, and full legal remedies, including compensation in accordance with international standards, have yet to be secured.

In the murder case involving 41 accused, including building owner Sohel Rana, only 145 out of 594 witnesses have testified since the trial began in 2016. That leaves a staggering 449 witnesses still unheard. The building code violation case has fared even worse, with not a single witness testifying so far. Such prolonged delays are eroding public trust in the justice system and reinforcing a culture of impunity. For the victims and survivors, this is nothing short of a betrayal. Till today, thousands of the injured RMG workers continue to live in hardship, without adequate compensation, medical care or rehabilitation. Many are permanently disabled, unable to return to work, and struggling to meet even basic needs. Even when compensation has been provided, it has been insufficient to ensure a dignified life or long-term security for the survivors.

This is unacceptable. With a new elected government now in power, we think there is an opportunity to change the course. First, the government must ensure that the stalled trials are expedited by holding law enforcement accountable for producing witnesses and by prioritising these cases. Second, a comprehensive compensation and rehabilitation system must be implemented without further delay, including long-term medical care, income support, and employment opportunities for those affected. Third, compensation must be aligned with international labour standards.

Beyond Rana Plaza, there must be a renewed commitment to workplace safety across the industrial sector. This includes stricter enforcement of building codes,

সমকাল ■ শনিবার। ২৫ এপ্রিল ২০২৬

ডিজেল সংকটে পরিবহন অচল কর্মহীন শত শত শ্রমিক

■ মাসুম লুমেন, গাইবান্ধা

- দেড় শতাধিক বাসের মধ্যে অন্তত ৫০টির নিয়মিত চলাচল বন্ধ
- কৃষিপণ্য পরিবহনসহ সামগ্রিক অর্থনীতিতেও নেতিবাচক প্রভাব
- সংশ্লিষ্ট প্রায় ৬ হাজার শ্রমিকের জীবিকা হুমকির মুখে

> "তেল না পাওয়ায় আমরা বেকার বসে আছি। বাজারও দুই দিন ধরে বন্ধ
>
> **আসাদ মিয়া**
> বাসচালকের সহকারী

গাইবান্ধায় তীব্র ডিজেল সংকটে অচল হয়ে পড়েছে সড়ক পরিবহন ব্যবস্থা। বাস-ট্রাকের একটি বড় অংশ বন্ধ থাকায় শত শত শ্রমিক কর্মহীন হয়ে পড়েছেন। মধ্যপ্রাচ্যের চলমান যুদ্ধ পরিস্থিতির প্রভাবে জ্বালানি সরবরাহ ব্যাহত হওয়ায় এ সংকট দিন দিন তীব্র আকার ধারণ করছে।

পরিবহন-সংশ্লিষ্টরা বলছেন, দ্রুত জ্বালানি সরবরাহ স্বাভাবিক না হলে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হতে পারে। এতে শুধু পরিবহন খাত নয়, কৃষিপণ্য পরিবহনসহ সামগ্রিক অর্থনীতিতেও নেতিবাচক প্রভাব পড়বে।

গাইবান্ধা কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনালে চালকের সহকারী আসাদ মিয়া বলেন, 'আমার কর্মজীবনে তেলের এমন ভোগান্তি দেখিনি। তেল না পাওয়ায় আমরা বেকার বসে আছি। বাজারও দুই দিন ধরে বন্ধ। বাস না চললে আয় নেই, পরিবার চালানো কঠিন হয়ে গেছে।' তিনি অভিযোগ করেন, যেসব মালিকের নিজস্ব তেল পাম্প রয়েছে, তাদের গাড়ি চললেও অন্যরা বিপাকে পড়েছেন।

বাস-ট্রাক মোটর শ্রমিক ইউনিয়ন ও মালিক সমিতি সূত্রে জানা গেছে, জেলায় ১৫০টির বেশি বাসের মধ্যে অন্তত ৫০টি নিয়মিত চলাচল বন্ধ রয়েছে। একইভাবে প্রায় এক হাজার ট্রাকের মধ্যে ৩৫ থেকে ৪০ শতাংশ ট্রাক-পিকআপ বন্ধ হয়ে গেছে। এতে পরিবহন খাতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রায় ছয় হাজার শ্রমিকের জীবিকা হুমকির মুখে।

ট্রাকচালক লিংকন বলেন, 'তেল না পেয়ে শতাধিক ড্রাইভার-হেলপার বেকার বসে আছেন। যাদের নিজস্ব পাম্প নেই, তারা সবচেয়ে বেশি কষ্টে আছেন।'

গাইবান্ধা কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনালের একটি পরিবহনের ম্যানেজার রবিউল ইসলাম বলেন, 'একটি বাস চালাতে ৮-১০টি পাম্পে ঘুরতে হচ্ছে। এক দিন তেল পাওয়া গেলে পরের দিন পাওয়া যায় না। ফলে অনেক গাড়ি টার্মিনালে অলস পড়ে আছে।'

সাঘাটা উপজেলার বাস মালিক সোহরাব মিয়া বলেন, 'প্রতিদিন তিন থেকে পাঁচ হাজার টাকা আয় হতো। এখন তেলের অভাবে বাস বন্ধ। দুদিন পর গাড়ি ঢাকায় থেকে ফিরেছে।'

ফিলিং স্টেশন সূত্রে জানা গেছে, জেলায় প্রতিদিন প্রায় ৩২ হাজার লিটার ডিজেলের চাহিদা থাকলেও সরবরাহ হচ্ছে তার অর্ধেকেরও কম। পাম্প ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক মশিউর রহমান বলেন, 'ডিপো থেকে চাহিদার তুলনায় অর্ধেকেরও কম তেল দেওয়া হচ্ছে। অনেক সময় পাম্প বন্ধ রাখতে হচ্ছে।'

গাইবান্ধা ট্রাক মালিক সমিতির সাবেক সভাপতি আবুল হোসেন বলেন, 'একাধিক ট্রাক থাকলেও এখন একটি বা দুটি চালানো যাচ্ছে। বাকিগুলো বন্ধ থাকায় শ্রমিকরা বেকার হয়ে পড়েছেন।'

শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি বাদশা মিয়া বলেন, 'একটি বাস-ট্রাকের সঙ্গে শুধু চালক-হেলপার নয়, আরও পাঁচ-সাতজন শ্রমিক যুক্ত থাকে। ফলে এই সংকটে হাজারো পরিবার মানবেতর জীবনযাপন করছে।'

জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ মাসুদুর রহমান মোল্লা বলেন, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির কারণে জ্বালানি সরবরাহে সাময়িক সংকট তৈরি হয়েছে। দ্রুত পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।

প্রথম আলো
রোববার, ২৬ এপ্রিল ২০২৬

কাজের খোঁজে শ্রমজীবী মানুষ

মানুষের কথা

ফকিরাপুলে শ্রমের বাজার। তিন দিন ধরে কাজ পাচ্ছেন না মুন্সিগঞ্জের দিনমজুর সুমন। বললেন, মাসে ১৫ দিনের বেশি কাজ পান না, কষ্টে আছেন।

আশীষ-উর-রহমান, *ঢাকা*

> **দিন দিন জিনিসপত্রের দাম বেড়েই যাচ্ছে, অথচ আমাদের আয় বৃদ্ধি দূরের কথা, আরও কমে যাচ্ছে। এভাবে আর কত দিন চলবে!**
>
> লিটন মিয়া, টাইলস মিস্ত্রি

ফকিরাপুল পানির ট্যাংকের পাশের সড়কের ফুটপাতে কাজের খোঁজে দাঁড়িয়ে আছেন মোহাম্মদ সুমন। লুঙ্গির ওপর কালো টি-শার্ট গায়ে, বাঁ কাঁধে গামছা। তিন দিন ধরে কেউ কাজে নেননি তাঁকে। কেরানীগঞ্জ থেকে রোজ সকাল সাড়ে ছয়টার দিকে এখানে এসে তিনি হাজির হন। দুপুর পর্যন্ত অপেক্ষায় থেকে ফিরে যান। দুপুরের পর সাধারণত আর কাজ জোটে না। মন খারাপ করে ফিরতি পথ ধরতে হয়।

গতকাল শনিবার সকাল নয়টার দিকে কথা হলো সুমনের সঙ্গে। খুবই কষ্টে দিন যাচ্ছে তাঁর। কাজ না পেলেও ক্ষুধা তো মানবে না। স্ত্রী ও তিন সন্তান নিয়ে তাঁর পাঁচজনের সংসার। ১৬ থেকে ১৮ হাজার টাকা খরচ হয় মাসে। তিনি দিনমজুরের কাজ করেন। প্রতিদিনের মজুরি ৮০০ টাকা। তবে কাজ পেতে পেতে যদি অনেকটা সময় পেরিয়ে যায়, যেমন সকাল ১০টার পর থেকে কাজ পেতে যত সময় যায়, মজুরিও তত কমে আসে।

স্বাধীনতার পর থেকেই ফকিরাপুল পানির ট্যাংকের পাশের ফুটপাতে গড়ে উঠেছে এই শ্রমবাজার। এখন প্রতিদিন এখানে ৩০০-৪০০ মানুষ শ্রম বিক্রি করতে আসেন। তাঁদের মধ্যে আছেন নির্মাণ-সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রকার কাজের মিস্ত্রি। যেমন কাঠমিস্ত্রি, রাজমিস্ত্রি, স্যানিটারি মিস্ত্রি, রংমিস্ত্রি ও তাঁদের সহকারী; আছেন সাধারণ দিনমজুর, ভ্যানচালক এমন অনেক পেশার মানুষ। অনেকের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, সবারই কাজ কমে গেছে। বিশেষ কাজের পারদর্শী মিস্ত্রি থেকে শুরু করে দিনমজুর পর্যন্ত সবাই খুব অর্থসংকটে পড়েছেন। প্রত্যেকেই সপ্তাহে তিন-চার দিন বেকার থাকছেন বলে জানান। কেউ কেউ টানা এক সপ্তাহের বেশি সময়ও কাজ পাচ্ছেন না।

সুমনের গ্রামের বাড়ি মুন্সিগঞ্জের টঙ্গিবাড়ীর বলিগঞ্জে। সেখানে জ্ঞাতিগোষ্ঠী আছে, কিন্তু নিজের ঘরবাড়ি নেই। কিশোর বয়সে কেরানীগঞ্জে এসেছিলেন। এখন বয়স ৪৫ বছর। বরাবরই দিনমজুরি করেছেন। মাঝখানে অন্য রকম কিছু করতে গিয়ে ফেঁসে গেছেন। কিছু টাকা জমে ছিল হাতে। সেই টাকা আর সমিতি থেকে ১ লাখ ১৫ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা কিনেছিলেন ২০২২ সালে। তাঁর কপালটাই খারাপ। বছর না ঘুরতেই অটোর 'ব্যাটারি বসে' যায়। এর পর থেকেই এটা-ওটা নানা রকম ঝামেলা হতেই থাকে। উপায়ান্তর না পেয়ে ৭০ হাজার টাকায় বিক্রি করে দিয়ে আবার ফিরেছেন দিনমজুরির পেশায়। তাঁর স্ত্রীর কিছু জমানো টাকা ও আত্মীয়দের কাছ থেকে ধার করে সমিতির ঋণ শোধ করেছেন। তবে এখনো ৪০ হাজার টাকার মতো তাঁর দেনা রয়ে গেছে।

সুমন মিয়া বললেন, বছর দুয়েক ধরে তাঁর কাজ কমে গেছে। এখন খুব বেশি হলে মাসে ১৫ দিন কাজ পান। সব দিনে আবার পুরো মজুরি পাওয়া যায় না। ফলে মাসে তাঁর ১০ থেকে ১২ হাজার টাকার বেশি আয় হয় না। তাঁর স্ত্রী কেরানীগঞ্জেই গৃহকর্মীর কাজ করেন। মাসে তিনি আয় করেন চার হাজার টাকার মতো। কোনোরকমে দুজনের আয়ে সংসার চলছে।

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

কাজের খোঁজে শ্রমজীবী

দৈনিক ইত্তেফাক ২৫ এপ্রিল ২০২৬

প্রথম পৃষ্ঠার পর

জামালপুরের লিটন মিয়া টাইলস মিস্ত্রি। ১৭ বছর ধরে ঢাকার ফকিরাপুল এলাকাতেই আছেন। কাজ কমে যাওয়ায় সংসার চালানো কঠিন হয়ে পড়েছে। বাধ্য হয়ে দুই সন্তান আর স্ত্রীকে গত বছর গ্রামে পাঠিয়ে দিয়েছেন। সংসার গুটিয়ে তিনি এখন মেসের বাসিন্দা। কাজ পাওয়ার ওপর নির্ভর করে স্ত্রীর কাছে সপ্তাহে বা ১০ থেকে ১২ দিন পর বিকাশে টাকা পাঠান। এতেও যে খুব বেশি সুবিধা হচ্ছে, তা নয়। ঢাকায় তাঁর মাসে ৮ থেকে ১০ হাজার টাকা খরচ হয়। ফুটপাতের দোকানে একবেলা খেতেও ১০০ টাকার কমে হয় না। শুধু ডাল-সবজি দিয়ে খেলেও ৭০ টাকা লাগে।

লিটন জানান, তাঁর প্রতিদিনের পারিশ্রমিক ১ হাজার ২০০ টাকা। তবে সরকার পতনের পর থেকেই নির্মাণকাজে মন্দা। ঠিকাদারি কাজ প্রায় বন্ধই ছিল। ঠিকাদারদের কাজের ওপরেই প্রধানত টাইলস, রং, স্যানিটারি মিস্ত্রিদের কাজ পাওয়া নির্ভর করে। এখন নির্বাচনের পর পরিস্থিতির উন্নতি ঘটবে বলে আশা করছেন, কিন্তু ঠিকাদারির কাজ এখনো শুরু হয়নি।

হতাশা প্রকাশ করে লিটন বলেন, 'নতুন সরকার শুরুতে বড় ধাক্কা খেয়েছে ইরান যুদ্ধের কারণে। দিন দিন জিনিসপত্রের দাম বেড়েই যাচ্ছে, অথচ আমাদের আয় বৃদ্ধি দূরের কথা, আরও কমে যাচ্ছে। এভাবে আর কত দিন চলবে!'

বাকেরগঞ্জের কৃষ্ণকাঠি গ্রামের কাঠমিস্ত্রি জসিম বিশ্বাসের অবস্থাও একই। ফুটপাতে রাখা একটি ভ্যানগাড়ির ওপর বসেছিলেন তিনি। পাশেই ছিলেন ঝালকাঠির কাঠমিস্ত্রি মো. শাহ আলম, কুমিল্লার চান্দিনার রাজমিস্ত্রি আবুল কালাম ও তাঁর জোগালি জামালপুরের চরউজানপাড়ার রমজান শেখসহ এমন বেশ কয়েকজন।

জসিম বিশ্বাস জানান, চলতি মাসে গতকাল শনিবার পর্যন্ত তাঁর সাকল্যে আট হাজার টাকা রোজগার হয়েছে। কাঠমিস্ত্রিদের এখন কাজ নেই বললেই চলে। তিনি শান্তিনগরে মেসে থাকেন। স্ত্রী ও দুই সন্তান গ্রামে থাকেন। গ্রামম তাঁর শুধু বসতবাড়ি আছে। জমিজমা নেই। কেমন করে চলছে জানতে চাইলে বললেন, 'আল্লায় চালায় নেন'।

রিকশাভ্যানের চালকদেরও কাজে মন্দা। রংপুরের পীরগাছার ভ্যানচালক মো. আশরাফুল বলেন, তাঁরা ফকিরাপুল এলাকার ছাপাখানা ও কাঁচা বাজারের মালামাল আনা-নেওয়ার কাজই বেশি করেন। এ ছাড়া মাসের শেষ ও প্রথম সপ্তাহে বাসাবদলের কাজ থাকে। সম্প্রতি তাঁদের কাজ কমে যাওয়ার একটা কারণ হচ্ছে, প্রচুর অটোরিকশা ভ্যান নেমেছে। অটোভ্যানের চালকেরা ভাড়াও কমিয়ে দিয়েছেন। তাঁরা ৫০০ টাকায় যে ভাড়া নিতেন, এখন অটোভ্যান সেই ভাড়া খাটছে ২৫০-৩০০ টাকায়।

ফকিরাপুল এলাকায় সকালে এক ঘণ্টার বেশি সময় থেকে দেখা গেল, শতাধিক মানুষ এখানে কাজের জন্য অপেক্ষা করছেন। এটা তাঁদের জীবনের প্রতিদিনের দৃশ্য। খুব ভোরে এসে তাঁরা এখানে হাজির হন। কাজ পাওয়ার আশায় অপেক্ষা করেন। সময় যেতে থাকে। কেউ কাজ পান, কেউ নিরাশ হয়ে ফিরে যান।

বজ্রপাত আতঙ্কে থাকেন হাওরের কৃষক

পাঁচ বছরে ৭৫ মৃত্যু

■ নেত্রকোনা প্রতিনিধি

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে নেত্রকোনার হাওরাঞ্চলে বজ্রপাতের তীব্রতা এবং প্রাণহানির ঘটনা বেড়েছে। গত পাঁচ বছরে জেলায় প্রায় ৭৫ জন মানুষ বজ্রপাতে মারা গেছে। আহত হয়েছে ৫০ জনের মতো। গত এক বছরে মারা গেছে ১৬ জন। ফলে আকাশে মেঘ দেখলে ধান কাটা শ্রমিকরা ধান কাটতে জমিতে যেতে চায় না।

জানা যায়, বজ্রপাতের হাত থেকে প্রাণহানির ঘটনা কমানো জন্য তিন বছর পূর্বে সরকারের ত্রাণ মন্ত্রণালয়ে থেকে জেলা ১০টি উপজেলায় ৩২টি বজ্রপাত নিরোধক দণ্ড স্থাপন করা হলেও এর কার্যকারিতা খুব কম। বজ্রপাত নিরোধক দণ্ডের আয়ত্ত চতুর্দিকের ৩০০ গজ মাত্র। এর বাইরে এই দণ্ডের কোনো কার্যকারিতা নেই। এজন্য অধিক এই দণ্ড স্থাপনের দাবি উঠেছে হাওর এলাকা থেকে।

এখন বোরো ধান কাটা চলছে। ধান কাটার সময় আকাশে মেঘ দেখলে শ্রমিকরা বজ্রপাতের কারণে মৃত্যুর ভয়ে ধান কাটতে যেতে চায় না বলে জমির মালিকরা জানান। যে শ্রমিকরা বাধ্য হয়ে যারা মাঠে নামছেন, তারা প্রতি মুহূর্ত কাটাচ্ছেন মৃত্যুভয়ে। স্থানীয়দের অভিযোগ, গত কয়েক বছরে ব্যাপক প্রাণহানির পরও কৃষকদের নিরাপত্তায় কার্যকর কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, হাওরে বজ্রপাতজনিত মৃত্যু কমাতে ২০২২ সালে জেলায় ৩২টি 'লাইটনিং অ্যারেস্টার' বা বজ্রনিরোধক দণ্ড স্থাপন করা হয়। প্রতিটি দণ্ড স্থাপনে ব্যয় ধরা হয়েছিল দেড় লাখ থেকে ২ লাখ টাকা। রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে স্থাপনের মাত্র দুই বছরের মাথায় অধিকাংশ যন্ত্রই এখন অকার্যকর হয়ে পড়ে আছে।

নেত্রকোনা : বজ্রনিরোধক দণ্ড —ইত্তেফাক

নেত্রকোনার পরিবেশবিদ অহিদুর রহমান বলেন, বজ্রপাতে মৃত্যুর হার কমাতে হলে এখন হাওরে তালগাছ লাগানোর ব্যবস্থা করতে হবে এবং সেই সঙ্গে বজ্রনিরোধক দণ্ডও বসাতে হবে। নেত্রকোনা জেলা ত্রাণও পুনর্বাসন অফিসার মো. রুহুল আমিন বলেন, বজ্রনিরোধক দণ্ড বসাতে অনেক টাকার প্রয়োজন। সারা জেলায় বজ্রনিরোধক দণ্ড বসাতে হলে কয়েক কোটি টাকা লেগে যাবে। তবে হাওরাঞ্চলে ধান কাটার সময় সেন্টার হাউজ নির্মাণ করা হলে সেখানে ধান কাটা শ্রমিকরা আশ্রয় নিতে পারবে এবং বজ্রপাতে প্রাণহানিও কমবে। এই ব্যাপারে স্থানীয় প্রশাসন প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে পারে এবং সরকারের সঙ্গে আলোচনা করেও পদক্ষেপ নিতে পারে। তার দপ্তর থেকে এই ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে বলেও তিনি জানান।

সময়ের আলো রোববার। ২৬ এপ্রিল ২০২৬।

জনশক্তি রফতানিতে যত দুর্বলতা

দক্ষ কর্মী পাঠানোর বিকল্প নেই

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম চালিকাশক্তি হলো জনশক্তি রফতানি। জনশক্তি দেশে শুধু রেমিট্যান্স আনে না, দেশের অর্থনীতিতে গতি সঞ্চার করে। তবে এই খাতে বর্তমানে যে দুর্বলতা ও চ্যালেঞ্জ দেখা দিয়েছে, তা দেশের অর্থনীতি ও কর্মসংস্থানের জন্য বড় ধরনের হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, দক্ষ শ্রমিক তৈরির ওপর গুরুত্ব দিয়ে এই খাতের উন্নয়ন করতে হবে, অন্যথায় ভবিষ্যতে বড় ধরনের ক্ষতির মুখে পড়তে হবে।

দৈনিক সময়ের আলোয় প্রকাশিত এক প্রতিবেদন থেকে জানা যায়– ভুয়া নথি ও অবিশ্বস্ত এজেন্টের মাধ্যমে ইউরোপের ভিসা পেতে বাংলাদেশি শ্রমিকরা ব্যাপক চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে। আন্তর্জাতিক সতর্কবার্তায় বলা হয়েছে– ভিসা, পারমিট ও অন্যান্য কনস্যুলার সেবা নিতে অননুমোদিত ও জালিয়াতিমূলক পদ্ধতি ব্যবহার করলে বড় ধরনের আর্থিক ও আইনি ঝুঁকি থাকে। ফলে ভিসা ও বৈধতা নিয়ে অনিশ্চয়তা সৃষ্টি হচ্ছে, যা সরাসরি জনশক্তি রফতানির ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে।

মধ্যপ্রাচ্যের বেশিরভাগ দেশেই এখন অদক্ষ কর্মী নেওয়া প্রায় বন্ধ। বাহরাইন, কুয়েত, ওমান, লেবানন ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের মতো দেশে জনশক্তি রফতানি কমে গেছে বা বন্ধ হয়ে গেছে। এর মূল কারণ হলো, দক্ষতা ছাড়া কর্মী নেওয়া হয় না এবং অনেক বাংলাদেশি অবৈধভাবে অবস্থান করছে। ফলে বাংলাদেশি শ্রমিকরা হয়রানি ও বৈধতা সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জের মধ্যে পড়ছেন। বিশেষ করে সৌদি আরবের মতো বড় শ্রমবাজারে নির্দিষ্ট দক্ষতা ও সার্টিফিকেটের প্রয়োজন, যা বাংলাদেশে এখনও পুরোপুরি তৈরি হয়নি।

ইউরোপে বাংলাদেশিরা ভিসা ও পাসপোর্টে জালিয়াতির আশ্রয় নিচ্ছে। এর ফলে ইউরোপের বেশ কয়েকটি দেশ বাংলাদেশের বিরুদ্ধে সতর্কতা জারি করেছে। এতে বাংলাদেশের জন্য বড় ধরনের ঝুঁকি তৈরি হয়েছে, কারণ এই ধরনের কর্মকাণ্ডের ফলে বৈধ প্রবেশ ও কাজের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি হচ্ছে। একই সঙ্গে ইউরোপের কিছু দেশে ভিসা নিষেধাজ্ঞার কারণে অদক্ষ ও অবৈধ কর্মীর সংখ্যা আরও বাড়ছে।

অন্যদিকে জাপান ও মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশের শ্রমবাজারের সম্ভাবনা থাকলেও ভাষা ও দক্ষতার অভাব বড় বাধা। তবে জাপানে ভাষা শিক্ষার মাধ্যমে এই সমস্যা দূর করার জন্য কাজ চলছে। মালয়েশিয়া ও রাশিয়ায় কিছুটা ইতিবাচক প্রবৃদ্ধি দেখা যাচ্ছে, তবে সেগুলোর জন্য দক্ষতা ও সততা প্রয়োজন।

সময়ের আলো সোমবার ২৭ এপ্রিল ২০২৬

৩ বছরে বন্ধ হয়েছে ৪০০ তৈরি পোশাক কারখানা

নিজস্ব প্রতিবেদক

গত তিন বছরে প্রায় ৪০০টি পোশাক কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে বলে জানিয়েছে তৈরি পোশাক মালিকদের সংগঠন বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রফতানিকারক সমিতি (বিজিএমইএ)। এ ছাড়া আরও বহু কারখানা আর্থিকভাবে ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে বলে জানিয়েছে সংগঠনটি। এমন অবস্থায় আগামী জাতীয় বাজেটে সরকারের কাছে নীতি সহায়তা চেয়েছে বিজিএমইএ।

গতকাল রোববার জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) ভবনে প্রাক-বাজেট আলোচনা সভায় বিজিএমইএ সভাপতি মাহমুদ হাসান খান বিভিন্ন প্রস্তাব তুলে ধরেন। এনবিআর চেয়ারম্যান ছাড়াও বিকেএমইএ সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম, বিটিএমএ সভাপতি শওকত আজিজ রাসেল, বিজিএপিএমইএ সভাপতি এবং বিজিবিএর শীর্ষ নেতারা সভায় উপস্থিত ছিলেন। বিজিএমইএ সভাপতি বলেন, তৈরি পোশাক খাত বর্তমানে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে নজিরবিহীন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। বৈশ্বিক মন্দা, ভূ-রাজনৈতিক অস্থিরতা ও শুল্কের প্রভাবে রফতানি নিম্নমুখী। ২০২৫-২৬ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারিতে আগের অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় মোট পোশাক রফতানি আয় ৩.৭৩ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। বিশেষভাবে ২০২৫ সালের আগস্ট থেকে রফতানি নিম্নমুখী, অর্থাৎ কারখানাগুলো পরিমিত সক্ষমতায় চলতে পারছে না, ফলে ফিক্সড কস্ট আনুপাতিক হারে বেড়েছে এবং অন্যান্য ব্যয় বেড়ে গেছে।

বিজিএমইএর প্রস্তাবগুলোর মধ্যে রয়েছে– পোশাক শিল্পের সক্ষমতা বাড়ানোর লক্ষ্যে নগদ সহায়তার ওপর ১০ শতাংশ হারে আয়কর কর্তন অব্যাহতি, রফতানির বিপরীতে উৎসে কর ১.০০ থেকে হ্রাস করে ০.৬৫ শতাংশ করা ও তা ৫ বছরের জন্য নির্ধারণ করা, সোলার পিভি সিস্টেমের কাঁচামালে শুল্ক সুবিধা দেওয়া এবং ইটিপিসহ একাধিক কাঁচামালে শুল্ক সুবিধা দেওয়া ইত্যাদি।

বিজিএমইএ জানায়, বর্তমানে ঋণের সুদের হার ১২ শতাংশ-১৫ শতাংশে পৌঁছেছে। পাশাপাশি জ্বালানি মূল্য বৃদ্ধি ও জ্বালানি নিরাপত্তা সংকট রয়েছে। ২০১৭-২৩ সময়কালে গ্যাসের দাম ২৮৬ শতাংশ বৃদ্ধি, গত ৫ বছরে বিদ্যুতের দাম ৩৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২৪ সালে ন্যূনতম মজুরি ৫৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট ৫ শতাংশ থেকে বেড়ে ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে ৯ শতাংশ করা হয়েছে। ২০২৫ সালের ১৫ অক্টোবর চট্টগ্রাম বন্দরের ট্যারিফ ৪১ শতাংশ বৃদ্ধি করা হয়েছে, ২০২৩ সালের জুলাই থেকে ধাপে ধাপে রফতানি প্রণোদনা গড়ে প্রায় ৬০ শতাংশ হ্রাস করা হয়েছে।

উৎসে কর কমানো ও নগদ সহায়তায় কর অব্যাহতির দাবি : পোশাক শিল্প খাতের উদ্যোক্তারা বৈশ্বিক মন্দা ও ভূ-রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যে পোশাক শিল্পের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে উৎসে কর হ্রাস, নগদ সহায়তায় কর অব্যাহতি ও সোলার পিভি সিস্টেমের কাঁচামালে শুল্ক সুবিধা দাবি করেছেন। পোশাক শিল্পের সক্ষমতা বাড়ানোর লক্ষ্যে নগদ সহায়তার ওপর ১০ শতাংশ হারে আয়কর কর্তন অব্যাহতি, রফতানির বিপরীতে উৎসে কর ১ শতাংশ থেকে হ্রাস করে ০.৬৫ শতাংশ করা ও তা পাঁচ বছরের জন্য নির্ধারণ করা এবং সাব-কন্ট্রাক্ট প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক চুক্তির মূল্য পরিশোধের সময় ৫ শতাংশ উৎসে আয়কর কর্তন হতে অব্যাহতির প্রস্তাব করে বিজিএমইএ।

প্রণোদনার ওপর কর চায় না বিটিএমএ : এদিকে বৈঠকে রফতানি আয়ের ওপর ১ শতাংশের পরিবর্তে দশমিক ৫ শতাংশ উৎসে কর ধার্য ও রফতানি ভর্তুকির ওপর ১০ শতাংশ হারে অগ্রিম আয়কর বাতিল করার প্রস্তাব দিয়েছে বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস অ্যাসোসিয়েশন (বিটিএমএ)। সংগঠনের সভাপতি শওকত আজিজ রাসেল বলেছেন, প্রণোদনার ওপর কর আরোপ হলে সেটা কেমন যেন লাগে। আমি মনে করি, এটি প্রত্যাহার করা যেতে পারে। এটা খুব বড় টাকা না, বাট ইট কন্ট্রাডিক্টস উইথ দি আইডিয়া অব ইনসেন্টিভাইজিং সামবডি।

শওকত আজিজ রাসেল বলেন, রফতানি আয়ের ওপর ১ শতাংশ নেওয়া হচ্ছে। সেখানেও ট্যাক্স আছে। আফটার এক্সপোর্ট আমাদের বাড়তি ট্যাক্স যেটা দেওয়া হয়, সেটা কিন্তু পরের বছর ক্যারি ফরোয়ার্ড হচ্ছে না। তখন এনবিআর চেয়ারম্যান আবদুর রহমান বলেন, আমরা এবার করপোরেট রিটার্নও অনলাইন করেছি। অনলাইনে এগুলো সব অ্যালাউড।

বিটিএমএ সভাপতি বলেন, আমাদের একটা পণ্য শুরু হয় কটন থেকে, তারপর হয় গ্রে ফেব্রিক, তারপর হয় কালার ফেব্রিক, তারপর হয় আরএমজি। এই ধাপে ধাপে ৩ শতাংশ করে আমরা ১২ শতাংশ বা ১৪ শতাংশ সব মিলিয়ে এ রকম টিডিএস আসে। দেখবেন জিনিসটা কিন্তু একটাই, পণ্যটা একটাই। বারবার যখন করা হচ্ছে, এটা একটা বাড়তি লোড হয়ে যাচ্ছে। উই আর লুজিং কম্পিটিটিভনেস। তিনি আরও বলেন, ম্যান-মেড ফাইবারে অনেক নতুন ফাইবার এসেছে। বহির্বিশ্বে অলমোস্ট ৭০ শতাংশ আরএমজি ইজ প্রি-ডমিনেন্টেড বাই ম্যান-মেড ফাইবার। যেখানে আমাদের বর্তমানে একদমই নেই বললেই চলে। তো আমরা এই সেক্টরে অগ্রসর হতে চাই। আপনাদের সহযোগিতা চাই। সেখানে আপনার কর দেওয়া আছে বেশ কিছু নতুন ম্যাটেরিয়ালের ওপর, আমরা সেটা উল্লেখ করেছি। আপনারা যদি ডিআইটিটা বাদ দেন আর শুল্কমুক্ত তো আছেই আপনার বন্ডে আমরা আনতে পারি। তা হলে আমরা এই সেক্টরটাতেও আরেকটু অগ্রসর হতে পারব।

তিনি আরও বলেন, সোলার এখন আমাদের দরকার। আমরা খরচ কমাতে চাই, কম্পিটিটিভনেস বাড়াতে চাই। তো একটা সোলার এস্টাবলিশ করতে গেলে বা প্যানেল বসাতে গেলে চারটি এইচএস কোড চার রকম জায়গায় বন্ধ। এটিকে যদি আপনারা একটি এইচএস কোডের আন্ডারে নিয়ে আসতে পারেন, আমাদের জন্য একটু সুবিধা হয় কাজ করতে। এনবিআর চেয়ারম্যান বলেন, সোলারে আমার যতটুকু মনে পড়ে গতবার আমরা সব সুবিধা দিয়ে দিয়েছি। একটা আইটেম শুধু থাকতে পারে।

বিটিএমএ সভাপতি বলেন, আমরা যে ফেব্রিক ইমপোর্ট করি সেখানে আপনার সুতার দামে কাপড় অ্যাসেসমেন্ট করা হয়। এটা তো যৌক্তিক হয় না। ৪ ডলারে অ্যাসেসমেন্ট করা হচ্ছে ১ কেজি কাপড়। ১ কেজি কাপড় দিয়ে আপনার ২৫-৩০টি ছেলেদের অন্তর্বাস বা জাঙ্গিয়া হয়, লেহেঙ্গা হয়, ঘাগরা হয়। যা-ই হোক, ওই দিকে যাচ্ছি না। এগুলো সেনসিটিভ প্রোডাক্ট। কিন্তু আপনারই বন্ডের আন্ডারে যদি ৭ টাকা বা ৯ ডলারে আসে, তখন তো তার ট্যাক্স ইভেইড করার কিছু থাকে না, রিয়েল প্রাইসটা দিয়ে দিচ্ছে।

কর ব্যবস্থাকে আরও ব্যবহারবান্ধব করতে কাজ করছে সরকার : এনবিআর চেয়ারম্যান

অপরদিকে দেশের কর ব্যবস্থাকে আরও ব্যবহারবান্ধব করতে সরকার কাজ করছে বলে জানিয়েছেন জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) চেয়ারম্যান আবদুর রহমান খান। ২০২৬-২৭ অর্থবছরের বাজেট সামনে রেখে দ্য ইনস্টিটিউট অব কস্ট অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্ট্যান্টস অব বাংলাদেশ (আইসিএমএবি) আয়োজিত প্রাক-বাজেট আলোচনায় তিনি এ কথা বলেন।

ঢাকাস্থ আইসিএমএবির রুহুল কুদ্দুস অডিটোরিয়ামে আয়োজিত সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এনবিআর চেয়ারম্যান বলেন, আমরা সবসময় গঠনমূলক প্রস্তাবনা ও পরামর্শ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করি।

সমকাল
শিল্প ও বাণিজ্য ১২
বুধবার | ২৯ এপ্রিল ২০২৬ | ১৬ বৈশাখ ১৪৩৩

বন্ধ কারখানা সচল করতে বিশেষ তহবিল হচ্ছে

- বিএনপির নির্বাচনী ইশতেহারের আলোকে এক কোটি কর্মসংস্থান তৈরির অংশ হিসেবে এই উদ্যোগ
- কম সুদে ঋণের জন্য বিশেষ এই পুনঃঅর্থায়ন তহবিল গঠনের চিন্তা করছে বাংলাদেশ ব্যাংক
- এ বিষয়ে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বৈঠক করেছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক গঠিত ১৯ সদস্যের কমিটি
- তহবিলটি আইএমএফের ঋণ কর্মসূচির সঙ্গে যেন অসামঞ্জস্যপূর্ণ না হয় সেদিকে খেয়াল রাখা হবে

ওবায়দুল্লাহ রনি

বন্ধ কল-কারখানা সচল করে কর্মসংস্থান বাড়াতে কম সুদে ঋণের জন্য বিশেষ একটি পুনঃঅর্থায়ন তহবিল গঠনের চিন্তা করছে বাংলাদেশ ব্যাংক। সরকারের অর্থায়নে নাকি বাংলাদেশ ব্যাংকের অর্থায়নে এ তহবিল হবে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে একটি কমিটি কাজ করছে। বিএনপি সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়নের জন্য প্রথম ১৮ মাসে এক কোটি কর্মসংস্থান সৃষ্টির অংশ হিসেবে এ উদ্যোগ হাতে নেওয়া হয়েছে। তহবিল সহায়তা ছাড়াও আরও কী ধরনের সহায়তা দেওয়া যায়, সে বিষয়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংক গঠিত ১৯ সদস্যের কমিটি একটি প্রতিবেদন দেবে। তবে এই কার্যক্রম যেন আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) ঋণ কর্মসূচির সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ না হয় তা বিবেচনায় নেওয়া হবে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর ড. মো. কবির আহাম্মদের নেতৃত্বে গত রোববার গঠিত কমিটিকে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন দিতে বলা হয়েছে। এই কমিটিতে চারজন নির্বাহী পরিচালক, ৬ জন পরিচালক, ৫ জন অতিরিক্ত পরিচালক এবং একজন করে যুগ্ম-পরিচালক, উপ-পরিচালক ও সহকারী পরিচালক রয়েছেন। গতকাল এই কমিটির পক্ষ থেকে বিভিন্ন ব্যবসায়ী সংগঠনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৈঠকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের এ উদ্যোগকে ইতিবাচক হিসেবে তুলে ধরেন ব্যবসায়ীরা। গভর্নর মোস্তাকুর রহমানও তাঁর যোগদানের পর থেকে বিভিন্ন বৈঠকে বন্ধ কারখানা সচল করার কথা বলে আসছেন। গত শনিবার অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের পর তিনি বলেন, বন্ধ হওয়া কারখানাগুলো আবার চালু করতে শিগগিরই প্রণোদনা প্যাকেজ দেওয়া হবে। তবে বিস্তারিত কিছু তিনি জানাননি।

সংশ্লিষ্টরা জানান, বিশেষ করে জুলাই আন্দোলনকে কেন্দ্র করে যেসব ভালো শিল্প কারখানা বন্ধ হয়েছে তা সচল করার উদ্যোগ নেওয়া হবে। এক্ষেত্রে জাল-জালিয়াতি, অর্থ পাচারসহ বড় অপরাধে জড়িত না এরকম কারখানাকে সুযোগ দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। কারখানা সচল করতে কম সুদে তহবিল সহায়তা ছাড়াও অন্য কী ধরনের সুবিধা দেওয়া যায়, তা নিয়ে বিভিন্ন পর্যায় থেকে পরামর্শ নিচ্ছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক গঠিত কমিটি। মোটাদাগে তিনটি পরামর্শ পাওয়া গেছে। এগুলো হচ্ছে–ঋণ নিয়মিত করে কারখানা সচলের জন্য ডাউনপেমেন্টের শর্ত শিথিল করা, কারখানা চালুর সঙ্গে সঙ্গে তহবিল সহায়তা, আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রমের জন্য ব্যাংকিং সুবিধা প্রদান, প্রয়োজনে কম মার্জিনে এলসি খোলার সুযোগ দেওয়া। কারখানা বন্ধ হওয়ার আগে গ্রাহকের আচরণের ভিত্তিতে ব্যাংকগুলো এ সুবিধা দিতে পারবে। এসব পরামর্শ এলেও এখনও চূড়ান্ত হয়নি। সুবিধা দেওয়ার ক্ষেত্রে অবশ্যই সম্ভাব্যতা যাচাই করতে হবে। বাংলাদেশ ব্যাংক এরই মধ্যে বিভিন্ন ব্যাংকের অর্থায়নে গড়ে ওঠা বন্ধ কারখানার তালিকা সংগ্রহ শুরু করেছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখপাত্র ও নির্বাহী পরিচালক আরিফ হোসেন খান সমকালকে বলেন, বন্ধ কারখানার তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। এসব কারখানা পুনরায় চালুর জন্য কী করা যায় সে বিষয়ে সরকারের কাছে একটি প্রতিবেদন দেওয়া হবে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তারা জানান, পুনঃঅর্থায়ন তহবিল সুবিধা দেওয়ার ক্ষেত্রে নিরুৎসাহিত করে আসছে আইএমএফ। সংস্থাটির চলমান ঋণ কর্মসূচির অন্যতম একটি শর্ত নতুন করে পুনঃঅর্থায়ন তহবিল গঠন করা যাবে না। বরং বিদ্যমান তহবিল ধীরে ধীরে কমিয়ে আনতে হবে। যে কারণে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ থেকে গড়ে তোলা রপ্তানি উন্নয়ন তহবিলের (ইডিএফ) আকার ৭ বিলিয়ন ডলার থেকে কমিয়ে ২ দশমিক ২০ বিলিয়ন ডলারে নামানো হয়েছে। সিএমএসএমই খাতে বিশেষ তহবিল সহায়তার জন্য ২৫ হাজার কোটি টাকার তহবিলের আকার কমিয়ে ১৮ হাজার কোটি টাকায় নামানো হয়েছে। ২০২২ সালে গঠিত এ তহবিল থেকে মাত্র ২ শতাংশ সুদে অর্থ নিয়ে ব্যাংকগুলো গ্রাহক পর্যায়ে সর্বোচ্চ ৭ শতাংশ সুদে ঋণ দিতে পারে। বর্তমানে বাজার থেকে ঋণ নিতে যেখানে ১৪-১৬ শতাংশ সুদ গুনতে হয়। এছাড়া করোনা অতিমারির প্রভাব শুরুর পর ২০২০ সালে চালু হওয়া শিল্প ও সেবা খাতের ৩৩ হাজার কোটি টাকা এবং সিএমএসএমই খাতের ২০ হাজার কোটি টাকার তহবিলের মেয়াদ না বাড়িয়ে গুটিয়ে ফেলা হয়। এরকম বাস্তবতায় কোন উপায়ে নতুন তহবিল সুবিধা দেওয়া যায় সে বিষয়ে ভাবা হচ্ছে।

সংশ্লিষ্টরা জানান, আইএমএফ জানিয়েছে, বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে অর্থায়ন সুবিধার মানে বাজারে নতুন তারল্য সৃষ্টি। এ ধরনের কার্যক্রম মূল্যস্ফীতিকে উস্কে দেয়। তাদের ভাষায় এ ধরনের কার্যক্রম 'কোয়াজি ফিসক্যাল অ্যাক্টিভিটিস' বা আধা রাজস্ব কার্যক্রম হিসেবে বিবেচিত। বাংলাদেশ এখন এমনিতেই উচ্চ মূল্যস্ফীতির চাপে রয়েছে। এর মধ্যে নতুন তহবিল চালু করলে সম্ভাব্য ঝুঁকি আরও বাড়তে পারে। বিষয়টি সরকারকে জানানো হবে। আবার আইএমএফের শর্ত পরিপালন নিয়ে সরকারের সঙ্গে সংস্থাটির টানাপোড়েন চলছে। আগামী জুনের মধ্যে দুই কিস্তিতে ১৩০ কোটি ডলার ছাড় হওয়ার কথা থাকলেও তা নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। এরকম অবস্থায় নতুন পুনঃঅর্থায়ন তহবিল গঠন না করে বিকল্প কিছু করা যায় কিনা সেটিও পরামর্শ দেওয়া হবে।

কালের কণ্ঠ
ঢাকা । শনিবার । ২৭ এপ্রিল ২০১৯

শোভন কাজ

ধানের মণ ৮০০, শ্রমিকের মজুরি ১১০০

কিশোরগঞ্জ

- এবার ভালো ধান হলেও কৃষকের মুখে হাসি নেই
- একরে খরচ হয়েছে ৩৫ হাজার টাকা

শফিক আদনান, কিশোরগঞ্জ ▷

হাওরজুড়ে সোনালি ধানের ঘ্রাণ। প্রখর রোদেও ব্যস্ততা চারপাশে। কাস্তে হাতে সারি বেঁধে ধান কাটছে শ্রমিক। আর কাজের ফাঁকেই ভেসে আসছে সুর। গান গেয়ে গেয়ে ধান কাটছে তারা। কঠোর পরিশ্রমও যেন হালকা হয়ে উঠছে গানের সুরে। গত বৃহস্পতিবার এমনই চিত্র চোখে পড়ে কিশোরগঞ্জের হাওরে। তবে শ্রমিকের গানের সুরে মন ভরছে না কৃষকের। তাঁদের কপালে দুশ্চিন্তার ভাঁজ। হিসাব মিলছে না কিছুতেই। ধানের দাম যে অনেক কম।

জেলার করিমগঞ্জের জয়কা গ্রামের কৃষক ওসমান গনি (৬০) বসে ছিলেন ক্ষেতের আলে। বড় হাওরে তাঁর এক একর জমির ধান কাটা হচ্ছে। গরমে ঘামছেন। মাঝেমধ্যে হাঁকডাক করে নির্দেশনা দিচ্ছে শ্রমিকদের। এবার ভালো ধান হলেও মুখে হাসি নেই। মেজাজ বিগড়ে আছে তাঁর।

'ধান ভালা অইলে কী অইবো। আমরার ধানের দাম নাই। এক মণ ধান বেচলেও একজন শ্রমিকের মজুরি অয় না। এখন হাজার ট্যাকা দিয়াও শ্রমিক পাই না। ১১০০ ট্যাকায় আজ লোক আনছি। আর বাজারে ধানের দাম ৭০০ থেকে ৮০০ টাকা। এক মণ ধান ফলাইতে মাঠেই খরচ হইছে এগারো শ থেকে বারো শ ট্যাকা। ধানের দাম এমন থাকলে ক্যামনে কী অইবো।'

নিকলী উপজেলার মজলিসপুর হাওরের কৃষক আব্দুল মতিন বলেন, 'জমিজমা (পত্তন) নিয়ে এক একর জমি চাষ থেকে শুরু করে কাটা পর্যন্ত তার খরচ হয়েছে ৩৫ হাজার টাকা। এই জমিতে ৫০ থেকে ৬০ মণের বেশি ধান হবে না। এখন এগুলো ৪০ হাজার টাকার বেশি বেচা যাবে না। সারা বছর খেটে মাত্র ১৩ হাজার টাকা দিয়ে আমি কী করব। পরিবার-পরিজন নিয়ে চলব কিভাবে? এটাকে কী লাভ বলা যায়?'

কিশোরগঞ্জের হাওরে চলছে ধান কাটার ব্যস্ততা। ছবি : কালের কণ্ঠ

করিমগঞ্জের চংনোয়াগাঁও হাওরের কৃষক মো. আলাউদ্দিন বলেন, 'আগামী বছর আর ধান চাষ করব না। জমি পতিত থাকলে থাকুক। কৃষিকাজ করে ফকির হয়ে যাচ্ছি, আর কুলিয়ে উঠতে পারছি না। কৃষকের ধান সস্তায় কিনে মিল আর চাতাল মালিকরা তো ঠিকই বেশি দামে চাল বেচে। এখনো ২৫ কেজি চালের বস্তা কিনতে হচ্ছে দেড় হাজার টাকা। অথচ আমাদের ধানের দাম ৮০০ টাকা। এটা অন্যায়, সরকারের উচিত কৃষকের কথা ভেবে একটা বিহিত করা।'

হাওরে ঘুরে ঘুরে ধান কিনছেন জয়কা গ্রামের ধান ব্যবসায়ী (পাইকার) পারভেজ মিয়া। তিনিও বললেন, 'এবার ধান টানছে না বড় ব্যবসায়ীরা। তাঁদের কাছে আমরা ১০-২০ টাকা লাভে ধান বিক্রি করি। যারা ধানের মূল ক্রেতা তারাই দাম দিচ্ছে না। এখানে আমাদের কিছু করার নেই।' ৮০০ টাকা মণ দরে এখন ধান কিনছেন তিনি।

জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর জানিয়েছে, এ বছর জেলায় এক লাখ ৬৮ হাজার ২৬২ হেক্টর জমিতে বোরো চাষ হয়েছে। এর মধ্যে হাওরাঞ্চলেই চাষ হয়েছে এক লাখ চার হাজার ৫৩৫ হেক্টর। উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ১২ লাখ ৯৫ হাজার ২৯ মেট্রিক টন ধান। সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে এ ধান থেকে চাল পাওয়া যাবে সাত লাখ ৯৬ হাজার ৬৮৬ মেট্রিক টন।

কিশারগঞ্জ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক ড. মো. সাদিকুর রহমান বলেন, 'এ বছরও বোরো ধানের ফলন ভালো হয়েছে। তবে কৃষকদের অভিযোগ, বাজারে ধানের দাম কম। আমরা ধানের প্রকৃত উৎপাদন খরচ উচ্চ মহলে পাঠাব। আমরা চাই কৃষক যেন কোনোভাবে ধানের ন্যায্যমূল্য থেকে বঞ্চিত না হয়।'

ভূমধ্যসাগরে মরণযাত্রার লাগাম টানতেই হবে

মো. তৌহিদ হোসেন

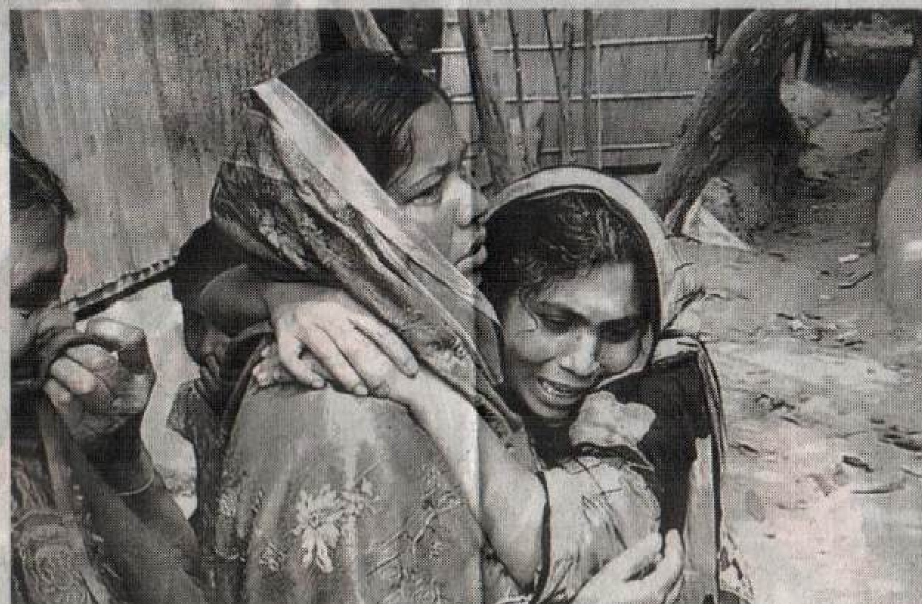

ভূমধ্যসাগরে বাংলাদেশি তরুণদের মৃত্যুর মিছিল ও স্বজনদের আহাজারি থামছে না। ফাইল ছবি

মেজর জেনারেল হাবিব উল্লাহ লিবিয়ায় বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত। তিনি রাজশাহী ক্যাডেট কলেজের প্রাক্তন ছাত্র। প্রাক্তন ছাত্রদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে তিনি প্রায়ই নানান অভিজ্ঞতা শেয়ার করেন। গত ৩১ মার্চ লিবিয়া থেকে যে অবৈধ অভিবাসীদের ফেরত আনা হয়েছে, তার বিবরণ উঠে এসেছে তাঁর লেখার এক অংশে। টেলিফোনে তাঁর সঙ্গে কথা বলে নিশ্চিত হয়েছি, লেখাটিতে সামান্যতম অতিকথন নেই। লেখাটির একটি অংশ এখানে উদ্ধৃত করছি:

আসলে, কার কোথায় কষ্ট, কতটা তীব্র, সেই না জানে! রাষ্ট্রদূত বা অন্য কেউ বুঝবেন কেমন করে? জানা গেল, একজন ধাপে ধাপে বিরাশি লাখ টাকা দিয়েছেন দালাল-মাফিয়াদের। একজন পাওয়া গেল তিয়াত্তর লাখ টাকা দেওয়া শেষ। একজন শোনালেন, বাড়িতে গিয়ে হারিয়ে যেতে হবে, ভিটা-মাটি বিক্রি শেষ। চোখের পানি গোপন রাখতে পারলেও আরেকজনের ভারী গলাটা স্তিমিত হয়ে আসে, 'স্যার, বিশ দিন পরে ভাত খাইছি এক দিন; পাঁচজনে মিল্যা এক বাটি। তরকারি ছাড়া। ওই ভাই খাইছে পঁচিশ দিন পরে, এক মুঠ।'

—স্যার, টিল মাইরা খবজা দেয় একটা, কুত্তারে খাবার দেওনের মতো। আবার মারেও।

—স্যার, একটা খেজুর দিয়া ইফতার করছি রোজার মাসে, রাইতে আর খাওয়া নাই।

—দুনিয়ার নরকের নাম লিবিয়া।

—ইতালি পাট্টির গরমে থাকা যায় না। এই জন্য বুড়া বয়সে একটা ভুল কইরা ফালাইছি 'গেম দিতে' যাইয়া। ১৪ বছর ধইরা আছি লিবিয়া, কী মনে হইলো, গেলাম গিয়া।

—এর আগে নাম লেখার সময় জিগাইছিলাম, শবে বরাতের আগে কি দ্যাশে যাইতে পারুম, স্যার? এক স্যারে কইল, শবে বরাত বইল্যা কিছু নাই। এইডা কি ঠিক হইল, আপনিই কন!

—আর কোনো কষ্ট নাই মনে। দ্যাশে যাইতে পারতাছি, আইজ ঈদের মতন লাগতাছে।

সব প্রশ্নের উত্তর থাকে না। কিছু উত্তর প্রশ্নের ভেতরেই থাকে, উত্তর না দিলেও চলে। কিছু প্রশ্নের মুখে 'নীরবতা' অনেক বেশি তীব্র ও জোরালো আওয়াজ তোলে। কতজন বিশ লাখের ওপরে টাকা দিয়েছে দালালকে?'—এ প্রশ্নে ১১৩ জনের মধ্যে অর্ধশতাধিক লোক হাত তুলেছে। দক্ষিণাঞ্চলের একটি জেলার কথা বলে জানতে চাওয়া হলো, 'কতজন আছেন'। প্রশ্ন শেষ হওয়ার আগেই একজন সলজ্জ হাসিতে বলেন, 'স্যার, হাত তুলতে বইলেন না'। তৎক্ষণে জমায়েতের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ 'মাদারীপুরবাসী' হিসেবে জানান দিলেন নিজেদের উপস্থিতি।

২.

পরদিন ওই ১১৩ জন অভিবাসী ঢাকায় পৌঁছান। তাঁদের বিমানভাড়া থেকে শুরু করে নিজ নিজ গ্রামে ফেরার পুরো খরচই দিয়েছে আন্তর্জাতিক সংস্থা 'আইওএম'। ইউরোপ যাওয়ার সোনালি স্বপ্ন আর লিবিয়ার বিভীষিকা পেছনে ফেলে একেবারে শূন্য হাতে পরিবারের কাছে ফিরে যান এই মানুষগুলো।

এদিকে ৪ এপ্রিল লিবিয়ার তাজোরা থেকে প্রায় ১০৫ জন যাত্রী নিয়ে ইতালির লেম্পেদুসা দ্বীপের উদ্দেশে রওনা দেওয়া একটি কাঠের নৌকা সাগরে ডুবে যায়। পরে সেখান থেকে ৩২ জনকে জীবিত এবং ২ জনের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। বাকি ৭১ জন নিখোঁজ; তাঁদের বেঁচে থাকার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। উদ্ধার হওয়া এবং নিখোঁজ হওয়া এই যাত্রীদের মধ্যে বাংলাদেশিরাও আছেন।

এর আগে গত ২১ মার্চ লিবিয়া থেকে ৪৮ জন যাত্রী নিয়ে গ্রিসের দিকে আরেকটি নৌকা রওনা দিয়েছিল। ছয় দিন সাগরে ভেসে থাকার পর সেখান থেকে ২৬ জনকে জীবিত উদ্ধার করা হয়, যাঁদের মধ্যে ২১ জনই বাংলাদেশি। ওই ঘটনায় মৃত বা নিখোঁজ ২২ জনের মধ্যে ২০ জন বাংলাদেশি বলে জানা গেছে। সম্প্রতি ইতালির পথে নজরদারি ও কড়াকড়ি বাড়ায় মানব পাচারকারীরা এখন গ্রিস রুট ব্যবহার করছে। পরিসংখ্যান বলছে, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিয়ে অবৈধভাবে ইউরোপে ঢোকার চেষ্টাকারীদের মধ্যে বাংলাদেশিদের সংখ্যাই সাধারণত সবচেয়ে বেশি থাকে।

নিঃসন্দেহে এই মানুষগুলো মানব পাচার চক্রের শিকার এবং তাঁরা চরম দুর্ভাগা। তাই স্বাভাবিকভাবেই তাঁরা সরকার ও সমাজের সহানুভূতি পাওয়ার দাবি রাখেন। তাঁদের পুনর্বাসন নিয়ে অনেক এনজিও এবং গবেষণাপ্রতিষ্ঠান কাজ করছে, বিস্তর আলোচনাও হচ্ছে। কর্মজীবনে এবং অবসরে আমি এমন অনেক অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে বক্তব্য দিয়েছি। তবে আমার কথাগুলো প্রায় সময়ই অনুষ্ঠানের মূল আলোচনার স্রোতের কিছুটা বিপরীতে ছিল। সেই ধারাবাহিকতায় আজ আমি এমন কিছু কথা বলব, যা শুনতে বেশ নিষ্ঠুর লাগতে পারে এবং আমাকে কেউ কেউ হৃদয়হীন ভাবতে পারেন।

বাংলাদেশ থেকে মানব পাচারের ঘটনা অনেক পুরোনো। দিন যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাচারকারীরা যেমন নিত্যনতুন কৌশল বের করেছে, তেমনি পাচারের খরচ আর পাচারকারীদের মুনাফার অঙ্ক আকাশ ছুঁয়েছে। সমুদ্রপথে ইতালি যাওয়ার মূল রুটটি ছিল—প্রথমে বিমানে কেনিয়া, এরপর স্থলপথে লিবিয়া হয়ে সেখান থেকে নৌকায় ওঠা। এই দীর্ঘ যাত্রাপথে পাচার হওয়া মানুষগুলো পণ্যের মতো কয়েক দফায় হাতবদল হন, আর এর সঙ্গে বাড়তে থাকে তাঁদের চরম দুর্ভোগ। এমনকি লিবিয়ায় নৌকায় তুলে দেওয়ার আগে তাঁদের বন্দিশালায় আটকে রেখে নির্মম নির্যাতন চালানো হয়। এরপর আরও টাকা আদায়ের জন্য দেশে স্বজনদের কাছে পাঠানো হয় সেই নির্যাতনের ভিডিও।

৩.

লিবিয়ায় জিম্মি এসব মানুষের ওপর যারা নির্যাতন চালায়, তাদের মধ্যে অনেক বাঙালিও জড়িত। বাংলাদেশ থেকে যারা মানব পাচার করে এবং মোটা অঙ্কের টাকা হাতিয়ে নেয়, তারাও এ দেশেরই মানুষ। নির্যাতনের ভিডিও দেখিয়ে দেশে পরিবারের কাছ থেকে যারা মুক্তিপণ আদায় করে, তারা এই সমাজেই নির্বিঘ্নে বাস করছে। ভয়ংকর এই অপরাধী চক্রকে থামাতে হলে এসব অপরাধীকে ধরে জেলে ভরতেই হবে। আর তাদের ধরার একমাত্র মাধ্যম হলো পাচারের শিকার হওয়া এই ভিকটিমরাই।

একজন ভিকটিম যখন সাফারি বা পর্যটনের ভুয়া কথা বলে কেনিয়া যাওয়ার জন্য বিমানে ওঠেন, তখন থেকেই তিনি আইন ভঙ্গ করতে শুরু করেন। এরপর যাত্রাপথের প্রতিটি পদক্ষেপেই তাঁরা বেআইনি পথে হাঁটেন এবং একপর্যায়ে অপরাধীদেরই সহযোগিতা করে বসেন। এই মূল অপরাধীদের ধরতে হলে ভিকটিমদের সহায়তা জরুরি। আর আমার মতে, সেই সহায়তা বা তথ্য পাওয়ার অন্যতম উপায় হলো তাঁদের আটক করে নিবিড় জিজ্ঞাসাবাদ করা। তাঁদের অবশ্যই জানাতে হবে, বিদেশে যাওয়ার জন্য তাঁরা কাকে টাকা দিয়েছিলেন। লিবিয়ায় জিম্মি হওয়ার পর তাঁদের পরিবার দেশ থেকে কার হাতে মুক্তিপণ তুলে দিয়েছিল—সেটিও তাঁদের মুখ থেকে বের করে আনতে হবে।

কথাগুলো শুনতে অত্যন্ত কঠোর মনে হলেও এই জঘন্য অপরাধের শিকড় উপড়াতে হলে এর কোনো বিকল্প নেই। তবে কাজটা মোটেও সহজ নয়। কারণ, এমন পরিস্থিতিতে পাচারকারী চক্রের মূল হোতারা ভিকটিম ও তাঁদের পরিবারকে হুমকি দেবে। সে ক্ষেত্রে সরকারকে অবশ্যই তাঁদের যথাযথ নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে। এই দুষ্টচক্র ভাঙার জন্য কঠোর সংকল্প না থাকলে দায়সারা কোনো উদ্যোগে কাজের কাজ কিছুই হবে না।

একটি কথা মনে রাখা জরুরি—অবৈধ বা অনিয়মিত অভিবাসনের কারণে বাংলাদেশ এখন বৈধ পথে জনশক্তি রপ্তানিতে পিছিয়ে পড়ছে। সারা বিশ্বে বৈধ অভিবাসনের যে বিপুল সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে, এর পুরোপুরি সুযোগ নিতে চাইলে বাংলাদেশকে অবশ্যই অবৈধভাবে বিদেশ যাওয়ার এই মরণযাত্রার লাগাম এখনই টেনে ধরতে হবে।

● মো. তৌহিদ হোসেন সাবেক অন্তর্বর্তী সরকারের পররাষ্ট্রবিষয়ক উপদেষ্টা

* মতামত লেখকের নিজস্ব

প্রথম আলো
সোমবার, ২৮ এপ্রিল ২০২৫

শোভন কাজ

প্রথম আলো
সোমবার, ২৭ এপ্রিল ২০২৬,

‘কিছু ধার করা ছাড়া উপায় নাই’

মানুষের কথা

ফুটপাতে জুতা সেলাইয়ের কাজ করা রামকুমার ও ভ্যানচালক লিটন মিয়াকে সংসারের খরচ চালাতে প্রতি মাসেই ধার করতে হয়।

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

ফার্মগেটের আনন্দ সিনেমা হলের সামনের ফুটপাতে জুতা সেলাইয়ের কাজ করেন রামকুমার বাবু। প্রতিদিন লালবাগ থেকে কিছু পথ হেঁটে, বাকিটা বাসে করে ফার্মগেটে আসেন তিনি। গতকাল রোববার সন্ধ্যায় তাঁর সঙ্গে যখন কথা হয়, তখন তিনি ভেজা ফুটপাতে নিজের বসার জায়গা পরিষ্কার করছিলেন।

রামকুমারের ভাষায়, প্রচণ্ড গরম হলেও তাঁর ব্যবসায় কোনো সমস্যা হয় না; কিন্তু বৃষ্টি হলেই বিপদ! তখন আর ফুটপাতে বসা যায় না। কাস্টমারও (জুতা সেলাই বা পরিষ্কার করতে আসা ক্রেতা) আসেন না।

গতকাল বিকেলে প্রায় দুই ঘণ্টার প্রবল বৃষ্টি রাজধানীর জনজীবনে স্বস্তি নিয়ে এলেও রামকুমারের ভাবনায় ছিল অন্য কিছু। কখন বৃষ্টি থামবে, সেই আশায় ছিলেন তিনি।

জুতা সেলাইয়ের কাজ করে যে আয় হয়, তা দিয়ে এই বাজারে সংসারের খরচ চালানো দিন দিন কঠিন হয়ে যাচ্ছে বলে জানান রামকুমার। তিনি *প্রথম আলোকে* বললেন, ‘অহন যেই অবস্থা, মাস শ্যাষ অইলে ভাড়া দেওন যায় না। ধার করন লাগে। এর মইদ্দে জিনিসপত্রের যা দাম, হাত দেওন যায় না।’

কথায় কথায় রামকুমার আরও বলেন, লালবাগে দুই কক্ষের যে বাসায় পরিবার নিয়ে থাকেন, তার ভাড়া মাসে ছয় হাজার টাকা। এখন তাঁর পরিবারে আছেন চারজন—স্ত্রী, মেয়ে ও নাতনি; আরেক মেয়েকে বিয়ে দিয়েছেন।

৪৫ পেরোনো রামকুমারের মাসে আয় ১২ থেকে ১৫ হাজার টাকা। পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি তিনি। গতকাল বিকেলে বৃষ্টি শুরুর আগপর্যন্ত মাত্র ২৫০ টাকা আয় হয়েছে বলে জানান তিনি। সাধারণত দিনে ৪০০ থেকে ৫০০ টাকা আয় হয় তাঁর।

রামকুমার বলেন, এখন নিত্যপণ্যের যা দাম; আর তাঁর যা আয়, তা দিয়ে হিসাব করে চলাও কঠিন। প্রতি মাসেই ধারদেনা করতে হয়। ধারদেনা থেকে কিছুতেই বের হতে পারছেন না তিনি।

ঢাকার কারওয়ান বাজারে দোকানে মালামাল আনা-নেওয়ার কাজ করেন লিটন মিয়া। প্রথম আলো

জুতা সেলাইয়ের কাজ করেন রামকুমার বাবু। ফার্মগেটের আনন্দ সিনেমা হলের সামনে।
ছবি : প্রথম আলো

ধার করে চলতে হয়

ধারদেনা করে চলতে হয় ভ্যানচালক মো. লিটন মিয়াকেও। তিনি কাজ করেন মূলত কারওয়ান বাজারে। বিভিন্ন দোকানে মালামাল আনা-নেওয়ার কাজ করেন লিটন মিয়া। তিনি থাকেন মগবাজারের একটি মেসে। মাসে ভাড়া দিতে হয় চার হাজার টাকা। এর বাইরে আরও যুক্ত হয় রাতের খাবারের খরচ।

ভ্যান (ব্যাটারিচালিত) চালিয়ে যা আয় হয়, তা থেকে পরিবারের জন্যও কিছু টাকা পাঠাতে হয় লিটন মিয়াকে। তাঁর আয় দিনে গড়ে ৮০০ থেকে ১০০০ টাকা। এর মধ্যে ভ্যানভাড়া বাবদ মালিককে দিতে হয় ৪০০ টাকা। দুপুরের খাবারসহ অন্যান্য খরচ মিলিয়ে দিন শেষে তাঁর কাছে ৪০০ টাকার বেশি থাকে না।

পঞ্চাশোর্ধ্ব লিটন মিয়ার বাড়ি গাজীপুরের শ্রীপুর উপজেলার দৌলতপুর গ্রামে। পরিবারে সদস্য পাঁচজন। তিন সন্তানের মধ্যে দুই মেয়েকে বিয়ে দিয়েছেন। ছোট ছেলে একটি দোকানে সহকারীর কাজ করেন। ছেলে যে টাকা বেতন হিসেবে পান, তা খুবই সামান্য বলে জানান তিনি।

গতকাল বিকেল সাড়ে পাঁচটার দিকে কারওয়ান বাজারে কথা হয় লিটন মিয়ার সঙ্গে। তিনি *প্রথম আলোকে* বলেন, ‘সকাল ১০টার (রোববার) দিকে বাইর অইছি, ৪০০ টাকা ভাড়া পাইছি। এর মইদ্দে খাওন খরচ গেল। গাড়ির জমা দিতে অইব ৪০০ টাকা। আইজ আর ভাড়া না পাইলে কেমনে জমা দিমু জানি না।’

আগের মতো আর ভাড়া পাচ্ছেন না জানিয়ে লিটন মিয়া বলেন, ‘কেমনে যে চলি, হেইডা আমরাই জানি। কেউ খবর লয় না।’

পুরোনো লুঙ্গির ওপরে মলিন শার্ট আর কোমরে আধভেজা গামছা বাঁধা লিটন মিয়া শেষ কবে নতুন জামাকাপড় কিনেছেন, তা বলতে পারলেন না। শুধু বললেন, ‘নতুন কিছু কেমনে কিনমু? খাওনদাওন আর বাসাভাড়া দিয়াই তো সব ট্যাকা শ্যাষ হয়।’

প্রতি মাসেই এর-ওর কাছ থেকে কিছু টাকা ধার করতে হয় জানিয়ে লিটন মিয়া বলেন, ‘মাস শ্যাষে ট্যাকা না দিলে ত আর বাড়িত থাকন যাইব না। কিছু ধার ছাড়া উপায় নাই।’

দেশ রূপান্তর

বৃহস্পতিবার, ৩০ এপ্রিল ২০২৬

শ্রমিকবান্ধব ব্যবস্থা বাস্তবায়ন

মযহারুল ইসলাম বাবলা

মহান মে দিবসকে কেন্দ্র করে নানা আড়ম্বর আনুষ্ঠানিকতা আমরা দেখি। অনুষ্ঠানগুলোতে প্রকৃত অর্থে, শ্রমিকদের অংশগ্রহণ নগণ্য। বেশিরভাগই শ্রমিক স্বার্থবিরোধী শাসকশ্রেণির লেজুড় শ্রমিক সংগঠন, রাজনীতিক ও দলীয় কর্মী, বুদ্ধিজীবী, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সরব উপস্থিতি থাকে। শ্রমিক সমাবেশ-র‍্যালি ইত্যাদি নানামুখী কর্মযজ্ঞে শ্রমিকের স্বার্থে মুখে ফেনা তোলে শ্রমিক স্বার্থবিরোধী রাজনীতিক এবং তাদের তাঁবেদার ব্যক্তিরা। আমাদের শাসক শ্রেণির সব পর্যায়ের নেতাদের মুখে শ্রমিক স্বার্থের খই ফোটে। শ্রমিক অন্তঃপ্রাণ আমাদের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সব স্তরের নেতৃবৃন্দের শ্রমিকদের প্রতি অধিক মমত্ববোধ আগামীকাল উপচে পড়বে। তখন বাক্যবানে শ্রমিকদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা খুঁজে পাওয়া যাবে না। বছরের এই একটি দিনে সবাই শ্রমিক অন্তঃপ্রাণ হয়ে ওঠে। অথচ দিনটি গত হওয়ার পর বছরের তিনশ চৌষট্টি দিনের একটি দিনও, শ্রমিকদের নিয়ে ভাবনার অবকাশ কারও থাকে না। স্বাধীনতার ৫৫ বছর ধরে মে দিবসে অভিন্ন কীর্তিকলাপ আমরা প্রত্যক্ষ করে আসছি। পুঁজিতান্ত্রিক সমাজ ও রাষ্ট্রে শ্রমিক শ্রেণির প্রকৃত স্বার্থরক্ষার উপায় নেই। বিদ্যমান ব্যবস্থাটি হচ্ছে, শ্রম শোষণের এবং শ্রমিক নিগ্রহের উর্বর ক্ষেত্র। সে ক্ষেত্রে শ্রমিকশ্রেণির স্বার্থরক্ষা ও সুরক্ষার উপায় নেই। শ্রমিক মাত্রই শ্রমবাজারে শ্রম বিনিয়োগ করবে এবং বিনিময়ে পাবে মজুরি। প্রাপ্ত মজুরিতে শ্রমিকের চাহিদা পূরণ হবে কি-হবে না, সে বিবেচনা করা হয় না। অথচ শ্রমিকের শ্রমে একচেটিয়া মুনাফা লুটে নেওয়ার বৈধতা পেয়েছে শ্রম-শোষক চক্র। হরেক প্রকার মুনাফানির্ভর পণ্যের মতো, আমাদের দেশে শ্রমিকও মুনাফানির্ভর পণ্যে পরিণত। শ্রম বেচে শ্রমিক কেবল মজুরি পাবে, এর বেশি নয়। শ্রমিকের শ্রমে মুনাফাবাজ চক্র হাতিয়ে নিচ্ছে লাগামহীন মুনাফা।

একজন শ্রমিকের তুলনায় শিল্প মালিক অধিক পরিশ্রম করে বটে। সেটা কায়িক-মানসিক উভয় ক্ষেত্রে হতে পারে। কিন্তু শিল্প মালিক শ্রমজীবী নয়। তার শ্রমের সঙ্গে মজুরির সম্পর্ক নেই। রয়েছে মুনাফার সম্পর্ক। মজুরি সীমিত কিন্তু মুনাফা অঢেল এবং লাগামহীন। বণিক পুঁজির লুণ্ঠনকারী। সেই পুঁজির ফাঁদে আটকে যাচ্ছে শ্রমিক। পুঁজি বিনিয়োগে শিল্প-কারখানা গড়লেও, শ্রমিক ব্যতিরেকে পণ্য উৎপাদন সম্ভব নয়। উৎপাদন ব্যবস্থায় শ্রমিক অপরিহার্য এবং সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। শ্রমিককে কেবল মজুরি গ্রহণে সন্তুষ্ট থাকতে হয়, মুনাফা অংশীদারত্ব শ্রমিকের নেই। সেই মুনাফা ভোগ করে পুঁজির লগ্নিকারকরা। মধ্যযুগীয় দাসপ্রথা এবং শ্রম-শোষণের সামন্তযুগের অবসানের পর শ্রমিকের ইচ্ছার স্বাধীনতা এসেছে। সে কোথায় শ্রম বেচবে– এই অধিকার সে পেয়েছে। ইচ্ছানুযায়ী কর্মক্ষেত্র বেছে নিতে পারছে। যেটা পূর্বে ভাবা পর্যন্ত যেত না। দাসযুগ-সামন্তযুগ থেকে বুর্জোয়া উত্তরণে শ্রমিকের কিছু স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে সত্য, কিন্তু বিদ্যমান বুর্জোয়া ব্যবস্থায় উৎপাদন সংশ্লিষ্ট শ্রমিকের উৎপাদনের বিনিময়ে অর্জিত মুনাফার অংশীদারত্ব পাওয়ার উপায় নেই। একমাত্র সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায়, শ্রমিক কেবল শ্রম বেচে না। উৎপাদিত পণ্যের অংশীদারত্ব পেয়ে থাকে। আমরা যে চা-পান করি, সে চায়ের মূল উৎপাদনকারী দেশ চীন। এখন চীনের সেই চা-বিশ্বব্যাপী বিস্তৃতি লাভ করেছে। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনামলে ভারতবর্ষের বেশ কিছু অঞ্চলে চায়ের আবাদ শুরু হয়। সে সব চা-বাগানের সিংহভাগ মালিকানা ছিল ইংরেজদের। চা-বাগানের শ্রমিকের ন্যায় অমানুষিক পরিশ্রম ভারতবর্ষের সব অঞ্চলের মানুষের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। দক্ষিণ ভারতের তামিল-তেলেগু জাতির শ্রমিকরা এই পেশায় দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিল। ব্রিটিশ ইন্ডিয়ার অন্তর্গত শ্রীলংকায় চা-বাগানের শ্রমিকরূপে তামিলদের স্বয়ং ইংরেজরা সেখানে নিয়ে গিয়েছিল। এর পূর্বে শ্রীলংকায় তামিল জাতির আগমন ঘটেনি।

ব্রিটিশ শাসনামলের ধারাবাহিকতায় আজও প্রতিটি চা-বাগানের শ্রমিক আবাসের পাশে শুঁড়িখানার অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। দিনমান অমানুষিক পরিশ্রমের পর শ্রমিকদের মদ্যপানের নেশায় চেতনা বিনাশের ব্যবস্থাটি ঔপনিবেশিক শাসক ইংরেজ চাতুর্যে চালু করেছিল। দুঃখজনক হলেও সত্য, শ্রমিকের সেই চেতনানাশক শুঁড়িখানা আজও প্রতিটি চা-বাগানের শ্রমিকদের আবাস সংলগ্নে রয়েছে। শ্রম-শোষণে নানা ফন্দি আঁটা হয়ে থাকে। শ্রমিকরা যাতে অসন্তোষে বিদ্রোহী হয়ে উঠতে না পারে, সেই কারণে শ্রমিকের চেতনানাশের অভিনব ব্যবস্থাটি আজও অক্ষুণ্ন রয়েছে। ক্ষমতা ও ভোটের রাজনীতিতে শ্রমিকরা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। এই সহজ সত্যটির কারণেই, তারা একদিনের জন্য শ্রমিক অন্তঃপ্রাণ হয়ে ওঠে। দলীয় রাজনীতিতে শাসকশ্রেণি স্বীয় রাজনৈতিক মতলবে শ্রমিকদের ব্যবহার করে যাচ্ছে। প্রতিটি রাজনৈতিক দলের অঙ্গসংগঠনরূপে শ্রমিক সংগঠন রয়েছে। জাতীয় রাজনীতির ক্ষমতায় থাকা না থাকার দ্বন্দ্ব-বিভাজনে, শ্রমিকরাও ভাগবাটোয়ারা হয়ে পড়েছে। মালিক-শ্রমিকের মজুরির দ্বন্দ্বে আমাদের শাসক দলগুলো কখনো শ্রমিকের পক্ষ গ্রহণ করে না।

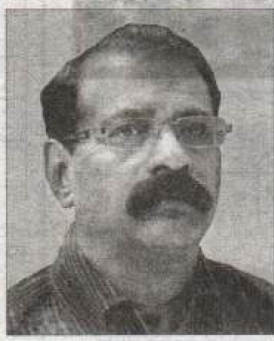

হরেক প্রকার মুনাফানির্ভর পণ্যের মতো, আমাদের দেশে শ্রমিকও মুনাফানির্ভর পণ্যে পরিণত। শ্রম বেচে শ্রমিক কেবল মজুরি পাবে, এর বেশি নয়। শ্রমিকের শ্রমে মুনাফাবাজ চক্র হাতিয়ে নিচ্ছে লাগামহীন মুনাফা

লেখক
নির্বাহী সম্পাদক, নতুন দিগন্ত
mibabla71@gmail.com

শ্রমিকের ন্যায্য দাবি উপেক্ষা করে মালিক পক্ষে নির্লজ্জ অবস্থান নেয়। অথচ এরাই শ্রমিক দিবসে পালন করে আড়ম্বর আনুষ্ঠানিকতা। শ্রমিকের ন্যূনতম মজুরির প্রশ্নে মালিক পক্ষের ঘোষণাকে যুক্তিসঙ্গত প্রমাণে শাসক দলগুলো নানা যুক্তি তুলে ধরে। বিশ্বব্যাংক, আইএমএফসহ সাম্রাজ্যবাদী সংস্থার দাসখতে আমাদের শাসক দলগুলো কেবল শ্রমিকের স্বার্থ নয়; দেশের সার্বভৌমত্ব, দেশের সম্পদ পর্যন্ত বিকিয়ে দিতে বিলম্ব করেনি এবং করছেও না। এরা মুখে মুখে শ্রমিকের স্বার্থে ঝড় তোলে। সেটা সম্পূর্ণরূপে বাকসর্বস্ব এবং রাজনৈতিক মতলবে। প্রকৃতই তারা শ্রমিকবিরোধী এবং মালিকশ্রেণির স্বার্থরক্ষাকারী। এই শাসক শ্রেণির দলগুলোর নেতাদের মুখে শ্রমিকের স্বার্থে বক্তৃতা-বিবৃতি-মাছের মায়ের কান্নার সমতুল্য। কৃষিপ্রধান বাংলাদেশে প্রকৃত কৃষকের জমি নেই। জমির মালিকরা সামন্তযুগের অনুরূপ সুবিধাভোগী। কৃষকমাত্রই কৃষি-শ্রমিক কিংবা বর্গা-চাষিরূপে অন্যের জমিতে ফসল উৎপন্ন করে উৎপাদিত পণ্যের অর্ধেক অংশ পেয়ে থাকে। আর বাকি অর্ধেক অংশ তুলে দেয় জমির মালিকের গোলায়। উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পূর্ণ সম্পর্কহীন জমির মালিকরা মুনাফা ঘরে বসে পেয়ে থাকে, বিনা পরিশ্রমে। ব্যবস্থাটি সামন্তযুগের আদলে কিন্তু বাংলাদেশে শক্ত ভিত্তির ওপর ব্যবস্থাটি আজও দাঁড়িয়ে রয়েছে।

শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়নের অধিকার বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত। মালিক-শ্রমিক দুপক্ষের নানা টানপড়েনে ট্রেড ইউনিয়ন বা শ্রমিক সংগঠনগুলো ভূমিকা পালন করে। কিন্তু মালিক-শ্রমিকের বিদ্যমান দ্বন্দ্ব-অনাচার নিরসনে তাদের ভূমিকা শূন্য। শ্রমশোষণের ব্যবস্থাটি অপরিবর্তিত রেখেই মালিক এবং শ্রমিকের মজুরি সংক্রান্ত নানা বিতর্ক অবসানে ট্রেড ইউনিয়ন হস্তক্ষেপ করে থাকে। ট্রেড ইউনিয়ন গঠনে বিপ্লবের ভাবনা যারা ভাবতেন, তাদের উদ্দেশ্যে লেনিন অত্যন্ত দৃঢ়তায় উপহাস করেছেন। ট্রেড ইউনিয়ন বিপ্লবী আদর্শ-অঙ্গীকারে ব্রত কোনো সংগঠন নয়। শ্রেফ শ্রমিকের মজুরির দরকষাকষির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। শ্রমিকের অর্থনৈতিক সুবিধা আদায়ের অতিরিক্ত কিছু করণীয় তাদের পক্ষে অসম্ভব। ট্রেড ইউনিয়ন শ্রমিকদের মজুরি সচেতন করে সত্য: তবে শ্রেণি সচেতনতায় সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ। মালিক-শ্রমিকের বিদ্যমান ব্যবস্থা মেনে ট্রেড ইউনিয়ন এবং শ্রমিক সংগঠনগুলোর তৎপরতা সীমিত। সে কারণে ট্রেড ইউনিয়ন কিংবা শ্রমিক সংগঠনগুলো দূতালিরূপে কাজ করে থাকে। দেশের প্রেক্ষাপটে শ্রমিক নেতাদের প্রত্যেকেই কোনো না কোনো রাজনৈতিক দলে যুক্ত। আমাদের শ্রমিক নেতারা যতটুকু শ্রমিকের অনুকূলে, তার চেয়ে অধিক স্বীয় রাজনৈতিক দলের আনুগত্যে অনুগত। আমাদের শ্রমিকদের উন্নতি না হলেও শ্রমিক নেতাদের অভাবনীয় উন্নতি কিন্তু আমাদের নজর এড়াতে পারেনি। শ্রমিক নেতাদের সাংসদ-মন্ত্রিত্ব লাভ নতুন বিষয় নয়। স্বাধীনতার পর হতে এযাবৎ সব বৈধ-অবৈধ সরকারের শাসনামলে সাংসদ-মন্ত্রিরূপে তাদের আমরা দেখে এসেছি।

বিশ্বের সভ্যতা, উন্নয়ন, অগ্রগতি এবং অর্থনৈতিক বিকাশে শ্রমিক শ্রেণির অবদান অপরিসীম। অথচ বিদ্যমান ব্যবস্থায় তারা উপেক্ষিত এবং বঞ্চিত। আমাদের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের মূলে প্রবাসী এবং গার্মেন্ট শ্রমিকদের অবদানের কথা কারও অজানা থাকার কথা নয়। কিন্তু প্রবাসী এবং গার্মেন্ট শ্রমিকদের প্রাপ্য মূল্যায়ন-স্বীকৃতি, রাষ্ট্র-সরকার দেয় কি? না দেয় না। বিদেশে যারা যায় তারা রাষ্ট্রীয় আনুকূল্যে নয়, একান্তই ব্যক্তিগত উদ্যোগে নানা প্রতিকূলতা ডিঙিয়ে বহু কষ্টে বিদেশে পাড়ি দেয়। তাদের স্বার্থরক্ষায় একটি মন্ত্রণালয় রয়েছে। যার নাম প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়। এযাবৎ বিদেশে কর্মরত প্রবাসী শ্রমিকের কল্যাণে মন্ত্রণালয় যথাযথ ভূমিকা পালন করেছে, তেমন নজির পর্যন্ত নেই। গার্মেন্ট সেক্টরে মজুরি সংক্রান্ত শ্রমিকদের নানা বিড়ম্বনা রয়েছে। তা নিরসনে কোনো সরকারই শ্রমিকের স্বার্থে ভূমিকা রাখেনি। দুর্ঘটনা নামক ফাঁদে এযাবৎ কত শত শ্রমিক প্রাণ দিয়েছে তা নিরূপণ সম্ভব হয়নি। অগণিত শ্রমিক হত্যার বিচার না হলে– এর ধারাবাহিকতা বন্ধ হবে না। ক্রমেই আরও ভয়ংকর আকার ধারণ করবে। সর্বাগ্রে দেশবাসী শ্রমিক হত্যায় অভিযুক্তদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করে এসেছে। সভ্যতা-মানবতার এরূপ স্খলনে বিশ্ববিবেক নড়ে ওঠে অথচ আমাদের রাষ্ট্র-সরকার এবং শ্রম-শোষকরা কেবল মৃত শ্রমিকের আত্মার মাগফিরাত কামনায় দায়িত্ব শেষ করেন। বিদ্যমান ব্যবস্থায় এ ধরনের মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা আমাদের হতেই থাকবে। তাই অতি জরুরি ব্যবস্থাটির আমূল পরিবর্তন। পুঁজিতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও সরকারের কাছ থেকে শ্রমিকের আনুকূল্যের উপায় নেই। এটা নির্ভর করবে বিদ্যমান ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনে এবং সমাজের বৈপ্লবিক রূপান্তরে। বিগত ৫৫ বছরের পহেলা মে দিবস উদযাপনে ন্যূনতম ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়নি। মে দিবসকে কেন্দ্র করে দলবাজি-ক্ষমতাবাজির রাজনীতি আমরা প্রত্যক্ষ করে এসেছি। যার রূপ ও ছবি ভিন্ন বারতা নিয়ে এযাবৎ আসেনি। আগামীতে আসবে না, ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটবে না? তা-ই-বা বলি কীভাবে? ইতিহাসের শিক্ষা নিশ্চয়ই তা বলে না।

DHAKA MONDAY APRIL 27, 2026
BAISHAKH 14, 1433 BS
The Daily Star

On a suspended bamboo scaffold six floors above the ground, two construction workers plaster the side of a high-rise government building. Without any safety harnesses or protective gear, the risk of a fall is serious. The photo was taken yesterday near the capital's Tejgaon Truck Stand area. PHOTO: RASHED SHUMON

DHAKA WEDNESDAY APRIL 29, 2026
BAISHAKH 16, 1433 BS
The Daily Star

Safeguard women migrant workers' rights

Address systemic failures, ensure justice for their plight

It is unacceptable that thousands of our women workers who migrate to the Middle East in search of better economic opportunities continue to face abuse, exploitation, and abandonment, with little to no scope for redress. According to the BRAC Migration Programme, at least 69,090 women have returned home since 2019, many after suffering physical, psychological or sexual abuse, food deprivation, unpaid wages, and excessively long working hours. Over the past eight years, bodies of 799 female migrant workers have also been returned to the country.

Take the case of Rahima, who was promised an office job in Saudi Arabia but instead was beaten, starved, denied treatment, and told she had been "bought". In another case, a female returnee alleged she was locked up and repeatedly raped after being lured with false job promises. Many women workers also report having their mobile phones confiscated upon arrival, cutting them off from their families and any source of help. Should this be the fate of a workforce who contributes so much to our economy?

Reportedly, the country has sent more than 12.5 lakh women abroad for work between 2004 and 2025, mainly to countries in the Middle East, with little protection mechanism in place. While some migrants report abuse after returning home, many cases go unreported due to fear of social stigma. A recent Bangladesh National Woman Lawyers' Association (BNWLA) study found that half of the returnees did not seek legal aid, as they lacked awareness or access to support services.

Women workers reportedly filed 2,036 complaints with the Bureau of Manpower Employment and Training (BMET) between 2021 and 2025. Though 1,969 of those complaints were "resolved," most recruiting agencies accused of wrongdoing faced no meaningful punishment. Last year, only 14 of the 110 agencies accused of malpractice were compelled to pay compensation. And, among the 395 migrant workers who were provided legal aid by the Bangladesh missions in fiscal year 2024-25, only 11 were women. Experts claim that embassies often prioritise repatriation over legal action, leaving abusive employers unpunished.

We urge the government to prioritise the protection of our women migrant workers and ensure legal support for them both in destination countries and at home. It must enforce strict oversight of recruitment agencies and impose penalties for any unethical practices. Regular monitoring of workers abroad, stronger diplomatic engagement with host countries, and wider awareness among migrants about complaint procedures are also essential. No woman should be sent abroad for work without first ensuring her safety, dignity, and rights.

SUNDAY APRIL 26, 2026
BAISHAKH 13, 1433 BS
The Daily Star

How we can give our women migrants a real edge

Moksuda Begum left Narayanganj with a dream and a promise. A widow raising her two children, Moksuda had been told she would earn Tk 22,000 a month as a domestic worker in Saudi Arabia. But upon arriving there, she found something very different: waking up at 4am, she worked continuously until midnight while her wages went to an agent in Riyadh instead of into her own pocket. She endured this for months before finally reaching out to the Bangladesh embassy.

Her story, reported by *The Business Standard* in late 2025, is far from an isolated case. BRAC Migration Programme data from 2025 shows that more than 470,000 Bangladeshi migrant workers returned home over the past six years after facing exploitation or abuse. At least 67,199 of those who returned were women who reported physical or sexual violence; many returning, traumatised and stigmatised, to a reintegration system ill-equipped to help them.

In 2024, only about 61,158 women officially migrated for work from Bangladesh, and by the end of 2025, the figure stood at 62,353, according to the Overseas Employment Platform (OEP) under the Bureau of Manpower Employment and Training (BMET). This marks a 41-percent decline from the 2022 total of 105,466. Bangladesh's gender gap in migration is among the most pronounced in Asia, and it is not a matter of culture alone. It reflects deliberate policy choices and structural failures that have long treated women as a risk category rather than an economic asset.

In 2024, women accounted for just 6.03 percent of Bangladesh's officially deployed migrant workforce. A 2025 report by the Asian Development Bank Institute (ADBI),

MOHIBBULLAH AL MARUF

International Labour Organization (ILO), and Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) highlights that, by contrast, women comprised 68 percent of migrants from Indonesia, 52 percent from the Philippines, and 41 percent from Cambodia. Even Pakistan, with socioeconomic conditions not too dissimilar to that of Bangladesh, recorded a more balanced share across several corridors. This disparity also reflects a broader global pattern: an ILO policy brief notes that some 70.8 crore women were outside the global labour force in 2023 due to care responsibilities, an exclusion that Bangladesh's migration system reflects and reinforces.

For much of its history, Bangladesh managed female migration through fairly restrictive policies. Women seeking to work abroad in domestic service faced age minimums, mandatory spousal consent, and periodic destination bans imposed after high-profile abuse cases. These were consistently framed in terms of protection. In reality, these measures pushed desperate women into irregular channels that offered no safeguards at all.

According to BMET, Saudi Arabia is the single largest destination for Bangladeshi women migrant workers. However, there has been a sharp decline in the figures since 2016. Shifting official policies, changes in destination-country demand, and a self-reinforced negative public narrative around Bangladeshi female domestic workers all played a role.

BRAC Migration Programme and *The Business Standard's* 2025 report identified a critical structural flaw: Bangladeshi women who migrate are overwhelmingly sent as domestic workers into private households, with about a month's housekeeping training, limited pre-departure orientation, and near-total isolation once abroad. Researchers explained the problem plainly: Bangladesh hardly diversified beyond domestic work for women, while countries like the Philippines now send women into hotels, care facilities, and skilled professional roles. In Bangladesh, women from rural areas, often with limited education, are sent abroad without adequate preparation. This contributes to increased abuse rates. A negative narrative also sets in and that narrative ends up discouraging both skilled women from migrating and employers from considering Bangladeshi women for higher-level roles.

Bangladesh's mandatory 30-day housekeeping training for domestic workers covers basic household tasks and some cultural orientation. It rarely addresses recognition of labour rights violations, how to contact an embassy safely, elder care protocols, or financial literacy, whereas the Philippines' nationally accredited Domestic Work NC II Certificate covers practical skills, rights education, and financial planning as minimum requirements.

The Bangladesh Labour Act (Amendment) Ordinance, 2025 marked a significant legislative milestone by formally recognising domestic workers as workers under law, following Bangladesh's ratification of three key ILO conventions related to occupational safety, health, and freedom from workplace violence. The country also became the first in Asia to ratify all 11 fundamental ILO instruments.

A February 2026 analysis in the *Dhaka Tribune* highlighted that Bangladesh is still in the process of developing a comprehensive national database on domestic workers, including their contact numbers, wages, and vulnerabilities. While this gap presents challenges for evidence-based policymaking and effective monitoring, there are emerging signs of progress.

The OEP system of BMET is now systematically preserving trainee data across genders, offering a strong foundation for building an integrated and responsive database in the near future. Strengthening such systems, alongside expanding the capacity of labour inspection, can significantly enhance accountability and ensure that legal recognition translates to meaningful protection for workers.

Ageing populations across the Gulf, East Asia, and Europe are generating sustained demand for skilled care workers. The Philippines has built its female migrant workforce around this opportunity: Filipina care workers earn more, remit more, and carry far less recruitment debt than their Bangladeshi counterparts. But with its large young female population and established bilateral ties with major destination countries, Bangladesh is well placed to compete in the global care economy, if it builds the necessary training infrastructure, credential pathways, bilateral protections, social support systems, etc. None of this requires starting from scratch. It requires adapting what already works in Manila, Colombo, and Kathmandu, and doing so with urgency.

The BNP-led government's stated commitment to sending one crore workers abroad within five years will fall short of its potential unless women are an equal part of that vision, not as a category to be managed, but as skilled workers to be championed.

Moksuda Begum eventually came home.

NEW AGE TUESDAY, APRIL 28, 2026,

Gig workers without a net

*The digital economy is growing faster than the law can respond. The longer Bangladesh waits, the deeper the inequality becomes, writes **Nafiur Rahman Naypurno***

A FOODPANDA rider waits in Dhaka traffic, phone in hand, refreshing his app for the next delivery. One cancelled order means lost income. One accident means no insurance, no compensation and no employer responsibility. He works full-time hours and bears full-time risks, yet under the law he may not even qualify as a 'worker'. This is not a story about one man; it is a symptom of a structural failure: Bangladesh's legal framework has not kept pace with its digital economy.

The Bangladesh Labour Act 2006 was built for a different world — one of fixed workplaces, formal contracts and identifiable employers. Gig workers, from ride-hailing drivers to delivery riders, fall entirely outside that world. Classified as independent contractors, they are excluded from minimum wage guarantees, paid leave, workplace safety protections and social security coverage. The platforms profit from this ambiguity; the workers pay for it.

The fiction of independence

THE legal designation of 'independent contractor' was designed for genuine self-employment: the architect who sets her own fees, the consultant who negotiates his own terms. What it was never designed for is what we have today — workers whose prices are set by algorithms, whose access to work depends on ratings they cannot fully control and who can be deactivated without notice or appeal.

Globally, this phenomenon is increasingly described as 'dependent self-employment' — formally independent, but economically subordinate to the platform. The International Labour Organization has recognised that platform-based work is fundamentally reshaping labour markets in ways that existing employment classifications simply cannot accommodate. Bangladesh is no exception to this transformation, but it remains an exception in terms of legal response.

What the courts have said elsewhere

THE most instructive precedent comes from the United Kingdom. In Uber BV vs Aslam, the Supreme Court held that Uber drivers were 'workers', not independent contractors, because the reality of the relationship — not the label on the contract — determines legal status. Uber controlled fares, managed access to work, monitored ratings and could terminate drivers unilaterally. That degree of control, the Court found, created economic dependency that the law must recognise and protect against.

This principle had earlier roots in Autoclenz Ltd vs Belcher, where the Court established that tribunals must look through written agreements to examine the actual working relationship. The lesson is clear: contractual fiction does not override commercial reality. Bangladesh's courts and legislators would do well to internalise this.

India has moved in a different direction, but with comparable intent. The Code on Social Security 2020 formally recognises gig and platform workers as a distinct category, creating a legal basis for welfare schemes tailored to their circumstances. Implementation remains uneven, but the recognition itself is significant: it treats gig work as a structural feature of the modern economy, not a passing phase to be regulated later.

The human cost of legal inaction

EMPIRICAL research consistently finds that gig workers face income instability, opaque algorithmic control, an absence of collective bargaining power and no access to social protection when things go wrong. A delivery rider injured in a road accident receives sympathy from the platform and nothing else. A driver whose account is suspended without explanation has no labour court to approach, no union to call and no legal channel to pursue.

This is not a fringe problem. The ride-sharing industry in Bangladesh is already valued at $259 million and is projected to reach $1 billion within a decade. Bangladesh accounts for nearly 14 per cent of all freelancers worldwide. These are not marginal workers supplementing other income; they are a substantial and growing portion of the urban workforce and they are working without a safety net.

What Bangladesh can do

COMPARATIVE experience shows that early legal recognition prevents long-term inequality. The longer a country waits, the more entrenched the exploitative model becomes and the harder it is to reform without political resistance from well-capitalised platforms.

Bangladesh does not need to copy any single model. What it needs is a framework suited to its own economic and institutional realities. Several reforms are worth serious consideration.

First, the introduction of a third worker category between employee and independent contractor would allow courts and regulators to extend core protections to gig workers without imposing the full obligations of formal employment. This mirrors the direction of UK labour jurisprudence and reflects the actual nature of platform work.

Second, a portable social protection system — where benefits follow the worker across platforms rather than being tied to any single employer — would address the fragmented nature of gig work. Contributions could be shared between platforms and the state, with workers able to access insurance and social security regardless of which app they use on any given day.

Third, platforms should be required to contribute to a national gig worker welfare fund, providing a collective resource for accident compensation, health coverage and income support during periods of enforced inactivity.

Fourth, algorithmic transparency is not a technical luxury; it is a matter of basic fairness. Workers whose income depends on ratings and task allocation have a right to understand the criteria being applied to them. Decisions to deactivate an account should be subject to review and appeal.

Fifth, minimum earnings standards — not simply minimum wage in the traditional sense, but floor-level protections against the worst income volatility — would protect workers without eliminating the flexibility that makes gig work attractive to many.

Regulation is not restriction

THERE is a persistent argument in policy circles that regulating the gig economy will suppress it — that platforms will exit markets where compliance costs rise, leaving workers worse off than before. This argument has not been borne out by experience. The UK, despite Uber BV vs Aslam, remains one of Uber's largest and most profitable markets. Platforms adapt. Workers benefit.

দৈনিক ইত্তেফাক
বুধবার
১৬ বৈশাখ ১৪৩৩, ২৯ এপ্রিল ২০২৬

কেশবপুরে ধান কাটা শ্রমিকের মজুরি ২ হাজার টাকা

■ কেশবপুর (যশোর) সংবাদদাতা

বোরো মৌসুমে যশোরের কেশবপুরে গড়ে উঠেছে অস্থায়ী শ্রমবাজার (জনের হাট)। কেশবপুরসহ বিভিন্ন উপজেলার কৃষিশ্রমিকরা ভোর থেকেই কাঁচি, বাধ-দড়ি নিয়ে বাইসাইকেল, ভ্যান ও করিমন গাড়িতে করে এসে মূলগ্রাম বাজারে রাস্তার পাশে জড়ো হন। দিনভিত্তিক চুক্তিতে ধানচাষিদের কাছে নিজেদের শ্রম বিক্রির অপেক্ষায় বসে থাকেন তারা। তবে চলতি মৌসুমে শ্রমিকসংকট ও চাহিদা বৃদ্ধির কারণে বেড়েছে মজুরি।

বর্তমানে একজন শ্রমিকের শ্রম কিনতে গড়ে ১ হাজার ৬০০ থেকে ১ হাজার ৮০০ টাকা পর্যন্ত দিতে হচ্ছে, যা প্রায় দুই মন ধানের দামের সমান। এতে চরম বিপাকে পড়েছেন স্থানীয় কৃষকরা। মঙ্গলবার ভোরে উপজেলার মূলগ্রাম বাজারের শ্রমবাজার ঘুরে এমন চিত্র দেখা গেছে। এ শ্রমবাজারে শ্রমিক কিনতে আসা উপজেলার চাঁদড়া গ্রামের কৃষক মহিউদ্দীন জানান, এক বিঘা জমির ধানখেত থেকে ঘরে তোলার জন্য জনপ্রতি ১ হাজার ৬০০ টাকা করে পাঁচ জন শ্রমিক কিনেছেন। এ শ্রমিকরা কাজ করবে সকাল ৭টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত। অন্য ধানচাষি বগা গ্রামের আব্দুল খালেক বলেন, এখানে শ্রমিক (মানুষ) বেচাকেনা হয়। একদিন বা এক সপ্তাহের জন্য বিক্রি হয়। দুই বিঘা জমির ধান কাটার জন্য শ্রমিক কিনতে এসেছি। জনপ্রতি ২ হাজার টাকা চাচ্ছে। দুদিন আগে এই হাটে ১ হাজার ৭০০ থেকে ১ হাজার ৮০০ টাকায় শ্রমিক বিক্রি হয়েছে। ধানের মৌসুম হওয়ায় স্বাভাবিকের চেয়ে তিন গুণ দামে শ্রমিক কিনতে হচ্ছে।

ধানচাষি আব্দুর রহমান বলেন, 'শ্রমিক কিনতে এসেছিলাম। কাঠাপ্রতি এক জন শ্রমিক লাগছে, কিন্তু দাম চাচ্ছে ২ হাজার টাকা। আমরা কৃষক কী করে বাঁচব। গ্রামগঞ্জে মঙ্গলবার ধান বিক্রি হচ্ছে প্রতি মণ ৯৫০ থেকে ১ হাজার টাকা। ধানের দাম যদি না বাড়ে, আমরা কীভাবে শ্রমিকের টাকা দেব। আমরা কোনো পথ খুঁজে পাচ্ছি না। এ অবস্থা চলতে থাকলে ভবিষ্যতে ধান আবাদ করা অসম্ভব হয়ে পড়বে।

শ্রম বিক্রি করতে আসা উপজেলার বেগমপুর গ্রামের মফিজুর রহমান নামে এক ব্যক্তি বলেন, সকাল ৬টার দিকে কাজ করার জন্য এখানে এসেছি। বাধে করে ধান বয়ে আনার জন্য ২ হাজার টাকা দাম চেয়েছি। অন্য সময় ৬০০ টাকার বিনিময়ে শ্রম দিতাম। এখন ধান কাটার মৌসুম হওয়ায় এবার বেশি দামে শ্রম বিক্রি হচ্ছে।

কেশবপুর উপজেলা আড়ত ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি মশিয়ার রহমান বলেন, তারা মোটা ধান ১ হাজার টাকা এবং চিকন ধান ১ হাজার ৮০ থেকে ১ হাজার ১০০ টাকা দরে কিনছেন।

উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা আব্দুল্যাহ আল মামুন বলেন, কেশবপুর উপজেলায় এবার বোরো ধান আবাদের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১ লাখ ১ হাজার ৯৬২ বিঘা। একসঙ্গে আশি শতাংশ জমির ধান পেকে গেছে। এ পর্যন্ত ৪০ শতাংশ জমির ধান কাটা হয়েছে। ধান কাটার মৌসুমে শ্রমিকদের চাহিদা অধিক থাকায় বেশি দামে শ্রম বিক্রি হচ্ছে।

বুধবার
২৯ এপ্রিল ২০২৬
দৈনিক ইত্তেফাক

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ২০২৪ সালের শ্রমশক্তি জরিপ অনুযায়ী, দেশের মোট শ্রমশক্তির প্রায় ৪৪ দশমিক ২ শতাংশ নারী। ২০১৭ সালে এই হার ছিল মাত্র ৩৬ শতাংশ। অর্থাৎ, গত এক দশকে নারীর অংশগ্রহণ বেড়েছে, তবে সেটি অনানুষ্ঠানিক খাতে। রপ্তানিমুখী গার্মেন্ট খাতে নারী শ্রমিকের সংখ্যা কমছে

শ্রমিক দিবস

এখনো শ্রমে বৈষমের শিকার নারী ঝরে যায় নারী শ্রমিক

কল্পনা আক্তার

তাসলিমা আখতার

মহিলা অঙ্গন প্রতিবেদন

কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ নিয়ে দেশি ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থার জরিপের তথ্যমতে, বাংলাদেশের নারী শ্রমিক শ্রমের উপযুক্ত মূল্য পান না। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) ২০২৩-এর তথ্যমতে, একই কাজে পুরুষের তুলনায় নারী গড়ে ২১ শতাংশ কম মজুরি পান। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) ২০২৪ সালের শ্রমশক্তি জরিপ অনুযায়ী, দেশের মোট শ্রমশক্তির প্রায় ৪৪ দশমিক ২ শতাংশ নারী। ২০১৭ সালে এই হার ছিল মাত্র ৩৬ শতাংশ। অর্থাৎ, গত এক দশকে নারীর অংশগ্রহণ বেড়েছে, তবে সেটি অনানুষ্ঠানিক খাতে। রপ্তানিমুখী গার্মেন্ট খাতে নারী শ্রমিকের সংখ্যা কমছে। এর পেছনে অনেক কারণের একটি পুরুষের তুলনায় নারী শ্রমিকদের মজুরি কম।

নারী নেত্রী ও বাংলাদেশ সেন্টার ফর ওয়ার্কার্স সলিডারিটির নির্বাহী পরিচালক কল্পনা আক্তার বলেন, স্বপ্ন নিয়ে নারীরা কাজ শুরু করেন, শুরু করার পরই স্বপ্ন ভঙ্গ হয়। কম বেতন, খারাপ ব্যবহার, অসম্মান দিনের পর দিন নারী নিতে পারেন না। যখন নারী পরিবার গঠন করে তখন এক দফা প্রতিবন্ধকতা আসে—বাচ্চাকে রেখে যাওয়া বড় চ্যালেঞ্জ আর অটোমেশনের জন্য নারীর কাজ কমে যাচ্ছে কারণ মেশিনগুলো চালানোর সুযোগ, প্রশিক্ষণ কোনোটাই পান না। আর নারীর কাজকে প্রধান কাজ হিসেবে দেখা হয় না। প্রয়োজন হয়েছে সহযোগী হিসেবে কাজ কর, আবার যখন-তখন পরিবারের জন্য চাকরি ছাড়ো।

শ্রমিক নেত্রী ও নারী অধিকারকর্মী তাসলিমা আখতার বলেন, দেশের ৮ কোটি শ্রমিকের মধ্যে ১৫ শতাংশ স্বীকৃত শ্রমিক। বেশির ভাগ শ্রমিকই স্বীকৃতির বাইরে। আর নারী শ্রমিকের সংখ্যাও এখানে বেশি। মজুরি কম, মাতৃত্বকালীন ছুটি কম, বেতন-ভাতা অনিয়মিত, ডে-কেয়ার সেন্টারের মতো সহায়ক পরিবেশ কেবল 'কিতাবে আছে, গোয়ালে নেই'। যৌন হয়রানিরও শিকার হন নারী। তবে আশার কথা হলো—অন্তর্বর্তী সরকারের সময় শ্রম কমিশন গঠন করা হয়, এই কমিশন নারী শ্রমিকদের জন্য কিছু সুপারিশ করে। পরে সরকারের সাথে ত্রিপক্ষীয় একটি আলোচনা হয়। সেখানে মহিলা থেকে নারী শ্রমিক করা, ১১২ দিন থেকে মাতৃত্বকালীন ছুটি ১২০ দিন করা, জেন্ডার বিষয়ক সহিংসতা হলে কীভাবে ব্যবস্থা নেওয়া হবে তার একটি রূপরেখা দেওয়া হয়—এটা নারী শ্রমিকের জন্য একটা অগ্রগতির বিষয়।

বুধবার । ১ এপ্রিল ২০২৬ । ১৮ চৈত্র ১৪৩২ সমকাল

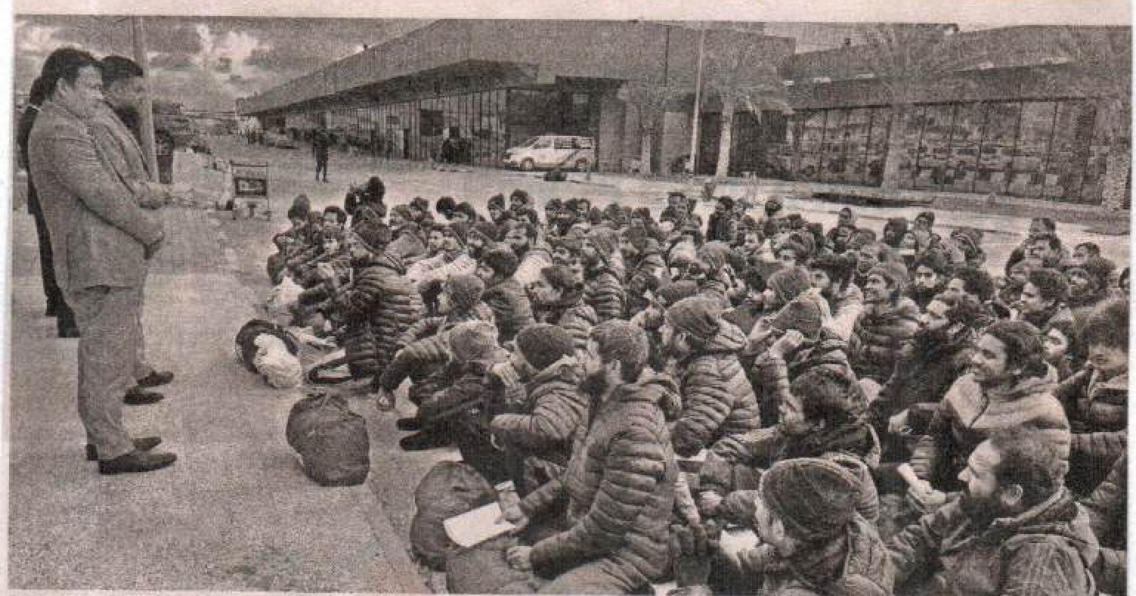

লিবিয়ার বাংলাদেশ দূতাবাস ও আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থার (আইওএম) সহযোগিতায় লিবিয়া থেকে আজ বুধবার ১৭৫ বাংলাদেশি বাংলাদেশি দেশে ফিরছেন। বুরাক এয়ারের একটি ফ্লাইটটি ভোর ৫টায় ঢাকায় পৌঁছানোর কথা রয়েছে ▪ সংগৃহীত

লিবিয়ায় জিম্মিদশা থেকে মুক্ত সুজন এখন চক্রের হোতা

■ সুমন খান, হাতীবান্ধা (লালমনিরহাট)

মানব পাচার

- লিবিয়ার বন্দিদশায় চার বাংলাদেশিকে নির্যাতন
- দেশে মানবেতর জীবনযাপন করছে পরিবার

ইতালি যাওয়ার প্রলোভনে মানব পাচারকারীর খপ্পরে পড়ে ঢাকা, খুলনা ও রাজশাহীর চার ব্যক্তি লিবিয়ায় চরম বিপদে পড়েছেন। একটি চক্র ওই চারজনকে জিম্মি করে চালাচ্ছে নির্যাতন এবং দেশে থাকা পরিবারের লোকজনের কাছে দফায় দফায় টাকা দাবি করছে। এই চক্রের হোতা লালমনিরহাটের হাতীবান্ধার মো. সুজন নামের এক ব্যক্তি বলে অভিযোগ উঠেছে। তিনি নিজেও এক সময় লিবিয়া গিয়ে জিম্মি হন। পরে মুক্ত হয়ে এই বাণিজ্যে নামেন।

সম্প্রতি পরিবারগুলো জিম্মিদশা থেকে তাদের উদ্ধারে ব্যবস্থা নিতে সুজনের গ্রামের বাড়িতে এসে মারধরের শিকার হয়ে থানায় অভিযোগ করেন। শুধু ওই পরিবারগুলোই নয়, এই চক্রের খপ্পরে পড়ে অনেক পরিবার কোটি কোটি টাকা খুইয়ে এখন দিশেহারা।

জানা গেছে, হাতীবান্ধা উপজেলার সিংগীমারী ইউনিয়নের ধুবনী (হাজীর মোড়) গ্রামের আব্দুল মজিদের ছেলে সুজন। তিনি এক সময় লিবিয়ায় ছিলেন। পরে দেশে এসে 'আদম পাচার' কারবারে জড়িয়ে পড়েন। বর্তমানে ঢাকায় থেকে বিদেশে পাঠানোর কথা বলে 'জিম্মি কারবার' চালাচ্ছেন বলে অভিযোগ উঠেছে।

অভিযোগ সূত্রে জানা যায়, কয়েক মাস ধরে খুলনার রূপসা উপজেলার রামনগর গ্রামের ইসরাফিল মোল্লার ছেলে রাকিব হাসান (১৯), চর রূপসা গ্রামের রোকন হাওলাদারের ছেলে মুসফিকুর রহমান ইমন (২০), ঢাকার সাভারের বাবুল আহমেদের ছেলে পলাশ হোসেন (২৮) এবং রাজশাহী সিটির চন্দ্রিমা থানার হাফিজুল খাঁ (৪৫) ইতালি যাওয়ার স্বপ্নে কয়েক মাস ধরে লিবিয়ায় জিম্মি অবস্থায় রয়েছেন।

ভুক্তভোগী পরিবারগুলোর থানায় দায়ের করা অভিযোগে বলা হয়, মাদারীপুর সদর থানার দক্ষিণ পাড়া গ্রামের হালিম চৌকিদারের ছেলে মো. জিসানের সঙ্গে পাচার হওয়া চারজনের পরিচয় হয়। পরে ইতালি পাঠানোর প্রতিশ্রুতি দিয়ে সুজনসহ তিনি তাদের কাছ থেকে বিভিন্ন সময়ে প্রায় অর্ধকোটি টাকা হাতিয়ে নেন। কিন্তু ওই চারজনকে ইতালি না পাঠিয়ে লিবিয়ায় নিয়ে চক্রের অন্য সদস্যদের মাধ্যমে জিম্মি করে রেখেছেন।

জিম্মিদশায় থাকাদের পরিবারের অভিযোগ, লিবিয়া থেকে ইতালি নিয়ে যাওয়ার কথা বলে তাদের জিম্মি করে অমানবিক নির্যাতন চালানো হচ্ছে। পাশাপাশি পরিবারের সঙ্গে মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করে মুক্তিপণের দাবি করে আসছে। কেউ কেউ স্বজনদের উদ্ধারে সুজনের সঙ্গে যোগাযোগ করে টাকাও দিয়েছে। কিন্তু গত ছয় মাসেও কাজের কাজ কিছুই হয়নি। নিরুপায় হয়ে পরিবারগুলোর সদস্যরা গত ২৮ মার্চ তাঁর বাড়িতে গেলে সুজন ও তাঁর সহযোগীরা তাদের ওপর হামলা করে।

ভুক্তভোগী রাকিবের মা শামসুন্নাহার লাকী সমকালকে বলেন, 'আমার ছেলেকে সুজনের মাধ্যমে বিদেশ পাঠাই। কিন্তু সে ও তার সহযোগীরা আমার ছেলেকে জিম্মি করে অমানবিক নির্যাতনসহ মুক্তিপণ দাবি করে। মুক্তিপণের টাকা দিলেও এখন পর্যন্ত আমার ছেলে উদ্ধার হয়নি।'

পিয়ারী বেগম অভিযোগ করেন, 'জিসানের মাধ্যমে সুজনের সঙ্গে আমার স্বামীর পরিচয় হয়। পরে সুজন বছর খানেক আগে নগদ আট লাখ ও পাঁচ লাখ টাকার একটি চেক নিয়ে আমার স্বামীকে ইতালি পাঠানোর কথা বলে লিবিয়া পাঠিয়ে সেখানে জিম্মি করে।

হাতীবান্ধা থানার ওসি রমজান আলী বলেন, 'সুজনের বিরুদ্ধে প্রতারণার চারটি অভিযোগ পেয়েছি। তদন্তের পাশাপাশি অভিযুক্তদের ধরতে অভিযান চলছে।'

অভিযুক্ত সুজনের সঙ্গে কথা বলতে কয়েকদিন তাঁর বাড়িতে গেলেও পাওয়া যায়নি। পরিবারের লোকজন জানান, তিনি ঢাকায় থাকেন। পরে মোবাইল ফোনে সুজন বলেন, 'আমিসহ মফিজুলের মাধ্যমে ওই চারজন লিবিয়া গেছে। তবে টাকা লেনদেন করেছে মফিজুল। তারা লিবিয়ায় ভালো আছে, হারিয়ে যায়নি। তাদের উদ্ধার করার চেষ্টা করছি।'

সুজন যেভাবে জিম্মিচক্রে

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, পরিবারের সচ্ছলতার আশায় বছর দুয়েক আগে ভিটেমাটি বিক্রি করে লিবিয়ায় পাড়ি জমিয়েছিলেন সুজন। সেখান থেকে তাঁর ইতালি বা ইউরোপের কোনো দেশে যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল। এক সময় তিনি নিজেও আন্তর্জাতিক মানব পাচারকারী চক্রের খপ্পরে পড়েন। পরে মুক্তি পেয়ে অন্য কোনো দেশে না গিয়ে সেই চক্রেরই সদস্য হয়ে ঢাকায় ফিরে ওই চক্রের হয়ে কাজ শুরু করে কোটিপতি বনে গেছেন।

হাতীবান্ধা উপজেলার ধুবনী গ্রামের বাসিন্দা সামিউল ইসলাম বলেন, 'সুজন এক সময় লিবিয়ায় গিয়ে দালাল চক্রের হাতে প্রতারণার শিকার হয়। সেখান থেকে কয়েক মাস পর সরকারিভাবে দেশে ফেরত আসে। এখন সে প্রতারক চক্রের সঙ্গে জড়িত কিনা, তা জানি না।'

বৃহস্পতিবার। ২ এপ্রিল ২০২৬। ১৯ চৈত্র ১৪৩২ সময়ের আলো

ইতিহাসের সর্বোচ্চ রেমিট্যান্স

নিজস্ব প্রতিবেদক

চলতি বছর মার্চে দেশের ইতিহাসের সর্বোচ্চ রেমিট্যান্স এসেছে। গত মাসে পৌনে ৪ বিলিয়ন ডলার রেমিট্যান্স পাঠিয়েছেন প্রবাসীরা। বাংলাদেশ ব্যাংক গতকাল বুধবার এ সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ করেছে। তাতে দেখা যায়, মার্চে ৩ দশমিক ৭৫ বিলিয়ন ডলার রেমিট্যান্স পাঠিয়েছেন প্রবাসীরা। এর আগে ২০২৫ সালের মার্চে ৩ দশমিক ২৯ বিলিয়ন ডলারের রেমিট্যান্স আসার রেকর্ডটি ছিল এক মাসে সর্বোচ্চ। আর প্রবাসীরা ডিসেম্বরে তৃতীয় সর্বোচ্চ রেমিট্যান্স পাঠিয়েছিলেন ৩ দশমিক ২২ বিলিয়ন ডলার।

বাংলাদেশ ব্যাংকের হালনাগাদ তথ্য বলছে, মার্চের পুরো সময়ে রেমিট্যান্স আসার পরিমাণ ছিল ৩৭৫ কোটি ৫০ লাখ ৫ হাজার ডলার। যা আগের মাস ফেব্রুয়ারির চেয়ে প্রায় ৭৩ কোটি ৫০ লাখ ডলার বেশি। আর গত বছরের একই সময়ের চেয়ে (মার্চ ২০২৫) ৪৬ কোটি ডলার বেশি। চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে রেমিট্যান্স আসে ৩০২ কোটি ডলার আর গত বছরের মার্চে এসেছিল ৩২৯ কোটি ৫৬ লাখ ডলার।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী দেশের ইতিহাসে একক কোনো মাসে সর্বোচ্চ রেমিট্যান্স এসেছিল গত বছরের (২০২৫ সালের) মার্চে। ওই মাসটিতে প্রবাসীরা দেশে পাঠিয়েছিলেন ৩২৯ কোটি ৫৬ লাখ ৩০ হাজার (৩.২৯ বিলিয়ন) মার্কিন ডলার। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রেমিট্যান্স এসেছিল গত বছরের শেষ মাস ডিসেম্বরে। ওই মাসে রেমিট্যান্স আসে ৩২২ কোটি ৬৬ লাখ ডলার (প্রায় ৩.২৩ বিলিয়ন)।

খাত-সংশ্লিষ্টরা বলছেন, মার্চে ঈদ ঘিরে রেমিট্যান্স প্রবাহ বেড়েছে, এটি স্বাভাবিক একটি প্রবণতা। মধ্যপ্রাচ্যের তেলসমৃদ্ধ দেশগুলোতে এখনও কাজের সুযোগ বজায় আছে এবং বেকারত্ব উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়েনি। পাশাপাশি জীবনযাত্রার ব্যয়ও খুব বেশি না বাড়ায় প্রবাসীদের রেমিট্যান্স পাঠানোর সক্ষমতা মোটামুটি স্থিতিশীল রয়েছে। তবে সামনের মাসগুলোতে এই প্রবাহ কিছুটা কমতে পারে।

অন্যদিকে হুন্ডি কমে আসায় বৈধপথে রেমিট্যান্স প্রবাহ উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে, যা সাম্প্রতিক সময়ে নতুন উচ্চতায় পৌঁছাতে সাহায্য করেছে। মাসে প্রায় ৩ বিলিয়ন ডলার রেমিট্যান্স এখন স্বাভাবিক পর্যায় মনে হলেও এই ধারা দীর্ঘমেয়াদে ধরে রাখা একটি বড় চ্যালেঞ্জ হতে পারে। বিশেষত নতুন কর্মী বিদেশে যাওয়ার পথ এখনও

সীমিত থাকায় ভবিষ্যতে রেমিট্যান্স প্রবৃদ্ধির ওপর চাপ তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

বিশ্বব্যাংকের সাবেক প্রধান অর্থনীতিবিদ ড. জাহিদ হোসেন বলেন, মধ্যপ্রাচ্যে চলমান যুদ্ধ পরিস্থিতির প্রভাব এখনও সামষ্টিকভাবে প্রবাসী শ্রমিকদের ওপর খুব বেশি পড়েনি। কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনায় প্রবাসী কর্মীর মৃত্যুর খবর পাওয়া গেলেও সামগ্রিকভাবে কর্মসংস্থান হারানোর মতো বড় কোনো সংকটের কথা এখনও শোনা যায়নি। একইভাবে শ্রমিকদের মজুরি কমে যাওয়ারও স্পষ্ট কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

মধ্যপ্রাচ্যের অনেক দেশ এখনও তেল উৎপাদন ও রফতানির মাধ্যমে আয় করছে। ফলে সেখানে জীবনযাত্রার ব্যয় খুব বেশি বাড়েনি। এ কারণে প্রবাসী শ্রমিকদের রেমিট্যান্স পাঠানোর সক্ষমতা এখনও কমে যায়নি। তবে ভবিষ্যতে যুদ্ধ পরিস্থিতি দীর্ঘায়িত হলে এর প্রভাব পড়তে পারে।

ড. জাহিদ মনে করছেন, সাম্প্রতিক রেমিট্যান্স প্রবাহ ভালো অবস্থায় রয়েছে। বর্তমানে মাসে প্রায় ৩০০ কোটি ডলার রেমিট্যান্স আসা অনেকটা স্বাভাবিক পর্যায়ে চলে এসেছে। তবে মার্চে যে পরিমাণ রেমিট্যান্স এসেছে, তার ভিত্তিতে ভবিষ্যতের প্রবণতা নিয়ে খুব বেশি আশাবাদী হওয়া ঠিক হবে না। কুরবানির ঈদের সময় আবারও সাময়িকভাবে রেমিট্যান্স বাড়তে পারে, তবে সেটিও নির্ভর করবে যুদ্ধ পরিস্থিতির ওপর।

তিনি আরও বলেন, নতুন কর্মী পাঠানোর পথ এখনও অনেক ক্ষেত্রে সীমিত। আগে যেখানে মাসে ৭০ থেকে ৮০ হাজার কর্মী বিদেশে যাওয়া স্বাভাবিক ছিল, সেটি কমে গেলে ভবিষ্যতে রেমিট্যান্সের ওপর প্রভাব পড়তে পারে। অন্যদিকে যুদ্ধের কারণে বিভিন্ন দেশে উৎপাদন সক্ষমতাও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। উদাহরণ হিসেবে কাতারের একটি বড় গ্যাস প্লান্টে হামলার কথা উল্লেখ করেন তিনি, যেখান থেকে বিশ্বের প্রায় ১৭ শতাংশ গ্যাস সরবরাহ হতো।

তথ্য বলছে, সদ্যবিদায়ি মার্চে রাষ্ট্র মালিকানাধীন ব্যাংকের মাধ্যমে ৬৪ কোটি ডলারের বেশি রেমিট্যান্স এসেছে। বিশেষায়িত দুই ব্যাংকের মধ্যে একটির (কৃষি ব্যাংক) মাধ্যমে এসেছে ৪৬ কোটি ৪৭ লাখ ডলার। বেসরকারি ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে এসেছে ২৬৪ কোটি ডলার। আর বিদেশি ব্যাংকের মাধ্যমে এসেছে ১ কোটি ২০ হাজার ডলারের রেমিট্যান্স।

তবে এ সময়ে ৭টি ব্যাংকের মাধ্যমে কোনো রেমিট্যান্স আসেনি। এসব ব্যাংকের মধ্যে রয়েছে– বিশেষায়িত রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক বা রাকাব, বেসরকারি খাতের আইসিবি ইসলামী ব্যাংক ও পদ্মা ব্যাংক, বিদেশি খাতের ব্যাংক আলফালাহ, হাবিব ব্যাংক, ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তান ও স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়া।

দেশ রূপান্তর

বৃহস্পতিবার, ২ এপ্রিল ২০২৬,

রেমিট্যান্স যোদ্ধারাই যখন অবহেলিত

অভিবাসীদের দুঃখগাথা-৩

- বিদেশের পথে জাল ভিসার থাবা। সোনার হরিণের খোঁজে নিঃস্ব হচ্ছেন অনেকে
- বিমানবন্দর থেকেও ফিরতে হচ্ছে

সরোয়ার আলম, সৌদি আরব থেকে ফিরে

প্রবাসী আয় বা রেমিট্যান্সকে বলা হয় বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রাণশক্তি। অথচ এই রেমিট্যান্সের কারিগর যারা, সেই সাধারণ শ্রমিকদের নিয়ে কেউ ভাবে না। অবহেলিত এই রেমিট্যান্স যোদ্ধারা রয়েছেন ভয়াবহ সংকটের মুখে। একদিকে মধ্যপ্রাচ্যসহ বিভিন্ন দেশের শ্রমবাজারে অস্থিরতা, অন্যদিকে দেশে সক্রিয় দালাল চক্রের 'ভিসা বাণিজ্য' নিঃস্ব করছে হাজারো মানুষকে। স্বপ্নের দেশ পাড়ি দেওয়ার আগেই বিমানবন্দরের ইমিগ্রেশন থেকে ফেরত আসা কিংবা বিদেশে গিয়ে কাজ না পেয়ে মানবেতর জীবনযাপন– এগুলো এখন নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা।

সম্প্রতি সৌদি আরব সফরকালে সংশ্লিষ্টরা দেশ রূপান্তরকে জানান, বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ এই শ্রমবাজারের অবস্থা খুবই নাজুক। দেশটির বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছেন খেটে খাওয়া প্রবাসী বাংলাদেশি নাগরিকরা। 'ফ্রি ভিসার' নামে ৮-৯ লাখ টাকা খরচ করে দেশটিতে যাওয়ার পর তাদের কপালে জুটছে পদে পদে শুধু ভোগান্তি আর ভোগান্তি। এরপরও মিলছে না ভালো বেতন। এমন পরিস্থিতির সঙ্গে মানাতে না পেরে অনেকেই দেশে ফিরতে বাধ্য হচ্ছেন। সরেজমিন জানা গেছে, বাংলাদেশের বিভিন্ন রিক্রুটিং এজেন্সির মালিক তাদের নিয়োগকৃত মেসেঞ্জারদের (প্রতিনিধি, দালাল) দিয়ে নানা কৌশলে ফাঁদে ফেলে কর্মীদের বিদেশ যেতে টোপ দিয়ে পাসপোর্ট আর নগদ টাকা নিয়ে নিচ্ছে। যারা টোপ গিলছে তাদের এক পর্যায়ে বৈধভাবেই সৌদি আরবে পাঠানোর উদ্দেশ্যে বিমানে তুলে দেওয়া হয়। এরপর থেকেই তাদের যন্ত্রণার মুহূর্ত শুরু হয়। আবার আরেকটি গ্রুপ জাল ভিসা তৈরি করে সৌদি আরব পাঠানোর চেষ্টা করে। গ্রামের পৈতৃক জমি বিক্রি করে বা চড়া সুদে ঋণ নিয়ে বিদেশে যাওয়ার স্বপ্ন দেখেন তরুণরা। এই স্বপ্নকে পুঁজি করেই গড়ে উঠেছে একটি শক্তিশালী সিন্ডিকেট। রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে গড়ে ওঠা কতিপয় ট্রাভেল এজেন্সি এবং দালালরা গ্রামগঞ্জের সহজ-সরল মানুষকে টার্গেট করে। তারা 'ভালো বেতন', 'আরামদায়ক কাজ' এবং 'ফ্রি ভিসার' প্রলোভন দেখিয়ে হাতিয়ে নিচ্ছে লাখ লাখ টাকা। কিন্তু 'ফ্রি ভিসা' বলে আন্তর্জাতিক শ্রম আইনে কোনো শব্দ নেই। প্রতিটি কাজের ভিসার বিপরীতে একজন নির্দিষ্ট নিয়োগকর্তা বা কোম্পানি থাকা বাধ্যতামূলক। কিন্তু দালালরা সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করে উচ্চমূল্যে ফ্রি-ভিসা বিক্রি করছে। টাকা দেওয়ার পর অনেক সময় দেখা যায়, ভিসার কাগজটি আসলে একটি সাধারণ ভিজিট ভিসা বা পর্যটন ভিসা, যা দিয়ে বিদেশের মাটিতে কাজ করার কোনো বৈধ সুযোগই নেই।

১২ লাখ টাকা দিয়েও জাল ভিসা : শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, প্রতারণার সবচেয়ে বড় অস্ত্র এখন 'জাল ভিসা'। আধুনিক প্রযুক্তির অপব্যবহার করে দালালরা হুবহু আসল ভিসার মতো দেখতে জাল কপি তৈরি করছে। সাধারণ শ্রমিকদের পক্ষে এই সূক্ষ্ম কারচুপি ধরা প্রায় অসম্ভব। মক্কায় একটি দোকানে চাকরি করেন কুমিল্লার আবদুর রশীদ। তিনি দেশ রূপান্তরকে বলেন, 'আমার দুই আত্মীয় সৌদি আরব আসার জন্য এক ব্যক্তিকে ১২ লাখ টাকা দেওয়া হয়। তার সঙ্গে চুক্তি হয়েছিল সৌদি আরব আসার পর আরও ৪ লাখ টাকা দেওয়া হবে। মাস তিনেক আগে শাহজালাল বিমানবন্দরে এসে ফ্লাইটে ওঠার আগ মুহূর্তে জানতে পারেন ভিসাগুলো জাল। বাধ্য হয়ে তারা গ্রামে ফিরে যায়।' এই রকম অনেকেই প্রতারণার শিকার হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে ঢাকার এসবির এক কর্মকর্তা দেশ রূপান্তরকে বলেন, জাল ভিসার ঘটনা অহরহ ঘটছে। অনেক ক্ষেত্রে ভিসার কিউআর কোড স্ক্যান করলে ভুয়া ওয়েবসাইট বা আগের কোনো পুরনো তথ্য দেখায়। যা শ্রমিকরা বুঝতে পারেন না। বিদেশে কোনো অস্তিত্ব নেই এমন কোম্পানির নামেও ভিসা ইস্যু করে দিচ্ছে দালালরা। শ্রমিকদের মধ্যে ডিজিটাল স্বাক্ষরতার অভাব থাকায় তারা নিজেরা অনলাইন পোর্টালে ভিসার সত্যতা যাচাই করতে পারেন না, যার পূর্ণ সুযোগ নেয় দালালরা।

যেখানে স্বপ্নের অপমৃত্যু : প্রায়ই হৃদয়বিদারক দৃশ্য দেখা যায় হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে। বুকভরা আশা নিয়ে মালপত্র গুছিয়ে স্বজনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আসার পর, ইমিগ্রেশন ডেস্কে গিয়ে যখন জানা যায় ভিসাটি জাল বা ত্রুটিপূর্ণ, তখন সেই শ্রমিকের পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যায়।

সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান অনুযায়ী, প্রতিদিন গড়ে একজন বিদেশ যাওয়া ব্যক্তি বিমানবন্দর থেকে ফেরত আসছেন। তার প্রধান কারণগুলো হচ্ছে- ক্লিনার হিসেবে ভিসা নিয়ে এসে সিকিউরিটি গার্ডের কাজের কথা বলা হয়। অনেক সময় নিয়োগকর্তা বা কফিল শেষ মুহূর্তে ভিসা বাতিল করে দেন, যা শ্রমিকরা ফ্লাইটের আগে জানতে পারেন না। ভিসার পাশাপাশি স্মার্ট কার্ড বা বিএমইটি ছাড়পত্র জাল করার ঘটনাও ঘটছে।

বিদেশের মাটিতে 'বন্দি' জীবন : যারা ভাগ্যের জোরে জালিয়াতি এড়িয়ে বিদেশে পৌঁছাতে পারছেন, তাদের লড়াই সেখানেই শেষ নয়। বরং অনেক ক্ষেত্রে আসল যন্ত্রণা শুরু হয় বিদেশের মাটিতে পা দেওয়ার পর। বিমানবন্দরে কাউকে নিতে না আসা, থাকার জায়গা না থাকা এবং দিনের পর দিন অভুক্ত থাকাই যেন অনেকের ভাগ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, যে বেতনের কথা বলে নেওয়া হয়েছিল, বাস্তবে তার অর্ধেকও দেওয়া হচ্ছে না। আকামা বা রেসিডেন্সি পারমিট না করে দেওয়ায় অনেক শ্রমিক 'অবৈধ' হয়ে পড়ছেন এবং পুলিশের হাতে ধরা পড়ার আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন। এই প্রসঙ্গে পুলিশের এক কর্মকর্তা দেশ রূপান্তরকে বলেন, টাকা লেনদেনের আগেই সংশ্লিষ্ট দেশের দূতাবাস বা সরকারি ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ভিসার সত্যতা যাচাই করতে হবে। শুধুমাত্র জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো অনুমোদিত রিক্রুটিং এজেন্সির মাধ্যমেই লেনদেন করতে হবে। টাকা সব সময় ব্যাংক বা বৈধ রসিদের মাধ্যমে পরিশোধ করলে প্রতারিত হলে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া সহজ হবে। এক্ষেত্রে প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন হেল্পলাইন এবং জেলা কর্মসংস্থান অফিসের সহযোগিতা নেওয়া জরুরি। তিনি আরও বলেন, শ্রমিকরা দেশের সম্পদ, কোনো পণ্য নয়। তাদের রক্ত ঘাম ঝরানো টাকায় সচল থাকে আমাদের অর্থনীতির চাকা। অথচ সেই মানুষগুলোই যদি দালালদের হাতে বারবার লাঞ্ছিত ও প্রতারিত হন, তবে তা জাতির জন্য লজ্জাজনক। ভিসা জালিয়াতি রোধে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কঠোর অভিযান এবং জনশক্তি রপ্তানি প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে যা যা করা দরকার আমরা তা করছি।

ভিসার ক্ষেত্রে কড়াকড়ি : বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্টারন্যাশনাল রিক্রুটিং এজেন্সির (বায়রা) সাবেক এক মহাসচিব দেশ রূপান্তরকে বলেন, ভিসা পাওয়ার ক্ষেত্রে অনেক কড়াকড়ি আরোপ করা হয়েছে। বাংলাদেশ থেকে একাধিক প্রতারক চক্র জাল ভিসা তৈরি করে শ্রমিকদের সঙ্গে প্রতারণা করে আসছে। গ্রামাঞ্চল থেকে সহজ-সরল লোকজন সংগ্রহ করে তারা প্রতারণা করে আসছে। এই ধরনের একাধিক অভিযোগ পেয়েছি। সৌদি আরব যাওয়ার সময় ইমিগ্রেশন পুলিশের কাছে অনেকে ধরা পড়ছে।

সৌদি আরবের জেদ্দায় অবস্থান করা নিজের নাম উল্লেখ না করে একজন প্রবাসী তার সৌদি আরবে যাওয়া এবং টাকা খরচ করার পরও প্রতারিত হওয়ার কথা জানান। তিনি বলেন, 'ফ্রি ভিসায় এসে আমি প্রতারিত হয়েছি। এখন অন্য এক দালালের মাধ্যমে এখানে যে কাজ পেয়েছি সেই টাকা দিয়ে আমার নিজেরই চলে না। আমি সৌদির নাদাকে আছি। পানি সাপ্লাইয়ের লাইন পরিষ্কারের কাজ করি।' তার এক ভাইও জাল ভিসার খপ্পরে পড়ে সর্বস্ব হারিয়েছেন। মধ্যপ্রাচ্যে উত্তেজনা বাড়তে থাকায় পরিস্থিতির আরও অবনতি হচ্ছে। এতে নতুন কর্মীর চাহিদা কমে যাবে বলে তার আশঙ্কা।

যুগান্তর

বৃহস্পতিবার ১৬ এপ্রিল ২০২৬

ট্রলারডুবি

আন্দামান সাগরে বাংলাদেশিসহ নিখোঁজ ২৫০

যুগান্তর ডেস্ক

আন্দামান সাগরে একটি ট্রলারডুবির ঘটনায় রোহিঙ্গা ও বাংলাদেশিসহ অন্তত ২৫০ জন নিখোঁজ হয়েছেন। জাতিসংঘের শরণার্থী ও অভিবাসনবিষয়ক সংস্থা ইউএনএইচসিআর ও আইওএম মঙ্গলবার এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানিয়েছে। সংস্থাগুলো জানায়, ট্রলারটি বাংলাদেশ থেকে যাত্রা শুরু করেছিল এবং এর গন্তব্য ছিল মালয়েশিয়া। তীব্র বাতাস, উত্তাল সমুদ্র এবং অতিরিক্ত যাত্রীবোঝাই করার কারণে ট্রলারটি ডুবে যায়।

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের মুখপাত্র লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সাব্বির আলম সুজন জানিয়েছেন, একটি নৌযান থেকে ৯ জনকে জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে। এদের মধ্যে তিনজন রোহিঙ্গা শরণার্থী এবং ছয়জন বাংলাদেশি। নৌযানটি ডুবে যাওয়ার পর তারা সাগরে ভাসমান অবস্থায় ছিলেন এবং বাংলাদেশি পতাকাবাহী জাহাজ এমটি মেঘনা তাদের উদ্ধার করে। তিনি জানান, উদ্ধার হওয়া ব্যক্তিদের পরে কোস্ট গার্ডের কাছে হস্তান্তর করা হয় এবং তাদের টেকনাফ থানায় নেওয়া হয়েছে। এদের মধ্যে আটজন পুরুষ এবং একজন নারী রয়েছেন; সবাই নিরাপদে আছেন।

সুজন আরও জানান, ঘটনাটি বাংলাদেশের জলসীমার বাইরে ঘটায় এটি কোনো আনুষ্ঠানিক উদ্ধার অভিযান ছিল না। চট্টগ্রাম থেকে ইন্দোনেশিয়ার পথে থাকা এমটি মেঘনা জাহাজটি যাত্রাপথে তাদের দেখতে পেয়ে উদ্ধার করে। উদ্ধার হওয়াদের একজন, ৪০ বছর বয়সি রফিকুল ইসলাম এএফপিকে জানান, উদ্ধারের আগে তিনি প্রায় ৩৬ ঘণ্টা সাগরে ভেসে ছিলেন। তিনি বলেন, ট্রলার থেকে ছড়িয়ে পড়া তেলের আগুনে তার শরীর পুড়ে গেছে। তিনি জানান, মূলত মালয়েশিয়ায় ভালো কাজের প্রলোভনেই তিনি ওই ট্রলারে চড়েছিলেন।

জাতিসংঘের শরণার্থীবিষয়ক সংস্থা (ইউএনএইচসিআর) এবং আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা (আইওএম) এক যৌথ বিবৃতিতে বলেছে, এই মর্মান্তিক ঘটনা রোহিঙ্গাদের দীর্ঘস্থায়ী বাস্তুচ্যুতি এবং এর কোনো স্থায়ী সমাধান না থাকার ভয়াবহ চিত্রই ফুটিয়ে তুলছে।

সংস্থাগুলো জানায়, মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে চলমান সহিংসতার কারণে অদূর ভবিষ্যতে রোহিঙ্গাদের নিরাপদ প্রত্যাবর্তনের আশা ক্ষীণ হয়ে পড়েছে। ক্যাম্পে কমতে থাকা মানবিক সহায়তা এবং মানবেতর জীবনযাপনের কারণেই রোহিঙ্গারা 'নিরাপত্তা ও সুযোগের সন্ধানে' সমুদ্রপথে এ ধরনের বিপজ্জনক যাত্রা বেছে নিতে বাধ্য হচ্ছে।

DHAKA SUNDAY APRIL 5, 2026
CHAITRA 22, 1432 BS
The Daily Star

Amid an uncertain Middle East, Bangladesh must rethink its migration strategy

MOHAMMAD JALAL UDDIN SIKDER

International labour migration is a key pillar of Bangladesh's economy, with most workers going to the Gulf region. In 2025, out of 1,116,399 migrants, about 82.4% (919,981) went to Gulf Cooperation Council (GCC) countries (BMET, 2026). Remittances are equally important: Bangladesh received $32.8 billion in 2025, of which around $15.07 billion—about 46%—came from GCC countries (Bangladesh Bank, 2026). This shows the country's heavy dependence on the Gulf for both employment and income.

However, migration is not only economic; it is also shaped by politics and international relations. Rising tensions in the Middle East, especially the US–Israel–Iran conflict, are creating new uncertainties for Bangladeshi workers in terms of jobs, mobility, and safety. Therefore, migration should not be seen simply as a matter of labour demand and supply. It needs to be understood within a broader geopolitical context, where global power relations shape both opportunities and risks.

Political nature of migrant workers

To understand this situation, we need to look at how countries behave in international politics. Political scientists Hans Morgenthau (Politics Among Nations, 1948) and Kenneth Waltz (Theory of International Politics, 1979) explain that during crises, states focus mainly on their own interests and security. As a result, migrant workers become less important. They are needed in stable times, but are easily pushed aside when risks increase.

Because of this, migration governance becomes weak. Agreements such as MoUs often fail during crises, as countries take decisions independently. As Stephen Castles, Hein de Haas, and Mark J. Miller show in The Age of Migration (2014), host countries can change rules suddenly, while countries like Bangladesh have little influence to protect their workers.

Migrant workers also remain in a vulnerable position. They have little bargaining power, and in many Middle Eastern countries, the kafala system ties their legal status to employers. Human Rights Watch (EU: Human Rights Should Be Priority at GCC Summit, 2024) highlights that this increases the risk of exploitation. During crises, support systems such as evacuation and legal assistance remain limited.

As a result, crises quickly turn into real risks. Workers lose jobs first, are forced to return without compensation, and face movement restrictions. We saw the same during the COVID-19 crisis and the Libya conflict (since 2011). At the same time, xenophobia increases. For example, UN human rights experts (OHCHR, May 21, 2020) reported that migrants in Malaysia were blamed for spreading the virus and were detained or deported.

A similar pattern is now visible in the Iran war, where some migrant workers are being detained or deported for sharing war-related content on social media. Overall, migrant workers are not just labour—they are a geopolitically vulnerable population, often the first to be excluded and the least protected during crises.

Future migration trends & structural risks

The ongoing tensions surrounding Iran will not be limited to politics; they will also affect the global labour market in the future. The war has already damaged key infrastructure such as the oil and gas sectors, which are the backbone of Gulf economies. As a result, government revenues will decline, major investments will be delayed, and economic uncertainty will increase across the region.

In Saudi Arabia, this impact will be most visible in its Vision 2030 projects. One of the largest projects is NEOM—a futuristic city worth around $500 billion—which includes plans for smart cities like "The Line", advanced technology zones, and tourism hubs. Alongside NEOM, projects such as the Red Sea tourism project, Qiddiya entertainment city, and the FIFA World Cup 2034 are expected to create millions of jobs. However, if instability continues in the region, these projects may face delays, rising costs, or downsizing.

This impact will also affect the United Arab Emirates—especially Dubai and Abu Dhabi—as well as Qatar, Kuwait, Oman, and Bahrain. Major real estate and infrastructure projects may slow down, investor confidence may decline, property sales may fall, and jobs in construction and services may decrease. At the same time, prolonged conflict may damage the region's reputation for stability, leading to further declines in investment and business.

At the same time, structural changes will continue. Gulf countries will invest more in automation and digital technologies, reducing the demand for low-skilled labour. Governments will also strengthen nationalisation policies to prioritise local citizens. As a result, demand for low-skilled migrant workers will gradually decline.

For Bangladesh, the consequences will be serious. Job opportunities in the Gulf will become more uncertain, recruitment will slow down, and visa restrictions will increase. Remittance inflows may decline due to unstable employment. Many migrants may be forced to return without savings, increasing pressure on the domestic economy. Families dependent on migration income will face growing hardship.

From risk to opportunity: A geopolitical strategy

At the same time, these risks also create opportunities for Bangladesh to rethink its migration strategy. When risks spread, new opportunities also emerge. This makes it important to explore labour markets beyond the Gulf region.

A good example is China's Belt and Road Initiative (BRI). Through this initiative, large infrastructure projects are being developed across Asia, Africa, and Europe. Many countries face labour shortages due to small populations or low birth rates. As noted in the World Bank's Belt and Road Economics report (2019), these investments are expanding rapidly and creating new labour demand. Similar opportunities are also emerging in Russia, Central Asia, and parts of Africa, where investments in gas, oil, and energy sectors are increasing labour demand. If Bangladesh can develop a skilled workforce, it can take advantage of these opportunities.

To capture these opportunities, Bangladesh needs to strengthen migration diplomacy. It must go beyond traditional agreements and include

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

crisis-time protection measures such as evacuation support, compensation, legal safeguards, and waivers of costs like iqama renewal fees during emergencies. Bangladesh should also develop an early warning system to monitor geopolitical risks and adjust migration policies in advance.

At the same time, migration strategies must shift towards skills and language. Bangladesh should invest in training in Russian, German, Chinese, Korean, and Japanese, and gradually move from low-skilled to skilled labour markets. Language has become a key tool for accessing new labour markets. For example, Russian is widely used in Central Asia and parts of Eastern Europe, allowing workers to access multiple countries through a single language.

To achieve this, Bangladesh needs new training systems. Through bilateral cooperation, foreign trainers can be brought in, and the skilled Bangladeshi diaspora can be engaged online. By digitalising training centres, students can learn directly from them. Partnerships with foreign governments or companies can help develop workers based on labour market needs and allow direct recruitment. This will improve skills, reduce dependence on brokers, and make migration safer and more transparent.

In addition, a new strategic direction could be virtual migration, which is clearly different from traditional outsourcing. While outsourcing usually depends on intermediaries, virtual migration allows Bangladeshi workers to stay in the country and directly provide services to foreign employers through digital platforms. This includes IT services, freelancing, and various forms of remote professional work. Since this process does not depend on visas, borders, or physical relocation, it is comparatively less affected by geopolitical instability. As global demand for digital services continues to grow, this type of virtual migration can create relatively stable income opportunities and help reduce both the risks and costs associated with overseas employment.

Finally, geopolitics should be seen not as a crisis, but as an opportunity to explore new labour markets and build a safe and sustainable migration system for Bangladesh.

Mohammad Jalal Uddin Sikder *is an Associate Professor and Researcher at the Department of Political Science and Sociology, North South University.*

যুগান্তর | রোববার ৫ এপ্রিল ২০২৬
২২ চৈত্র ১৪৩২

মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধাবস্থা

ঝুঁকিতে বৈদেশিক কর্মসংস্থান

হক ফারুক আহমেদ

মধ্যপ্রাচ্যে চলমান যুদ্ধ পরিস্থিতির কারণে চরম হুমকির মুখে পড়েছে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় শ্রমবাজার। ফ্লাইট সংকট, ভিসা জটিলতা এবং ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চয়তার শঙ্কায় এরই মধ্যে সৌদি আরবসহ উপসাগরীয় দেশগুলোতে কর্মী যাওয়ার হার মারাত্মকভাবে কমে গেছে। পরিসংখ্যান বলছে, গত বছরের তুলনায় বর্তমানে দেশগুলোতে কর্মী যাওয়ার হার নেমে এসেছে প্রায় এক-চতুর্থাংশে। বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করে বলছেন, যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হলে বৈদেশিক কর্মসংস্থানে বড় ধরনের ধস নামবে। যার সরাসরি নেতিবাচক প্রভাব পড়বে দেশের রেমিট্যান্স প্রবাহ, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ও সার্বিক সামষ্টিক অর্থনীতির ওপর।

ব্র্যাকের মাইগ্রেশন অ্যান্ড ইয়ুথ ইনিশিয়েটিভস প্রোগ্রামের অ্যাসোসিয়েট ডিরেক্টর শরিফুল হাসান যুগান্তরকে বলেন, শ্রমবাজারে এই যুদ্ধের প্রভাব বহুমাত্রিক। প্রতিবছর ২০ থেকে ২২ লাখ তরুণ দেশের শ্রমবাজারে প্রবেশ করে।

এক-চতুর্থাংশে নেমেছে কর্মী যাওয়া

রেমিট্যান্স ও রিজার্ভে চাপ সৃষ্টি করবে—ড. এম মাসরুর রিয়াজ

দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা নিতে হবে —শরিফুল হাসান

তাদের মধ্যে গত কয়েক বছরে গড়ে ১০-১১ লাখ বিদেশে পাড়ি জমিয়েছেন। মাসে গড়ে ১ লাখ মানুষ বিদেশে গেছেন। যার মধ্যে ৭০-৮০ হাজারই গেছেন মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে। কিন্তু যুদ্ধের কারণে ফ্লাইট সমস্যায় তাদের বড় একটি অংশ যেতে পারছেন না। এভাবে যুদ্ধ চলতে থাকলে বৈদেশিক কর্মসংস্থানে

ঝুঁকিতে বৈদেশিক কর্মসংস্থান

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ভাটা পড়বে।

জানা যায়, বর্তমানে মধ্যপ্রাচ্যে বাংলাদেশের শ্রমবাজার অনেকটাই সৌদি আরবনির্ভর। ওমান, বাহরাইন, সংযুক্ত আরব আমিরাতে বাংলাদেশি শ্রমিকের প্রবেশ একেবারেই সীমিত পর্যায়ে রয়েছে। বিএমইটির তথ্যানুসারে ২০২৫ সালে ১১ লাখের বেশি বাংলাদেশি কর্মী কাজের উদ্দেশে বিদেশে গেছেন। তাদের মধ্যে ৭ লাখেরও বেশি কর্মীর গন্তব্য ছিল সৌদি আরব। কিন্তু এখন যুদ্ধাবস্থার কারণে সেখানেও যেতে পারছেন অন্য সময়ের এক-চতুর্থাংশ।

জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর (বিএমইটি) ছাড়পত্রের হারে দেখা যায়, ২০২৫ সালের ১ মার্চ থেকে ওই বছরের ১ এপ্রিল পর্যন্ত মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর মধ্যে সৌদি আরবের জন্য ৮০ হাজার ৭০২ জন, কাতারের জন্য ৯ হাজার ৬৫ জন, কুয়েতের জন্য ২ হাজার ৪৩৭ জন, জর্ডানের জন্য ১ হাজার ১৪০ এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতের জন্য ২৫৩ জন ছাড়পত্র নিয়েছিলেন। অন্যদিকে চলতি বছরের ১ মার্চ থেকে ১ এপ্রিল পর্যন্ত সৌদি আরবে ২৪ হাজার ৫১৮ জন, কাতারে ৩ হাজার ৯৭৩ জন, কুয়েতে ১ হাজার ৫৩৬, জর্ডানে ৯৮৭ জন ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের জন্য ৬২১ জন ছাড়পত্র নিয়েছেন।

এদিকে যুদ্ধাবস্থার শুরুতে অনেকেই ফ্লাইট মিস করেছেন। নির্ধারিত সময়ে বিদেশে কর্মস্থলে যেতে পারেননি। বর্তমানে সেটি পুরোপুরি স্বাভাবিক না হলেও অনেক কষ্টে মিলছে বিভিন্ন এয়ারবাসের টিকিট। অনেককে টিকিটের জন্য গুনতে হচ্ছে বাড়তি টাকা। লিবিয়া, ব্রুনাই, ওমান, বাহরাইনে বাংলাদেশিদের জন্য শ্রমবাজার বন্ধ আছে অনেক বছর ধরে। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী মো. নুরুল হক সংযুক্ত আরব আমিরাতসহ বাহরাইন, ওমানে শ্রমবাজার পুনরায় চালুর বিষয়ে আশ্বাস দিয়েছেন।

শরিফুল হাসান যুগান্তরকে আরও বলেন, যুদ্ধের কারণে মধ্যপ্রাচ্যে যেসব বাংলাদেশি বসবাস করছেন, তাদের কাজ ও আয় কমার আশঙ্কা রয়েছে। সেক্ষেত্রে অনেকে দেশে পরিবারের কাছে টাকা পাঠাতে পারবেন না। এতে দেশের রিজার্ভের ওপরও নেতিবাচক ধাক্কা আসতে পারে। তিনি বলেন, ইরানে প্রায় ৮০-৯০ হাজার বাড়িঘর স্থাপনা ধ্বংস হয়েছে। বাংলাদেশ যদি তার নিরপেক্ষ অবস্থান রাখতে পারে তাহলে মধ্যপ্রাচ্যের পুনর্গঠনে ভূমিকা রাখতে পারে। সরকারের এখন প্রয়োজন এই বিষয়ে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা করা। যারা বিদেশে যেতে পারছে না, তাদের তালিকা করা; আপডেট রাখা এবং বিকল্প ফ্লাইটের ব্যবস্থা করা। মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর সঙ্গে আলাপ চালিয়ে যাওয়া যেন ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে গেলেও যাওয়ার বিষয়ে বিবেচনা করা হয়।

অর্থনীতিবিদ ও পলিসি এক্সচেঞ্জ বাংলাদেশের চেয়ারম্যান ড. এম মাসরুর রিয়াজ যুগান্তরকে বলেন, অস্থিতিশীলতা দীর্ঘস্থায়ী হলে রেমিট্যান্স ও বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের ওপর মারাত্মক চাপ সৃষ্টি করবে।

ইত্তেফাক | শুক্রবার
১১ বৈশাখ ১৪৩৩, ২৪ এপ্রিল ২০২৬

লিবিয়া থেকে ফিরেছেন আরো ১৭৪ বাংলাদেশি

ইত্তেফাক রিপোর্ট

লিবিয়ার ত্রিপোলি থেকে দেশে ফিরেছেন আরো ১৭৪ বাংলাদেশি নাগরিক। লিবিয়ায় অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাস, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে লিবিয়া সরকার ও আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থার সহযোগিতায় লিবিয়ার বিভিন্ন ডিটেনশন সেন্টারে বন্দি মোট ১৭৪ জন স্বেচ্ছায় দেশে ফিরেছেন। গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে বুরাক এয়ারের একটি ফ্লাইটে তারা দেশে ফেরেন।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানায়, এসব বাংলাদেশির বেশির ভাগই সমুদ্রপথে অবৈধভাবে ইউরোপ যাওয়ার উদ্দেশ্যে মানব পাচারকারীদের প্ররোচনায় ও সহযোগিতায় লিবিয়ায় অনুপ্রবেশ করে। তাদের অনেকে লিবিয়াতে বিভিন্ন সময়ে অপহরণ ও নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন বলে অভিযোগ রয়েছে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থার কর্মকর্তারা বিমানবন্দরে তাদের অভ্যর্থনা জানান। জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে তাদের এই দুর্বিষহ অভিজ্ঞতা সবার সঙ্গে বিনিময় করার জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে তাদের অনুরোধ জানানো হয়। আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থার পক্ষ থেকে দেশে ফেরা প্রত্যেককে পথখরচা, কিছু খাদ্যসামগ্রী, প্রাথমিক চিকিৎসা এবং প্রয়োজনে অস্থায়ী বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়।

প্রথম আলো

রোববার, ১২ এপ্রিল ২০২৬,

বিদেশগামী শ্রমিকদের ভোগান্তি দূর হোক

কুমিল্লায় গোলটেবিল

'কুমিল্লা অঞ্চলে জনশক্তি রপ্তানির সম্ভাবনা, চ্যালেঞ্জ ও করণীয়' শীর্ষক বৈঠকের আয়োজন করে ডেমোক্রেসি ইন্টারন্যাশনাল ও *প্রথম আলো*।

প্রতিনিধি, *কুমিল্লা*

গোলটেবিল বৈঠকে (বাঁ থেকে) সাইফুল ইসলাম, ইউসুফ মোল্লা, ক্যাথরিন সিসিল ও সাইফুল মালিক। গতকাল কুমিল্লার ব্যুরো বাংলাদেশ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে। ছবি : প্রথম আলো

'প্রবাসীদের পাঠানো অর্থে সচল থাকছে দেশের অর্থনীতির চাকা। তাই কোনোভাবেই প্রবাসীদের ছোট করে দেখার সুযোগ নেই। সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলোকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। অভিবাসনপ্রত্যাশীরা যেন ভোগান্তির শিকার না হন।'

গতকাল শনিবার 'কুমিল্লা অঞ্চলে জনশক্তি রপ্তানির সম্ভাবনা, চ্যালেঞ্জ ও করণীয়' শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে এ কথা বলেন কুমিল্লা সিটি করপোরেশনের প্রশাসক মো. ইউসুফ মোল্লা (টিপু)। কুমিল্লা আদর্শ সদর উপজেলার কোটবাড়ি সড়কের ধনপুর (হালিমানগর) এলাকায় অবস্থিত ব্যুরো বাংলাদেশ ট্রেনিং সেন্টারে এই বৈঠকের আয়োজন করে ডেমোক্রেসি ইন্টারন্যাশনাল ও *প্রথম আলো*। এফসিডিও এবং দ্য এশিয়া ফাউন্ডেশনের সহায়তায় আয়োজিত এই গোলটেবিলে বৈঠকে অভিবাসনপ্রক্রিয়ার সম্ভাবনা, বাধা, চ্যালেঞ্জ ও সুপারিশগুলো নিয়ে নিজেদের মতামত তুলে ধরেন অংশগ্রহণকারীরা।

মো. ইউসুফ মোল্লা আরও বলেন, অভিবাসনপ্রত্যাশীরা বিদেশে যাওয়ার ক্ষেত্রে মাধ্যম হিসেবে এজেন্টসহ বিভিন্ন ব্যক্তিকে বেছে নেন। বিদেশে গিয়ে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে মানুষ প্রতারণার শিকার ও সমস্যার মুখে পড়েন মাধ্যম হিসেবে কাজ করা (সাব-এজেন্ট) ব্যক্তিদের কারণে। কিন্তু আমাদের দেশে অভিবাসনপ্রক্রিয়ায় মাধ্যম ব্যক্তিদের জন্য কোনো আইন নেই। অবিলম্বে এ ব্যাপারে আইন হওয়া দরকার।

বৈঠকে কুমিল্লার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মো. সাইফুল ইসলাম বলেন, দীর্ঘদিন ধরেই অভিবাসনপ্রত্যাশী ও প্রবাসীরা ওয়ান-স্টপ সার্ভিসের দাবি জানিয়ে আসছেন। কাজটি সরকার এখনো করে উঠতে পারেনি বলেই মানুষ দালালকে বেছে নেন। কারণ, দালাল বা মাধ্যম ব্যক্তিরা মানুষকে সেই সেবাটি দিচ্ছেন। আজকের এই বৈঠকে সংশ্লিষ্ট প্রতিটি দপ্তরের কর্মকর্তারা রয়েছেন। এখান থেকে বড় এবং ভালো কিছু সিদ্ধান্ত উঠে আসছে, যা থেকে অভিবাসনপ্রক্রিয়ায় কল্যাণ বয়ে আনতে পারে।

কুমিল্লার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) সাইফুল মালিক বলেন, দায়িত্ব পালনের সময়ে দেখছি বেশির ভাগ ক্ষেত্রে অবৈধ চ্যানেলে বিদেশে যাওয়া মানুষজন বেশি সমস্যা বা প্রতারণার মুখে পড়ছেন। অভিবাসনপ্রত্যাশীরা বৈধ চুক্তিতে বিদেশে গেলে সমস্যা অনেকাংশেই সমাধান হয়ে যায়। বিদেশে যাওয়ার আগে অভিবাসনপ্রত্যাশীদের প্রশিক্ষিত হওয়ার কাজটি বেশি জরুরি। বিশেষ করে কম্পিউটার এবং ড্রাইভিং শিখে বিদেশে গেলে সেই কর্মীর চাহিদা ও বেতন অনেক বেশি।

বৈঠকের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য দেন ডেমোক্রেসি ইন্টারন্যাশনালের চিফ অব পার্টি ক্যাথরিন সিসিল। তিনি বলেন, অভিবাসনপ্রক্রিয়াকে আরও সহজ, কার্যকর ও মর্যাদাপূর্ণ করতে সরকারি সংস্থাগুলোর মধ্যে সমন্বয় জোরদার করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন সংস্থার ভিন্ন দায়িত্ব ও সীমাবদ্ধতার কারণে সমন্বয়ের ক্ষেত্রে কিছু চ্যালেঞ্জ থাকলেও পারস্পরিক সহযোগিতা ও সমন্বয়ের মাধ্যমে তা কাটিয়ে ওঠা সম্ভব। এ লক্ষ্যে বাস্তবসম্মত সমাধান খুঁজে বের করতে অংশীজনদের অভিজ্ঞতা, মতামত ও পরামর্শকে গুরুত্ব দেওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

রিফিউজি অ্যান্ড মাইগ্রেটরি মুভমেন্টস রিসার্চ ইউনিটের (রামরু) পরিচালক (প্রোগ্রাম) মেরিনা সুলতানা বলেন, অভিবাসনপ্রক্রিয়ায় মাধ্যমকারী বা সাব-এজেন্টদের জন্য আইন জরুরি। কারণ, বিদেশে যাওয়া ৩১ শতাংশ মানুষ প্রতারণার শিকার হন মাধ্যমকারীদের জন্য কোনো আইন না থাকার কারণে।

ওয়্যারবি ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশনের পরিচালক জেসিয়া খাতুন বলেন, 'মানুষ পণ্য নয়। তাই মানুষকে রপ্তানি করা যায় না। আমাদের অবশ্যই অভিবাসনপ্রত্যাশীদের মানবিকভাবে দেখতে হবে।'

মাল্টি-পার্টি অ্যাডভোকেসি ফোরাম (এমএএফ) কুমিল্লার সভাপতি বদরুল হুদা (জেনু) তাঁর বক্তব্যে অভিবাসনপ্রক্রিয়ায় তাঁদের প্রতিষ্ঠানকে সম্পৃক্ত করার আহ্বান। তিনি বলেন, মাল্টি-পার্টি অ্যাডভোকেসি ফোরামকে এই প্রক্রিয়ায় যুক্ত করা গেলে প্রচার-প্রচারণার মাধ্যমে অভিবাসনপ্রত্যাশীদের আরও বেশি সচেতন করা যাবে।

কুমিল্লা প্রেসক্লাবের সভাপতি কাজী এনামুল হক (ফারুক) একটি ওয়েবসাইট তৈরির উদ্যোগ নিতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানান; যেখানে অভিবাসনপ্রক্রিয়ায় সব দপ্তরের তথ্য একসঙ্গে পাওয়া যাবে। এতে সেবা পেতে মানুষের ভোগান্তি কমে আসবে বলে মনে করেন তিনি।

যেসব সমস্যা, সংকট ও সুপারিশ উঠে এল বৈঠকে

ওয়্যারবি ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশনের কুমিল্লা সেন্টারের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. জাফরউল্লাহ প্রবাসী শ্রমিকদের বেশ কিছু সমস্যার কথা তুলে ধরেন। দক্ষতা ছাড়া বিদেশে যাওয়া, দালালের প্রতারণা, অতিরিক্ত খরচ, বিদেশে গিয়ে বেতন-কাগজপত্র না পাওয়া, দেশে ফিরে পুনর্বাসনের সীমাবদ্ধতার কথা তুলে ধরনে তিনি।

কুমিল্লা আদর্শ সদর উপজেলার আমড়াতলী ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য কামাল হোসাইন অভিবাসনপ্রক্রিয়ার চ্যালেঞ্জগুলো তুলে ধরেন। এ ক্ষেত্রে নির্যাতন, অতিরিক্ত কাজের চাপ, বেতন আটকে রাখা, অভিযোগে সহায়তা না পাওয়া প্রধান সমস্যা বলে উল্লেখ করেন তিনি।

বায়রার সদস্য ফারজানা আলম মজুমদার সাব-এজেন্ট ও রিক্রুটমেন্ট ব্যবস্থায় সমস্যাগুলো তুলে ধরেন। এ ক্ষেত্রে প্রধান সমস্যা ভুয়া প্রতিশ্রুতি, নগদ লেনদেনে প্রতারণা ও চুক্তিপত্র গোপন রাখার কথা উল্লেখ করেন তিনি।

দ্য এশিয়া ফাউন্ডেশনের ডেপুটি টিম লিডার ইকবাল মাহমুদ তাঁর বক্তব্যে সরকারি অফিসগুলোর সমন্বয় সংকটের কথা তুলে ধরেন। এ ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসন, জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস, কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, প্রবাসীকল্যাণ ব্যাংক, ইউনিয়ন পরিষদ ও অন্যান্য দপ্তরের মধ্যে সমন্বয় কম বলে উল্লেখ করেন তিনি।

এসব সমস্যা সমাধানে জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মো. আতিকুর রহমান একীভূত জাতীয় অভিবাসন ডেটাবেজ তৈরি করতে প্রবাসীকল্যাণ মন্ত্রণালয়কে আহ্বান জানান।

কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কুমিল্লার অধ্যক্ষ কামরুজ্জামান সাব-এজেন্ট নিবন্ধন বাধ্যতামূলক করার নীতিগত সিদ্ধান্ত নিতে প্রবাসীকল্যাণ মন্ত্রণালয়কে আহ্বান জানান। তিনিও অগ্রাধিকারভিত্তিক কিছু সুপারিশ তুলে ধরেন।

প্রবাসীকল্যাণ সেন্টার কুমিল্লার সহকারী পরিচালক মো. মাইন উদ্দিন তাঁর বক্তব্যে নিজেদের কার্যক্রম এবং প্রবাসীদের কীভাবে সহায়তা দেওয়া হয়, সেসবের বিস্তারিত তুলে ধরেন।

প্রবাসীকল্যাণ ব্যাংক কুমিল্লা অঞ্চলের সিনিয়র অফিসার রওনক জাহান বলেন, 'কুমিল্লার ১৭টি উপজেলার মধ্যে আমাদের শাখা আছে মাত্র ৪টি। এর মধ্যে টমছম ব্রিজ শাখায় লোকবল আছে তিনজন; কিন্তু সেখান থেকে নয়টি উপজেলায় সেবা দিতে হয়।'

গোলটেবিল বৈঠক সঞ্চালনা করেন *প্রথম আলোর* সহকারী সম্পাদক ফিরোজ চৌধুরী। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন ও বক্তব্য দেন ডেমোক্রেসি ইন্টারন্যাশনালের প্রোগ্রাম ম্যানেজার আশরুপা হক চৌধুরী, কুমিল্লার জ্যেষ্ঠ আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক আবুল বাশার, সচেতন নাগরিক কমিটি (সনাক) কুমিল্লার সভাপতি অধ্যাপক নিখিল চন্দ্র রায়, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কুমিল্লার উপপরিচালক মো. ইসহাক, বাংলাদেশ সাংবাদিক সমিতি কুমিল্লার সভাপতি ইয়াসমিন রীমা, লালমাই সরকারি কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ সফিকুর রহমান, জিএমসিসি কুমিল্লার সহসভাপতি জসিম উদ্দিন চাষী, প্রবাসফেরত নারী ফাতেমা আক্তার প্রমুখ।

THE FINANCIAL EXPRESS Monday • April 6, 2026

Over 1.13m Bangladeshis employed abroad in 2025

'Japan Cell' formed to send 100,000 workers in next five years

FE REPORT

Expatriates' Welfare and Overseas Employment Minister Ariful Haque Chowdhury on Sunday informed the Jatiya Sangsad (JS) that a total of 1,132,519 Bangladeshi workers, including 62,352 women, secured overseas employment in 2025.

The minister disclosed the figures while responding to a written question from Nilphamari-2 lawmaker Al Faruq Abdul Latif during the eighth sitting of the first session of the 13th JS. Speaker Hafiz Uddin Ahmed presided over the session.

Ariful Haque Chowdhury said overseas employment remains a continuous process and a key priority for the government, which has incorporated multiple initiatives in its election manifesto to expand foreign job markets and increase manpower export. A 180-day action plan has already been formulated to implement these commitments.

The minister noted that diplomatic efforts are ongoing to reopen or expand labour markets, including Malaysia, Oman, United Arab Emirates, and Bahrain, which have recently become restricted for Bangladeshi workers.

At the same time, Bangladesh continues to send workers to major destinations, such as Saudi Arabia, Kuwait, Qatar, Romania, Seychelles, Portugal, and Russia.

According to the minister, Bangladesh has signed memoranda of understanding (MoUs) or agreements with 18 countries to facilitate overseas employment.

Under a separate MoU between the Bureau of Manpower, Employment and Training (BMET) and the International Manpower Development Organization Japan, workers are being sent to the country as technical interns without migration costs.

Highlighting a major new initiative, he said a dedicated 'Japan Cell' has been established within the ministry to implement a bilateral agreement - aimed at sending 100,000 Bangladeshi workers to Japan over the next five years.

Special focus is given on Japanese language training to prepare the workers for employment in Japan and increase their placement rates.

The government is also taking steps to retrain and upskill the returnee migrant workers in line with the international labour market demands, enabling them to re-enter overseas employment.

Recognition of prior learning and certification is also being introduced, creating new opportunities for skilled migration.

The minister reaffirmed the government's commitment to strengthening overseas employment channels and ensuring that Bangladeshi workers continue to access global labour markets in a safe, structured, and sustainable manner.

mirmostafiz@yahoo.com

THE FINANCIAL EXPRESS April 5, 2026

Export of apparel items to US declines footwear and travel goods shine

Exporters say ME war uncertainty dents RMG demand in main destination

MONIRA MUNNI

Main earner garment export to the US, Bangladesh' single-largest destination -- keep struggling amid demand drop, but footwear and travel-goods shipments recorded significant growth during the first two months of 2026.

The country's apparel exports to the United States continued facing setback since the beginning of this calendar year, with a decline further by 17.18 per cent in February.

Readymade garment exporters attribute the fall largely to the impact of US reciprocal tariffs which enhanced garment prices and thus keeps eating up consumer demand.

And during the first two months of 2026, America's overall garment imports dropped by 13.47 per cent. But Vietnam, Cambodia and Indonesia gained despite the overall decline.

In February, Bangladesh earned US$581.19 million, in a fall from US$ 701.71 million in February 2025.

During the January-February period, Bangladesh's earnings from RMG shipments stood at US$1.37 billion, down from US$1.50 billion in the corresponding period of 2025. It marks an 8.53-percent fall, according to the Office of Textiles and Apparel (OTEXA), an affiliate of the US Department of Commerce, data released Thursday.

During the period, Bangladesh shipped 457.45 million square metres of apparel to the US, representing a 6.21-percent decrease, compared to 487.75 million square metres in the same period of January to February 2025.

Industry experts also warn that tensions involving the US-Israel war on Iran could create further uncertainty for the sector.

The OTEXA data reveal significant shifts in global apparel sourcing. Vietnam emerges as the top performer among major suppliers, followed by Bangladesh, recording 2.86-percent growth in export value to $2.70 billion and a 4.84-percent increase in volume to 790.23 million square metres.

Meanwhile, China that slipped to third apparel exporter to the US experienced a steep 57.65-percent decline in value to $1.17 billion and a 46.01-percent drop in volume to 823.26 million square metres.

India also faced headwinds, with exports falling 23.75 per cent to $728.92 million and volume declining around 20 per cent to 211.15 million square metres in the January-February period under review.

Overall US apparel imports contracted 13.47 per cent year on year to $11.73 billion during the first two months of 2026, reflecting persistent demand softness amid elevated inflation and cautious consumer spending.

Talking to the FE, Mahmud Hasan Khan, president of Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA), said uncertainty surrounding new US tariff regimes

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

Export of apparel items to US

| FROM PAGE 1 COL 5

dampened demand across manufacturing hubs.

"National elections also had a negative impact with buyers holding up certain portion of work orders over uncertainty," he says, adding though they expected a turnaround in export performance to the US after the tariff imposition, China and India are intensifying the competition on the EU market by offering aggressive lower prices.

Asked about the growth dynamics, he points to declining purchasing power in both the US and EU markets due to high inflation, hoping that the work-order situation might improve if the Middle East war eases.

Mohiuddin Rubel, deputy managing director of Denim Expert Ltd, says overall US apparel imports have declined, which has affected Bangladesh's shipments as well.

He also says the unit price of Bangladeshi garments exported to the US fell by 2.47 per cent, compared to 1.89 per cent for Vietnam, 21.56 per cent for China, 4.71 per cent in India and 0.13 per cent in Cambodia's case.

"Though China's massive decline creates a window of opportunity for Bangladesh, the country faces intensifying competition from regional rivals Vietnam and Cambodia," he notes.

Meantime, Bangladesh received US$72.71 million from footwear shipments to the US during January-February 2026, up from US$50.58 million in the corresponding period of last year, according to OTEXA data.

Earnings from travel goods stood at US$26.15 million in a 66.79-percent growth.

China's exports of footwear items to the US during the period declined by 53.29 per cent to US$804.45 million while that of Vietnam increased by 22.57 per cent to US$1.68 billion.

US travel-goods import from China declined by 50.53 per cent to US$209.14 million while that of Vietnam increased by 13.50 per cent to US$234.01 million, data showed.

When asked, Riad Mahmud, managing director of Shoeniverse Footwear Ltd, a unit of NPOLY Group, said the demand robustness did not decrease rather they are getting remarkable enquiries from US buyers.

"Buyers with specific requirement of certification are coming to Bangladesh," he says. Though overall global demand has slumped, the demand for footwear is rising.

He says despite the turmoil in global situation, they did not witness any order cancellation nor did they defer shipments.

As a strategic measure, he says, they encourage suppliers to make even early shipments by enhancing production efficiency by taking new measures like increasing manufacturing lines.

His company is also taking measure to hire foreign expertise, especially from China, to get knowledge and technological expertise despite a rise in cost.

Explaining the reasons for growth, he says orders are shifting from China from the labour-intensive sectors while Bangladesh has ample opportunity with huge labour forces and others.

Mr Mahmud says to increase local competitiveness, the government should come forward with sector-based measures like incentivizing or providing banking supports by identifying the sector-wise bottlenecks, especially related to transportation due to rise in fuel prices.

- Garment exports to the US fell 17.18% in February 2026
- Earnings dropped to $581.19M (Feb 2026) from $701.71M (Feb 2025)
- Jan–Feb performance: total income $1.37B, down 8.53% from 2025

MAIN REASONS

US reciprocal tariffs increased prices

Weak consumer demand due to inflation

Political & global uncertainty (elections, Middle East tensions)

যুগান্তর
বৃহস্পতিবার ১৬ এপ্রিল ২০২৬
tutorial.jugantor@gmail.c

সংসদে প্রধানমন্ত্রী

মধ্যপ্রাচ্যের বাইরে বিকল্প শ্রমবাজার খুঁজছে সরকার

সংসদ প্রতিবেদক

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বলেছেন, মধ্যপ্রাচ্যের সাম্প্রতিক অস্থিরতার প্রেক্ষাপটে সরকার বিকল্প শ্রমবাজার খুঁজতে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ় রাখতে আধুনিক হচ্ছে সশস্ত্র বাহিনী

তিনি আরও বলেন, বিদেশে বাংলাদেশি কর্মীদের সুযোগ বাড়াতে সার্বিয়া, গ্রিস, উত্তর মেসিডোনিয়া, রোমানিয়া, পর্তুগাল, ব্রাজিল ও রাশিয়ার সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় চুক্তি স্বাক্ষরের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এজন্য বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ মিশনগুলোর সুপারিশের ভিত্তিতে প্রয়োজনে স্থানীয় লবিস্ট এবং বিশেষজ্ঞ প্রতিষ্ঠান নিয়োগ করা হবে। এছাড়াও মধ্যপ্রাচ্যের বাইরের দেশগুলোর সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক জোরদার করতে উচ্চপর্যায়ের সফরের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ইতোমধ্যে থাইল্যান্ডের সঙ্গে

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

সমকাল সোমবার। ৬ এপ্রিল ২০২৬

মালয়েশিয়ার শ্রমবাজারে সিন্ডিকেট না ভাঙলে আমরণ অনশন

■ সমকাল প্রতিবেদক

মালয়েশিয়ার শ্রমবাজারে সিন্ডিকেট ভেঙে সব বৈধ রিক্রুটিং এজেন্সির জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত করার দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্টারন্যাশনাল রিক্রুটিং এজেন্সিসের (বায়রা) একাংশ। দাবি না মানা হলে আমরণ অনশনে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তারা।

গতকাল রোববার ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির শফিকুল কবির মিলনায়তনে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে বায়রার সিন্ডিকেটবিরোধী সদস্যরা এসব কথা বলেন। সংবাদ সম্মেলনে বায়রার সাবেক ইসি সদস্য মোস্তফা মাহমুদ বলেন, 'বারবার মালয়েশিয়ার শ্রমবাজারকে একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। সিন্ডিকেট না ভাঙলে আমরা আমরণ অনশনে যেতে বাধ্য হবো। আমরা চাই, সবার জন্য সমান ব্যবসার সুযোগ। কেবল ১০০ জন কেন এই বাজার নিয়ন্ত্রণ করবে?'

তিনি অভিযোগ করেন, একটি প্রভাবশালী সিন্ডিকেট দীর্ঘদিন ধরে মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার নিয়ন্ত্রণ করে হাজার হাজার কোটি টাকা লুটপাট করেছে। তাদের বিরুদ্ধে দেশে যথাযথ বিচার

বায়রা সদস্যদের হুঁশিয়ারি

নিশ্চিত করার দাবি জানান মোস্তফা মাহমুদ।

লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, ২০১৬ সাল থেকে বিভিন্ন সফটওয়্যার প্ল্যাটফর্ম– যেমন এফডব্লিউসিএমএস, এসপিপিএ ইত্যাদির মাধ্যমে একটি সিন্ডিকেট শ্রমবাজার নিয়ন্ত্রণ করে আসছে। এর ফলে কর্মীদের কাছ থেকে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করা হয়েছে। সরকার নির্ধারিত অভিবাসন ব্যয় ৪৭ হাজার থেকে ৭৯ হাজার টাকার মধ্যে থাকলেও বাস্তবে শ্রমিকদের কাছ থেকে ৪ থেকে ৬ লাখ টাকা পর্যন্ত নেওয়া হয়েছে।

সংগঠনটির নেতারা দাবি করেন, বর্তমানে নতুন করে 'ট্রাফ' নামের একটি প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে আবারও সিন্ডিকেট গঠনের চেষ্টা চলছে। 'গ্লোবাল এমপ্লয়মেন্ট ফ্যাসিলিটেশন সেন্টার' নামে একটি ওয়ান-স্টপ সার্ভিস চালুর পরিকল্পনার কথাও উল্লেখ করা হয়, যা মূলত এজেন্সি ও কর্মীদের নিয়ন্ত্রণের কৌশল বলে তারা মনে করেন।

মধ্যপ্রাচ্যের বাইরে বিকল্প শ্রমবাজার খুঁজছে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

একটি কর্মী নিয়োগ চুক্তি স্বাক্ষরের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বুধবার জাতীয় সংসদে বিএনপির সংসদ-সদস্য আশরাফ উদ্দীনের এক প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান একথা জানান। বিএনপির আরেক সংসদ-সদস্য নায়েব ইউসুফ আহমেদের এক সম্পূরক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার পুনরায় খোলার জন্য সরকার কাজ করছে। ৮ থেকে ১১ এপ্রিল প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থানমন্ত্রী এবং প্রধানমন্ত্রীর একজন উপদেষ্টা মালয়েশিয়া সফর করেছেন। এ দ্বিপক্ষীয় আলোচনার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশি কর্মীদের মালয়েশিয়ায় যাওয়ার পথ সুগম হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। এর আগে বেলা ১১টায় স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদের সভাপতিত্বে সংসদের কার্যক্রম শুরু হয়।

প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ় রাখতে আধুনিক হচ্ছে সশস্ত্র বাহিনী : সংসদ-সদস্য আল ফারুক আব্দুল লতিফের এক প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বর্তমান সরকার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ় রাখতে সশস্ত্র বাহিনীর সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে যাচ্ছে। এজন্য সশস্ত্র বাহিনীকে বিভিন্ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, কলেবর বৃদ্ধি, আধুনিকায়ন ও প্রশিক্ষণের উন্নয়নসহ আধুনিক, দক্ষ এবং সময়োপযোগী শক্তিতে রূপান্তর করার নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন, সেনা, নৌ ও বিমানবাহিনীর জন্য উন্নত অস্ত্রশস্ত্র, আধুনিক যুদ্ধবিমান, নৌযান ও সাবমেরিন, আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এবং অত্যাধুনিক নজরদারি প্রযুক্তি সংযোজনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ আধুনিকায়ন কার্যক্রম একটি চলমান প্রক্রিয়া, যা আমাদের জাতীয় নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় দৃঢ় ভিত্তি গড়ে তুলবে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, সরকারের লক্ষ্য—সেনা, নৌ ও বিমানবাহিনীকে এমন সক্ষমতায় উন্নীত করা, যাতে জাতীয় সার্বভৌমত্ব রক্ষায় একটি বিশ্বাসযোগ্য প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি হয়। এ লক্ষ্যে একটি নতুন জাতীয় নিরাপত্তা কৌশল ও আধুনিক প্রতিরক্ষানীতি প্রণয়ন, সেনাবাহিনীর কৌশলগত সক্ষমতা বৃদ্ধি, নৌবাহিনীর মাধ্যমে সমুদ্রপথ, সামুদ্রিক সম্পদ ও ব্লু ইকোনমি সুরক্ষা এবং বিমানবাহিনীর বিমান প্রতিরক্ষা, নজরদারি ও দ্রুত মোতায়েন সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে 'মেড ইন বাংলাদেশ' উদ্যোগের মাধ্যমে দেশীয় প্রতিরক্ষা শিল্প গড়ে তুলতে আত্মনির্ভরতা বাড়ানোর ওপরও জোর দেওয়া হচ্ছে। তারেক রহমান বলেন, বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনী আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও কৌশলগত অংশীদারত্ব জোরদার করতে ধারাবাহিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ সেনা, নৌ ও বিমানবাহিনী বিভিন্ন বন্ধুপ্রতিম দেশের সঙ্গে নিয়মিত যৌথ প্রশিক্ষণ ও মহড়া পরিচালনা করছে। একই সঙ্গে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে নিয়মিত স্টাফ পর্যায়ে বৈঠক, প্রতিরক্ষা সংলাপ এবং দ্বিপক্ষীয় বৈঠক আয়োজনের মাধ্যমে কৌশলগত সম্পর্ক উন্নয়ন, অভিজ্ঞতা বিনিময় এবং আঞ্চলিক নিরাপত্তা সহযোগিতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখা হচ্ছে। নির্বাচনি ইশতেহারের কথা উল্লেখ করে তারেক রহমান বলেন, বিএনপির ২০২৬ সালের নির্বাচনি ইশতেহারে সশস্ত্র বাহিনীকে মডার্ন, কুইক, সেলফ কনটেইন্ড, রাজনৈতিক বিতর্কের উর্ধ্বে থাকা এবং সমন্বিত প্রতিরক্ষা সক্ষমতাসম্পন্ন বাহিনী হিসাবে গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, বর্তমান নিরাপত্তা বাস্তবতায় সরকার শুধু প্রচলিত অস্ত্র সংযোজনেই সীমাবদ্ধ থাকতে চায় না। বরং সাইবার স্পেস, তথ্যযুদ্ধ, ড্রোন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, উপকূলীয় নিরাপত্তা, জ্বালানি অবকাঠামো সুরক্ষা এবং আন্তঃবাহিনী সমন্বয়ের মতো নতুন ক্ষেত্রেও সক্ষমতা বাড়ানোর ওপর গুরুত্বারোপ করেছে।

বিমানবাহিনীতে ৪.৫ প্রজন্মের আধুনিক যুদ্ধবিমান সংযোজনের কথাও গুরুত্ব পাচ্ছে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, পাশাপাশি প্রশিক্ষণ, পেশাগত দক্ষতা, কল্যাণ, অবসরোত্তর মর্যাদা এবং ওয়ান র‍্যাংক ওয়ান পারসন ওয়ান পেনশনের মতো বিষয় বিবেচনায় নিয়ে একটি আধুনিক, জ্ঞানভিত্তিক, প্রযুক্তিমুখী ও জনআস্থাসম্পন্ন সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তোলাই সরকারের মূল লক্ষ্য।

স্টুডেন্ট ভিসায় জামানতবিহীন ঋণ সীমা ১০ লাখে উন্নীত : নায়াব ইউসুফ আহমদের অপর এক প্রশ্নের জবাবে তারেক রহমান বলেন, যুদ্ধাবস্থার কারণে অন্যান্য দেশের চিকিৎসক, ব্যাংকার, প্রকৌশলীসহ পেশাজীবীরা মধ্যপ্রাচ্য ত্যাগ করছেন। এ অবস্থায় সেখানে বাংলাদেশি পেশাজীবীদের নিয়োগের সম্ভাবনা যাচাইসহ অন্যান্য কোন কোন সেক্টরে কর্মীদের চাহিদা রয়েছে তা খতিয়ে দেখে প্রতিবেদন পাঠাতে দূতাবাসগুলোকে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, ল্যাংগুয়েজ স্টুডেন্ট ভিসায় বিদ্যমান জামানতবিহীন ঋণ সীমা ৩ লাখ থেকে ১০ লাখ টাকায় উন্নীত করা হয়েছে।

বিদেশে কর্মী পাঠাতে ভাষা শিক্ষা : প্রধানমন্ত্রী বলেন, জাপানে বাংলাদেশি কর্মীদের ব্যাপক চাহিদা থাকায় সে দেশে কর্মী পাঠানোর হার বাড়াতে জাপানিজ ভাষা ও স্কিল ট্রেনিংয়ের পরিধি বাড়ানো হয়েছে। ৫৩টি টিটিসিতে জাপানিজ ভাষা প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। তাছাড়া জাপানিজসহ রাশিয়া, আরবি, জার্মান, ইতালিয়ান ভাষার প্রশিক্ষক নিয়োগ কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে, বিভিন্ন ভাষার ৪১ জন প্রশিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষক : সংসদ-সদস্য হুমাম কাদের চৌধুরীর এক প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বর্তমানে দেশের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে ৩ লাখ ৭৬ হাজার ৪৮৯ জন শিক্ষক রয়েছেন। এর মধ্যে ১ লাখ ৩০ হাজার শিক্ষক ইতোমধ্যে ইংরেজিতে প্রশিক্ষণ পেয়েছেন।

পঞ্চম প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি শুরু হচ্ছে : প্রধানমন্ত্রী জানান, ১ জুলাই থেকে শুরু হতে যাওয়া 'পঞ্চম প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি'র আওতায় বাকি শিক্ষকদেরও ইংরেজি ভাষায় প্রশিক্ষণ দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, বর্তমান সরকারের ইশতেহারে শিক্ষাদানের মান ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশের সব প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বিশেষ প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় আনার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি ইউনিয়ন ও উপজেলায় উন্মুক্ত খেলার মাঠ তৈরির পরিকল্পনা এবং ক্রীড়াবিদকে ভাতার আওতায় আনার পরিকল্পনা : প্রধানমন্ত্রী বলেন, সারা দেশে শহর ও গ্রাম অঞ্চলে খেলার মাঠ নির্ধারণ ও অবকাঠামো উন্নয়নে কর্মকৌশল নির্ধারণে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে গঠিত কমিটি কাজ করছে। প্রতিটি ইউনিয়ন ও উপজেলায় যথাক্রমে ৮ বিঘা ও ১০ বিঘা করে উন্মুক্ত খেলার মাঠ তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে। এছাড়াও নির্বাচনি ইশতেহারকে প্রাধান্য দিয়ে বেতন কাঠামোর আওতায় জাতীয় ক্রীড়াবিদদের জন্য ক্রীড়া ভাতা চালু করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে ৫০০ জন ক্রীড়াবিদকে এ ভাতার আওতায় আনার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে, যার মধ্যে প্রথম ধাপে ১২৯ জন ক্রীড়াবিদকে ভাতা দেওয়া হয়েছে।

দেশে পেপাল চালু করতে কার্যকর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে : হাইটেক পার্ক ও আইসিটি সেন্টারগুলোর কার্যকর পরিচালনা এবং দেশে পেপালের কার্যক্রম চালু করতে ইতোমধ্যেই একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক পেমেন্ট গেটওয়ে পেপালের কার্যক্রম শুরু করতে কার্যকর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

'কৃষকদের সচ্ছল করতেই কৃষক কার্ড চালু' : বাসস জানায়, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বলেছেন, দেশের কৃষকদের আত্মনির্ভরশীল ও সচ্ছল করতেই সরকার কৃষক কার্ড চালু করেছে। মঙ্গলবার দুপুরে টাঙ্গাইলে শহীদ মারুফ স্টেডিয়ামে কৃষক কার্ড কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করে তিনি একথা বলেন। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) চেয়ারম্যান তারেক রহমান বলেন, বর্তমান সরকারের লক্ষ্যই হলো—কৃষককে আত্মনির্ভরশীল ও সচ্ছল হিসাবে গড়ে তোলা। সে জন্যই আমরা কৃষক কার্ড দিয়েছি। দেশের ১১টি উপজেলায় পরীক্ষামূলকভাবে ১৫ জন প্রান্তিক কৃষকের হাতে 'কৃষক কার্ড' তুলে দেওয়ার মাধ্যমে সারা দেশে প্রি-পাইলট প্রকল্পের উদ্বোধন করেন তিনি। এ সময় তিনি বলেন, আপনারা নিশ্চয়ই অবগত হয়েছেন—কৃষক কার্ডের মাধ্যমে আমরা কৃষকের কাছে সরাসরি ১০টি সুবিধা পৌঁছে দিতে চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। ১০টি সুবিধার মাধ্যমে কৃষক তার অবস্থান অনেক ক্ষেত্রে পরিবর্তন করতে সক্ষম হবে।

দলের নির্বাচনি ইশতেহারের কথা উল্লেখ করে বিএনপি চেয়ারম্যান বলেন, এ মঞ্চে যত মানুষ উপস্থিত আছেন হয়তো সবাই সরাসরিভাবে কৃষক বা কৃষির সঙ্গে সম্পৃক্ত নন। দেশের চার কোটি পরিবারের কেউ না কেউ কৃষির সঙ্গে সম্পৃক্ত। অর্থাৎ দেশের প্রধান পেশা হচ্ছে কৃষি। তিনি বলেন, 'আমি ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বাস করি, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিশ্বাস করে, বর্তমান নির্বাচিত সরকার বিশ্বাস করে—এ দেশের কৃষক যদি সচ্ছল থাকে, এ দেশের কৃষক যদি বেঁচে থাকে, এ দেশের কৃষক যদি ভালো থাকে—তাহলে সমগ্র বাংলাদেশ ভালো থাকতে পারবে। সমগ্র বাংলাদেশের মানুষ ভালো থাকতে পারবে।' তিনি বলেন, আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে সরকার পর্যায়ক্রমে ২ কোটি ৭৫ লাখ কৃষকের হাতে কৃষক কার্ড পৌঁছে দেবে।

ঢাকা থেকে সড়ক পথে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান সরাসরি টাঙ্গাইলে শহীদ মারুফ স্টেডিয়ামে আসেন। বেলা ১২টা ২২ মিনিটে প্রধানমন্ত্রী তার ল্যাপটপের বাটন চাপার সঙ্গে সঙ্গে টাঙ্গাইলসহ দেশের ১১টি উপজেলার ২২ হাজার ৬৭ জন কৃষকের প্রত্যেকের কাছে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ব্যাংক অ্যাকাউন্টে আড়াই হাজার টাকার নগদ অর্থ চলে যায়। মঞ্চে ১৫ জন কৃষক-কৃষাণীর হাতে প্রধানমন্ত্রী কৃষক কার্ড এবং গাছের চারা তুলে দেন। তাদের উদ্দেশে তিনি বলেন, 'এই যে গাছের চারা দিচ্ছি, তা বড় হলে ফল কিন্তু আমার জন্য পাঠাবেন।' টাঙ্গাইলে ১ হাজার ৪৫৩ জন কৃষক-কৃষাণী নগদ অর্থ পেয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশ পরিচালনার সুযোগ পেয়ে বিএনপি কৃষক ভাইদের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছে। বিগত নির্বাচনে আপনারা বিএনপির ওপর আস্থা রেখেছেন, ইনশাআল্লাহ এ সরকার আপনাদের সেই আস্থার পূর্ণ মর্যাদা দেবে। তিনি বলেন, এখন আমাদের দেশ গড়ার সময়। কৃষক ভাইদের পাশে আমরা যেমন দাঁড়াব, একই সঙ্গে দেশের কৃষাণী বোনসহ দেশের যে নারী সমাজ আছেন, তাদের পাশেও দাঁড়াব। প্রধানমন্ত্রী বলেন, বর্তমান সরকার জনগণের সরকার। এ সরকার কৃষক বলুন, দেশের মা-বোনদের কথা বলুন, মসজিদের ইমাম-খতিব সাহেবসহ অন্য ধর্মীয় গুরু যারা আছেন তাদের কথা বলুন, ছাত্রদের কথা বলুন, দল-শ্রেণি-পেশা নির্বিশেষে প্রত্যেক মানুষের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করা হবে। তিনি বলেন, আমাদের লক্ষ্য হলো—দেশের উন্নয়ন ও মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তন। সে জন্যই আমরা বলে থাকি, 'করব কাজ, গড়ব দেশ সবার আগে বাংলাদেশ'। বক্তব্যের শুরুতে নববর্ষের শুভেচ্ছা জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বলেন, এই যে পহেলা বৈশাখ, পহেলা বৈশাখ কীভাবে এল, নিশ্চয়ই অনেকেরই আপনাদের ধারণা আছে। যদিও বর্তমানে এটি একটি সামাজিক অনুষ্ঠানে রূপ নিয়েছে। পহেলা বৈশাখটি আসলে আমাদের এই বাংলাদেশের কৃষকদের সঙ্গে সম্পৃক্ত। কৃষাণী বোনদের সঙ্গে জড়িত। কৃষিমন্ত্রী আমিন উর রশিদের সভাপতিত্বে ও অতিরিক্ত সচিব সেলিম খানের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী ও স্থানীয় সংসদ-সদস্য সুলতান সালাউদ্দিন টুকু, জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (এফএও) প্রতিনিধি জিয়াওকুন শি, কৃষি সচিব রফিকুল ই মোহামেদ বক্তব্য দেন।

বণিক বার্তা শুক্রবার, এপ্রিল ১০, ২০২৬

মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে প্রবাসীকল্যাণমন্ত্রীর বৈঠক

চাহিদা অনুযায়ী শ্রমবাজার খুলতে রাজি মালয়েশিয়া

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিমের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থানমন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী। দেশটির রাজধানী পুত্রজায়ায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে গতকাল এ সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় মন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা মাহদী আমিন। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, বৈঠকের শুরুতেই মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিম বাংলাদেশের নবনির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে উষ্ণ অভিনন্দন জানান। তিনি বাংলাদেশের গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের দীর্ঘ সংগ্রাম এবং দেশটির চলমান অগ্রগতির ভূয়সী প্রশংসা করেন।

সাক্ষাৎকালে প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা মাহদী আমিন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রীকে ব্যক্তিগত শুভেচ্ছা জানান এবং তার একটি বিশেষ চিঠি হস্তান্তর করেন।

বৈঠকে দুই দেশের শ্রমবাজার ও কর্মী নিয়োগ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। উভয় পক্ষই কর্মীদের শোষণ রোধে এবং স্বচ্ছ, পরিচ্ছন্ন ও দক্ষ নিয়োগ ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে তাদের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন।

দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বৃদ্ধির বিষয়েও ফলপ্রসূ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। উভয় দেশই পারস্পরিক সুবিধার জন্য অর্থনৈতিক সম্পৃক্ততা বাড়ানোর আগ্রহ প্রকাশ করেছে। এছাড়া শিক্ষা খাতে সহযোগিতা, বিশেষ করে শিক্ষক বিনিময় এবং একাডেমিক সমন্বয়ের মাধ্যমে দুই দেশের জনগণের মধ্যে সম্পর্ক আরো গভীর করার বিষয়ে আলোচনা হয়।

শ্রম অভিবাসন বিষয়ে বৈঠক প্রসঙ্গে দুই দেশ যৌথ প্রেস বিবৃতি দেন। এতে বলা হয়, বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়ার উভয় পক্ষ শ্রম অভিবাসনে তাদের দীর্ঘস্থায়ী ও পারস্পরিকভাবে লাভজনক অংশীদারত্ব পুনর্ব্যক্ত করেছেন এবং একটি স্বচ্ছ, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও বাস্তবসম্মত কাঠামোর মাধ্যমে সহযোগিতা জোরদার করার বিষয়ে তাদের যৌথ অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন, যা বিদ্যমান নিয়োগ-সংক্রান্ত প্রতিবন্ধকতাগুলো মোকাবেলার পাশাপাশি নিরাপদ, সুশৃঙ্খল ও নিয়মিত অভিবাসন নিশ্চিত করবে।

উভয় পক্ষ মালয়েশিয়ার খাতভিত্তিক চাহিদার ওপর ভিত্তি করে বাংলাদেশী শ্রমিকদের জন্য শ্রমবাজার পুনরায় খোলার প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করতে এবং একটি ন্যায্য, নৈতিক ও স্বচ্ছ নিয়োগ প্রক্রিয়া নিশ্চিত করতে সম্মত হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে মধ্যস্থতাকারী ও অভিবাসন খরচ কমানোর জন্য কাঠামোগত প্রতিবন্ধকতা মোকাবেলা করা, বিশ্বাসযোগ্য ও যোগ্য নিয়োগকারী সংস্থা ব্যবহার করা এবং অবশিষ্ট আটকে পড়া শ্রমিকদের নিযোগ দ্রুত সহজতর করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

যৌথ প্রেস বিবৃতিতে আরো বলা হয়, বৈঠকে মালয়েশিয়ার পক্ষ থেকে সব উৎস দেশের জন্য প্রযোজ্য একটি প্রযুক্তিচালিত, এআই-ভিত্তিক নিয়োগ ব্যবস্থা চালুর উদ্যোগ সম্পর্কে অবহিত করা হয়। এর লক্ষ্য হলো মধ্যস্থতাকারী কমানো, অভিবাসন খরচ হ্রাস করা এবং নিয়োগকর্তারা যেন নিয়োগের সম্পূর্ণ খরচ বহন করেন তা নিশ্চিত করা, যার ফলে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) নির্দেশিকা অনুযায়ী 'নিয়োগকর্তাই অর্থ প্রদান করবেন' নীতির সঙ্গে সংগতি রেখে শ্রমিকদের জন্য খরচ শূন্য হবে। বাংলাদেশের পক্ষ থেকে অন্য সব প্রেরণকারী দেশকে সম্পৃক্ত করে একটি বৈশ্বিক উদ্যোগ হিসেবে এ ধরনের ডিজিটাল প্লাটফর্ম বাস্তবায়নে পূর্ণ সমর্থন ও সহযোগিতার প্রস্তুতি ব্যক্ত করা হয়।

এতে আরো বলা হয়, উভয় পক্ষ শ্রমিক নিয়োগে মানব পাচার-সংক্রান্ত চলমান আইনি মামলা সম্পর্কিত উদ্বেগ নিয়ে আলোচনা করেছে। মালয়েশিয়ার পক্ষ তাদের আন্তর্জাতিক সুনামকে প্রভাবিত করতে পারে এমন যেকোনো ভিত্তিহীন বা বিদ্বেষপূর্ণ কর্মকাণ্ড মোকাবেলার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিয়েছে। অন্যদিকে বাংলাদেশের প্রতিনিধিরা আইনের শাসন, যথাযথ প্রক্রিয়া, জবাবদিহিতা এবং সময়োপযোগী বিচার নিশ্চিত করার প্রতি তাদের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেছে। উভয় পক্ষ অনিয়মিত কর্মীদের সম্মুখীন হওয়া প্রতিবন্ধকতা মোকাবেলা এবং শ্রম সরবরাহকে বাজারের চাহিদার সঙ্গে আরো ভালোভাবে সমন্বয় করতে ও উৎপাদনশীলতা উন্নত করার লক্ষ্যে দক্ষতা উন্নয়ন, প্রশিক্ষণ, সনদপত্র প্রদান এবং তথ্য আদান-প্রদানে সহযোগিতা বৃদ্ধির বিষয়ে মতবিনিময় করেছে।

যৌথ প্রেস বিবৃতি আরো বলা হয়, গঠনমূলক আলোচনায় উভয় পক্ষের সন্তোষ প্রকাশ এবং নিয়মিত আলোচনার মাধ্যমে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখতে সম্মত হওয়ার মধ্য দিয়ে বৈঠক শেষ হয়। বাংলাদেশ প্রতিনিধি দল উষ্ণ আতিথেয়তা এবং পুত্রজায়ায় বৈঠকটি আয়োজন করার জন্য মালয়েশিয়ার সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

সংবাদ ঢাকা : রোববার ২৯ চৈত্র ১৪৩২
Dhaka : Sunday 12 April 2026

যুদ্ধের প্রভাবে সংকটে তৈরি পোশাক শিল্প

অর্থনৈতিক বার্তা পরিবেশক

মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধের কারণে দেশের রপ্তানি শিল্প বড় ধরণের সংকটের মুখে পড়েছে। পণ্য উৎপাদন খরচ বেড়েছে, অর্ডার সম্পন্ন করতেও বাড়তি সময় (লিড টাইম) লাগছে। এছাড়া যুদ্ধের কারণে জীবন যাত্রার ব্যয় বেড়ে যাওয়ায় বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ক্রেতা প্রতিষ্ঠানগুলো কম দামে ও দ্রুত সরবারহ পাওয়া যায় এমন উৎস থেকে পণ্য নেওয়ার চেষ্টা করছে। এ পরিস্থিতিতে দেশের রপ্তানি খাত নিয়ে নানাবিধ সংকট দেখছেন উদ্যোক্তারা।

গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ইরানে শুরু হওয়া যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলের যৌথ হামলায় বাংলাদেশ প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ দুইভাবেই ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। উদ্যোক্তারা বলছেন, 'হরমুজ প্রনালী দিয়ে মধ্যপ্রাচ্য থেকে আগের মতো জ্বালানি সংগ্রহ করা যাচ্ছে না।'

বাড়তি দাম দিয়েও সময় এবং চাহিদা মতো জ্বালানি পাওয়া যাচ্ছে না। এই দাম বৃদ্ধির সুযোগ নিয়ে কালোবাজারিরা অস্থিরতা সৃষ্টি করছে, উৎপাদন ব্যহত হচ্ছে। এখন পর্যন্ত সরকার ভর্তুকি দিয়ে দাম নিয়ন্ত্রণ রাখলেও যথেষ্ট সরবারহ পাওয়া যাচ্ছে না। ফলে উৎপাদনের জন্য পুরোপুরি সময়কে কাজে লাগানো যাচ্ছে না, এতে উৎপাদন খরচ বেড়ে যাচ্ছে। দেশের রপ্তানি খাতে বড় ধরণের প্রভাব ফেলছে মধ্যপ্রাচ্যের এই যুদ্ধ। যুদ্ধের পরোক্ষ বা মনস্তাত্ত্বিক ক্ষতি সবচেয়ে বড় ক্ষতি। বাংলাদেশকে সব চেয়ে বেশি এই ক্ষতি মোকাবিলা করতে হচ্ছে।

যুদ্ধের কারণে বাংলাদেশের তৈরি পোশাকের বড় বাজার যুক্তরাষ্ট্রের জীবনযাত্রার ব্যয় বেড়েছে। এর ফলে সেখানকার মানুষ খরচ কমিয়ে দিয়েছে। ইতোমধ্যে যুক্তরাষ্ট্র পোশাক আমদানি কমিয়ে দিয়েছে। বাংলাদেশ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) তথ্য অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রে মার্চ শেষে তৈরি পোশাক রপ্তানি ৩ দশমিক ৫৪ শতাংশ কমেছে। ফেব্রুয়ারি মাসে যা ছিল দশমিক ৭৪ শতাংশ।

রাশিয়া-ইউক্রেইন যুদ্ধের কারণে ইউরোপ আগে থেকেই উচ্চমূল্য ও সেখানকার অর্থনীতি কিছুটা ধীর অবস্থার কবলে পড়ে। তাদের জীবন যাত্রার ব্যয় বেড়েছে, আগে থেকেই উচ্চ মূল্যস্ফীতি সামাল দিচ্ছে। ইপিবির তথ্য অনুযায়ী, মার্চ শেষে ইউরোপিয় ইউনিয়নে তৈরি পোশাক রপ্তানি সংকুচিত হয়েছে ৭ শতাংশ। আগের মাস ফেব্রুয়ারি শেষে এই সংকোচনের হার ছিল ৫ দশমিক ৪৯ শতাংশ।

যুক্তরাজ্যের একক বাজারে মার্চ শেষে তৈরি পোশাক রপ্তানির সংকুচিত হয়েছে ১ দশমিক ৬১ শতাংশ; আগের মাস ফেব্রুয়ারিতে এই সংকোচনের হার ছিল ১ দশমিক ২২ প্রবৃদ্ধি শতাংশ। অবশ্য চীন ও ভারতের সস্তা তৈরি পোশাকের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পড়ে চলতি অর্থবছরের আগস্ট থেকেই ইউরোপিয় ইউনিয়নে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রপ্তানি কমতে শুরু করে।

জানা গেছে, চীন ও ভারত রাশিয়ার কম দামের জ্বালানি পেয়ে গত কয়েকবছর ধরেই উৎপাদন কমিয়ে আনতে পেরেছে। বাংলাদেশ সেই সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়েছে। উল্টো বাংলাদেশের উৎপাদন ব্যয় বেড়েছে। মধ্যপ্রাচ্যে ইরানে যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলের আগ্রাসনে দেশের প্রধান বাজার ইউরোপে প্রতিযোগিতা আরও তীব্র হয়েছে। তৈরি পোশাকের বাজার সংকোচনের শঙ্কা ঘনিভূত হয়েছে।

বাংলাদেশ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) তথ্য অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রে মার্চ শেষে তৈরি পোশাক রপ্তানি ৩ দশমিক ৫৪ শতাংশ কমেছে। ফেব্রুয়ারি মাসে যা ছিল দশমিক ৭৪ শতাংশ

THE FINANCIAL EXPRESS Sunday • April 12, 2026

GIG ECONOMY ABSORBS UNEMPLOYED GRADUATES

A solution towards future unemployment problem of Bangladesh

A quiet revolution is taking place in a nation where almost one in three recent graduates find it difficult to secure official work. Bangladesh is becoming a worldwide leader in digital and platform-based labour as millions of young people avoid traditional employment lines and forge their own pathways in the gig economy. The gig economy has developed from a "side hustle" into a vital safety net, swallowing a generation at risk of unemployment, from freelancers in isolated villages coding for Silicon Valley to delivery riders navigating Dhaka's crowded streets.

A convincing picture of this change is shown by recent statistics. The Social Security Policy Support (SSPS) Programme estimates that Bangladesh's freelance business alone is already worth US$ 500 million a year, with a clear trend towards a US$1.0 billion industry by 2030. With 16 per cent of the worldwide market, the nation is the second-largest supplier of online labour in the world, only surpassed by India. Even more significantly, the youth of the nation are driving this economic engine. A "Youth Revolution" in the industry is shown by a demographic analysis: an astounding 78 per cent of freelancers are between the ages of 18 and 30. Additionally, a startling 80.8 per cent of these gig workers have postsecondary degrees, suggesting that freelancing has developed into a professional outlet for recent college graduates who are unable to obtain employment in the public or traditional corporate sectors. The number of contract workers, which encompasses ride-sharing drivers, delivery couriers, and e-commerce entrepreneurs, has surpassed one million. Some estimates suggest that the figure is closer to 1.5 million when informal sector workers are included.

The government is aggressively attempting to mainstream gig labour as a remedy for unemployment after realising its potential. A large-scale training programme for freelancers is presently being carried out in 48 districts by the Ministry of Youth and Sports.These activities have quantifiable outcomes. According to ministry data, as many as 10,800 young people had finished training under this initiative as of December 2025. Remarkably, 6,732 trainees, or more than 62 per cent of those trained, have successfully begun making money in both local and foreign markets, bringing in close to US$ 1.14 million thus far. Dr Asif Nazrul called for the programme to go from teaching 18,000 young people to eventually reaching 1.8 million, emphasising that it is only getting started. The gig economy has structural issues despite its success, especially with relation to gender participation. Due to social safety concerns and what experts refer to as the "Maternal Wall," women barely make up 9.0 per cent to 10 per cent of the freelance sector. But the e-commerce industry is undergoing a revolutionary change. According to a 2022 Meta study, 70 per cent of Facebook-based companies founded since the epidemic are owned by women, and groups like the "Women and e-Commerce Forum" have more than a million members.

On January 13, 2026, the government introduced the National Freelancer Registration and ID Card Management Platform in order to resolve vulnerabilities and legitimise the industry. Due to a lack of official job credentials, freelancers were previously unable to receive credit card services, loans, or formal banking thanks to this free ID card. Additionally, in a historic step this month, the government passed an ordinance modifying the Labour Act to recognise the rights of digital platform-based workers in the official sector and provide them with legal protection for the first time. Experts caution about the "dark side" of the gig economy, which is marked by a lack of social safety nets and unstable revenue, despite the fact that it gives freedom and income. Nearly half of Bangladeshi freelancers make less than US$ 208 a month, according to research, underscoring the disparity between involvement and affluence. However, the gig economy is expected to contribute up to 2.0 per cent of Bangladesh's GDP (gross domestic product) by 2026, with internet penetration reaching 77 per cent and mobile finance services like bKash bridging the gap to the official sector. The gig economy seems to be more than a band-aid solution to the nation's high unemployment rates. The digital safety net created by and for young people is quickly becoming an indispensable part of the job market. Despite its impressive expansion, the gig economy remains structurally unstable, built on a system that puts its employees at risk both financially and legally. The most urgent problem is the lack of official legal recognition. Gig workers are stuck in a "legal limbo" where they are neither fully protected as independent contractors nor acknowledged as employees, due to labour laws that were written before the emergence of digital platforms. The International Labour Organization believes that misclassifying workers as independent contractors lowers labour expenses by 25-30 per cent at the expense of workers, by allowing platforms to evade obligations for minimum wage, sick leave, and social security. Severe infrastructure flaws, such as frequent power outages and internet blackouts that are frequently worse outside of Dhaka, (With median fixed broadband speeds of 50-60 Mbps and mobile speeds sometimes dipping below 20 Mbps, internet quality in Bangladesh is increasing but is still below the worldwide average; poor international routing and excessive latency impede overall quality) exacerbate this lack of safety by interfering with workflows, causing freelancers to miss deadlines, and harming Bangladesh's standing as a trustworthy outsourcing location. Additionally, the industry faces pervasive gender-specific barriers; women make up only 10 per cent of the freelance workforce. These barriers range from widespread cyber-harassment and the lack of high-quality daycare facilities to societal pressure to manage household responsibilities and a lack of family support. Lastly, even for those who overcome these obstacles, the work itself is characterised by precarity and market saturation, marked by erratic, algorithm-driven wages, a dearth of social safety nets like health insurance or pensions, and an increasingly crowded market where the emergence of AI tools threatens to devalue entry-level employment.

To turn the gig economy from a shaky safety net into a long-term and respectable source of employment, it is imperative to address these fundamental problems. The 2.7 million jobless people and the more than 700,000 fresh graduates entering the workforce annually will have a flexible entry point if calculated steps are taken by our government.

রবিবার
১২ এপ্রিল ২০২৬
দৈনিক ইত্তেফাক

চলতি অর্থবছরের প্রথম ৯ মাস

ইউরোপের বাজারে পোশাক রপ্তানি কমেছে ৭ শতাংশ

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

বাংলাদেশের তৈরি পোশাক (আরএমজি) রপ্তানির সবচেয়ে বড় বাজার ইউরোপীয় ইউনিয়নে (ইইউ) গতি উল্লেখযোগ্য হারে কমে গেছে। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) সর্বশেষ দেশভিত্তিক তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রথম ৯ মাস, জুলাই থেকে মার্চ সময়ে ইউরোপীয় ইউনিয়নে বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানি ৬ দশমিক ৯৯ শতাংশ কমেছে। অবশ্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ দেখা যাচ্ছে অপ্রচলিত বা নতুন বাজারগুলোতে। এসব বাজারে রপ্তানি ৮ দশমিক ০৫ শতাংশ কমেছে। রপ্তানিকারকরা বলছেন, এই অঞ্চলের ক্রেতারা এখন অর্ডার কম দিচ্ছেন এবং অনেক ক্ষেত্রে সরবরাহ চেইন পুনর্বিন্যাস করছেন।

ইপিবির পরিসংখ্যান অনুযায়ী, এই ৯ মাসে ইউরোপীয় ইউনিয়নের বাজারে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রপ্তানি হয়েছে প্রায় ১৪ দশমিক ০২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। আগের অর্থবছরের একই সময়ে রপ্তানির তুলনায় এটি প্রায় ৭ শতাংশ কম। বাংলাদেশের মোট তৈরি পোশাক রপ্তানির প্রায় অর্ধেকই ইউরোপীয় ইউনিয়নের বাজারে যায়। ফলে এই অঞ্চলে রপ্তানি কমে যাওয়াকে খাতটির জন্য গুরুত্বপূর্ণ উদ্বেগ হিসেবে দেখছেন সংশ্লিষ্টরা।

খাত সংশ্লিষ্টরা বলছেন, ইউরোপে দীর্ঘদিন ধরে চলমান উচ্চ মূল্যস্ফীতি, ভোক্তাদের ক্রয়ক্ষমতা কমে যাওয়া এবং খুচরা বিক্রি ধীরগতির কারণে পোশাকের চাহিদা কমেছে। এর প্রভাব সরাসরি পড়ছে বাংলাদেশের মতো রপ্তানিনির্ভর উৎপাদনকারী দেশগুলোর ওপর।

বিশেষজ্ঞদের মতে, ইউরোপীয় ইউনিয়নের বাজারে এই ধীরগতির মধ্যেও বাংলাদেশের জন্য সুযোগ রয়েছে। কারণ, ক্রেতারা এখন টেকসই উৎপাদন, পরিবেশবান্ধব কারখানা এবং উচ্চমূল্য সংযোজন পণ্যের দিকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন। এসব ক্ষেত্রে সক্ষমতা বাড়াতে পারলে বাংলাদেশের রপ্তানি আবারও গতি পেতে পারে।

ইপিবির সর্বশেষ দেশভিত্তিক পরিসংখ্যান অনুযায়ী, চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরের জুলাই থেকে মার্চ এই ৯ মাসে তৈরি পোশাক রপ্তানি হয়েছে ২৮ দশমিক ৫৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। তবে আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় এতে ৫ দশমিক ৫১ শতাংশ হ্রাস দেখা গেছে।

বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম বাজার যুক্তরাষ্ট্র, যেখানে মোট রপ্তানির প্রায় ২০ শতাংশ যায়। চলতি অর্থবছরের প্রথম ৯ মাসে যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি হয়েছে ৫ দশমিক ৫৯ বিলিয়ন ডলার, যা আগের বছরের তুলনায় ২ দশমিক ৫৪ শতাংশ কম। বাংলাদেশের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বাজার যুক্তরাজ্য, যেখানে মোট রপ্তানির প্রায় ১২ শতাংশ যায়। চলতি অর্থবছরের জুলাই-মার্চ সময়ে দেশটিতে রপ্তানি হয়েছে ৩ দশমিক ৩০ বিলিয়ন ডলার, যা আগের বছরের তুলনায় ১ দশমিক ৬১ শতাংশ কম।

উত্তর আমেরিকার আরেকটি বাজার কানাডা, যেখানে বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানির প্রায় ৩ শতাংশ যায়। চলতি অর্থবছরের প্রথম ৯ মাসে দেশটিতে রপ্তানি রয়েছে প্রায় স্থিতিশীল, মাত্র ০ দশমিক ২৬ শতাংশ কমেছে।

বিশ্লেষকেরা মনে করছেন, কানাডার বাজারে স্থিতিশীলতা ভবিষ্যতে আরো গভীর বাজার সম্প্রসারণের সুযোগ তৈরি করতে পারে।

সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ দেখা যাচ্ছে অপ্রচলিত বা নতুন বাজারগুলোতে। এসব বাজারে রপ্তানি ৮ দশমিক ০৫ শতাংশ কমেছে।

DHAKA FRIDAY APRIL 17, 2026
BAISHAKH 4, 1433 BS
The Daily Star

Dato Amin not behind new labour recruitment system

Says Malaysian HR minister

STAR REPORT

Malaysian Human Resources Minister Datuk Seri R Ramanan has refuted a report by Bloomberg that says Malaysia is planning to adopt a new foreign worker recruitment system developed by Bestinet Sdn Bhd, the company founded by labour tycoon Aminul Islam.

He described the report as "unverified and inaccurate", the Malaysian newspaper The Star reported yesterday.

"It is shocking to me that they seem to know more about the proposed system than I do. I have not tabled anything to the Cabinet, yet they are able to explain it in detail," he said during a dialogue session with the Concorde Club at Wisma Bernama in Kuala Lumpur on Thursday.

The issue carries significance for Bangladesh, as Dhaka and Kuala Lumpur last week agreed to expedite the reopening of Malaysia's labour market for Bangladesh, which was frozen on May 31, 2024, following allegations of oversupply of labour and corruption in the recruitment system.

During a meeting between Bangladesh's Labour

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

Dato Amin not behind

FROM PAGE 2
and Expatriates' Welfare Minister Ariful Haque Choudhury and Malaysian Human Resources Minister Ramanan Ramakrishnan in Putrajaya, the Malaysian side introduced a technology-driven labour recruitment system for all source countries, including Bangladesh.

According to a joint statement, the system would ensure that employers bear the full cost of recruitment, resulting in zero cost to workers, in line with the Employer Pays Principle under the guidelines of the International Labour Organization (ILO).

However, Bloomberg reported that the foreign worker recruitment system that Malaysia is planning to adopt is developed by Bestinet Sdn Bhd.

Quoting six people familiar with the matter, it reports the software is marketed as allowing companies to hire workers directly, rather than using middlemen who charge them excessive fees.

The system known as the Universal Recruitment Advanced Platform, or Turap, will have a digital portal where employers can sign up and find employees, they said.

In January, Bloomberg published an investigation into endemic corruption in Malaysia's recruitment of migrant workers from Bangladesh.

Aminul, popularly known as Dato Amin, has denied contributing to migrant workers being charged high recruitment fees and said he has devoted his life to helping them.

Representatives for Ramanan, Malaysia's Prime Minister's Office and Bestinet did not respond to Bloomberg's requests for comment.

Bloomberg reports that Bestinet already operates a software system called the Foreign Workers Centralised Management System, or FWCMS, which Malaysia uses to manage parts of its recruitment, especially from Bangladesh.

That system consists of various modules, such as worker health checks and insurance, and also involves recruitment agents.

In an interview with Bloomberg in July last year, Aminul said he was not responsible for the people who use it, referring to officials who approve bogus applications or agents who overcharge workers.

In 2024, Bangladesh's police asked Malaysia to stop using FWCMS and for Aminul to be extradited, alleging he played a key role in a system that "fraudulently extorted" workers, the report said.

Home minister Saifuddin Nasution Ismail said in October last year that Malaysia's police were in touch with their Bangladeshi counterparts. Aminul has not been extradited or charged.

সংবাদ

ঢাকা : সোমবার ৩০ চৈত্র ১৪৩২
Dhaka : Monday 13 April 2026

মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার দ্রুত খোলার জন্য কাজ করছি: মাহদী আমিন

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশি শ্রমিক পাঠানোর কার্যক্রম দ্রুত পুনরায় শুরু করতে সরকার সক্রিয়ভাবে কাজ করছে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান বিষয়ক উপদেষ্টা মাহদী আমিন। গতকাল সচিবালয়ে তার সাম্প্রতিক মালয়েশিয়া সফর নিয়ে আয়োজিত এক ব্রিফিংয়ে তিনি এই তথ্য জানান।

উপদেষ্টা জানান, খুব শিগগিরই মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার পুনরায় চালু হতে যাচ্ছে। তবে এবার শ্রমিক পাঠানোর ক্ষেত্রে সরকার স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে এবং অভিবাসন ব্যয় কমিয়ে আনতে বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে। মাহদী আমিন জোর দিয়ে বলেন, এবারের নিয়োগ প্রক্রিয়া হবে সম্পূর্ণ সিন্ডিকেটমুক্ত। এ প্রক্রিয়ায় যেন কোনো ধরনের সিন্ডিকেট না থাকে, সে জন্য মালয়েশিয়া কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে। তিনি বলেন, 'আমরা চাই স্বল্প খরচে এবং স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় আমাদের মানুষ যেন যেতে পারেন। মালয়েশিয়াকে আহ্বান জানিয়েছি এই প্রক্রিয়াকে সিন্ডিকেটমুক্ত করার জন্য, এজন্য যা কিছু করা প্রয়োজন তা যেন তারা করে।' তিনি বলেন, 'ক্রেডিবল রিক্রুটমেন্ট এজেন্সি' কোনো নতুন সিন্ডিকেট নয়, বরং নির্দিষ্ট মানদণ্ডের ভিত্তিতে যোগ্য এজেন্সি নির্বাচন করার একটি প্রক্রিয়া, যা মালয়েশিয়াসহ সব দেশের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

সফরকালে প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা মাহদী আমিন ও প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিমের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। মালয়েশিয়া সরকার বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে মালয়েশিয়া সফরের জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে আমন্ত্রণ জানিয়েছে বলে মাহদী আমিন জানান। তিনি বলেন, বিষয়টিতে দুই দেশের সরকারই অত্যন্ত ইতিবাচক এবং সহযোগিতামূলক মনোভাব পোষণ করেছে। প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা মাহদী আমিন জানান, শ্রমবাজারের পাশাপাশি মালয়েশিয়ার উচ্চশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সঙ্গেও গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। দুই দেশের উচ্চশিক্ষায় ডিগ্রি ও সার্টিফিকেটের সমন্বয়, শিক্ষক ও শিক্ষার্থী বিনিময় এবং গবেষণার জন্য একটি অভীষ্ট প্লাটফর্ম তৈরির বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। এছাড়া মালয়েশিয়ায় অবস্থানরত অবৈধ বাংলাদেশিদের বৈধতা দেয়ার বিষয়েও প্রাথমিক আলোচনা হয়েছে বলে উপদেষ্টা উল্লেখ করেন।

মামলা সংক্রান্ত এক প্রশ্নের জবাবে উপদেষ্টা বলেন, বাংলাদেশে এখন গণতান্ত্রিক সরকার রয়েছে এবং বিচার বিভাগ স্বাধীনভাবে কাজ করছে। অপরাধীরা আইনি প্রক্রিয়ায় শাস্তি পাবে এবং নির্দোষরা ন্যায়বিচার পাবে এটাই সরকারের প্রত্যাশা।

প্রবাসীদের কল্যাণে বর্তমান সরকারের নানা প্রতিশ্রুতির কথা উল্লেখ করে মাহদী আমিন জানান, প্রথমবারের মতো প্রবাসীরা ভোট দেয়ার সুযোগ পেয়েছেন। এছাড়া প্রবাসীদের জন্য শিগগিরই 'প্রবাসী কার্ড' চালু করার পরিকল্পনা রয়েছে সরকারের। শ্রমিক পাঠানো কবে নাগাদ শুরু হবে এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি নির্দিষ্ট সময় উল্লেখ না করে বলেন, পুরো বিষয়টি বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন এবং যত দ্রুত সম্ভব এটি উন্মোচনের চেষ্টা চলছে।

সময়ের আলো রোববার। ১৯ এপ্রিল ২০২৬

কর্মসংস্থান কমেছে দেশের শিল্প ও সেবা খাতে

- শিল্প খাতে শূন্য দশমিক ৩৩ পয়েন্ট থেকে কমে শূন্য দশমিক শূন্য ৪ শতাংশ ঋণাত্মক হয়েছে। সেবা খাতেও কর্মসংস্থান স্থিতিস্থাপকতা প্রায় অর্ধেক কমেছে
- গত এক দশকে বাংলাদেশে কৃষি খাতে কর্মসংস্থান বাড়ার বিষয়টি উদ্বেগজনক বলেছেন অর্থনীতিবিদরা
- এ অবস্থায় সরকারকে শুধু প্রবৃদ্ধি না বাড়িয়ে 'কর্মসংস্থানমুখী প্রবৃদ্ধির' দিকে গুরুত্ব দেওয়ার পরামর্শ
- উৎপাদন খাতে মোট কর্মসংস্থান যেমন কমছে তেমনি নারীর অংশগ্রহণও দ্রুত কমছে। যেমন তৈরি পোশাক খাতে আগে যেখানে প্রায় অর্ধেক কর্মী নারী ছিলেন, এখন তা প্রায় ৩৫ শতাংশে নেমে এসেছে

নিজস্ব প্রতিবেদক

সাধারণত উন্নয়নশীল দেশগুলোয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিল্প ও সেবা খাতে কর্মসংস্থান বেশি বাড়লেও গত এক দশকে বাংলাদেশে এর উল্টো চিত্র দেখা গেছে। এ সময়ে প্রবৃদ্ধির বিপরীতে শিল্প ও সেবা খাতে কাজের সুযোগ কমেছে, বেড়েছে কৃষি খাতে। এ অবস্থাকে উদ্বেগজনক বলেছেন অর্থনীতিবিদরা। শনিবার সকালে রাজধানীর মহাখালীতে ব্র্যাক সেন্টার ইনে বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সাউথ এশিয়ান নেটওয়ার্ক অন ইকোনমিক মডেলিং (সানেম) আয়োজিত বার্ষিক অর্থনীতিবিদ সম্মেলনের একটি অধিবেশনে এসব তথ্য উঠে আসে।

তিন দিনব্যাপী সম্মেলনে শনিবার ছিল দ্বিতীয় দিন। সকালের ওই অধিবেশনে দেশের শ্রমবাজারের রূপান্তর নিয়ে আলোচনা হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) কান্ট্রি ডিরেক্টর ম্যাক্স টুনন। আলোচক ছিলেন সানেমের গবেষণা পরিচালক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মাহতাব উদ্দিন।

এ অধিবেশনে বাংলাদেশে বিশ্বব্যাংকের জ্যেষ্ঠ অর্থনীতিবিদ নাজমুস সাদাত খান 'কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে কাঠামোগত পরিবর্তন' নিয়ে করা গবেষণার ফলাফল উপস্থাপন করেন। গবেষণায় মোট দেশজ আয় (জিডিপি) ১ শতাংশ বাড়লে কর্মসংস্থান কত শতাংশ বাড়ে (কর্মসংস্থান স্থিতিস্থাপকতা) তা দেখানো হয়েছে। এতে দেখা যায়, ২০১০-১৭ সময়ে কৃষি খাতে কর্মসংস্থান স্থিতিস্থাপকতা শূন্য দশমিক ২৫ পয়েন্ট ঋণাত্মক ছিল। এটি ২০১৭-২৪ সময়ে বেড়ে শূন্য দশমিক ৯৮ পয়েন্ট হয়েছে। অর্থাৎ কৃষি খাতে জিডিপি বৃদ্ধির সঙ্গে বেশি চাকরি তৈরি হয়েছে। অন্যদিকে শিল্প খাতে এটি শূন্য দশমিক ৩৩ পয়েন্ট থেকে কমে শূন্য দশমিক শূন্য ৪ শতাংশ ঋণাত্মক হয়েছে। সেবা খাতেও কর্মসংস্থান স্থিতিস্থাপকতা প্রায় অর্ধেক কমেছে।

এ প্রসঙ্গে গবেষক নাজমুস সাদাত খান বলেন, 'বাংলাদেশে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির ক্ষেত্রে গত প্রায় এক দশকে একটি কাঠামোগত পরিবর্তন ঘটেছে। এ সময়ে কৃষি খাতে বেশি কর্মসংস্থান তৈরি হয়েছে, যা আদর্শ প্রবণতা নয়। আসলেই কৃষি খাতে নতুন কর্মসংস্থান তৈরি হচ্ছে, নাকি অন্য খাতে কাজ না পেয়ে মানুষ কম আয়ের (কৃষিতে) অনানুষ্ঠানিক কাজে যুক্ত হচ্ছেন, সেটি খুঁজে দেখা প্রয়োজন। তিনি আরও জানান, গত এক দশকে মোট নতুন কর্মসংস্থানের প্রায় ৪৩ শতাংশ হয়েছে কৃষি, বনায়ন ও মৎস্য খাতে। এ ধরনের কাজ সাধারণত কম আয়ের এবং অনানুষ্ঠানিক হয়। কৃষি ও মৎস্য খাতে ব্যবস্থাপক মর্যাদা ও পেশাজীবী শ্রেণিতে কর্মসংস্থানের হার ১০ শতাংশের নিচে। বিশ্ববিদ্যালয়পড়ুয়া শিক্ষার্থীরা স্নাতক শেষ করে কৃষি খাতের এ ধরনের কাজে যোগ দিতে চান না। এটি শিক্ষিত তরুণদের মধ্যে হতাশা তৈরি করছে।

এ অবস্থায় সরকারকে শুধু প্রবৃদ্ধি না বাড়িয়ে 'কর্মসংস্থানমুখী প্রবৃদ্ধির' দিকে গুরুত্ব দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন নাজমুস সাদাত খান। তিনি বলেন, যেসব খাতে কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা বেশি, সেগুলো চিহ্নিত করতে হবে। যেসব খাত ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বেশি কর্মসংস্থান তৈরি করতে সক্ষম, তাদের বিশেষ প্রণোদনা দিতে হবে। সানেমের গবেষণা পরিচালক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মাহতাব উদ্দিন বলেন, কৃষি খাতে কর্মসংস্থানে হঠাৎ প্রবৃদ্ধি মূলত ২০১৭ সাল থেকে ২০২২-২৩ সময়ের। করোনা-পরবর্তী সময়ে অনেক মানুষ শহরের অনানুষ্ঠানিক খাতে চাকরি হারিয়ে গ্রামে ফিরে কৃষিকাজে যুক্ত হয়েছিলেন। তাই এটি হয়তো কাঠামোগত পরিবর্তন নয়, বরং করোনার ধাক্কার কারণে শ্রমের অস্থায়ী পুনর্বিন্যাস হতে পারে। তবে নীতিনির্ধারকদের এ অবস্থা পর্যালোচনার পরামর্শ দেন তিনি।

আইএলওর কান্ট্রি ডিরেক্টর ম্যাক্স টুনন বলেন, 'কর্মসংস্থানহীন প্রবৃদ্ধি নিঃসন্দেহে একটি জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। বাংলাদেশসহ বিশ্বের অনেক দেশেই এর মুখোমুখি হচ্ছে। এটি মোকাবিলায় দক্ষ জনশক্তি তৈরি করা প্রয়োজন। কিন্তু প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতি এটি পারছে না। বেসরকারি খাতের সঙ্গে যথেষ্ট সংযোগ তৈরি করতে পারছি না। এ অবস্থায় আমরা এখন ধীরে ধীরে শিল্প খাতকে কেন্দ্রবিন্দুতে রেখে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণকে সাজানোর চেষ্টা করছি।'

এ অধিবেশনে সানেমের গবেষণা সহযোগী দীপা দাস বাংলাদেশের উৎপাদন খাতে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির চালিকাশক্তি নিয়ে আরেকটি গবেষণা প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। দীপা দাস বলেন, উৎপাদন খাতে মোট কর্মসংস্থান যেমন কমছে, তেমনি নারীর অংশগ্রহণও দ্রুত কমছে। যেমন তৈরি পোশাক খাতে আগে যেখানে প্রায় অর্ধেক কর্মী নারী ছিলেন, এখন তা প্রায় ৩৫ শতাংশে নেমে এসেছে। এর পেছনে সামাজিক ও পারিবারিক বাধা, শিশুসেবা ও সাংস্কৃতিক কারণ থাকতে পারে। এ সময় উৎপাদন খাতে যাওয়া কিংবা না যাওয়ার পেছনে কিছু প্রবণতা তুলে ধরেন দীপা দাস। তিনি জানান, শহুরে এলাকা, দেশের পূর্বাঞ্চল, ভূমিহীন পরিবার এবং উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিরা উৎপাদন খাতে বেশি যুক্ত হতে চান। বিপরীতে নারীরা, বৃহৎ পরিবার, বেশি জমির মালিকানা থাকলে এবং কম বা কোনো শিক্ষা নেই, এমন ব্যক্তিরা কৃষি খাতে বেশি থাকেন।

৩৫ থেকে ৪৪ বছর বয়সি ব্যক্তিরা তরুণ বা বয়স্কদের তুলনায় ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি। যদি কোনো পরিবারের একজন সদস্য ইতিমধ্যে উৎপাদন খাতে কাজ করেন, তা হলে অন্য সদস্যদেরও সেই খাতে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রায় আটগুণ বেড়ে যায়। আবার তবে নারীপ্রধান পরিবার, বিধবা বা বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি এবং উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিরা উৎপাদন খাতে কাজ করতে চান। ভাড়া বাড়িতে বসবাসকারীরা কৃষির তুলনায় উৎপাদন খাতে বেশি যুক্ত হন।

সংবাদ
ঢাকা : রোববার ৬ বৈশাখ ১৪৩৩
Dhaka : Sunday 19 April 2026

ইইউ ও যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে ডেনিম পোশাক রপ্তানিতে বাংলাদেশ শীর্ষে

অর্থনৈতিক বার্তা পরিবেশক

জিনস রপ্তানি শুরুর চার দশক পর এখন ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) ও যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে ডেনিম পোশাক রপ্তানিতে শীর্ষস্থান বাংলাদেশের দখলে। কয়েক বছর আগেই বাংলাদেশ এই সাফল্যের মুকুট অর্জন করেছে। প্রতিবছরই ডেনিম পোশাক রপ্তানিতে বাংলাদেশের অবস্থান শক্তিশালী হচ্ছে।

ইউএস ডিপার্টমেন্ট অব কমার্সের আওতাধীন অফিস অব টেক্সটাইল অ্যান্ড অ্যাপারেল (অটেক্সা) ও ইউরোস্ট্যাটের তথ্যানুযায়ী, বাংলাদেশ থেকে গত বছর ২৬০ কোটি মার্কিন ডলারের ডেনিম পোশাক ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) ও যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে রপ্তানি হয়েছে। ২০২৪ সালে রপ্তানি হয়েছিল ২০৭ কোটি ডলারের ডেনিম পোশাক। অর্থাৎ বড় দুই বাজারে বাংলাদেশের ডেনিম পোশাকের রপ্তানি গত বছর প্রায় ২৫ শতাংশ বেড়েছে।

সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তারা বলছেন, দেশে ডেনিম কাপড় উৎপাদনে গত দেড় দশকে বিপুল পরিমাণ বিনিয়োগ হয়েছে। পাশাপাশি দেশে ডেনিম পোশাকের গুরুত্বপূর্ণ কাঁচামাল গ্যাস ও পানি পাওয়া যায় সাশ্রয়ী মূল্যে। আবার ভূরাজনৈতিক কারণে চীন থেকে ডেনিম পোশাকের ক্রয়াদেশ সরছে, যার একটি অংশ বাংলাদেশে আসছে। তা ছাড়া এক দশক ধরে ঢাকায় আন্তর্জাতিক ডেনিম এক্সপো আয়োজন করা হচ্ছে। এর মাধ্যমে বিদেশি ক্রেতাদের সঙ্গে স্থানীয় উদ্যোক্তাদের যোগাযোগ বাড়ছে।

বর্তমানে বাংলাদেশের ৮০ শতাংশের বেশি রপ্তানি আয়ের জোগান দেয় তৈরি পোশাক খাত। এই খাতে দীর্ঘদিন ধরে টি-শার্ট, ট্রাউজার, সোয়েটার, শার্ট ও ব্লাউজ এবং অন্তর্বাসের মতো কম দামের পোশাকই বেশি রপ্তানি হয়। দেরিতে হলেও ডেনিমের মতো ভ্যালু অ্যাডেড বা বেশি মূল্যের পোশাক শীর্ষ রপ্তানি পণ্য হিসেবে স্থান করে নিচ্ছে।

এ নিয়ে তৈরি পোশাকশিল্পের মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএর সভাপতি মাহমুদ হাসান খান গত বৃহস্পতিবার বলেন, 'আমরা অনেক দিন ধরেই ভ্যালু অ্যাডেড বা বেশি দামের পোশাক রপ্তানি বাড়ানোর চেষ্টা করছি। ডেনিম পোশাকের রপ্তানি বৃদ্ধি সেই চেষ্টারই অংশ। বিশ্বজুড়ে ডেনিমের চাহিদা সারা বছরই থাকে। দেশে ডেনিম কাপড় উৎপাদনের নতুন নতুন কারখানার পাশাপাশি আধুনিক ওয়াশিং প্ল্যান্ট হচ্ছে। ফলে ডেনিম পোশাকের রপ্তানি প্রতিবছরই বাড়ছে।'

বাংলাদেশ গত বছর যুক্তরাষ্ট্রে ৯৬ কোটি ডলারের ডেনিম পোশাক রপ্তানি করেছে, যা এর আগের বছরের তুলনায় ৩৪ শতাংশ বেশি। এ ক্ষেত্রে প্রায় ২৬ শতাংশ হিস্যা নিয়ে ডেনিম পোশাক শীর্ষে রয়েছে। অটেক্সার তথ্যানুযায়ী, মেক্সিকো দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ডেনিম পোশাক রপ্তানিকারক দেশ। তারা গত বছর যুক্তরাষ্ট্রে ৬৪ কোটি ডলারের ডেনিম পোশাক রপ্তানি করেছে। এ ছাড়া ভিয়েতনাম ও পাকিস্তান ৫০ কোটি ডলার করে ডেনিম পোশাক রপ্তানি করেছে। ভিয়েতনামের রপ্তানি ২৬ শতাংশ ও পাকিস্তানের রপ্তানি সাড়ে ১৬ শতাংশ বেড়েছে। এ ছাড়া কম্বোডিয়া গত বছর রপ্তানি করে ২৫ কোটি ডলারের ডেনিম পোশাক। তাদের প্রবৃদ্ধি হয় ২২ শতাংশ। অন্যদিকে ইউরোস্ট্যাটের তথ্যানুযায়ী, ইইউভুক্ত দেশগুলোতে গত বছর বাংলাদেশ ১৬৪ কোটি ডলারের ডেনিম পোশাক রপ্তানি করেছে, যা তার আগের বছরের তুলনায় ২১ শতাংশ বেশি।

ইইউতেও বাংলাদেশ শীর্ষ ডেনিম পোশাক রপ্তানিকারক দেশ। দ্বিতীয় পাকিস্তান। গত বছর পাকিস্তান ১০৩ কোটি ডলারের ডেনিম পোশাক রপ্তানি করেছে, প্রবৃদ্ধি ২৩ শতাংশ।

এ ছাড়া ইইউর বাজারে গত বছর ৯৮ কোটি ডলারের ডেনিম পোশাক রপ্তানি করেছে তুরস্ক। তাদের প্রবৃদ্ধি দশমিক ৪৮ শতাংশ। গত বছর তিউনিসিয়া ৪০ কোটি ও চীন ২৯ কোটি ডলারের ডেনিম পোশাক রপ্তানি করে যথাক্রমে চতুর্থ ও পঞ্চম হয়েছে। এ ক্ষেত্রে তিউনিসিয়ার ২ দশমিক ৬৭ শতাংশ ও চীনের সাড়ে ২৭ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়েছে।

দেশের রপ্তানিকারকেরা জানান, আরামদায়ক, স্থায়িত্ব, সাশ্রয়ী মূল্য ও ক্যাজুয়াল ফ্যাশনের প্রতি মানুষের আগ্রহের কারণে ডেনিমের চাহিদা বিশ্বজুড়ে বাড়ছে। যুক্তরাষ্ট্রে ২০২৪ সালে ডেনিম পোশাক আমদানি হয়েছিল প্রায় ৩৩৮ ডলারের, যা গত বছর বেড়ে হয়েছে ৩৬৮ কোটি ডলার। অন্যদিকে ২০২৪ সালে ইইউর দেশগুলো ৪৭২ কোটি ডলারের ডেনিম পোশাক আমদানি করে। গত বছর সেটি বেড়ে হয় ৫৫০ কোটি ডলার।

এক দশক আগে দেশে ডেনিম কাপড় উৎপাদনের মিল ছিল ১০-১২টি, যা বর্তমানে পঞ্চাশের কাছাকাছি। একাধিক উদ্যোক্তা জানান, বর্তমানে চাহিদার প্রায় ৬০ শতাংশ ডেনিম কাপড় দেশীয় মিলগুলো সরবরাহ করে। আর বাকি ৪০ শতাংশ ডেনিম কাপড় তুরস্ক, পাকিস্তানসহ বিভিন্ন দেশ থেকে আমদানি করা হয়।

ডেনিম পোশাকে বাংলাদেশের সক্ষমতা বাড়াতে ২০১৪ সাল থেকে ঢাকায় বাংলাদেশ ডেনিম এক্সপো নামে আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীর আয়োজন করছে পোশাকশিল্পের সফল উদ্যোক্তা মোস্তাফিজ উদ্দিনের প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ অ্যাপারেল

এক্সচেঞ্জ (বিএই)। এতে স্বাগতিক বাংলাদেশসহ বিশ্বখ্যাত ডেনিম মিল এবং সর্বাধুনিক যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম ও রাসায়নিক প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানগুলো অংশ নেয়। আসেন আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ডগুলোর শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তা কিংবা স্থানীয় প্রতিনিধিরা।

ঢাকা ও চট্টগ্রামে শিন শিন গ্রুপের পাঁচটি কারখানার মধ্যে চারটিতে ডেনিম পোশাক তৈরি হয়। গত অর্থবছরে গ্রুপটি ৫ কোটি ৭০ লাখ মার্কিন ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি করেছে।

এর মধ্যে অধিকাংশই ডেনিম পোশাক। বাংলাদেশে তৈরি পোশাকের বাইরে মাত্র চারটি পণ্যের রপ্তানি এক বিলিয়ন তথা ১০০ কোটি ডলারের মাইলফলকে পৌঁছালেও অন্যগুলো পারছে না। ফলে দেশের সার্বিক পণ্য রপ্তানি এখনো ৫০ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছাতে পারেনি।

DHAKA FRIDAY APRIL 17, 2026
BAISHAKH 4, 1433 BS
The Daily Star

RMG exports brace for a gathering storm

Unsold inventories push Western buyers towards 10% order cuts while energy shortages disrupt apparel production

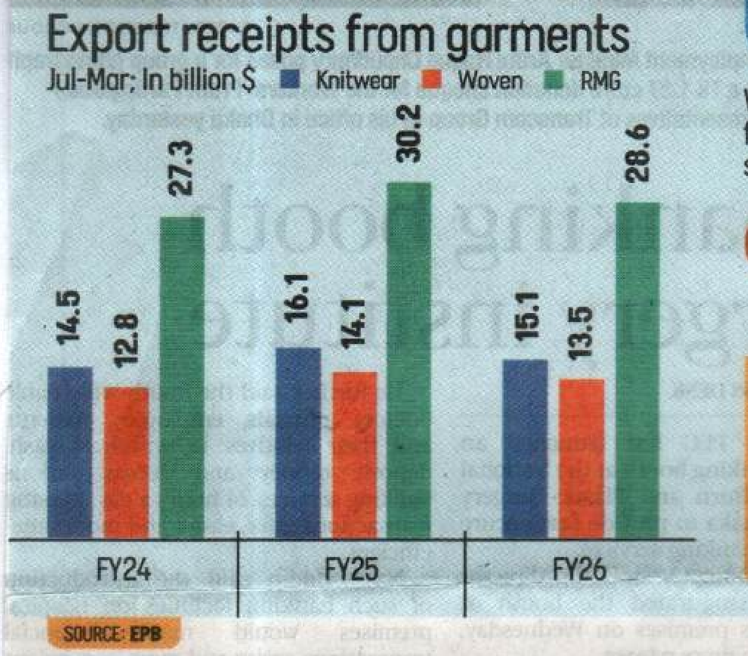

DEMAND & ORDERS

- Work orders may fall 8-10% next season
- Weak demand in US, Europe hurting exports
- High unsold inventory slowing new orders

PRODUCTION CHALLENGES

Diesel shortage disrupting factory production

COST PRESSURES

- Yarn, cotton prices up 17-18% amid war
- Freight and logistics costs rising sharply

REFAYET ULLAH MIRDHA

Bangladesh's garment sector is going through a period of sustained pressure as the war in the Middle East disrupts production and international retailers scale back orders.

Western retailers are expected to cut apparel orders by up to 10 percent next season, as higher clothing prices dampen demand and unsold stock piles up in stores.

The latest setback is another blow for local manufacturers, who are already dealing with frequent load shedding, rising transport costs and a deepening fuel crunch following the US-Israel war on Iran.

Exporters say the war has already driven up raw material import bills and freight charges for shipments abroad.

The readymade garment sector, which accounts for more than 80 percent of national export earnings, had only just begun to steady itself after reciprocal tariff turbulence.

But now, conditions are combining to create a perfect storm for the readymade garment sector. Many fear the combined effect could lead to a decline in future orders.

Preferring anonymity, a senior official of a leading European buyer said that overall, 8 percent to 10 percent of garment work orders will be cut for the next season as buyers begin placing orders.

He said retailers and brands across the West are still burdened with unsold winter merchandise, while goods for the current season have already arrived. As a result, orders for the next cycle have slowed.

Amid the fuel crisis, the official said freight costs inside Bangladesh have also climbed. The fare of goods-laden trucks plying between Dhaka and Chattogram has risen, despite no official increase in petroleum prices.

Truck operators, citing fuel rationing, have raised per-truck charges to Tk 50,000 from Tk 38,000. On average, he said fares have increased by around 20 percent since the outbreak of the war.

Moreover, factories that depend on diesel generators are facing mounting disruption. Many report delays in getting adequate supplies, while cotton prices have risen, pushing yarn costs up by 17 percent to 18 percent.

"But buyers are reluctant to absorb higher prices," said the official. "The consumers will not pay higher prices during the bad times because of an increase in the cost of production. So, at the end of the year, the overall export growth in the garment sector may be much lower than last year."

Another European buyer, also requesting anonymity, said that the war has slowed down the business and the recovery is still very uncertain.

He added that demand for outerwear in Europe could rise next season as higher energy prices prompt consumers to buy warmer clothing. However, inventories are still elevated.

Ramzul Seraj, managing director of Elite Garments Ltd, which exports to the United States, said demand for garment items in the US has weakened while factory output in Bangladesh has been hit by diesel shortages.

Delays in production could force some exporters to use more expensive air shipments to meet delivery deadlines, he added.

Masud Kabir, managing director of Motex Fashion, a Gazipur-based sweater factory, said he receives diesel using a special card introduced by the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA). But the supply falls short of covering nearly eight hours of load-shedding.

He can run the factory with the diesel collected from a nearby petrol pump for three and a half hours, he said. As a result, production has suffered.

Anwar Ul Alam Chowdhury, chairman of Evince Group, said the government is supplying diesel, but factories require larger volumes to operate generators smoothly.

Md Fazlul Hoque, managing director of Plummy Fashions, said inadequate diesel supplies have also disrupted his operations. At the same time, freight charges for sea shipments have increased, along with prices of cotton, yarn and polyester.

The combined effect, Hoque said, is a likely decline in future orders.

Mohammad Hatem, president of the Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association (BKMEA), said some competing countries such as Turkey are expanding exports despite the war, helped by their proximity to Europe and the United States and more reliable energy supplies.

READ MORE ON B3

সমকাল শনিবার। ১৮ এপ্রিল ২০২৬

মালয়েশিয়াসহ সব দেশের শ্রমবাজার খুলবে ঈদের পর

■ সিলেট ব্যুরো

মালয়েশিয়াসহ সব দেশের শ্রমবাজার ঈদের পর খুলবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন প্রবাসী কল্যাণ, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী। তিনি গতকাল শুক্রবার সিলেট পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে স্কিলস অ্যান্ড ইনোভেশন কম্পিটিশন-২০২৫ এর সেমিনার শেষে সাংবাদিকদের কাছে এ প্রত্যাশার কথা বলেন।

এক প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বলেন, বন্ধ হয়ে যাওয়া শ্রমবাজার খোলার জন্য আমি কাজ করছি। জাপান, কোরিয়াসহ বিভিন্ন দেশে নতুন নতুন শ্রমবাজার খোলার ব্যাপারে গুরুত্ব সহকারে কাজ করা হচ্ছে।

মন্ত্রী দেশের বন্ধ কল-কারখানা খুলে কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানিয়ে সিলেটের বিভিন্ন প্রকল্প নিয়েও কথা বলেন। তিনি জানান, সিলেটের কোম্পানীগঞ্জে প্রায় ৪০০ কোটি ব্যয়ে নির্মিত হাইটেক পার্ককে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

এর আগে ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ রিহান উদ্দিনের সভাপতিত্বে সেমিনারে আরিফুল হক চৌধুরী প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন। এ সময় তিনি পলিটেকনিকের পড়াশোনার মান বৃদ্ধি এবং দ্রুত অবকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য নির্দেশনা দেন। পলিটেকনিক ও ভোকেশনাল থেকে মানসম্পন্ন শিক্ষা গ্রহণের পর যেন বিদেশে দক্ষ শ্রমিক হিসেবে শিক্ষার্থীরা কাজ করতে পারেন, সে ব্যাপারে বর্তমান সরকার সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছে বলে জানান মন্ত্রী।

সেমিনারে শিক্ষা বিভাগের সচিব মো. দাউদ মিয়া, উন্নয়ন অনুবিভাগের অতিরিক্ত সচিব সামসুর রহমান, বিভাগীয় কমিশনার খান মো. রেজা উন নবী, বিএনপির কেন্দ্রীয় সহসাংগঠনিক সম্পাদক মিফতাহ সিদ্দিকী বক্তব্য দেন। সেমিনারে সিলেট বিভাগের চার জেলা থেকে মোট ৪২টি স্টলে নিজেদের উদ্ভাবনী প্রকল্প তুলে ধরেন শিক্ষার্থীরা।

এদিকে একই দিন মন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী সিলেট জেলা পরিষদের নিজস্ব তহবিল থেকে ২০২৫-২৬ অর্থবছরে বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে আর্থিক অনুদান প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন। অনুষ্ঠানে দুই শতাধিক অসহায়, দুস্থ ও জুলাই যোদ্ধাসহ পিছিয়ে পড়া মানুষের হাতে এই সহায়তার চেক তুলে দেওয়া হয়।

জেলা পরিষদের প্রশাসক আবুল কাহের চৌধুরী শামীমের সভাপতিত্বে এবং জেলা পরিষদের নির্বাহী কর্মকর্তা অনুপমা দাস ও প্রশাসনিক কর্মকর্তা কামারুজ্জামান মাসুমের যৌথ পরিচালনায় বক্তব্য দেন জেলা প্রশাসক সরওয়ার আলম, জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সন্দীপ কুমার সিংহ, বিএনপির সহসাংগঠনিক সম্পাদক মিফতাহ সিদ্দিকী প্রমুখ। এ ছাড়া মন্ত্রী রেডক্রিসেন্ট নার্সিং কলেজ আয়োজিত ফুড ফেয়ারে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগ দেন।

বণিকবার্তা বুধবার, এপ্রিল ২২, ২০২৬

পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত

কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে অবকাঠামো নির্মাণে গুরুত্বারোপ

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ চালুকরণ এবং এর কার্যকর বাস্তবায়নে সরকারের করণীয় নির্ধারণে গতকাল শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে এক গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন শ্রম ও কর্মসংস্থানমন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. আব্দুর রহমান তরফদার।

সভায় আমন্ত্রিত অতিথি ছিলেন সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা হোসেন জিল্লুর রহমান, সাবেক অর্থ সচিব সিদ্দিকুর রহমান চৌধুরী, সাবেক মুখ্য সচিব আব্দুল করিম এবং সাবেক মুখ্য সচিব জাকির আহমেদ খান। এছাড়া ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, বিজিএমইএ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যসহ বেসরকারি খাতের প্রতিনিধি হিসেবে পাঠাও, রকমারি ডট কম এবং বিডিজবস ডট কমের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা মাহদী আমিন বিশেষ অতিথির বক্তব্যে কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে সরকারের সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা ও দৃঢ় সংকল্পের কথা সভায় ব্যক্ত করেন।

সভায় জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারত্বের (পিপিপি) মাধ্যমে এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ চালুর বিষয়ে বেসরকারি খাতের প্রতিনিধিদের কাছে সুনির্দিষ্ট পরামর্শ চাওয়া হয়। বক্তারা বাংলাদেশের ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড বা জনমিতিক লভ্যাংশ যেন জনশক্তিতে রূপান্তরিত হয় এবং তা দেশের জন্য বোঝা হয়ে না দাঁড়ায়, সে লক্ষ্যে এ উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান।

দেশ রূপান্তর রবিবার, ১৯ এপ্রিল ২০২৬

আপনবাজারের ৫৫তম শপ চালু হলো আদমজী ইপিজেডে

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি

● সাফল্যের ৯ বছর

শিল্পাঞ্চলের শ্রমিকদের জন্য সাশ্রয়ী পণ্য ও সেবা সহজলভ্য করতে ই-কমার্স প্রতিষ্ঠান আপনবাজার আদমজী রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলে (এইপিজেড) নতুন শপ চালু করেছে। প্রতিষ্ঠানটির ৯ম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে গতকাল শনিবার এই শপের উদ্বোধন করেন এইপিজেডের নির্বাহী পরিচালক মো. আবদুর রহমান ভূঁইয়া। এটি আপনের ৫৫তম দোকান এবং দ্বিতীয় কমিউনিটি শপ।

অনুষ্ঠানে আপন ও বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল কর্তৃপক্ষের (বেপজা) ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং এইপিজেডভুক্ত বিভিন্ন কারখানার প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

নতুন এ দোকানটি এইপিজেডের ৪৬টি কারখানার শ্রমিকদের জন্য উন্মুক্ত থাকবে। এর মাধ্যমে শ্রমিকরা সাশ্রয়ী মূল্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য, আর্থিক সেবা এবং স্বাস্থ্য সুবিধা গ্রহণ করতে পারবেন। এর আগে কর্ণফুলী এইপিজেডে প্রথম কমিউনিটি শপ চালু করে আপন। তারই ধারাবাহিকতায় বেপজার সঙ্গে আপনের সহযোগিতায় আদমজী ইপিজেডে শ্রমিকদের জন্য নতুন এ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

২০১৭ সালে সাইফ রশীদ প্রতিষ্ঠিত আপন বর্তমানে দেশের বিভিন্ন শিল্পাঞ্চলে দুই লাখের বেশি শ্রমিককে সেবা দিচ্ছে। প্রতিষ্ঠানটি তাদের খুচরা দোকান ও ডিজিটাল প্ল্যাটফরমের মাধ্যমে ন্যায্যমূল্যে পণ্য সরবরাহ করে। ফলে শ্রমিকরা মাসিক খরচে সাশ্রয় করতে পারছেন এবং উচ্চসুদের অনানুষ্ঠানিক ঋণের ওপর তাদের নির্ভরতা কমছে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আপনের সহপ্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক ইয়াসির আরাফাত বলেন, '৯ বছরে ৫৫তম দোকান উদ্বোধন আমাদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক।

আমরা শুরু করেছিলাম শ্রমিকদের কিছুটা সাশ্রয়ের সুযোগ করে দেওয়ার লক্ষ্য নিয়ে। এখন আমরা তাদের আর্থিক স্বাধীনতা, স্বাস্থ্য সুরক্ষা এবং সম্মানজনক জীবনের জন্য কাজ করছি। বেপজার সঙ্গে এই অংশীদারত্ব শ্রমিককল্যাণে একটি টেকসই কাঠামো গড়ে তুলতে সহায়তা করবে।'

শ্রম বাজার
প্রথম আলো
রোববার, ১৯ এপ্রিল ২০২৬,

সমুদ্রপথে বিদেশযাত্রা নয়

সিলেটে গোলটেবিল

'স্বপ্ন নাকি মৃত্যুযাত্রা? আমাদের করণীয়' শিরোনামে গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করে ব্র্যাক ও *প্রথম আলো*।

নিজস্ব প্রতিবেদক ও প্রতিনিধি, *সিলেট*

সমুদ্রপথে বৈধভাবে বিদেশে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই। বিভিন্ন সময় দেখা যায়, নৌকায় সমুদ্রপথে ইউরোপে যাওয়ার চেষ্টাকালে অনেকেই মারা যাচ্ছেন। মনে রাখতে হবে, দেশের ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিমানবন্দর ছাড়া বৈধভাবে প্রবাসে যাওয়ার সুযোগ নেই। এর পরও দালালদের খপ্পরে পড়ে সমুদ্রপথে ইউরোপে যাওয়ার জন্য অবৈধ পন্থা অবলম্বন করছেন অনেকে। ফলে মানব পাচারকারী দুর্বৃত্ত চক্রের ফাঁদে পা দিয়ে নির্যাতনের শিকার হতে হচ্ছে তাঁদের। এসব বিষয়ে সচেতন হওয়া ছাড়া উপায় নেই।

গতকাল শনিবার ইউরোপীয় ইউনিয়নের সহযোগিতায় *প্রথম আলো* ও ব্র্যাকের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এক গোলটেবিল বৈঠকে বক্তারা এ কথা বলেন। সকাল সাড়ে ১০টায় শুরু হয়ে বৈঠক চলে বেলা দেড়টা পর্যন্ত। সিলেট বিমানবন্দর এলাকার গ্র্যান্ড সিলেট হোটেল অ্যান্ড রিসোর্টে 'স্বপ্ন, নাকি মৃত্যুযাত্রা? আমাদের করণীয়' শিরোনামে এ গোলটেবিল বৈঠক হয়।

বৈঠকে প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থানমন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী বলেন, মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি মালয়েশিয়া সফর করেন এবং সেখানে অভিবাসীদের প্রতারিত হওয়ার তিক্ত অভিজ্ঞতার বিষয়টি শোনেন। দেশে-বিদেশে একটি শক্তিশালী মাফিয়া সিন্ডিকেট বা চক্র গড়ে উঠেছে, যারা সাধারণ মানুষকে প্রতারণার জালে ফেলছে। বর্তমান সরকার এই সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি ঘোষণা করেছে।

আরিফুল হক চৌধুরী আরও বলেন, বিদেশের বাজারে দক্ষ কর্মী পাঠাতে সরকার প্রশিক্ষণের ওপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিচ্ছে। বিশেষ করে জাপানের শ্রমবাজারের জন্য এন৪ বা এন৫ স্ট্যান্ডার্ডের (জাপানি ভাষাদক্ষতা পরীক্ষা) ভাষা শিক্ষক আনার পরিকল্পনা করা হচ্ছে।

দালালদের দৌরাত্ম্য বন্ধ করতে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে বলে প্রবাসীকল্যাণমন্ত্রী জানান। তিনি বলেন, দালালদের নগদ টাকা দিয়ে প্রতারিত হওয়া থেকে বাঁচাতে সরকার একটি সিস্টেম তৈরির কাজ করছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে 'প্রবাসী কার্ড' প্রবর্তনের পরিকল্পনা রয়েছে, যাতে ক্যাশ লেনদেনের বদলে একটি নির্দিষ্ট সিস্টেমের মাধ্যমে প্রবাসীরা সহায়তা পেতে পারেন।

বৈঠকের শুরুতেই ধারণাপত্র উপস্থাপন করেন ব্র্যাকের মাইগ্রেশন প্রোগ্রামের সহযোগী পরিচালক শরিফুল ইসলাম হাসান। তিনি বলেন, দেশের নির্দিষ্ট কিছু অঞ্চল, যেমন মাদারীপুর, শরীয়তপুর, সিলেট, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ ও কিশোরগঞ্জ থেকে সবচেয়ে বেশি মানুষ ঝুঁকি নিয়ে সাগর পাড়ি দিচ্ছেন। ব্র্যাক নিরাপদ অভিবাসন নিশ্চিত করতে তিনটি স্তরে কাজ করছে। গত আট বছরে ব্র্যাক প্রায় ৩৯ হাজার মানুষকে বিমানবন্দরে সহায়তা দিয়েছে এবং ইউরোপ থেকে ফেরত আসা ব্যক্তিদের ব্যবসা শুরুর জন্য আর্থিক ও মানসিক কাউন্সেলিংয়ের মাধ্যমে সহায়তা করেছে।

ভবিষ্যতে প্রবাসীদের যোগ্য জনশক্তি হিসেবে গড়ে তুলতে কারিগরি শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা, পাঠ্যপুস্তকে নিরাপদ অভিবাসন ও পাচার রোধের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব শরিফুল ইসলাম তাঁর বক্তব্যে দিয়েছেন।

গোলটেবিল বৈঠকে (বাঁ থেকে) খান মো. রেজা-উন-নবী, আরিফুল হক চৌধুরী, মো. হাফিজ আহমেদ ও শরিফুল ইসলাম হাসান। গতকাল সিলেটের একটি অভিজাত হোটেলে। ছবি : প্রথম আলো

> **দেশে-বিদেশে একটি শক্তিশালী মাফিয়া সিন্ডিকেট বা চক্র গড়ে উঠেছে, যারা সাধারণ মানুষকে প্রতারণার জালে ফেলছে। বর্তমান সরকার এই সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি ঘোষণা করেছেন।**
>
> **আরিফুল হক চৌধুরী**, প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থানমন্ত্রী

সিলেটের বিভাগীয় কমিশনার খান মো. রেজা-উন-নবী তাঁর বক্তব্যে বলেন, অবৈধ পথে বিদেশে যাওয়া অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। লিবিয়ায় নিয়ে মানুষের ওপর অমানবিক নির্যাতন করে সেই ভিডিও স্বজনদের দেখিয়ে টাকা হাতিয়ে নেওয়া হচ্ছে। বিষয়গুলো নিয়ে জনসচেতনতা তৈরি করতে ইসলামিক ফাউন্ডেশন এবং ইমামদের সম্পৃক্ত করার প্রয়োজন রয়েছে।

বিদেশফেরতরা শোনালেন তিক্ততার গল্প

গোলটেবিল বৈঠকে বিদেশফেরত কয়েকজন নিজেদের অভিজ্ঞতার গল্প শোনালেন। এ ছাড়া সম্প্রতি লিবিয়া থেকে সাগরপথে গ্রিসে যাওয়ার সময় পথ হারিয়ে নৌকায় মারা যাওয়া অভিবাসনপ্রত্যাশী সুনামগঞ্জের দুজনের পরিবারের সদস্যরা কথা বলেছেন। তাঁরা নিজেদের অভিজ্ঞতা এবং দালালদের মাধ্যমে হয়রানির বিষয়গুলো তুলে ধরেন।

প্রায় ২৫টি দেশ ঘুরে ফ্রান্স থেকে দেশে ফেরা সুজন মিয়া বলেন, তিনি প্রথমে মধ্যপ্রাচ্যে গিয়েছিলেন। এরপর প্রায় ২৫টি দেশ ঘুরে অবৈধ পথে ফ্রান্সে পৌঁছেছিলেন; কিন্তু সেখানে বৈধ হওয়ার আগেই পুলিশের হাতে আটক হয়ে দেশে ফেরত আসতে হয়েছে। দেশে ফেরার পর ১৭ লাখ টাকা দিয়ে অস্ট্রেলিয়ার ভিসা করিয়েছিলেন; কিন্তু ওই ভিসায় তিনি এখন যেতে পারছেন না। তাঁর ধারণা ভিসাটি জাল।

১০ বছর যুক্তরাজ্যে অবস্থান করে ফেরা শাহরিয়ার জামান বলেন, তিনি দালালের মাধ্যমে যুক্তরাজ্যে পড়াশোনার জন্য গিয়েছিলেন। সেখানে প্রায় আট বছর ছিলেন। প্রথমে দালালেরা পড়াশোনার পাশাপাশি বৈধভাবে কাজ করার সুযোগ দেওয়ার কথা জানালেও সেখানে গিয়ে তেমন কিছু মেলেনি। অবৈধভাবে কাজ করতে হয়েছে। যেখানে অন্যরা ঘণ্টায় আট পাউন্ড পেতেন, সেখানে তাঁকে ঘণ্টায় এক পাউন্ডে কাজ করতে হয়েছে।

সিলেটের বিশ্বনাথ উপজেলার বাসিন্দা সৌদিফেরত রুকসানা বেগম বলেন, তিনি দালালের মাধ্যমে সৌদি আরবে গিয়েছিলেন। সেখানে তাঁকে স্থায়ীভাবে কোনো কাজ দেওয়া হয়নি। সৌদি আরবে অবস্থানকালে তাঁকে বিভিন্নভাবে নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছে। প্রায় দুই বছর আগে তিনি দেশে ফিরেছেন। বর্তমানে ব্র্যাকের সহায়তায় দোকান পরিচালনা করছেন।

দালালদের শনাক্ত করার দাবি

সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের পরিচালক মো. হাফিজ আহমেদ বলেন, এই ভয়ংকর মৃত্যুযাত্রা থামাতে বিদেশে যাওয়ার ক্ষেত্রে যথাযথ প্রশিক্ষণ, নিবন্ধন এবং পরবর্তী তদারকির ধাপগুলো অনুসরণ করা প্রয়োজন।

সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে দায়িত্ব পালন করা ৭ এপিবিএনের সহকারী পুলিশ সুপার জনি লাল দেব বলেন, বিমানবন্দর-সংশ্লিষ্ট এলাকায় মানব পাচারকারী ও চোরাচালানিদের একটি সক্রিয় গোষ্ঠী রয়েছে, যারা সাধারণ যাত্রীদের নানা ধরনের প্রলোভন দেখিয়ে ভুল পথে পরিচালিত করার চেষ্টা করে। তাঁরা অপরাধী চক্রগুলোকে শনাক্ত করার কাজ করে যাচ্ছেন।

সিলেট জেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি মুকতাবিস উন নূর বলেন, মধ্যপ্রাচ্যে অনেক নারী শ্রমিক যৌন হয়রানি ও লালসার শিকার হচ্ছেন। যার ফলে বেশ কিছু দেশ ইতিমধ্যে মধ্যপ্রাচ্যে নারী শ্রমিক পাঠানো বন্ধ করে দিয়েছে। বাংলাদেশকেও এ বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা দরকার।

অবৈধ বিদেশযাত্রা ঠেকাতে দালালদের শনাক্ত করে শাস্তির আওতায় আনার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন সিলেট প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন।

প্রথম আলোর সহকারী সম্পাদক ফিরোজ চৌধুরীর সঞ্চালনায় আরও বক্তব্য দেন সিলেট জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মো. নাজমুস সাকিব, সিলেট সরকারি কারিগরি প্রশিক্ষণকেন্দ্রের জ্যেষ্ঠ প্রশিক্ষক জাকির হোসেন, সিলেট বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা কার্যালয়ের উপপরিচালক মো. সালাহ উদ্দিন, প্রবাসীকল্যাণ ব্যাংক সিলেটের ভারপ্রাপ্ত অঞ্চলপ্রধান মাহবুবুল মান্নান চৌধুরী, ব্র্যাকের মাইগ্রেশন প্রোগ্রামের জ্যেষ্ঠ ব্যবস্থাপক মো. সাজ্জাদ হোসেন, সমন্বয়ক মো. হারুন অর রশীদ, আলমগীর হোসেন। সূচনা বক্তব্য দেন *প্রথম আলো* সিলেটের নিজস্ব প্রতিবেদক সুমনকুমার দাশ।

বণিকবার্তা শনিবার, এপ্রিল ২৫, ২০২৬ ■ বৈশাখ ১২, ১৪৩৩

মধ্যপ্রাচ্য সংঘাতের প্রভাব

উৎপাদন খরচ বেড়েছে তৈরি পোশাকের, ক্রেতাদের দাম বাড়ানোর প্রস্তাব

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

চলমান মধ্যপ্রাচ্য সংঘাতের প্রভাবে দেশের তৈরি পোশাক খাত চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে। জ্বালানি ও কাঁচামালের সরবরাহ সংকটে পোশাক প্রস্তুতকারক ও রফতানিকারকরা চাপে পড়েছেন। এর ফলে তারা প্রস্তুতকৃত পণ্যের দাম বাড়ানোর কথা ভাবছেন। এরই মধ্যে অনেক ক্রেতাকে সেই প্রস্তাবও দিয়েছেন কেউ কেউ। খাতসংশ্লিষ্টরা বলছেন, আমদানিনির্ভর কাঁচামালের সরবরাহ অনিশ্চিত হয়ে পড়ায় তৈরি পোশাকের উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। এতে ব্যয় বাড়ার পাশাপাশি সময়মতো রফতানি আদেশ সরবরাহ করাও কঠিন হয়ে উঠছে।

বাংলাদেশে পোশাক তৈরিতে ব্যবহৃত অধিকাংশ সুতা, কাপড়, রাসায়নিক ও অ্যাকসেসরিজ আমদানি করতে হয়। আমদানীকৃত এসব কাঁচামালের অধিকাংশ আসে চীন ও ভারত থেকে। কিন্তু মধ্যপ্রাচ্য সংঘাতের কারণে শিপমেন্টে দেরি, পরিবহন খরচ বৃদ্ধি এবং কিছু ক্ষেত্রে সরাসরি সরবরাহ ব্যাহত হচ্ছে। এছাড়া কারখানাগুলো ঠিকমতো জ্বালানি না পাওয়ায় তাদের কার্যক্রমও ব্যাহত হচ্ছে। অন্যদিকে আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি ও পরিবহন ব্যয় বৃদ্ধির সরাসরি প্রভাব পড়ছে উৎপাদন খরচে। ফলে অনেক উৎপাদক কম দামে ক্রয়াদেশ নিলেও এখন ঝুঁকিতে পড়েছেন। কেউ কেউ ক্রেতাদের দাম বাড়িয়ে দেয়ার প্রস্তাবও দিচ্ছেন। ব্যবসায়ীরা বলছেন, এ পরিস্থিতি দীর্ঘায়িত হলে ছোট ও মাঝারি কারখানাগুলোর টিকে থাকা কঠিন হয়ে পড়বে।

মধ্যপ্রাচ্য সংঘাতের সরাসরি প্রভাব পড়ছে উৎপাদনের ওপর। জ্বালানি সংকটে বিঘ্নিত হচ্ছে কার্যক্রম। এতে আমাদের পণ্য উৎপাদনে সময় ও ব্যয় বেড়েছে কয়েক গুণ। একই সঙ্গে পরিবহন খরচও বেড়েছে। এ অবস্থা দীর্ঘস্থায়ী হলে পোশাক শিল্পের টিকে থাকা কঠিন হয়ে পড়বে

মোহাম্মদ হাতেম
সভাপতি, বিকেএমইএ

বাংলাদেশ নিটওয়্যার প্রস্তুতকারক ও রফতানিকারক সমিতির (বিকেএমইএ) সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম বণিক বার্তাকে বলেন, 'মধ্যপ্রাচ্য সংঘাতের সরাসরি প্রভাব পড়ছে উৎপাদনের ওপর। জ্বালানি সংকটের কারণে বিঘ্নিত হচ্ছে কার্যক্রম। এতে আমাদের পণ্য উৎপাদনে সময় ও ব্যয় বেড়েছে কয়েক গুণ। একই সঙ্গে পরিবহন খরচও বেড়েছে। এ অবস্থা দীর্ঘস্থায়ী হলে পোশাক শিল্পের টিকে থাকা কঠিন হয়ে পড়বে।' তৈরি পোশাক উৎপাদনের বাড়তি খরচ মেটাতে এরই মধ্যে ক্রেতাদের সঙ্গে আলোচনা শুরু হয়েছে বলেও জানান তিনি।

জানা যায়, যুক্তরাজ্যভিত্তিক সুতা উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান কোটস বাংলাদেশের এ কে খান অ্যান্ড কোম্পানির সঙ্গে যৌথ বিনিয়োগে কোটস বাংলাদেশ নামে কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করেছে। দেশের সুতার চাহিদার ৩০ শতাংশেরও বেশি জোগান দেয় কোম্পানিটি। আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থা রয়টার্সের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, কোটস বাংলাদেশ ১৫ এপ্রিল সুতার দাম ১৫ দশমিক ৫ শতাংশ বৃদ্ধির ঘোষণা দিয়েছে।

বাংলাদেশের তৈরি পোশাকের সবচেয়ে বড় ক্রেতা সুইডেনভিত্তিক বহুজাতিক খুচরা বিক্রেতা প্রতিষ্ঠান এইচঅ্যান্ডএম। এ তালিকায় আরো রয়েছে স্পেনের ইন্ডিটেক্স ও আয়ারল্যান্ডের প্রাইমার্কের মতো বৈশ্বিক ব্র্যান্ডগুলো। রয়টার্সের ওই প্রতিবেদনে আরো বলা হয়, ইরান যুদ্ধের প্রভাবে ভারত ও বাংলাদেশের পোশাক প্রস্তুতকারকরা চাপে পড়েছেন। এর ফলে জারা ও এইচঅ্যান্ডএমের মতো ফাস্ট-ফ্যাশন ব্র্যান্ডগুলোর খরচ বাড়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। বাংলাদেশী সরবরাহকারীদের কাছ থেকে শিগগিরই দাম বাড়ানোর প্রস্তাব পেতে পারে এইচঅ্যান্ডএম। যদিও কোম্পানিটি আপাতত নিজেই সেই খরচ বহনের পরিকল্পনা করছে।

এদিকে চলমান পরিস্থিতিতে দেশের বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোও বিভিন্ন স্পিনিং মিলকে প্রি-শিপমেন্ট ক্রেডিট সুবিধা দিচ্ছে না বলে দাবি করেছে বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস অ্যাসোসিয়েশন (বিটিএমএ)। সম্প্রতি বাংলাদেশ ব্যাংক বরাবর দেয়া এক চিঠিতে সংগঠনটি জানায়, বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংক নানা প্রক্রিয়াগত ও প্রশাসনিক কারণ দেখিয়ে স্পিনিং মিলগুলোকে প্রি-শিপমেন্ট ক্রেডিট সুবিধা প্রদান করছে না। ফলে সংশ্লিষ্ট মিলগুলোর কার্যকরী মূলধন ব্যবস্থাপনা, উৎপাদন পরিকল্পনা, কাঁচামাল সংগ্রহ এবং রফতানিমুখী সরবরাহ ব্যবস্থা ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। বাস্তবে এ ধরনের প্রতিবন্ধকতা ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ শিল্পের স্বাভাবিক প্রবৃদ্ধিকে বাধাগ্রস্ত করার পাশাপাশি দেশের সামগ্রিক রফতানি প্রবাহেও নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। এ বিষয়ে ব্যাংকগুলোকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেয়ার জন্য অনুরোধ করা হয় চিঠিতে।

ইত্তেফাক
বৃহস্পতিবার
১০ বৈশাখ ১৪৩৩, ২৩ এপ্রিল ২০২৬

জ্বালানিসংকটে উদ্বিগ্ন বিদেশি ক্রেতারা, পোশাক খাতে অর্ডার কমছে

প্রাক-বাজেট আলোচনায় ব্যবসায়ীদের সুপারিশ

- উৎস কর, টার্নওভার কর কমানোর আহ্বান
- আয়কর আইনের কিছু ধারা সংশোধন দরকার
- ভ্যাট রিফান্ডের উর্ধ্বসীমা তুলে দেওয়া জরুরি

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

মধ্যপ্রাচ্যের চলমান যুদ্ধ পরিস্থিতির প্রভাবে দেশে জ্বালানিসংকট তীব্র আকার ধারণ করায় বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাত নতুন করে চাপের মুখে পড়েছে। ব্যবসায়ীরা বলছেন, এই সংকটের কারণে আন্তর্জাতিক ক্রেতাদের আস্থা কমে যাচ্ছে এবং তারা ধীরে ধীরে অর্ডার সরিয়ে নিচ্ছে ভারতসহ অন্যান্য প্রতিযোগী দেশে।

গতকাল বুধবার রাজধানীর আগারগাঁওয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) ভবনে ২০২৬-২৭ অর্থবছরের বাজেট প্রণয়ন উপলক্ষ্যে আয়োজিত প্রাক্-বাজেট আলোচনায় তারা এসব আশঙ্কার কথা জানান। শিল্প খাতের বিদ্যমান সংকট তুলে ধরে তিনি জানান, জ্বালানি অনিশ্চয়তা এখন শুধু উৎপাদন ব্যাহত করছে না, বরং দেশের রপ্তানি সক্ষমতাকেও প্রশ্নের মুখে ফেলছে।

একজন বিদেশি ক্রেতার বরাতে বাংলাদেশ চেম্বার অব ইন্ডাস্ট্রিজের (বিসিআই) সভাপতি আনোয়ার-উল আলম চৌধুরী পারভেজ জানান, আগামী কয়েক মাসে বিদ্যুৎ পরিস্থিতি আরো খারাপ হওয়ার আশঙ্কায় ক্রেতারা নতুন অর্ডার দিতে নিরুৎসাহিত হচ্ছেন। ইতিমধ্যেই কিছু অর্ডার ভারতে স্থানান্তরিত হচ্ছে বলেও জানান তিনি। তিনি বলেন, এই পরিস্থিতি অব্যাহত থাকলে দেশের প্রধান রপ্তানি খাত বড় ধরনের ক্ষতির মুখে পড়তে পারে। তাই সংকট মোকাবিলায় দ্রুত নীতিগত সহায়তা প্রয়োজন। তিনি রপ্তানি আয়ের ওপর উৎসে কর ১ শতাংশ থেকে কমিয়ে ০.৫ শতাংশ করার প্রস্তাব দেন, যাতে রপ্তানিকারকদের প্রতিযোগিতা সক্ষমতা কিছুটা হলেও বাড়ে। পাশাপাশি, ব্যবসায় ক্ষতি হলেও ১ শতাংশ হারে ন্যূনতম টার্নওভার কর পরিশোধের বিধানকে 'অযৌক্তিক বোঝা' হিসেবে উল্লেখ করে তা কমানোর আহ্বান জানান।

আলোচনায় বিসিআই পক্ষ থেকে উপস্থাপিত প্রস্তাবনায় বলা হয়, বর্তমান বৈশ্বিক ও দেশীয় অর্থনৈতিক বাস্তবতায় শিল্প খাত একাধিক চ্যালেঞ্জের মুখে রয়েছে। জ্বালানিসংকট, উচ্চ মূল্যস্ফীতি এবং উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে ধীরগতির প্রভাব সবচেয়ে বেশি পড়ছে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের ওপর। ফলে শিল্পের টেকসই প্রবৃদ্ধি ধরে রাখতে করকাঠামোকে আরো সহনশীল ও বাস্তবমুখী করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। প্রযুক্তিগত রূপান্তরের এই সময়ে অটোমেশন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই), ইন্ডাস্ট্রি ৪.০ এবং ডিজিটালাইজেশনের মতো খাতে বিনিয়োগ বাড়ানো জরুরি। একই সঙ্গে উচ্চমূল্য সংযোজন খাতে বৈচিত্র্য আনতে ফার্মাসিউটিক্যালস, লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং, আইটি ও আইটিইএস, চামড়া ও প্লাস্টিক শিল্পের উন্নয়নে নীতিগত সহায়তা প্রয়োজন।

করনীতির ক্ষেত্রে বিসিআই কিছু নির্দিষ্ট প্রস্তাব তুলে ধরে। এর মধ্যে রয়েছে—সরবরাহ পর্যায়ে উৎসে কর ৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৩ শতাংশ করা, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের জন্য পৃথক করসুবিধা চালু করা এবং ভ্যাট ব্যবস্থায় ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট সুবিধা সম্প্রসারণ করা। পাশাপাশি তরুণ উদ্যোক্তাদের জন্য বিশেষ তহবিল গঠন এবং নারী উদ্যোক্তাদের জন্য রপ্তানিমুখী সহায়তা জোরদারের প্রস্তাবও দেওয়া হয়। এছাড়া, আয়কর আইনের কিছু ধারা সংশোধনের সুপারিশ করে বিসিআই জানায়, বিদ্যমান কিছু বিধান ব্যবসার জন্য অতিরিক্ত চাপ তৈরি করছে; যেমন—ব্যবসায়িক ক্ষতি থাকলেও ব্যাংক সুদের ওপর কর আরোপ বা নির্দিষ্ট খরচ সীমা অতিক্রম করলে অতিরিক্ত অংশকে 'বিশেষ আয়' হিসেবে গণ্য করে উচ্চ হারে কর আরোপ করা, এসব বিষয় পুনর্বিবেচনার দাবি জানানো হয়।

এদিকে, আসন্ন ২০২৬-২৭ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটে রাজস্ব কাঠামোয় পূর্ণাঙ্গ অটোমেশন, করের হার যৌক্তিকীকরণ এবং ব্যবসাবান্ধব নীতির ওপর জোর দিয়েছে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (ডিসিসিআই) সেক্রেটারি জেনারেল (ভারপ্রাপ্ত) ড. এ কে এম আসাদুজ্জামান পাটোয়ারী। একই সঙ্গে করজাল সম্প্রসারণ ও রাজস্ব আহরণ বাড়াতে প্রযুক্তিনির্ভর ব্যবস্থার প্রবর্তনের প্রস্তাব করেছে সংগঠনটি।

আসাদুজ্জামান পাটোয়ারী বলেন, 'ব্যবসায়িক কার্যক্রমে গতি আনতে এবং দীর্ঘ মেয়াদে রাজস্ব আয় বাড়াতে ভ্যাট রিফান্ডের উর্ধ্বসীমা তুলে দেওয়া, মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে ভ্যাট সংগ্রহ জোরদার এবং সামগ্রিক মূসক ব্যবস্থায় অটোমেশন নিশ্চিত করা জরুরি।'

এনবিআর চেয়ারম্যান আব্দুর রহমান খান বলেন, 'ভ্যাটের আওতা বাড়াতে সংস্থাটি বদ্ধপরিকর। বর্তমানে দেশে ভ্যাট নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৮ লাখের কম। অর্থনীতির আকার বিবেচনায় এটি কোটির বেশি হওয়া উচিত।' তিনি উল্লেখ করেন, করপোরেট করহার ধাপে ধাপে কমিয়ে বর্তমানে ২৭ দশমিক ৫ শতাংশে নামানো হয়েছে; এটি আরো কমানোর সুযোগ সীমিত, তবে কার্যকর করহার যেন না বাড়ে, সে বিষয়ে নজর দেওয়া হবে। তিনি আরো জানান, আগামী অর্থবছর থেকে করপোরেট কর রিটার্ন অনলাইনে দাখিল বাধ্যতামূলক করা হবে এবং ভ্যাট ও কর রিফান্ড ব্যবস্থাও পুরোপুরি অনলাইনে আনার কার্যক্রম শেষ পর্যায়ে রয়েছে।

সমকাল
মঙ্গলবার। ২৮ এপ্রিল ২০২৬

বিদেশে কর্মী পাঠানো ৪২ শতাংশ কমেছে

■ রাজীব আহাম্মদ

ইরানে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের হামলার পর গত দুই মাসে বাংলাদেশ থেকে বিদেশে কর্মী পাঠানো বিপুল সংখ্যায় কমেছে। গত বছরের ১ মার্চ থেকে ২৬ এপ্রিল পর্যন্ত এক লাখ ৪৩ হাজার ৩৫১ কর্মী বিদেশ গিয়েছিলেন। আর চলতি বছরের একই সময়ে গেছেন ৮২ হাজার ৫৬১ জন। অর্থাৎ আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় ৬০ হাজার ৭৯০ জন বা ৪২ দশমিক ৪০ শতাংশ কম।

২০২৪ সালের একই সময়ের সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যায়, চলতি বছরের মার্চ-এপ্রিলের তুলনায় ওই সময় প্রায় দ্বিগুণ কর্মী বিদেশে পাঠানো হয়েছিল। ২০২৪ সালের মার্চ এবং এপ্রিল মাসে ১ লাখ ৬০ হাজার ১৪ জন কর্মী বিদেশ গিয়েছিলেন।

তথ্য বিশ্লেষণে দেখা গেছে, শুধু মধ্যপ্রাচ্যের সৌদি আরব, কাতার, কুয়েত, জর্ডান নয়; বাংলাদেশের অন্যতম বড় শ্রমবাজার সিঙ্গাপুরেও কর্মী পাঠানো কমেছে। মালয়েশিয়া, ওমান, বাহরাইনের শ্রমবাজার আগের বছরগুলোর মতো বন্ধ রয়েছে বাংলাদেশিদের জন্য। কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে অগ্রগতি নেই জাপান, দক্ষিণ কোরিয়ার মতো শ্রমবাজারে। কর্মী পাঠানোয় সমঝোতা স্মারক সই হলেও অস্ট্রেলিয়া, গ্রিসের মতো দেশগুলোর শ্রমবাজার খোলেনি।

এ ছাড়া রোমানিয়া, ক্রোয়েশিয়া, পোল্যান্ডের মতো ইউরোপের শ্রমবাজার বন্ধ হয়েছে। এসব দেশের ভিসা পেতে ভারতের নয়াদিল্লিতে দূতাবাসে যেতে হয় বাংলাদেশিদের। জুলাই গণঅভ্যুত্থানের পর ভারতের ভিসা পাওয়া কঠিন হয়ে ওঠায় দিল্লি যেতে পারছেন না কর্মীরা। আবার ইউরোপের এই দেশগুলোতে গিয়ে কর্মস্থল ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ায় কর্মী নিয়োগ কমিয়ে দিয়েছে নিয়োগকারীরা।

ইউরোপের দেশে প্রবেশের পথ হয়ে ওঠায় কিরগিজস্তানের শ্রমবাজারও বাংলাদেশিদের জন্য প্রায় বন্ধের পথে। বৈধ চাকরি দেখিয়ে রাশিয়ায় পাঠিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে ঠেলে দেওয়ায় দেশটির শ্রমবাজারও সংকুচিত হয়েছে বাংলাদেশি কর্মীদের জন্য।

সরকারের ভাষ্য, বন্ধ শ্রমবাজারগুলো খুলতে দ্বিপক্ষীয় আলোচনা, যুদ্ধ পরিস্থিতির উন্নতি হলে মধ্যপ্রাচ্যে কর্মী পাঠাতে যোগাযোগ এবং কর্মীদের কাজের ও ভাষাগত দক্ষতা বৃদ্ধিতে একযোগে

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

বিদেশে কর্মী পাঠানো ৪২ শতাংশ কমেছে

[প্রথম পৃষ্ঠার পর]

উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এর সুফল মিলবে।

সৌদিনির্ভর বৈদেশিক কর্মসংস্থান

জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর (বিএমইটি) তথ্য অনুযায়ী ২০২৫ সালে ১১ লাখ ৩২ হাজার ৩৩৭ কর্মী বিদেশে চাকরির ছাড়পত্র নেন। তাদের মধ্যে ৭ লাখ ৫৫ হাজার ২০৯ জনের গন্তব্য ছিল সৌদি আরব। তা ছিল মোট চাকরির ৬৬ দশমিক ৬৯ শতাংশ।

উপসাগরীয় অঞ্চলের দেশ কাতারে গত বছর এক লাখ সাত হাজার ৬০৩ জন কর্মী গিয়েছেন। কুয়েতে গিয়েছেন ৪২ হাজার ৭৩৮ জন। আরব আমিরাতে ১৩ হাজার ৭৫৪ জন গিয়েছিলেন। জর্ডান যেতে ১২ হাজার ৩২৯ জন কর্মী ছাড়পত্র নেন। সব মিলিয়ে উপসাগরীয় অঞ্চলের (জিসিসি) দেশগুলোতে কর্মী গিয়েছেন ৮ লাখ ৮৮ হাজার ৮৯৫, অর্থাৎ বাংলাদেশি কর্মীর ৭৮ শতাংশের কর্মসংস্থান হয়েছে এসব দেশে।

যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ইরানের ওপর আগ্রাসন শুরু করে। প্রতিরোধে ইরান সৌদি আরব, আরব আমিরাত, কাতার, কুয়েত, বাহরাইন ও জর্ডানে থাকা মার্কিন সামরিক ঘাঁটিতে হামলা চালায়। এর প্রভাবে দেশগুলোতে বাংলাদেশিদের কর্মসংস্থান কমেছে।

গত বছরের ১ মার্চ থেকে ২৬ এপ্রিল পর্যন্ত সৌদি আরব গিয়েছিলেন এক লাখ দুই হাজার ১০৪ জন কর্মী। চলতি বছরে একই সময়ে গিয়েছেন ৪৪ হাজার ৮৭৬ জন। কর্মসংস্থান কমেছে ৫৭ হাজার ২২৮ বা ৫৬ শতাংশ।

গত বছরের ১ মার্চ থেকে ২৬ এপ্রিল পর্যন্ত কাতার গিয়েছিলেন ১৪ হাজার ৫৩২ জন। এ বছর গিয়েছেন চার হাজার ৭২৪ জন। কর্মসংস্থান কমেছে ৬৯ শতাংশ। কুয়েত গিয়েছিলেন তিন হাজার ৫৫৮ জন। এ বছর গিয়েছেন দুই হাজার ৬১৩ জন। কর্মসংস্থান কমেছে ২৭ শতাংশ।

তবে যুদ্ধের মধ্যে মধ্যপ্রাচ্যের দেশ জর্ডান এবং আরব আমিরাতে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পেয়েছে। যদিও সংখ্যার বিবেচনায় তা সামান্যই। গত বছরের ১ মার্চ থেকে ২৬ এপ্রিল পর্যন্ত জর্ডান গিয়েছিলেন এক হাজার ৬২৩ জন। চলতি বছরে একই সময়ে গিয়েছেন এক হাজার ৯৯৯ জন। আরব আমিরাত গিয়েছিলেন ৫৪০ জন। এবার গিয়েছেন এক হাজার ৯৬৭ জন।

পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে, যুদ্ধের আগে গত বছরের জানুয়ারি থেকে ফেব্রুয়ারি এবং চলতি বছরের একই সময়ে বৈদেশিক কর্মসংস্থানের প্রায় সমান ছিল। ২০২৫ সালের প্রথম দুই মাসে বৈদেশিক সংস্থান ছিল এক লাখ ৬০ হাজার ২৯১ জনের। চলতি বছরে গেছেন এক লাখ ৬০ হাজার ৭২৬ জন। তবে কমেছে সামগ্রিক অভিবাসন। গত বছরের প্রথম চার মাসে বিদেশে চাকরি নিয়ে দেশ ছাড়েন তিন লাখ তিন হাজার ৬৪২ জন। এই সংখ্যা চলতি বছরের প্রথম চার মাসে দুই লাখ ৪৩ হাজার ২৮৭ জন।

যুদ্ধ নেই এমন দেশেও বাড়েনি

২০২৪ সালের মে মাসে মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার বন্ধের পর সিঙ্গাপুরই মধ্যপ্রাচ্যের বাইরে সবচেয়ে বড় ভরসা। গত বছরে ৭০ হাজার ৮৩৫ বাংলাদেশি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশ সিঙ্গাপুরে গিয়েছিলেন। চলতি বছরের প্রথম চার মাসে এই সংখ্যা ২২ হাজার ১২৬। অর্থাৎ এই শ্রমবাজার আমাদের জন্য প্রসারিত হয়নি।

উচ্চ বেতন এবং ভালো কর্মপরিবেশের জন্য খ্যাতি রয়েছে জাপান এবং দক্ষিণ কোরিয়ার। এই দুই দেশেও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে অগ্রগতি হচ্ছে না। চলতি বছরের প্রথম চার মাসে জাপানে চাকরি নিয়ে গিয়েছেন ৫৯০ জন। ২০২৫ সালে এই সংখ্যা ছিল এক হাজার ৫৬৪। ২০২৪ সালে ছিল এক হাজার ৫৮।

দক্ষিণ কোরিয়ায় ২০২৪ সালে চাকরি নিয়ে যান দুই হাজার ৮২৬ জন বাংলাদেশি। ২০২৫ সালে কর্মসংস্থান হয় দুই হাজার ৪৩৬। চলতি বছর প্রথম চার মাসে এই সংখ্যা ৪৮৪। নিম্ন জন্মহারের কারণে জাপান এবং দক্ষিণ কোরিয়ায় জনসংখ্যা কমছে। কর্মী ঘাটতি পূরণে বাংলাদেশ অনেক বছর ধরেই সুযোগ নেওয়ার কথা বলছে। জাপানে অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে টাস্কফোর্স গঠন করা হয়। তবে পরিসংখ্যান বলছে, অগ্রগতি নেই।

একই অবস্থা ইতালি, পর্তুগালের মতো উন্নত দেশের শ্রমবাজারের ক্ষেত্রে। গত বছরের প্রথম চার মাসে বৈধপথে ইতালিতে যান এক হাজার ২২২ জন। চলতি বছরে এই সংখ্যা তিন হাজার ২৬১ জন। অবৈধ পথে ইতালিতে যাওয়া বাংলাদেশিদের ফিরিয়ে আনতে চাপ দিচ্ছে দেশটি। গত বছরের প্রথম চার মাসে পর্তুগাল গিয়েছিলেন দুই হাজার ৮৪ জন। চলতি বছর গেছেন দুই হাজার ৬৯ জন।

বন্ধ শ্রমবাজার নিয়ে আলোচনা

চলতি মাসের শুরুতে প্রবাসীকল্যাণমন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী এবং প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা মাহদী আমিন মালয়েশিয়া সফরে দেশটির প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিমের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। রিক্রুটিং এজেন্সি সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে ব্যাপক অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগে প্রায় দুই বছর কর্মী যাওয়া বন্ধ রয়েছে। গত ৯ এপ্রিল যৌথ বিবৃতিতে দুই দেশ জানিয়েছে, শ্রমবাজার উন্মুক্ত হবে। এতে বলা হয়, মালয়েশিয়ার বিভিন্ন খাতের চাহিদা অনুযায়ী শ্রমবাজার খোলার প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করতে দুই দেশ একমত। একই সঙ্গে একটি সুষ্ঠু, নৈতিক ও স্বচ্ছ নিয়োগ প্রক্রিয়া নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে।

২০২২ সালের আগস্ট থেকে ২০২৪ সালের মে মাস পর্যন্ত মালয়েশিয়ায় পৌনে পাঁচ লাখ কর্মী পাঠায় বাংলাদেশ। সে দেশের সরকার সেবার যে ১০০ বাংলাদেশি এজেন্সিকে কর্মী পাঠানোর কাজ দেয়, তারা সিন্ডিকেট হিসেবে পরিচিতি পায়। সরকার কর্মীপ্রতি ব্যয় নির্ধারণ করেছিল ৭৮ হাজার ৯৯০ টাকা। তবে গড়ে নেওয়া হয় সাড়ে পাঁচ লাখ টাকা। সিন্ডিকেটের কারণে শেষ পর্যন্ত সব প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেও ১৮ হাজার কর্মী মালয়েশিয়া যেতে পারেননি।

জনশক্তি ব্যবসায়ী রিক্রুটিং এজেন্সিগুলোর মালিকদের সংগঠন বায়রা আগেরবার যোগ্যতার ভিত্তিতে এজেন্সি বাছাইয়ের নামে সিন্ডিকেট করেছিল। এবারও কি একই পদ্ধতি অনুসরণ করা হবে, নাকি সবার জন্য বাজার উন্মুক্ত থাকবে, তার ওপর শ্রমবাজার খোলার সুফল নির্ভর করবে। সিন্ডিকেট হলে কর্মীরা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন।

বাজার হারাচ্ছে বাংলাদেশ

গতবছর আরব আমিরাত সফরে গিয়ে তৎকালীন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেছিলেন, জাল নথি, ভুয়া অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা সনদে বিদেশ যাওয়ায় বাংলাদেশিরা ক্ষতিগ্রস্ত হন। বিদেশ গিয়ে মাথা হেট হয়।

এই অনিয়মের কারণে ইউরোপের দেশ রোমানিয়া, পোল্যান্ড, ক্রোয়েশিয়ার শ্রমবাজার প্রায় বন্ধের পথে। ২০২৩ ও ২০২৪ সালে বাংলাদেশ থেকে প্রায় ৪০ হাজার কর্মী রোমানিয়া গিয়েছিলেন। চলতি বছরের প্রথম চার মাসে এই সংখ্যা ৫৪১।

অভিবাসী উন্নয়ন কর্মসূচির নির্বাহী পরিচালক শাকিরুল ইসলাম সমকালকে বলেন, কর্মীরা রোমানিয়া গিয়ে চাকরিতে যোগ দেন না। পালিয়ে ইতালি ও জার্মানি চলে যান। এতে নিয়োগকারীরা আর বাংলাদেশি কর্মী নিতে আগ্রহী নন। রাশিয়ার শ্রমবাজার বেশ ভালো ছিল। গত বছর প্রায় পাঁচ হাজার কর্মী গিয়েছিলেন। এবার সংখ্যাটি কমছে। কারণ অনেকে লোভে পড়ে যুদ্ধে যান। সাধারণ চাকরিতে মাসিক বেতন হয়তো ৫০ হাজার টাকা। যুদ্ধে গেলে তা আড়াই লাখ টাকা।

সরকার ও ব্যবসায়ীরা কী বলছে

বায়রার সাবেক যুগ্ম মহাসচিব ফখরুল ইসলাম বলেন, শুধু যুদ্ধ নয় কর্মসংস্থান কমে যাওয়ার আরও কিছু কারণ রয়েছে। যেমন সৌদি আরবে যেতে এখন 'তাকামুল' নামে পরীক্ষা দিতে হয়। এতে পাস করতে না পারলে ভিসা দেওয়া হয় না। আবার সৌদিতে গিয়ে চাকরি, কাজ, বেতন না পাওয়ার অভিযোগ রয়েছে। এসব কারণেও অভিবাসন কমছে। ওমান, বাহরাইন, মালয়েশিয়ায় তো কয়েক বছর ধরে বন্ধ। সে কারণে প্রবৃদ্ধি হচ্ছে না।

ইউরোপের দেশগুলোয় কর্মসংস্থান না হওয়ার বিষয়ে এই ব্যবসায়ী বলেছেন, ভিসার জন্য ভারতে যাওয়ার ভিসা পাওয়াই কঠিন হয়ে গেছে। সরকার যদি ইউরোপের দেশগুলোর সঙ্গে আলোচনা করে ভিএফএসের ব্যবস্থা করতে পারে, তাহলে ঢাকা থেকে ভিসা পাওয়া যাবে। তখন ইউরোপে কর্মসংস্থান বাড়বে।

প্রবাসী কল্যাণের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা মাহদী আমিন সমকালকে বলেছেন, যুদ্ধের কারণে যেসব দেশে কর্মসংস্থান কমেছে, তাদের সঙ্গে আলোচনা ও সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রয়েছে। দেশগুলো আশ্বস্ত করেছে, পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে চাহিদা অনুযায়ী কর্মী নিয়োগ শুরু করবে। বাংলাদেশকে জোগান ঠিক রাখতে বলেছে।

ইউরোপের শ্রমবাজারের বিষয়ে মাহদী আমিন বলেছেন, ওইসব দেশের সঙ্গেও কথা বলা হচ্ছে ভিসা সহজীকরণের বিষয়ে। জাপানে যাওয়ার জন্য ভাষা ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে সরকার কাজ করছে। নতুন শ্রমবাজার খোঁজা হচ্ছে। অস্ট্রেলিয়াসহ যেসব দেশের সঙ্গে অতীতে সমঝোতা স্মারক সই হয়েছিল, সেগুলোকে কার্যকরে ফলোআপ করা হচ্ছে। মালয়েশিয়া, ওমানের মতো পুরোনো বাজারগুলো খুলতে এরই মধ্যে চেষ্টা শুরু হয়েছে। মালয়েশিয়া থেকে ইতিবাচক সাড়া এসেছে।

প্রথম আলো
শুক্রবার, ২৪ এপ্রিল ২০২৬,

যত্ন-সেবায় বিনিয়োগে ৭০ লাখ কর্মসংস্থান হতে পারে

জাতীয় সম্মেলন

শিশু, বয়স্ক, প্রতিবন্ধী বা গৃহস্থালি সব ধরনের যত্নই কেয়ার সেক্টরের অন্তর্ভুক্ত। এই খাতে মান নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি।

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

জাতীয়ভাবে সেবা ও যত্ন খাত (কেয়ার সেক্টর) নিয়ে নীতিমালা তৈরি করে বিনিয়োগ করলে ব্যাপক হারে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। শিশুযত্ন, মাতৃদুগ্ধ দান, প্রাথমিক শৈশব যত্ন ও দীর্ঘমেয়াদি যত্ন এই চারটি নীতিতে বিনিয়োগ করলে ২০৩৫ সালের মধ্যে দেশে ৭০ লাখের বেশি মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হতে পারে।

গতকাল বৃহস্পতিবার রাজধানীর একটি পাঁচ তারকা হোটেলে আয়োজিত 'ন্যাশনাল কেয়ার কনক্লেভ ২০২৬' বা জাতীয় যত্ন-সেবা সম্মেলনে এসব তথ্য তুলে ধরা হয়। বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে যৌথভাবে এই সম্মেলনের আয়োজন করে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও), ইউএন উইমেন ও এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি)।

সম্মেলনে বক্তারা একটি শক্তিশালী নীতিমালা কাঠামোর মাধ্যমে জাতীয় যত্ন-সেবা অর্থনীতির উন্নয়নের ওপর জোর দেন। আইএলওর তথ্য তুলে ধরে বলা হয়, ২০৩৫ সালের মধ্যে সম্ভাব্য ওই কর্মসংস্থানের মধ্যে ২০ লাখ সরাসরি শিশুযত্ন খাতে এবং ৩০ লাখ দীর্ঘমেয়াদি যত্ন খাতে যুক্ত হবে। বাকি ২০ লাখ কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে এই খাতের বাইরে, তবে সেটা হবে পরোক্ষভাবে।

এই চার নীতি বা 'কেয়ার পলিসি' প্যাকেজে বিনিয়োগ করা হলে কর্মক্ষেত্রে লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য ৬ শতাংশীয় পয়েন্ট কমতে পারে। এর ফলে কর্মসংস্থানে নারীর অংশগ্রহণ ৩৬ শতাংশ থেকে বেড়ে ২০৩৫ সাল নাগাদ ৪৪ শতাংশে উন্নীত হতে পারে বলে আশা করা হচ্ছে।

সম্মেলনে নীতি ও কৌশলগত অগ্রাধিকার-বিষয়ক মন্ত্রী পর্যায়ের এক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। এতে মহিলা ও শিশুবিষয়ক এবং সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী আবু জাফর মো. জাহিদ হোসেন বলেন, 'আমাদের দেশে প্রচলিত ধারণা রয়েছে যে পরিবারের যত্ন নেওয়ার দায়িত্ব মূলত নারীর। এই ধারণা বদলানো প্রয়োজন।'

মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ফারজানা শারমীন বলেন, নারীদের শ্রমকে স্বীকৃতি দিতে, তাঁদের মানসিক ও অর্থনৈতিকভাবে ক্ষমতায়িত করতে সরকার ফ্যামিলি কার্ড কার্যক্রম শুরু করেছে।

সম্মেলনে স্বাগত বক্তব্যে ইউএন উইমেনের এদেশীয় প্রতিনিধি গীতাঞ্জলি সিং বলেন, যত্ন ও সেবাব্যবস্থায় বিনিয়োগ নারী, সমাজ ও অর্থনীতির জন্য 'ত্রিমুখী লাভ' বয়ে আনে।

দিনব্যাপী এই সম্মেলনে মোট পাঁচটি অধিবেশন ছিল। দ্বিতীয় অধিবেশনে উচ্চপর্যায়ের এক প্যানেল আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। এতে অংশ নেন সমাজকল্যাণসচিব মোহাম্মদ আবু ইউছুফ, জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (এনএসডিএ) নির্বাহী চেয়ারম্যান নাজনীন কাউসার চৌধুরী, মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব শবনম মোস্তারী এবং অর্থ বিভাগের যুগ্ম সচিব মো. তারিকুল ইসলাম খান। আলোচনায় আরও অংশ নেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-উপাচার্য অধ্যাপক সায়মা হক বিদিশা এবং এডিবির প্রধান সামাজিক উন্নয়ন কর্মকর্তা (জেন্ডার) নাশিবা সেলিম।

সংবাদ
ঢাকা : রোববার ১৩ বৈশাখ ১৪৩৩
Dhaka : Sunday 26 April 2026

ইউরোপের শ্রমবাজারে দক্ষ জনশক্তি পাঠাতে বাস্তবসম্মত 'রোডম্যাপ' তৈরির তাগিদ তথ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী জহির উদ্দিন স্বপন নতুন প্রজন্মের দক্ষ জনশক্তিকে ইউরোপীয় শ্রমবাজারে ব্যাপকভাবে সম্পৃক্ত করতে একটি বাস্তবসম্মত ও প্রয়োগযোগ্য 'রোডম্যাপ' তৈরির ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন।

তিনি বলেন, প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্স আমাদের অর্থনীতির অন্যতম চালিকাশক্তি। এই প্রবাহ বাড়াতে এবং প্রবাসে নতুন শ্রমবাজার সৃষ্টিতে সরকার ও সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সমন্বিতভাবে কাজ করতে হবে।

গতকাল দুপুরে জাতীয় প্রেসক্লাবের জহুর হোসেন চৌধুরী হলে 'ইউরোপীয় শ্রমবাজারে ১০ লাখ দক্ষ জনশক্তি: মাস্টারপ্ল্যান (২০২৬-২০৩১) উপস্থাপন এবং প্রবাসীদের রাষ্ট্রীয় অধিকার নিশ্চিতকরণ' শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

ইতালবাংলা সমন্বয় উন্নয়ন সমিতি এবং বাংলাদেশের প্রবাসী উন্নয়ন সমিতি যৌথভাবে এই সেমিনারের আয়োজন করে।

তথ্যমন্ত্রী অভিযোগ করে বলেন, বিগত সরকারের লুটপাটের কারণে আমরা ভঙ্গুর অর্থনীতি ও ঋণের বিশাল বোঝা উত্তরাধিকার হিসেবে পেয়েছি।

তিনি বলেন, 'এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণ ও অর্থনীতিকে স্বনির্ভর করতে রেমিট্যান্স আয়ের পরিধি বাড়ানো অত্যন্ত জরুরি। আমাদের নেতা প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের 'সবার আগে বাংলাদেশ' স্লোগানকে বাস্তবে রূপ দিতে কর্মসংস্থান এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ক্ষেত্রগুলোকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে।'

বর্তমান প্রেক্ষাপট তুলে ধরে তথ্যমন্ত্রী বলেন, 'আমাদের বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনের প্রধান ক্ষেত্র মূলত দু'টি: তৈরি পোশাক (আরএমজি) খাত ও রেমিট্যান্স। প্রতি বছর আমরা তৈরি পোশাক রপ্তানি থেকে প্রায় ৪০-৪২ বিলিয়ন ডলার এবং রেমিট্যান্স থেকে প্রায় ২০ বিলিয়ন ডলার আয় করি। কিন্তু আমদানিনির্ভর অর্থনীতিতে টিকে থাকতে হলে কেবল এই দুই খাতের ওপর নির্ভর করলেই চলবে না।'

এ সময় তথ্যমন্ত্রী রপ্তানি পণ্যের পরিধি বাড়ানোর পাশাপাশি রেমিট্যান্স প্রবাহ নিশ্চিতে প্রবাসে কর্মসংস্থান ও মানবসম্পদ রফতানি বাজারকে আরও সম্প্রসারণ করার বিষয়েও গুরুত্বারোপ করেন।

ইউরোপের শ্রমবাজারে দক্ষ জনশক্তি

(১২ পৃষ্ঠার পর)

বৈদেশিক মুদ্রার বিকল্প বাজার হিসেবে দেশের পর্যটন খাতের অপার সম্ভাবনার কথা তুলে ধরে তিনি বলেন, 'যদি কুয়াকাটা বা. কক্সবাজারে আন্তর্জাতিক মানের .অবকাঠামো ও পরিবেশ নিশ্চিত করা যায়, তবে বিদেশি পর্যটকরা এখানে ঘুরতে আসবেন। এভাবেই পর্যটন আমাদের জন্য বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনের একটি শক্তিশালী বিকল্প ক্ষেত্র হতে পারে।'

তথ্যমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ বর্তমানে 'ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড' বা জনতাত্ত্বিক লভ্যাংশের সুবর্ণ সময়ে অবস্থান করছে। আমাদের এই বিশাল কর্মক্ষম জনশক্তিকে কেবল শ্রমিক হিসেবে নয়, বরং উন্নত জ্ঞান ও দক্ষতায় প্রশিক্ষিত করে বিশ্ববাজারে পাঠাতে হবে। প্রবাসে কর্মরত বাংলাদেশিদের দেশের 'অ্যাম্বাসেডর' হিসেবে উল্লেখ করে জহির উদ্দিন স্বপন বলেন, 'বিদেশের মাটিতে আমাদের কর্মীরা যাতে কর্মস্থল ত্যাগ করে 'পালিয়ে যাওয়া' বা নিয়মভঙ্গের মতো কাজ না করেন, সেদিকে নজর দিতে হবে। তাই দক্ষতা ও ভাষা শিক্ষার পাশাপাশি তাদের নীতি-নৈতিকতা ও আচরণগত মোটিভেশন প্রদান করা জরুরি।' তিনি এ বিষয়ে জনসচেতনতা তৈরিতে তথ্য মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে সার্বিক সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

সেমিনারে ইউরোপের বাজারে আগামী ৫ বছরে ১০ লাখ জনশক্তি রপ্তানির একটি মাস্টারপ্ল্যান উপস্থাপন করা হয়। মন্ত্রী এই সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে দক্ষ ব্যক্তিদের সমন্বয়ে ডাটাবেজ তৈরির পাশাপাশি নিয়মিত মতবিনিময়ের মাধ্যমে কার্যকরী পদক্ষেপ নেয়ার কথাও তুলে ধরেন।

এছাড়া সেমিনারে প্রবাসীদের ভোটাধিকার কার্যকর করা এবং জাতীয় সংসদে প্রবাসীদের জন্য সংরক্ষিত আসনেরও দাবি জানানো হয়। সেমিনারে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর (বিএমইটি) পরিচালক প্রকৌশলী মো. সালাহ উদ্দিন এবং উপ- পরিচালক মোহাম্মদ আলী মর্তুজা বলেন, ইউরোপের বাজারে প্রতিযোগিতা করতে আমাদের কর্মীদের ভাষাগত ও কারিগরি দক্ষতায় সেরা হতে হবে। বিশেষ করে কর্মস্থলে টিকে থাকার মানসিকতা তৈরি করা এই মুহূর্তে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।

বিএনপির সর্ব ইউরোপিয়ান শাখার আহ্বায়ক মহিউদ্দিন আহমেদ ঝিন্টুর সভাপতিত্বে সেমিনারে প্রধান বক্তা হিসেবে মাস্টারপ্ল্যান উপস্থাপন করেন ইতালবাংলা সমন্বয় ও উন্নয়ন সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি শাহ মোহাম্মাদ তাইফুর রহমান ছোটন। অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন ইউরোপের বিভিন্ন প্রবাসী সংগঠনের নেতারা।

THE FINANCIAL EXPRESS

April 22, 2026

Strategising workers' migration

The authorities should go for a comprehensive policy to create a skilled workforce in demand to stay competitive in overseas job markets, envisaging also a tight policy framework regarding recruitment, migration cost, job-related welfare issues etc.

writes

Wasi Ahmed

The past two years experienced a rough patch for overseas jobseekers with job markets either shrinking or getting largely shut in some countries. This was accompanied by problems like harassment of migrant workers in host countries, deceitful practices by local manpower agents, imprisonment of undocumented and visa-expired workers, deportation of a large number of them, and last but not least, criminal maltreatment of female workers in some Middle East countries.

A FE report some time ago drew a picture of the state of things. Referring to the host countries' policies restricting foreign workers' employment that dampened the prospect for overseas jobs, the report mentioned that between January and November last year, the number of overseas employments declined to 604,060 from 684,962 in the same period of the year before. About 89 per cent workers migrated to the Arab and Gulf countries while 11 per cent to other countries. The outflow of workers was higher in 2017 when it was 1.0 million. Saudi Arabia, which is the largest destination for Bangladeshi workers, slapped a ban on recruiting foreign workers in 42 trades, which significantly shrunk the scope for jobs there. Because of the ban, a large number of Bangladeshi workers who went there with so-called free visas faced difficulties in getting jobs. Many of them were deported. A total of 55,335 Bangladeshis were deported on various grounds, including expiry of visas, during the January-November period. Of them, 24,281 workers, including women, returned home from Saudi Arabia alone.

A study titled 'Labour Migration Trend Report-2019' released recently by the Refugee and Migratory Movements Research Unit (RMMRU) said overseas jobs for Bangladeshi workers in 2019 was estimated to fall 10 per cent from that of the previous year. The amount of inward remittance, however, is expected to rise by about 17.05 per cent over the last year to reach US$ 18.19 billion. The study said remittance inflow during the year increased mainly due to the cash incentives provided by the government to encourage migrant workers to send money through formal channels. The study mentioned that overseas jobs for Bangladeshi workers shrank mainly due to the closure of Malaysian labour market.

Government incentive for channelling money through official procedure is not the lone factor for the surge in remittance. Weakening of the taka, too, is a factor. Still, it seems as though we are content to see the money, as some media reports tend to make us believe that things are not bad - so long money keeps flowing and increasing.

The figures of inward remittance appear as regular news stories in the print media, obviously because of its very high stake in the economy since decades. The economic implications of remittance, besides catering to the dire needs of a large segment of the population, are many and diverse, and should in all fairness be looked at positively.

Many conscious citizens are quick to conclude that it is predominantly the government agencies' failure to take an objective and comprehensive view of workers' migration that has turned things from bad to worse, lately. As a result, botched up moves, mostly tentative and indecisive, have done more harm than good for the migrant workers. The migration of women workers may be seen as a case in point. One has reasons to doubt that there was any well thought out plan or homework on the part of the government before deciding to send thousands of unskilled rural women to work in the Middle Eastern countries. There were reportedly no worthwhile moves to ensure their personal and workplace safety, nor was there any binding agreement with the employers to address the many associated welfare issues. What eventually has fallen on the lot of most of these women is not just undesirable but scary. Many have returned with chilly tales of atrocities.

It is needless to reiterate that negligence has made workers' migration at times synonymous with evil practices. The government has failed to rein in the abusive recruitment practices resulting in debt bondage, forced labour and human trafficking by unregulated intermediaries.

What is needed most is a well thought out migration policy. Clearly, sending unskilled workers no longer holds good prospect. When it comes to catering for semi-skilled and skilled jobs, it is critically important to create demand-based skills and upgrade training in keeping with the market-specific needs.

The authorities should go for a comprehensive policy to create a skilled workforce in demand to stay competitive in overseas job markets, envisaging also a tight policy framework regarding recruitment, migration cost, job-related welfare issues etc. Protecting workers through such a policy would require active involvement of the government in ensuring an oversight mechanism. More important perhaps is the government's role to see that the job contracts are not violated in the overseas stations --- salary and welfare packages are duly honoured by employers, work permit and appropriate visas are quickly facilitated by the respective authorities of the host governments.

Recently, a glimmer of optimism has emerged as the Ministry of Expatriate Welfare and Overseas Employment has reportedly undertaken a project to provide job-specific skills training to 100,000 prospective workers looking for employment in Japan. Central to this initiative is the creation of a specialised "Japan Desk," backed by both governmental and private sector stakeholders from Bangladesh and Japan. Its responsibilities include: (a) assessing Japan's labour market needs, (b) identifying and promoting job opportunities, (c) offering language instruction, conducting digital assessments, and maintaining candidate data, and (d) coordinating with relevant agencies in both countries. This is undoubtedly a promising step, and if successfully implemented, similar initiatives could be extended to other overseas job markets.

wasiahmed.bd@gmail.com

প্রথম আলো
বৃহস্পতিবার, ২ এপ্রিল ২০২৬,

আট জেলায় নিহত ১৪

সড়ক দুর্ঘটনা

কুমিল্লার সাতজন ছাড়াও গত মঙ্গলবার দিবাগত রাত থেকে গতকাল বিকেল পর্যন্ত সড়ক দুর্ঘটনায় সাত জেলায় দুই শিশুসহ সাতজন নিহত হয়েছেন।

প্রথম আলো ডেস্ক

ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের কুমিল্লা অংশে আট ঘণ্টার ব্যবধানে পৃথক দুর্ঘটনায় সাতজন নিহত হয়েছেন। গতকাল বুধবার ভোর ৪টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত দাউদকান্দি, বুড়িচং, চান্দিনা ও চৌদ্দগ্রাম উপজেলায় এসব দুর্ঘটনা ঘটে।

এর মধ্যে দাউদকান্দি ও বুড়িচংয়ের দুটি ঘটনায় দুজন করে মোট চারজন নিহত হয়েছেন। চৌদ্দগ্রামে দুটি ঘটনায় দুজন এবং চান্দিনায় একটি ঘটনায় একজন নিহত হয়েছেন।

নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে তিনজন কাভার্ড ভ্যান ও ট্রাকচালক, দুজন অটোরিকশাচালক, একজন স্কুলছাত্র ও একজন পথচারী। মহাসড়কের দাউদকান্দির বারপাড়া এলাকায় নিহত দুজন হলেন দাউদকান্দি উপজেলার সরকারপুর গ্রামের আবদুল বারেক (৫৩) ও মোস্তফা (৫২)। তাঁরা অটোরিকশাচালক ছিলেন।

হাইওয়ে পুলিশ জানায়, ভোর চারটার দিকে সিএনজিচালিত অটোরিকশাকে পেছন থেকে একটি গাড়ি ধাক্কা দিয়ে দ্রুত পালিয়ে যায়। এতে অটোরিকশাটি দুমড়েমুচড়ে যায় এবং ঘটনাস্থলে যাত্রী আবদুল বারেক ও মোস্তফা নিহত হন। এ ঘটনায় অটোরিকশার চালক আহত হয়েছেন।

উপজেলার নিমসার বাজার এলাকায় গতকাল ভোরে একটি কাভার্ড ভ্যানের পেছনে ট্রাকের ধাক্কায় দুজন নিহত হয়েছেন। নিহত দুজন হলেন নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ উপজেলার লালপুর এলাকার প্রয়াত হানিফ মিয়ার ছেলে কাভার্ড ভ্যানের চালক জহিরুল ইসলাম (২৭) এবং মেহেরপুর সদরের কেশবপুর এলাকার খোদা বক্সের ছেলে ট্রাকচালক সোহেল রানা (৩৫)।

গতকাল সকাল ৯টার দিকে মহাসড়কের কাঠেরপুল এলাকায় সড়ক পারাপারের সময় লরিচাপায় এক স্কুলছাত্র নিহত হয়েছে। কোচিং সেন্টার থেকে প্রাইভেট পড়ে বাসায় ফেরার পথে চট্টগ্রামগামী লেনে একটি লরি তাকে চাপা দেয়। নিহত ইবনে তাইম (১৫) চান্দিনা পৌরসভার রাড়িরচর এলাকার বাবুল মিয়ার ছেলে। সে স্থানীয় বড় গোবিন্দপুর আলী মিয়া ভূঁইয়া উচ্চবিদ্যালয়ের নবম শ্রেণিতে পড়ত।

গতকাল ভোরে মহাসড়কের চৌদ্দগ্রাম উপজেলার গাংরা এলাকায় একটি কাভার্ড ভ্যান বিকল হলে সেটির চালক সড়কে নেমে গাড়িটির সমস্যা দেখার চেষ্টা করেন। এমন সময় চট্টগ্রামমুখী লেনে আরেকটি কাভার্ড ভ্যান পেছন থেকে দ্রুতগতিতে এসে চাপা দিলে ঘটনাস্থলে বিকল হওয়া কাভার্ড ভ্যানের চালক নিহত হন। নিহত চালকের নাম ওমর ফারুক (৩৯)। তিনি নোয়াখালীর সেনবাগ উপজেলার কাবিলপুর গ্রামের বাসিন্দা।

গতকাল দুপুরে মহাসড়কের ঢাকামুখী লেনে চৌদ্দগ্রাম বাজার এলাকায় সোনালী ব্যাংকের সামনে দ্রুতগতির একটি কাভার্ড ভ্যানের চাপায় এক বৃদ্ধা ঘটনাস্থলে নিহত হন। নিহত হাজেরা বেগমের (৭০) বাড়ি চৌদ্দগ্রাম উপজেলার রামচন্দ্রপুর গ্রামে।

সাত জেলায় নিহত ৭

কুমিল্লার সাতজন ছাড়াও গত মঙ্গলবার দিবাগত রাত থেকে গতকাল বিকেল পর্যন্ত সড়ক দুর্ঘটনায় সাত জেলায় দুই শিশুসহ সাতজন নিহত হয়েছেন। মাদারীপুরে গ্যাস সিলিন্ডারভর্তি ট্রাক ও পিকআপের মুখোমুখি সংঘর্ষে পিকআপচালক অজয় কুমার হাওলাদার নিহত হয়েছেন।

চট্টগ্রামের লোহাগাড়ায় গতকাল দুপুরে কাভার্ড ভ্যান ও নোহা মাইক্রোবাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে মাইক্রোবাসের যাত্রী মো. ওবায়েদ উল্যাহ (১৬) নামের এক কিশোর নিহত হয়েছে। পঞ্চগড়ের বোদা উপজেলায় গতকাল সকালে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় মকছেদ আলী (৬৩) নামের এক সাইকেল আরোহীর মৃত্যু হয়েছে।

বরগুনার তালতলীতে গতকাল সকালে রড ও সিমেন্টবোঝাই ট্রাকটির নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে চালক মো. বেল্লাল প্যাদা নিহত হয়েছেন। ঝিনাইদহে গতকাল সকালে ব্যাটারিচালিত ভ্যানের ধাক্কায় শমসের আলী (৭৫) নামের এক পথচারী নিহত হয়েছেন।

ফরিদপুরের ভাঙ্গায় গতকাল দুপুরে রাস্তা পারাপারের সময় অটোগাড়ির চাপায় আহত হয়ে তাজিম শেখ নামের চার বছরের এক শিশু মারা গেছে। নেত্রকোনার পূর্বধলায় গতকাল বিকেলে ব্যাটারিচালিত ইজিবাইকের ধাক্কায় রায়হান নামের (৭) এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে।

যুগান্তর
বৃহস্পতিবার ২ এপ্রিল ২০২৬
১৯ চৈত্র ১৪৩২

কুমিল্লায় সড়কে ঝরল, ৬ প্রাণ

যুগান্তর ডেস্ক

কুমিল্লায় পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় ৬ জন প্রাণ হারিয়েছেন। বুধবার ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের কুমিল্লার দাউদকান্দির বারপাড়া, নিমসার, চান্দিনার কাঠেরপুল ও চৌদ্দগ্রামের আমানগন্ডায় এসব দুর্ঘটনা ঘটে। এছাড়া দুর্ঘটনায় নয় স্থানে আরও ৯ জন নিহত হয়েছেন। তাদের মধ্যে ঢাকা ও চট্টগ্রামে দুই কিশোরসহ তিনজন, পটুয়াখালীতে যাত্রী, ফরিদপুর, নেত্রকোনা ও নারায়ণগঞ্জে তিন শিশু, বরগুনায় ট্রাক্টরচালক এবং ময়মনসিংহে যুবক ও বাগেরহাটে শিক্ষার্থী রয়েছেন। ব্যুরো, স্টাফ রিপোর্টার ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

কুমিল্লা, দাউদকান্দি, বুড়িচং ও চান্দিনা : নিহতরা হলেন—ওমর ফারুক, জহিরুল ইসলাম, সোহেল রানা, বারেক মিয়া, মোস্তাক মিয়া ও ৯ম শ্রেণির শিক্ষার্থী তাইহিম।

তিন শিশু নিহত

দাউদকান্দিতে অটোরিকশা দুর্ঘটনায় বারেক ও মোস্তফা, চান্দিনার কাঠেরপুল এলাকায় লরিচাপায় শিক্ষার্থী তাইহিম, ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের নিমসার বাজারে চালক জহিরুল ও সোহেল প্রাণ হারান। জহিরুল নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ উপজেলার হানিফ মিয়ার ছেলে আর সোহেল মেহেরপুরের কেশবপুর গ্রামের খোদা বক্সের ছেলে। সরকারপুর গ্রামের মৃত লতু মিয়ার ছেলে বারেক এবং নুর ইসলামের ছেলে মোস্তফা। তাইহিম চান্দিনা উপজেলা সদরের রারিরচর গ্রামের বাবুল মিয়ার ছেলে। সে চান্দিনা উপজেলা বড়গোবিন্দপুর আলী মিঞা ভূঁইয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণীর ছাত্র।

ঢাকা : রাজধানীতে পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় দুজন নিহত হয়েছেন। তারা হলো—কোতোয়ালিতে প্রাইভেটকারের ধাক্কায় বৃদ্ধ মুসলিম মিয়া ও কামরাঙ্গীরচরে ব্যাটারিচালিত অটোভ্যানের ধাক্কায় কিশোর জুবায়ের। বুধবার দুপুরে ও মঙ্গলবার দিবাগত রাতে এ দুটি দুর্ঘটনা ঘটে। বুধবার হাসপাতাল থেকে নাতিকে নিয়ে ফেরার পথে মুসলিম মিয়া দুর্ঘটনার কবলে পড়েন। আর রাতে বেড়িবাঁধের তারা মসজিদ এলাকার রাস্তা পার হওয়ার সময় দুর্ঘটনার কবলে পড়ে কিশোর জুবায়ের। সে বর্তমানে পরিবারের সঙ্গে কামরাঙ্গীরচরের মুসলিমবাগ এলাকায় থাকত।

আমতলী (বরগুনা) : তালতলী উপজেলায় ট্রাক্টর উল্টে চাপা পড়ে চালক বেল্লাল প্যাদা নিহত হয়েছেন। বুধবার ছোটবগী গ্রামে এ দুর্ঘটনা ঘটে। উপজেলার ছোটবগী বাজার এলাকার জলিল প্যাদার ছেলে বেল্লাল প্যাদা।

দেশ রূপান্তর
বৃহস্পতিবার, ২ এপ্রিল ২০২৬,

শ্যামপুরে স্টিল কারখানায় কাজের সময় ৮ শ্রমিক দগ্ধ

নিজস্ব প্রতিবেদক

রাজধানীর কদমতলী থানার শ্যামপুরে আরএমএম নামে একটি স্টিল কারখানায় কাজের সময়ে বয়লার বিস্ফোরণে আট শ্রমিক দগ্ধ হয়েছেন। দগ্ধরা জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে চিকিৎসাধীন।

গতকাল বুধবার সকাল ৯টায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। দগ্ধরা হলেন– মো. হিরা, খলিলুর রহমান, রজব আলী, মতিউর রহমান, আরশেদ মিয়া, লিটন মিয়া, মানিক মিয়া ও ইউসুফ মিয়া।

হাসপাতালে নিয়ে আসা দগ্ধদের সহকর্মী শহিদুল ইসলাম বলেন, সকালে তারা কারখানার বয়লারে লোহা গালানোর কাজ করছিলেন। তখন ভালো লোহার সঙ্গে কোনো খারাপ লোহা বয়লারে দেওয়ার কারণে সেখানে বিস্ফোরণ হয়ে তরল লোহা ছিটকে তাদের শরীরে পড়ে। এতে আট শ্রমিক দগ্ধ হন। সঙ্গে সঙ্গে তাদের উদ্ধার করে জাতীয় বার্ন ইনস্টিটিউটে নিয়ে আসা হয়।

বার্ন ইনস্টিটিউটের আবাসিক চিকিৎসক শাওন বিন রহমান বলেন, দগ্ধদের মধ্যে মো. হিরা ১৭ শতাংশ, খলিলুর রহমান ৯, রজব আলী ৪, মতিউর রহমান ১০, আরশেদ মিয়া ১১, লিটন ৭, মানিক মিয়ার ৪০ শতাংশ এবং ইউসুফ মিয়ার শরীরের ৫ শতাংশ পুড়ে গেছে। দগ্ধদের মধ্যে হীরা ও মানিককে বার্ন ইনস্টিটিউটে ভর্তি করে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।

যুগান্তর
শনিবার ৪ এপ্রিল ২০২৬
২১ চৈত্র ১৪৩২

বাহরাইন থেকে দেশে এলো তারেকের কফিন

যুগান্তর প্রতিবেদন

দীর্ঘ এক মাস পর দেশে পৌঁছেছে বাংলাদেশি প্রবাসী এসএম তারেক আলীর কফিন। বাহরাইনে ইরানের মিসাইলের ধ্বংসাবশেষের আঘাতে গত ২ মার্চ তারেক আলী নিহত হন। শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় গালফ এয়ারের একটি ফ্লাইটে (জিএফ-২২৫০) তার লাশ হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এসে পৌঁছায়। কফিনটি গ্রহণ করেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদ ও প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী নুরুল হক নুর। পরে স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

তিনি দীর্ঘ ২৭ বছর ধরে বাহরাইনের 'ব্রাইভক' নামক একটি শিপইয়ার্ড কোম্পানিতে কর্মরত ছিলেন। তার বাড়ি চট্টগ্রামের সন্দ্বীপ উপজেলার আজিমপুর ইউনিয়নে। লাশ দেশে ফিরিয়ে আনতে দীর্ঘ আইনি ও কূটনৈতিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হয়েছে।

THE FINANCIAL EXPRESS
April 1, 2026

Worker dies after falling from tree in Chandpur

CHANDPUR, Mar 31 (BSS): A 55-year-old worker was killed after falling from a tree while cutting its branches in Rampur Union under Sadar upazila of the district on Tuesday morning.
The deceased was identified as Rafiq Patwari, son of late Farid Uddin Patwari, a resident of the north-western Chhota Sundar village of the upazila. He worked as a daily wage labourer.
According to local sources, the incident occurred around 11:00 am at the residence of Selim Bepari, located near the Chhota Sundar-Islampur Bridge area.
While cutting a tree, Rafiq reportedly lost his balance and fell, sustaining critical injuries.
He was quickly rescued by locals and taken to a nearby hospital, but succumbed to his injuries on the way.
Officer-in-Charge (OC) of Chandpur Sadar Model Police Station Faiz Ahmed confirmed the incident.

বণিকবার্তা বুধবার, এপ্রিল ১, ২০২৬

সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ৬

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

সারা দেশে সড়ক দুর্ঘটনায় গত সোমবার সন্ধ্যা থেকে গতকাল সন্ধ্যা পর্যন্ত ছয়জনের মৃত্যু হয়েছে। এদের মধ্যে ময়মনসিংহ ও মৌলভীবাজারে দুইজন করে, রাজবাড়ী ও গাইবান্ধা একজন করে। প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্যে বিস্তারিত—

ময়মনসিংহ: ময়মনসিংহ সদরে সিএনজি অটোরিকশা-লরির মুখোমুখি সংঘর্ষে কলেজ শিক্ষকসহ দুইজন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরো দুইজন। গতকাল উপজেলার দাপুনিয়ার সুহিলা বাগানবাড়ি কাওয়ালটি এলাকার ময়মনসিংহ-ফুলবাড়িয়া সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহতরা হলেন ফুলবাড়িয়া ডিগ্রি কলেজের প্রভাষক সারোয়ার কাইয়ুম। তিনি জেলার ভালুকা উপজেলার মরচী গ্রামের বাসিন্দা। অন্যজন শিপা আক্তার (৩২)। তিনি ফুলবাড়িয়া উপজেলার পুটিয়া গ্রামের আবু বকর সিদ্দিকের মেয়ে।

রাজবাড়ী: রাজবাড়ীর বালিয়াকান্দিতে মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গতকাল মাহাতীর (১৭) নামে এক স্কুলছাত্রের মৃত্যু হয়েছে। নিহত মাহাতীর বালিয়াকান্দি উপজেলার বহরপুর গ্রামের আব্দুল বারেকের ছেলে ও বহরপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণীর ছাত্র।

গাইবান্ধা: গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলায় বাসচাপায় নূরে আলম (৪৫) নামের এক ভ্যানচালকের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল দুপুরে ঢাকা-রংপুর মহাসড়কের গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার জুম্মারঘর এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত নূরে আলম খোরশেদ গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার নাকাই ইউনিয়নের খুকশিয়া দক্ষিণপাড়া গ্রামের বাসিন্দা।

মৌলভীবাজার: মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলে সড়ক দুর্ঘটনায় সিএনজিচালিত অটোরিকশার চালকসহ দুইজন নিহত হয়েছেন। গত সোমবার সন্ধ্যায় ঢাকা-সিলেট আঞ্চলিক মহাসড়কের সিরাজনগর এলাকায় মাইক্রোবাস ও একটি সিএনজিচালিত অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

NEW AGE
MONDAY, APRIL 6, 2026,

Fire destroys 18 RMG workers' houses

Our Correspondent · Gazipur

A DEVASTATING fire that broke out in a residential building burnt 18 houses of readymade garment workers at Sreepur in Gazipur district on Sunday.

The fire originated at about 8:00am in a building of Gargaria Master Bari area and all the affected homes were occupied by workers employed in various local garment factories.

Mawna fire service inspector Nurul Karim said two firefighting units reached the spot at about 8:30am and brought the blaze under control after one and a half hours of effort.

যুগান্তর শুক্রবার ৩ এপ্রিল ২০২৬
২০ চৈত্র ১৪৩২

চার যুবকসহ সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ৭

যুগান্তর ডেস্ক

সড়ক দুর্ঘটনায় বৃহস্পতিবার ও আগের দিন ৭ জন নিহত হয়েছেন। তাদের মধ্যে নারায়ণগঞ্জ ও কুমিল্লায় দুই মোটরসাইকেল আরোহী, ময়মনসিংহে ট্রলিচালকসহ দুজন, কক্সবাজারে পথচারীসহ দুজন এবং বগুড়ায় রাজমিস্ত্রি রয়েছেন। ব্যুরো, স্টাফ রিপোর্টার ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

কুমিল্লা : দাউদকান্দিতে অজ্ঞাতনামা গাড়িচাপায় মোটরসাইকেল আরোহী যুবক মানজিল মুন্নার মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের দাউদকান্দি উপজেলার বলদাখাল এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। মুন্না চাঁদপুরের মতলব উত্তর উপজেলার আনোয়ারপুর গ্রামের মনির মোল্লার ছেলে।

গৌরীপুর (ময়মনসিংহ) : ময়মনসিংহ-কিশোরগঞ্জ মহাসড়কের গৌরীপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় দুজন নিহত ও তিনজন আহত হয়েছেন। নিহতরা হলেন— রামগোপালপুর ইউনিয়নের গাঁওগৌরীপুর গ্রামের মৃত আব্বাস আলীর ছেলে যুবক বাবুল মিয়া ও ডৌহাখলা ইউনিয়নের নন্দীগ্রামের হ্যান্ডট্রলি চালক বৃদ্ধ সাইদুল ইসলাম। ময়মনসিংহ-কিশোরগঞ্জ মহাসড়কের গৌরীপুর উপজেলার গাঁওরামগোপালপুর এলাকায় বৃহস্পতিবার দুর্ঘটনার কবলে পড়েন অটোচালক বাবুল মিয়া আর একই সড়কের ডৌহাখলা ইউনিয়নের কলতাপাড়া এলাকায় দুপুরে দুর্ঘটনার কবলে পড়েন হ্যান্ডট্রলিচালক সাইদুল ইসলাম।

কক্সবাজার : কক্সবাজারে মেরামত করা মোটরসাইকেল চালাতে গিয়ে দুর্ঘটনায় পথচারীসহ দুজন নিহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার দুপুরে সদর উপজেলার বিজিবি ক্যাম্প সংলগ্ন সাবমেরিন স্টেশন প্রধান সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন—রামু উপজেলার জোয়ারিয়ানালা ইউনিয়নের ৭ নম্বর ওয়ার্ডের নয়াকাটা এলাকার ফরিদুল আলমের ছেলে যুবক কামাল উদ্দিন এবং মোটরসাইকেলচালক কিশোর কামরুল ইসলাম। কামরুল শহরের কলাতলীর একটি মোটরসাইকেল গ্যারেজের কর্মী বলে জানা গেছে।

সিদ্ধিরগঞ্জ দ?ক্ষিণ (নারায়ণগঞ্জ) : ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জ অংশে গাড়ির ধাক্কায় অজ্ঞাতনামা মোটরসাইকেল চালকের মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার বিকালে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জ অংশের ১০ তলা সংলগ্ন এ দুর্ঘটনা ঘটে।

বগুড়া : কাহালুতে উলটে যাওয়া ব্যাটারিচালিত অটোরিকশাভ্যানে ট্রাক চাপা দেওয়ায় রাজমিস্ত্রি যুবক সুমন আলী নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আরও দুজন আহত হন। বুধবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে উপজেলার মুরইল বাসস্ট্যান্ড এলাকায় বগুড়া-নওগাঁ সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। সুমন বগুড়ার কাহালু উপজেলার কালাই ইউনিয়নের কর্নিপাড়া গ্রামের আবু তাহেরের ছেলে।

দৈনিক ইত্তেফাক
৩ এপ্রিল ২০২৬

বিভিন্ন স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় চার জনের মৃত্যু

কাহালু (বগুড়া) সংবাদদাতা : কাহালু উপজেলায় ট্রাকের সঙ্গে ব্যাটারিচালিত একটি রিকশাভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। নিহত হলো রাজমিস্ত্রি মো. সুমন হোসেন (২৫)। দুর্ঘটনায় তার সঙ্গে থাকা মিস্ত্রি মো. মোস্তফা গুরুতর আহত হয়ে বগুড়া শহিদ জিয়াউর রহমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। গত বুধবার রাত পৌনে ৮টায় বগুড়া-নওগাঁ আঞ্চলিক সড়কের বগুড়া জেলার কাহালু উপজলার মুরইল ইউনিয়নের মুরইল বাস স্ট্যান্ড সংলগ্ন যাত্রাগুল জামে মসজিদের পাশে এ দুর্ঘটনা ঘটে। কাহালু থানার এসআই রুবেল প্রামাণিক বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

যুগান্তর | শনিবার ৪ এপ্রিল ২০২৬
২১ চৈত্র ১৪৩২

সারিয়াকান্দি ও গফরগাঁওয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে তিনজনের মৃত্যু

বগুড়া ব্যুরো ও গফরগাঁও (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি

বগুড়ার সারিয়াকান্দিতে একটি দ্বিতল ভবনের ছাদে কাজ করার সময় খোলা তারের স্পর্শে বিদ্যুতায়িত হয়ে শাকিল আহমেদ নামে এক রাজমিস্ত্রির মৃত্যু হয়েছে। বাড়ইপাড়া গ্রামে পানি উন্নয়ন বোর্ড সংলগ্ন এলাকায় শুক্রবার সকালে এ দুর্ঘটনা ঘটে। শাকিল আহমেদ সারিয়াকান্দির বাগবেড় গ্রামের মৃত সাবু প্রামানিকের ছেলে। জানা যায়, শাকিল শুক্রবার সকালে চারজন সহকর্মী নিয়ে বাড়ইপাড়া গ্রামে পানি উন্নয়ন বোর্ড সংলগ্ন এলাকায় জালালের দ্বিতল ভবনে কাজ করতে যান। সকাল ৯টার দিকে ছাদে কাজ করার সময় অসাবধানতাবশত বিদ্যুতের তারের সঙ্গে লেগে যায়। এতে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে তিনি দ্বিতীয় ভবন থেকে ছিটকে নিচে পড়ে যান। মাথায় আঘাত লেগে গুরুতর আহত হন।

এদিকে ময়মনসিংহের গফরগাঁওয়ে ঘর নির্মাণ করতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে দুজনের মৃত্যু হয়েছে। খারুয়া বড়াইল গ্রামে শুক্রবার দুপুরে দুর্ঘটনা ঘটে। মৃত ব্যক্তিরা হলেন—খারুয়া বড়াইল গ্রামের শামছুল ইসলামের ছেলে সাকিব মিয়া এবং রসুলপুর ইউনিয়নের সান্দাইন গ্রামের আব্দুল জব্বার। দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন শামসুল ইসলাম নামে আরও একজন। জানা যায়, ঘটনার দিন দুপুরে শামসুল ইসলামের সঙ্গে একটি নতুন টিনশেড ঘরের বেড়ার নির্মাণ কাজে অংশ নিয়েছিলেন সাকিব ও তার ফুফা আব্দুল জব্বার। কাজ করার সময় অসাবধানতাবশত টিনের বেড়ার আঘাতে বাড়ির আঙিনায় থাকা বিদ্যুৎ লাইনের তার কেটে যায়। এতে বিদ্যুতায়িত হয়ে তিনজন গুরুতর আহত হন।

কালের কণ্ঠ
মঙ্গলবার। ৭ এপ্রিল ২০২৬

ছাত্রদল নেতাসহ সড়কে ঝরল ৫ প্রাণ

প্রিয় দেশ ডেস্ক ▷

দেশের বিভিন্ন স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় ছাত্রদল নেতাসহ নিহত হয়েছে পাঁচজন। প্রতিনিধিদের পাঠানো খবরে বিস্তারিত–

নাটোর (সিংড়া) : নাটোরের সিংড়ায় সড়ক পারাপারের সময় বাসচাপায় নাদির কায়ছার রুবেল নামের এক ছাত্রদল নেতা নিহত হয়েছেন। গতকাল সোমবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে উপজেলার নিংগইন বাসস্ট্যান্ড এলাকায় নাটোর-বগুড়া মহাসড়কে এই দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত নাদির কায়ছার রুবেল নাটোর জেলা ছাত্রদলের সাবেক সহসভাপতি এবং সিংড়া পৌর এলাকার নিংগইন ঘুনপাড়া গ্রামের পশু চিকিৎসক আব্দুল কাদেরের ছেলে।

মির্জাপুর (টাঙ্গাইল) : টাঙ্গাইলের মির্জাপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় রবিউল ইসলাম তালুকদার (৪০) নামের এক গার্মেন্টসকর্মীর মৃত্যু হয়েছে। তিনি উপজেলার গোড়াই শিল্পাঞ্চল এলাকার কমফিট কম্পোজিট নীট লিমিটেড কারখানায় চাকরি করতেন। সোমবার দুপুরে গোড়াই ফ্লাইওভারের নিচে এই দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত রবিউল ইসলাম তালুকদার লালমনিরহাট জেলার হাতিবান্ধা উপজেলার পূর্ব নওদাবাস গ্রামের আবুল কাশেম তালুকদারের ছেলে।

আমতলী (বরগুনা) : বরগুনার আমতলী-পটুয়াখালী-কুয়াকাটা আঞ্চলিক মহাসড়কের আমড়াগাছিয়া খানকায়ে ছালেহিয়া কমপ্লেক্সের সামনে মো. নুরুল হক মৃধা (৪৬) নিহত হয়েছেন। গতকাল সোমবার সকাল পৌনে ৬টার দিকে ওই দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত নুরুল হক মৃধা পটুয়াখালীর গলাচিপা উপজেলার আমখোলা গ্রামের বাসিন্দা। তিনি আমড়াগাছিয়া খানকায়ে ছালেহিয়া কমপ্লেক্সের খাদেম ছিলেন।

ফকিরহাট (বাগেরহাট) : বাগেরহাটের ফকিরহাটে পেট্রল পাম্পে তেল নিতে গিয়ে যাত্রীবাহী বাসের ধাক্কায় বাইক চালক মো. ইয়াছিন শেখ (৫৫) নিহত হয়েছেন। খুলনা-ঢাকা মহাসড়কের উপজেলার পাগলা-শ্যামনগর এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত ইয়াছিন শেখ উপজেলার সাতশৈয়া গ্রামের শেখ আ. বারির ছেলে।

রাজবাড়ী : রাজবাড়ী শহরের পান্না চত্বরে রিকশার চাকার সঙ্গে গলার ওড়না পেঁচিয়ে সেলিনা আক্তার ঝর্ণা (৬৬) নামের এক নারীর মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। গতকাল সকাল পৌনে ১০টার দিকে এই দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত সেলিনা আক্তার ঝর্ণা অনলাইন নিউজ পোর্টাল বার্তা২৪-এর রাজবাড়ী জেলা প্রতিনিধি ও বালিয়াকান্দি উপজেলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি সোহেল মিয়ার মা।

সংবাদ
ঢাকা : শনিবার ২১ চৈত্র ১৪৩২
Dhaka : Saturday 4 April 2026

লক্ষ্মীপুরে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে দু'জনের মৃত্যু

জেলা বার্তা পরিবেশক, লক্ষ্মীপুর

ইটভাটায় কাজের এক ফাঁকে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন দুই শ্রমিক। দুজনের শরীরই ছিল ঘামে ভেজা। হঠাৎ একজন পরিত্যক্ত একটি ঘরের টিনের বেড়ায় হেলান দেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন। তাকে বাঁচাতে গিয়ে অপর শ্রমিকও বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন। এরপর দুজনেরই মৃত্যু হয়। গত বৃহস্পতিবার লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলার ভবানীগঞ্জ ইউনিয়নের সুতারগোপ্টা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত দুই শ্রমিক হলেন সদর উপজেলার ভবানীগঞ্জ ইউনিয়নের চরভূতা গ্রামের মো. সেলিমের ছেলে রুবেল হোসেন ও একই এলাকার তাজুল ইসলামের ছেলে মো. আলাউদ্দিন। তারা ওই এলাকার এনবিসি ইটভাটার শ্রমিক ছিলেন। দুর্ঘটনার বর্ণনা দিয়ে ইটভাটার শ্রমিক জাকির হোসেন বলেন, ভাটার পাশে থাকা একটি পরিত্যক্ত টিনের ঘর সম্প্রতি বিদ্যুতের তারের সংস্পর্শে বিদ্যুতায়িত হয়ে থাকতে পারে। কাজের ফাঁকে রুবেল ও আলাউদ্দিন ঘরটির উল্টো পাশে ছায়ায় বসে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। একপর্যায়ে ঘামে ভেজা শরীর নিয়ে তাদের একজন অসাবধানতাবশত টিনের ঘরের বেড়ায় হেলান দেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন। তাকে বাঁচাতে গিয়ে অন্যজনও একইভাবে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন। এ ঘটনার পর দুজনকেই উদ্ধার করে কমলনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেন স্থানীয় বাসিন্দারা। পরে সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

NEW AGE | FRIDAY, APRIL 3, 2026,

Three killed in Cox's Bazar road accidents

Staff Correspondent

AT LEAST three people were killed in two road accidents in the Cox's Bazar town and Teknaf on Thursday.

The accidents occurred in the BGB camp area of Cox's Bazar town and on the Marine Drive Road under Teknaf police station, Bangladesh Sangbad Sangstha reported.

The deceased are Mohammad Kamrul, 18, an employee at a motorcycle garage in Cox's Bazar town, Kamal Uddin, 35, a resident of Maheshkhali upazila and, Ishaq Ahmad, 65, a resident of Baharchhara union at Teknaf upazila.

Cox's Bazar Sadar police station officer-in-charge Md Shami Uddin said that the accident occurred at about 1:00pm in the BGB Camp area.

'A rider and a pillion passenger fell on the road after their speeding motorcycle hit a pedestrian. After sometime, an auto rickshaw coming from the opposite direction ran over them,' the official added.

In a separate incident at about 11:00am, Ishaq Ahmad was killed after being hit by a motorcycle on the Marine Drive road at Baharchhara union.

The police said that two tourists, who had rented the motorcycle, were heading toward Teknaf when they struck the elderly man while he was crossing the road and fled the scene.

He was taken to the hospital, where the on-duty doctors pronounced him dead.

The vehicles involved in both the accidents have been seized.

কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা

সময়ের আলো বৃহস্পতিবার। ৯ এপ্রিল ২০২৬

কারখানার শেড ধসে দুই শ্রমিকের মৃত্যু

মরদেহ সরিয়ে ফেলার অভিযোগ

● সীতাকুণ্ড (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি

চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে একটি কারখানার গোডাউনের শেড মেরামত করার সময় তা ধসে পড়ে দুই শ্রমিকের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। বুধবার সকাল ১০টার দিকে উপজেলার সোনাইছড়ি ইউনিয়নের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের বারো আউলিয়া বক্তারপাড়া এলাকায় অবস্থিত অল ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল নামক একটি জিঙ্ক অ্যাশ উৎপাদন কারখানায় এই দুর্ঘটনা ঘটে।

দুর্ঘটনায় নিহতরা হলেন কুমিল্লার লাঙ্গলকোট উপজেলার আবু তাহেরের ছেলে মো. জহির (২৫) এবং নোয়াখালী জেলার লক্ষীপুরের চন্দ্রগঞ্জ থানার মোল্লাবাড়ি গ্রামের নেছার আহমেদের ছেলে মো. ফারুক (৪০)। তারা দুজনেই ওই কারখানায় দৈনিক মজুরির ভিত্তিতে কাজ করতেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, চট্টগ্রামের হালিশহরের বাসিন্দা তুহিন নামক এক ব্যক্তির মালিকানাধীন এই কারখানায় জিঙ্ক অ্যাশ (দস্তা ছাই) উৎপাদন করা হয়। বুধবার সকালে কারখানার একটি গোডাউনের লোহার অ্যাঙ্গেল দিয়ে তৈরি শেড মেরামতের কাজ করছিলেন জহির ও ফারুক। তারা শেডের ওপরে থাকা অবস্থায় হঠাৎ বিকট শব্দে পুরো কাঠামোটি ধসে নিচে পড়ে যায়। এতে ভারী লোহার অ্যাঙ্গেল ও টিনের নিচে চাপা পড়ে ঘটনাস্থলেই তাদের মৃত্যু হয়।

দুর্ঘটনার পর কারখানার ভেতরে থাকা অন্য শ্রমিকদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। অভিযোগ উঠেছে, পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর আগেই কারখানা কর্তৃপক্ষ তড়িঘড়ি করে নিহত দুই শ্রমিকের মরদেহ ঘটনাস্থল থেকে সরিয়ে ফেলে এবং অ্যাম্বুলেন্সযোগে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয়। বিষয়টি নিয়ে স্থানীয়দের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে।

সীতাকুণ্ড মডেল থানার ওসি মহিনুল ইসলাম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে সংবাদমাধ্যমকে জানান, গোডাউনে কাজ করার সময় দুই শ্রমিকের মৃত্যুর খবর পেয়ে তাৎক্ষণিক ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে এবং আইন অনুযায়ী পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

সমকাল
শনিবার | ৪ এপ্রিল ২০২৬ |

বাসের চাকা ফেটে সড়ক বিভাজকে ধাক্কা, নিহত ৩

■ সমকাল ডেস্ক

সিরাজগঞ্জে যাত্রীবাহী বাসের চাকা ফেটে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়ক বিভাজকে ধাক্কা লেগে চালকসহ তিনজন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় শিশুসহ অন্তত আরও ১৫ যাত্রী আহত হয়েছেন। গতকাল শুক্রবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে যমুনা সেতুর পশ্চিম পাড়ে কামারখন্দ উপজেলার নলকা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

কালুরঘাটে ফেরিতে ওঠার সময় নদীতে ট্রাক

চট্টগ্রামের কালুরঘাটে ফেরিতে ওঠার সময় একটি ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে কর্ণফুলী নদীতে পড়ে যায়। গত বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে নদীর বোয়ালখালী উপজেলা প্রান্তে এই দুর্ঘটনা ঘটে। দুর্ঘটনার পর চালক ট্রাক থেকে বেরিয়ে সাঁতরে কূলে ওঠেন।

আহত ট্রাকচালক মো. ওসমানকে (৩৫) উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হলে চিকিৎসক চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠিয়েছেন। ওসমান কক্সবাজারের উখিয়া উপজেলার মোজাফফর আহমেদের ছেলে। তিনি নগরীর বাকলিয়া থানার কালামিয়া বাজার এলাকায় ভাড়া বাসায় থাকেন।

প্রত্যক্ষদর্শী আবদুর রহিম বলেন, ট্রাকটি লোহাগাড়া উপজেলা থেকে পণ্য খালাস করে নগরীর সিঅ্যান্ডবি যাওয়ার উদ্দেশে ফেরিতে ওঠার জন্য দাঁড়িয়ে ছিল। এ সময় হঠাৎ ট্রাকটি ফেরিঘাট থেকে নদীতে পড়ে যায়। তবে চালক দ্রুত বের হয়ে সাঁতরে তীরে ওঠেন। ট্রাকে আর কোনো লোকজন ছিল না।

চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ক্যাজুয়ালটি বিভাগের রেজিস্ট্রার উপল চৌধুরী বলেন, ওসমান নামে বোয়ালখালী থেকে রাত ১১টার দিকে একজনকে হাসপাতালে আনা হয়। তাঁর মাথায় সেলাই দেওয়া হয়েছে।

(প্রতিবেদনে তথ্য দিয়েছেন সমকাল প্রতিবেদক ও সংশ্লিষ্ট এলাকার প্রতিনিধি)

সংবাদ
ঢাকা : সোমবার ২৩ চৈত্র ১৪৩২
Dhaka : Monday 6 April 2026

আলমডাঙ্গায় বিদ্যুৎস্পৃষ্টে ওয়েল্ডিং মিস্ত্রির মৃত্যু

প্রতিনিধি, চুয়াডাঙ্গা

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মোস্তাফিজুর রহমান (২১) নামের এক যুবকের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। গত শনিবার বিকেলে উপজেলার মোচাইনগর গ্রামে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত মোস্তাফিজুর রহমান আলমডাঙ্গা উপজেলার গাংনী ইউনিয়নের সাহেবপুর গ্রামের ব্রিজপাড়ার হাবিল রহমানের ছেলে। তিনি পেশায় একজন ওয়েল্ডিং মিস্ত্রি ছিলেন এবং নিজস্ব একটি ওয়েল্ডিংয়ের দোকান পরিচালনা করতেন।

গাংনী ইউনিয়ন পরিষদের ১ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য মো. লিমন হোসেন বলেন, মোচাইনগর গ্রামের নওদাপাড়ায় আশাবুল হকের দ্বিতীয়তলা ভবনে ওয়েল্ডিংয়ের কাজ করছিলেন মোস্তাফিজুর। কাজ করার সময় অসাবধানতাবশত ছাদের ওপর দিয়ে যাওয়া উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন বৈদ্যুতিক তার তার মাথায় স্পর্শ করলে তিনি বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন। স্থানীয়রা দ্রুত তাকে উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

দৈনিক ইত্তেফাক
মঙ্গলবার
২৪ চৈত্র ১৪৩২, ৭ এপ্রিল ২০২৬

সড়ক দুর্ঘটনায় নারীসহ নিহত চার

■ ইত্তেফাক ডেস্ক

বিভিন্ন স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় এক নারীসহ চার জন নিহত হয়েছেন। রবিবার রাত থেকে সোমবার পর্যন্ত এসব দুর্ঘটনা ঘটে।

ফুলবাড়ী (কুড়িগ্রাম) সংবাদদাতা জানান, কুড়িগ্রামের ফুলবাড়ীতে ইটবোঝাই ট্রলি উলটে চালকের মৃত্যু হয়েছে। সোমবার দুপুরে সাড়ে ১২টার দিকে উপজেলার শিমুলবাড়ী ইউনিয়নের সোনাইকাজী এলাকায় ফুলবাড়ী ধরলা সেতুর পশ্চিম প্রান্তে ফুলবাড়ী-লালমনিরহাট সড়কে এ ঘটনা ঘটে। নিহত চালকের নাম আতাউর রহমান (২৪)।

এ বিষয়ে ফুলবাড়ী থানার উপ-পুলিশ পরিদর্শক (এসআই) শাহআলম জানান, ট্রলির নিচে চাপা পড়ে একজনের মৃত্যু হয়েছে। পরিবারের অভিযোগ না থাকায় ময়নাতদন্ত ছাড়াই লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

ঘোড়াঘাট (দিনাজপুর) সংবাদদাতা জানান, দিনাজপুরের ঘোড়াঘাটে অজ্ঞাতনামা ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে বাবলু মিয়া (৫০) নামে এক ভ্যানচালকের মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় ভ্যানে থাকা এক যাত্রী আহত হয়েছেন। রবিবার রাত সাড়ে ৮টায় ঘোড়াঘাট পৌরসভা এলাকার নিতাইশা নামক মোড়ে মহাসড়কে এই দুর্ঘটনা ঘটে। এ বিষয়ে ঘোড়াঘাট থানার ওসি শহিদুল ইসলাম জানান, ঘটনার সঙ্গে জড়িত ট্রাকটি শনাক্তের চেষ্টা চলছে। এ ঘটনায় প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

দৈনিক ইত্তেফাক
১ এপ্রিল ২০২৬

পৃথক স্থানে বজ্রপাতে দুই জনের মৃত্যু

■ ইত্তেফাক ডেস্ক

পৃথক স্থানে বজ্রপাতে দুটি মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। সোমবার কিশোরগঞ্জের নিকলী উপজেলা এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বিজয়নগর উপজেলায় এ প্রাকৃতিক দুর্যোগে মৃত্যুর ঘটনা ঘটে।

নিকলী (কিশোরগঞ্জ) সংবাদদাতা জানান, কিশোরগঞ্জের মিঠামইন উপজেলায় বজ্রপাতে শরীফ মিয়া নামের এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। সোমবার সন্ধ্যায় উপজেলার ঢাকী সেতুর পাশের বাহিরচর হাওর এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, প্রতিদিনের মতো সোমবার দুপুরে গরুর জন্য ঘাস কাটতে বাহিরচর হাওরে যান শরীফ মিয়া। এদিকে বৃষ্টির সঙ্গে হঠাৎ বজ্রপাত শুরু হলে তিনি খোলা মাঠেই বজ্রাঘাতে আক্রান্ত হন। ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। বৃষ্টি থামার পর স্থানীয় লোকজন হাওরের মধ্যে তার নিথর দেহ পড়ে থাকতে দেখে বিষয়টি পুলিশকে জানায়। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করে।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রতিনিধি ও বিজয়নগর (ব্রাহ্মণবাড়িয়া) সংবাদদাতা জানান, বিজয়নগরে বজ্রপাতে আব্দুর রহমান নামের এক যুবক নিহত হয়েছে। সোমবার রাতে উপজেলার পত্তন এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত আব্দুর রহমান ঐ এলাকার ভূইয়া বাড়ির হেবজু মিয়ার ছেলে।

স্থানীয় ও পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, গত সোমবার রাত ৮টার দিকে সিমনা-ব্রাহ্মণবাড়িয়া সড়ক দিয়ে বাড়ি ফেরার পথে মনিপুর বাজারের সামনে হঠাৎ বজ্রপাত শুরু হলে সরাসরি তার ওপর বজ্রপাত আঘাত হানে। এতে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।

এ ব্যাপারে বিজয়নগর থানার ওসি এ কে ফজলুল হক সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, বজ্রপাতে সে নিহত হয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে।

দৈনিক ইত্তেফাক
রবিবার
৫ এপ্রিল ২০২৬

গতকাল শনিবার দুপুরে ঢাকার কেরানীগঞ্জের কদমতলীতে গ্যাস লাইটার কারখানায় আগুন লাগে। সেখানে আটকে পড়াদের উদ্ধারে তৎপরতা চালান ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা —ইত্তেফাক

কেরানীগঞ্জে কারখানায় আগুন, ছয় লাশ উদ্ধার

অনেকে নিখোঁজ, প্রধানমন্ত্রীর শোক

■ কেরানীগঞ্জ (ঢাকা) সংবাদদাতা

'আমি আর আমার দাদি এক লগে এই কারখানায় কাম করি। কারখানা থেইকা আমি বাইর হতে পারলেও আমার দাদি বাইর হইতে পারে নাই। আমার দাদি আমারে থুইয়া কই গেল?'

কাঁদতে কাঁদতে কথাগুলো বলছিলেন ঢাকার কেরানীগঞ্জের আগুনে পুড়ে যাওয়া 'এস আর গ্যাজেস প্রো' নামের গ্যাসলাইটার তৈরির কারখানার ১১ বছর বয়সি শিশুশ্রমিক মীম।

গতকাল শনিবার বেলা ১টার দিকে দক্ষিণ কেরানীগঞ্জের আগানগর ইউনিয়নের কদমতলী ডিপজলের গলি সড়ক এলাকায় অবস্থিত এই কারখানাটিতে আগুন লাগে। ফায়ার সার্ভিসের সাতটি ইউনিট দেড় ঘণ্টা চেষ্টা চালিয়ে বেলা আড়াইটার দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়।

গত এক বছর ধরে মীম ও তার দাদি হাজেরা বেগম (৫৮) এই কারখানায় কাজ করতেন। আগুন লাগার সময় মীম কারখানা থেকে বের হতে পারলেও তার দাদি হাজেরা বেগম ভেতরে আটকা পড়েন। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত তার কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি।

অগ্নিকাণ্ডের পর কারখানার ভেতর থেকে ছয় শ্রমিকের পোড়া লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। এর মধ্যে মীম আক্তার (১৬) নামের একজনের পরিচয় শনাক্ত হয়েছে। মীম আক্তার দক্ষিণ কেরানীগঞ্জের আমবাগিচা এলাকার দেলোয়ার হোসেনের মেয়ে।

এ ঘটনায় বেশ কয়েক জন শ্রমিক নিখোঁজ রয়েছে। এর মধ্যে কুলসুম বেগমের ছেলে নাঈম (১৭), মঞ্জু বেগম (৪৮), মনিরা (১২), হাজেরা বেগম (৫৮), হোসনে আরা (৩২)সহ আরো কয়েক জন শ্রমিক রয়েছেন। আহত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছেন অনেকেই। এলাকাবাসী সূত্রে জানা গেছে, কারখানাটিতে নারী ও শিশুসহ প্রায় ১২০ জনের মতো শ্রমিক কাজ করতেন।

এর আগে ২০২৪ সালের নভেম্বর মাসে এই কারখানায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছিল। তখন ফায়ার সার্ভিসের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছিল, কারখানাটি শুধু ইউনিয়ন পরিষদ থেকে নেওয়া একটি ট্রেড লাইসেন্স নিয়ে তাদের কাজ চালাচ্ছিল। কোনো অদৃশ্য শক্তির বলে একটি আবাসিক এলাকার মধ্যেই এমন একটি ঝুঁকিপূর্ণ কারখানা গড়ে তোলা হয়েছে।

সন্তানের জন্য কারখানার সামনে অপেক্ষারত কাওসার সরদার নামে একজন বলেন, 'আমার ১২ বছর বয়সি শিশু

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

যুগান্তর
শুক্রবার ৩ এপ্রিল ২০২৬
২০ চৈত্র ১৪৩২

নোয়াখালীতে চলন্ত বাস থেকে পড়ে হেলপার নিহত

নোয়াখালী প্রতিনিধি

নোয়াখালীতে চলন্ত বাস থেকে পড়ে মো. রাজু (২৮) নামে এক বাস হেলপার নিহত হয়েছেন। বুধবার রাত সোয়া ৯টায় মাইজদী-চৌমুহনী আঞ্চলিক মহাসড়কের মাইজদী বাজার এলাকায় আয়কর অফিসের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত রাজু বেগমগঞ্জের দুর্গাপুর ইউনিয়নের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের লক্ষ্মীনারায়ণপুর গ্রামের কামলা বাড়ির মো. সাখায়েত উল্যার ছেলে। স্থানীয় ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, রাতে সুগন্ধা পরিবহণের একটি যাত্রীবাহী বাস বেগমগঞ্জ চৌরাস্তা থেকে মাইজদীর দিকে যাচ্ছিল। বাসটি মাইজদী বাজারসংলগ্ন এলাকায় পৌঁছলে হেলপার রাজু হঠাৎ চলন্ত বাস থেকে সটকে পড়ে যান। এতে বাসের ধাক্কায় তিনি গুরুতর আহত হন। দুর্ঘটনার পর স্থানীয়রা দ্রুত তাকে উদ্ধার করে নোয়াখালী ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে জরুরি বিভাগের চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। চন্দ্রগঞ্জ হাইওয়ে থানার ওসি মোবারক হোসেন ভূঁইয়া জানান, পুলিশ ঘটনাস্থল ও হাসপাতাল পরিদর্শন করেছে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, অসাবধানতাবশত বাস থেকে পড়ে এ দুর্ঘটনা ঘটে। বিষয়টি তদন্ত করে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

কেরানীগঞ্জে কারখানায়

প্রথম পৃষ্ঠার পর

মনিরা প্রায় এক বছর ধরে কারখানাটিতে মাসিক ৬ হাজার টাকা বেতনে কাজ করত। প্রতিদিনের মতো আজ সকালে কাজে গেলেও আগুন লাগার পর থেকে তার কোনো খোঁজ পাচ্ছি না।'

ঢাকা জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ থানা বিএনপির সভাপতি নিপুণ রায় বলেন, 'কারখানাটি একবার বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। এরপরও এ ধরনের কারখানা ফের কে খুলে দিল? এ কারখানা পুনরায় সচলের জন্য যে বা যারা উদ্যোগ গ্রহণ করেছে তাদের ছাড় দেওয়া হবে না। অবৈধ স্থাপনা ও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যত বড় হাতই জড়িত থাকুক না কেন সেই হাতকে আইনের আওতায় নিয়ে আসা হবে।'

দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ রাজস্ব সার্কেল সহকারী কমিশনার (ভূমি) আফতাব আহমেদ বলেন, অগ্নিকাণ্ডে নিহত প্রত্যেকের পরিবারকে ২৫ হাজার টাকা অনুদান দেওয়া হবে। এছাড়া আহতদের চিকিৎসা সহায়তা করা হবে।

ফায়ার সার্ভিসের মিডিয়া সেলের পরিদর্শক মো. আনোয়ারুল ইসলাম বলেন, কারখানাটির কোনো বৈধ কাগজপত্র ছিল না। অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় স্পষ্টভাবে মালিকপক্ষের গাফিলতি রয়েছে। এখন পর্যন্ত পাঁচ জনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। এর মধ্যে একজনের মৃতদেহ শনাক্ত করা হয়েছে। বাকিদের পরিচয় শনাক্তের চেষ্টা চলছে।

প্রধানমন্ত্রীর শোক

কেরানীগঞ্জে কারখানায় অগ্নিকাণ্ডে হতাহতের ঘটনায় প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান গভীর শোক প্রকাশ করেছেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন। স্বাস্থ্যমন্ত্রী সরদার এম সাখাওয়াত হোসেন বকুল গতকাল ঘটনাস্থলে যান এবং অগ্নিকাণ্ডে হতাহতের ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করেন। তিনি নিহতদের প্রত্যেকের পরিবারকে শ্রম মন্ত্রণালয় থেকে ২ লাখ টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে বলে জানান।

সময়ের আলো
রোববার। ৫ এপ্রিল ২০২৬।

প্রবাসী বাবার মরদেহের অপেক্ষায় তিন কন্যা

কচুয়া (চাঁদপুর) প্রতিনিধি

ওমান গিয়েছিলেন পরিবারের মুখে হাসি ফোটাতে। কিন্তু সেখানে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হন প্রবাসী শ্রমিক কাউসার হোসেন। একদিকে স্বজন হারানোর বেদনা, অন্যদিকে মরদেহ দেশে ফিরিয়ে আনার সামর্থ্য না থাকায় চোখের জলে ভাসছেন তার পরিবারের সদস্যরা।

কাউসার হোসেন (৪০) চাঁদপুরের কচুয়া পৌরসভার নুর মিয়া সওদাগর বাড়ির বাসিন্দা। জীবিকার তাগিদে প্রায় তিন বছর আগে পাড়ি জমান ওমানে। সেখানে রুস্তাক শহরে নির্মাণ শ্রমিক হিসেবে কাজ করতেন তিনি। গত ১৯ মার্চ ওমানে রাস্তা পারাপারের সময় সড়ক দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হন কাউসার। স্থানীয় হাসপাতালে নেওয়া হলে কয়েক দিন মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করে অবশেষে ২৫ মার্চ শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। এ খবর দেশে পৌঁছানোর পর ভেঙে পড়ে পুরো পরিবার। ছোট্ট টিনের ঘরে বসবাস করা পরিবারটির এখন একটাই আকুতি– শেষবারের মতো প্রিয় মানুষটির মুখ দেখা।

বণিকবার্তা
বৃহস্পতিবার, এপ্রিল ২, ২০২৬

কুমিল্লায় ৮ ঘণ্টার ব্যবধানে দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল ৭ জনের

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের কুমিল্লা অংশে ৮ ঘণ্টার ব্যবধানে পৃথক দুর্ঘটনায় সাতজন নিহত হয়েছেন। গতকাল ভোর ৪টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত দাউদকান্দি, বুড়িচং, চান্দিনা ও চৌদ্দগ্রাম উপজেলায় এসব দুর্ঘটনা ঘটে। এছাড়া গত মঙ্গলবার সন্ধ্যা থেকে গতকাল সন্ধ্যা পর্যন্ত বিভিন্ন জেলায় পাঁচজনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্যে বিস্তারিত :

ময়মনসিংহ: ময়মনসিংহের ফুলপুর উপজেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় রিয়াদ হোসেন (২৪) নামে এক ঠিকাদার নিহত হয়েছেন। ঢাকা-হালুয়াঘাট মহাসড়কের কাড়হা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত রিয়াদ হোসেন ফুলপুর পৌরসভার দিউ গ্রামের নবী হোসেনের ছেলে। তিনি ঠিকাদারি ব্যবসায় যুক্ত ছিলেন।

কালের কণ্ঠ
। মঙ্গলবার। ৭ এপ্রিল ২০২৬

ভূমধ্যসাগরে ফের নৌডুবি নিখোঁজ ৭০, উদ্ধার বাংলাদেশিসহ ৩২

কালের কণ্ঠ ডেস্ক ▷

ভূমধ্যসাগরে অভিবাসনপ্রত্যাশীদের বহনকারী একটি নৌযান ডুবে অন্তত ৭০ জন নিখোঁজ হয়েছেন। দুর্ঘটনাস্থল থেকে বাংলাদেশিসহ ৩২ জনকে জীবিত উদ্ধার করেছে ইতালির কোস্ট গার্ড। এ ছাড়া দুজনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। মার্কিন সংবাদমাধ্যম দ্য নিউইয়র্ক টাইমস ইতালির কোস্ট গার্ড ও ইতালীয় এনজিও মেডিটেরেনিয়া সেভিং হিউম্যান-এর বরাতে গত রবিবার এ তথ্য জানিয়েছে। জীবিত উদ্ধার হওয়া অভিবাসীরা জানিয়েছেন, বহু অভিবাসী নিখোঁজ রয়েছেন, যাঁদের মধ্যে বাংলাদেশিও রয়েছেন। নৌকাটিতে প্রায় ১১০ জন যাত্রী ছিলেন। জার্মানির গণমাধ্যম টাগেসচাও ও ইতালির গণমাধ্যম আনসা-ও এই খবর জানিয়েছে।

জানা গেছে, উদ্ধার হওয়া ৩২ জনই পুরুষ এবং তাঁরা প্রধানত বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও মিসরের নাগরিক। জীবিতদের প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানা গেছে, প্রতিকূল আবহাওয়া ও উত্তাল সাগরের ঢেউয়ের কারণে নৌযানটি ডুবে যায়। জার্মান সংস্থা সি-ওয়াচ জানিয়েছে, দুর্ঘটনার পর তারা একটি পর্যবেক্ষণ বিমান পাঠায়। সেই বিমানের ধারণ করা ছবি ও ভিডিওতে দেখা যায়, উল্টে যাওয়া কাঠের নৌযানের তলদেশে আশ্রয় নিয়ে বেঁচে থাকার চেষ্টা করছেন কয়েকজন অভিবাসনপ্রত্যাশী।

গণমাধ্যম সূত্রে জানা গেছে, জীবিত উদ্ধার হওয়া ৩২ জন অভিবাসী লাম্পেদুসার ফাভারোলো জেটিতে পৌঁছানোর পর জানিয়েছেন, দুর্ঘটনার আগে নৌকায় মোট ১১০ জন যাত্রী ছিলেন। ইতালীয় কোস্ট গার্ড ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর আগেই অন্তত ৮০ জন সাগরে ডুবে হারিয়ে

ভূমধ্যসাগরে ফের নৌডুবি, নিখোঁজ ৭০

গেছেন। কয়েক ঘণ্টা পর উত্তাল সাগরের কারণে নৌকাটিতে পানি ঢুকতে শুরু করে এবং প্রায় ১৫ ঘণ্টা পর সেটি উল্টে যায়।

এনজিও সূত্রে জানা যায়, নৌযানটি লিবিয়ার তাজাউরা উপকূল থেকে যাত্রা শুরু করেছিল। এতে মোট ১০৫ জন আরোহী ছিলেন, যাঁদের মধ্যে নারী, শিশু ও পুরুষ সবাই ছিলেন। নৌযানটি লিবিয়ার নিয়ন্ত্রিত সার্চ অ্যান্ড রেসকিউ জোনে, বৌরি অয়েল ফিল্ডের উত্তর-পূর্বে ডুবে যায়।

ইতালির কোস্ট গার্ডের টহল জাহাজ 'সিপি ৩২৭' ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার অভিযান চালায়। এ সময় তাদের সঙ্গে ইয়েভোলি গ্রে ও সান্ড্রো টাইড নামের দুটি জাহাজও অংশ নিয়েছিল। উদ্ধার অভিযানে এখন পর্যন্ত দুটি মরদেহ পাওয়া গেছে। তবে তাদের পরিচয় শনাক্ত করা যায়নি। উদ্ধার হওয়া অভিবাসীদের ভাষ্য, ১২ থেকে ১৫ মিটার দৈর্ঘ্যের একটি কাঠের নৌকায় তাঁরা লিবিয়ার ত্রিপোলি থেকে যাত্রা শুরু করেছিলেন।

আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা (আইওএম) জানিয়েছে, উদ্ধার হওয়াদের মধ্যে ৩১ জন পুরুষ ও একজন অপ্রাপ্তবয়স্ক রয়েছে। আন্তর্জাতিক সংস্থা সেভ দ্য চিলড্রেন এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, ইস্টারের মতো আশার দিনে আবারও লিবিয়া উপকূলে প্রাণহানির ঘটনায় আমরা শোকাহত। ইউরোপে পৌঁছানোর আশায় মানুষ বিপজ্জনক এই যাত্রায় নামছে, আর ভূমধ্যসাগর বারবার মৃত্যুর সীমান্তে পরিণত হচ্ছে।

সংস্থাটি জানায়, ২০১৪ সাল থেকে এ পর্যন্ত প্রায় ৩৪ হাজার ৫০০ মানুষ ইউরোপে যাওয়ার পথে ভূমধ্যসাগরে প্রাণ হারিয়েছেন। চলতি বছরেই মৃতের সংখ্যা ৮০০ ছাড়িয়েছে, যাদের মধ্যে অনেক শিশু রয়েছে। সংস্থাটির মতে, সমন্বিত ইউরোপীয় উদ্ধার ব্যবস্থার অভাব এবং নিরাপদ অভিবাসন পথ না থাকায় মানুষ বাধ্য হয়ে ঝুঁকিপূর্ণ পথে যাত্রা করছে। ফলে এ ধরনের মর্মান্তিক দুর্ঘটনা অব্যাহত রয়েছে। সংস্থাটি নিরাপদ ও নিয়মিত অভিবাসন পথ চালু করা এবং সমন্বিত উদ্ধার তৎপরতা জোরদারের আহ্বান জানিয়েছে।

এক্সে (সাবেক টুইটার) দেওয়া বার্তায় মেডিটেরেনিয়া সেভিং হিউম্যান নিখোঁজদের প্রতি শোক প্রকাশ করে এবং ইউরোপীয় দেশগুলোর প্রতি নিরাপদ ও মানবিক অভিবাসননীতি প্রণয়নের আহ্বান জানিয়েছে। উল্লেখ্য, ইউরোপে প্রবেশের অন্যতম প্রধান রুট হিসেবে ভূমধ্যসাগর দীর্ঘদিন ধরেই ব্যবহৃত হয়ে আসছে। তবে এই পথ অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। সূত্র : নিউইয়র্ক টাইমস, আনসা

সময়ের আলো
শনিবার। ১১ এপ্রিল ২০২৬

ঝড়ে নৌকাডুবিতে নিখোঁজ দুই জেলের মরদেহ উদ্ধার

● কয়রা (খুলনা) প্রতিনিধি

খুলনার কয়রা উপজেলায় আকস্মিক ঝড়ের কবলে পড়ে নৌকাডুবির ঘটনায় নিখোঁজের দুদিন পর ২ জেলের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার দুপুরে আড় পাঙ্গাসিয়া নদী থেকে তাদের মরদেহ উদ্ধার করা হয়। ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি ও নৌপুলিশের টানা দুদিন ধরে নদীতে তল্লাশি চালানোর পর বৃহস্পতিবার দুপুরে আড় পাঙ্গাসিয়া নদীতে নিখোঁজ জেলে উপেন মৃধার মরদেহ নদীর তীরে ভেসে ওঠে। অন্য জেলে মুকেন্দ মণ্ডলের মরদেহ ওই নদীর ত্রিমোহনায় ভেসে ওঠে। স্থানীয়দের সহযোগিতায় ভিন্ন ভিন্ন স্থান থেকে মরদেহ উদ্ধার করে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

আংটিহারা নৌপুলিশের ওসি মো. ফারুক হোসেন বলেন, নিহত উপেন মৃধা ও মুকেন্দ মণ্ডলের মরদেহ ভাসমান অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে। মরদেহ উদ্ধার শেষে তাদের পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, গত মঙ্গলবার বিকালে নদীতে মাছ ধরার সময় হঠাৎ ঝড়ের কবলে পড়ে তাদের নৌকাটি ডুবে যায়। এ সময় নৌকায় থাকা জেলেদের মধ্যে একজন সাঁতরে তীরে উঠতে পারলেও উপেন মৃধা ও মুকেন্দ মণ্ডল নিখোঁজ হন।

যুগান্তর | বৃহস্পতিবার ২ এপ্রিল ২০২৬
১৯ চৈত্র ১৪৩২

ঝড়ে কুলাউড়ায় অটোচালকের মৃত্যু

নবীগঞ্জ ও গোয়াইনঘাটে বজ্রপাতে প্রাণ হারালেন দুই কৃষক

যুগান্তর ডেস্ক

ঝড়ের কবলে পড়ে মৌলভীবাজারের কুলাউড়ায় এক অটোরিকশাচালকের মৃত্যু হয়েছে। এছাড়া নীলফামারীর কিশোরগঞ্জে চার গ্রামের বাড়িঘরসহ গাছপালা লন্ডভন্ড হয়েছে। এদিকে বজ্রপাতে হবিগঞ্জের নবীগঞ্জ ও সিলেটের গোয়াইনঘাটে দুই কৃষক এবং সুনামগঞ্জের দিরাইয়ে দুটি গরুর মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার রাত ও বুধবার এসব ঘটনা ঘটে। যুগান্তর প্রতিনিধিরা জানান :

মৌলভীবাজারের কুলাউড়া উপজেলার জয়চণ্ডী ইউনিয়নের আছুরি ঘাট এলাকায় কালবৈশাখী ঝড়ের কবলে পড়ে ৩১মার্চ মঙ্গলবার রাতে জুয়েল মিয়া নামে অটোরিকশাচালকের মৃত্যু হয়েছে। জুয়েল হবিগঞ্জ জেলার বাহুবল থানার হরিতলা গ্রামের মরতুজ আলীর ছেলে। স্থানীয় লোকজন জানান, মঙ্গলবার সন্ধ্যায় কুলাউড়ার জুড়ি সড়কের আছুরিঘাট এলাকায় যাত্রীসহ ঘূর্ণিঝড়ের কবলে পড়েন অটোরিকশাচালক জুয়েল মিয়া। অটোরিকশার যাত্রীরা স্থানীয় একটি দোকানে আশ্রয় নেন। কিন্তু চালক জুয়েল মিয়া অবস্থান করছিলেন অটোরিকশায়। প্রচণ্ড ঝড়ে চালক জুয়েল মিয়া রাস্তা থেকে ছিটকে পড় গুরুতর আহত হন। স্থানীয়রা তাৎক্ষণিক উদ্ধার করে কুলাউড়া হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা. শারমিন আক্তার তাকে মৃত ঘোষণা করেন। **হবিগঞ্জের নবীগঞ্জে** শৌলাগড় হাওরে বজ্রপাতে ফরাস মিয়া নামে এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় আরও তিনজন আহত হয়েছেন। তাদের মধ্যে দুই জনকে গুরুতর অবস্থায় সিলেট ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। বুধবার সকাল ১১টার দিকে উপজেলার বড় ভাকৈর (পূর্ব) ইউনিয়নের ছোট ভাকৈর গ্রামের পার্শ্ববর্তী শৌলাগড় হাওরে এ ঘটনা ঘটে। মৃত ফরাস মিয়া ছোট ভাকৈর গ্রামের মৃত আব্দুল মতলিবের ছেলে। আহতরা হলেন একই গ্রামের সামছুল ইসলাম (২২), জায়েদ মিয়া (২৬) ও হাফিজুর রহমান (৫৫)। **সিলেটের গোয়াইনঘাট** উপজেলার নন্দিরগাঁও ইউনিয়নে মাঠে গরু চরাতে গিয়ে বজ্রপাতে উপেন্দ্র নম নামে এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। বুধবার সকালে চৌধুরী খাল নয়া খাড়া মাঠে এ ঘটনা ঘটে। উপেন্দ্র নম নন্দিরগাঁও ইউনিয়নের চৌধুরী কান্দি গ্রামের রজনী নমের ছেলে। **সুনামগঞ্জের দিরাই** উপজেলায় বজ্রপাতে দুটি গবাদিপশুর মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। বুধবার সকালে কামালপুর কান্দা হাটি গ্রামে এই ঘটনা ঘটে। একমাত্র সম্বল গরু দুটি হারিয়ে কৃষক সুখ বিহারি দাস পাগলপ্রায়। একই গ্রামে বজ্রপাতের কবলে পড়ে আহত হয়েছেন বউ শিল্পী রানী ও শাশুড়ি মীনা রানী দাস। **নীলফামারীর কিশোরগঞ্জে** ঝড়ের তাণ্ডবে ৪ গ্রামের শতাধিক ঘরবাড়ি ও সহস্রাধিক গাছপালা লন্ডভন্ড হয়েছে। ভুট্টা, তামাক, কাঁচামরিচসহ বিভিন্ন ধরনের ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। মঙ্গলবার রাত ২টার পর গোটা উপজেলা জুড়ে ঝড়ো বাতাস শুরু হয়। এসময় পুটিমারী ইউনিয়নের উত্তর কালিকাপুর শান্তিবাড়িসহ ৪টি গ্রামে ঝড় ব্যাপক তাণ্ডব চালায়।

কিশোরগঞ্জে লন্ডভন্ড ৪ গ্রামের বাড়িঘর গাছপালা

দৈনিক ইত্তেফাক
৩ এপ্রিল ২০২৬

চুয়াডাঙ্গায় ট্রেনে কাটা পড়ে কৃষকের মৃত্যু

■ চুয়াডাঙ্গা প্রতিনিধি

চুয়াডাঙ্গার মোমিনপুর এলাকায় ট্রেনে কাটা পড়ে রমজান আলী (৭০) নামের এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার মোমিনপুর কবরস্থানের সামনে এ ঘটনা ঘটে। নিহত রমজান আলী চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলার জেহালা ইউনিয়নের বেতবাড়িয়া গ্রামের মৃত মুরাদ আলীর ছেলে। তিনি কৃষিকাজের পাশাপাশি স্থানীয় একটি মসজিদের ইমাম ছিলেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, রাজশাহী থেকে ছেড়ে আসা খুলনাগামী আন্তঃনগর সাগরদাড়ি এক্সপ্রেস ট্রেনটি ঘটনাস্থল অতিক্রম করার সময় রমজান আলী অসাবধানতাবশত ট্রেনের নিচে পড়ে যান। এতে ঘটনাস্থলেই তার শরীর ছিন্ন ভিন্ন হয়ে মৃত্যু হয়। নিহত রমজান আলীর পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন, তিনি দীর্ঘকাল ধরে মসজিদে ইমামতির পাশাপাশি নিজের কৃষিজমি দেখাশোনা করতেন। প্রতিদিনের মতো তিনি লাঙল-জোয়াল বা কৃষিকাজের সরঞ্জাম নিয়ে মাঠে যাচ্ছিলেন।

চুয়াডাঙ্গা রেলওয়ে পুলিশ ফাঁড়ির উপ-পরিদর্শক (এসআই) জগদীশ চন্দ্র বসু নিহত পরিবারের সদস্যদের বরাত দিয়ে তিনি জানান, রমজান আলী কৃষিকাজের জন্য রেললাইন দিয়ে জমিতে যাচ্ছিলেন। এ সময় অসাবধানতাবশত ট্রেনের নিচে পড়ে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। সুরতহাল প্রতিবেদন প্রস্তুত শেষে ময়নাতদন্ত ছাড়াই মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

সংবাদ
ঢাকা : সোমবার ২৩ চৈত্র ১৪৩২
Dhaka : Monday 6 April 2026

গাজীপুরে মোমবাতির আগুনে পুড়লো শ্রমিকদের ১৯ ঘর

জেলা বার্তা পরিবেশক, গাজীপুর

গাজীপুরের শ্রীপুরে মোমবাতি থেকে লাগা আগুনে পোশাক শ্রমিকদের ১৯টি বসতঘর ও মালামাল পুড়ে ছাই হয়েছে।

গড়গড়িয়া মাস্টার বাড়ি এলাকার (ফখরুদ্দিন মোড়ে) আব্দুল কাদিরের মালিকানাধীন বসতবাড়িতে গত শনিবার রাত ৮টার দিকে এ অগ্নিকাণ্ড ঘটে।

সাড়ে ৮টার দিকে খবর পেয়ে শ্রীপুর ফায়ার স্টেশনের দুটি ইউনিটের কর্মীরা গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণের কাজ শুরু করে এবং প্রায় দেড় ঘণ্টার চেষ্টায় তা নিয়ন্ত্রণে আসে বলে শ্রীপুর ফায়ার স্টেশনের ওয়্যার হাউজ ইন্সপেক্টর মো. নুরুল করিম জানান।

বসতবাড়ির মালিক আব্দুল কাদির বলেন, 'রাত সাড়ে ৮টার দিকে ভাড়াটিয়াদের একটি ঘরের বাসিন্দা মোমবাতি জ্বালিয়ে রান্নার কাজে ব্যস্ত ছিলেন। এক পর্যায়ে ওই ঘরে আগুনের সূত্রপাত হয়। মুহূর্তেই আগুন নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় এবং দ্রুত আশেপাশের ঘরগুলোতে ছড়িয়ে পড়ে। এক পর্যায়ে এলাকাবাসী স্থানীয় ফায়ার স্টেশনে খবর দেয়। রাত সাড়ে ৯টার দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসলেও ততক্ষণে ভাড়াটিয়াসত বসতবাড়ির ১৯টি ঘরসহ সব জিনিসপত্র পুড়ে যায়।'

গড়গড়িয়া মাস্টার বাড়ি এলাকার বাসিন্দা লিটন মিয়া বলেন, 'জামালপুরের ইসলামপুর এলাকার নাগরিক ফখরুদ্দিন টেক্সটাইল মিলসের ডেনিমেক গার্মেন্টসের পোশাক শ্রমিক নাসরিন-মানিক সরকার দম্পতির সবচেয়ে বেশি ক্ষতি

হয়েছে। প্রতিমাসে তাদের বেতন থেকে সামান্য জমানো নগদ টাকা, স্বর্ণালঙ্কার এবং মূল্যবান জিনিপত্র পুড়ে যায় প্রায় ছয় লাখ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।'

চাঁদপুরের মতলব উপজেলার বাসিন্দা একই কারখানার শ্রমিক দম্পতি আসমা-আব্দুল জলিলের প্রায় দুই লাখ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। তাদের ঘরে থাকা আলমারি ও ওয়ারড্রপসহ বিভিন্ন মালামাল পুড়ে গেছে।

ওই ঘরের বাসিন্দা গাইবান্ধার ফুলছড়ি উপজেলার বাসিন্দা রুনা আক্তার-সবুজ দম্পতি স্থানীয় আমান টেক্সটাইল কারখানায় চাকরি করেন। অগ্নিকাণ্ডের সময় তারা কারখানায় কাজ করছিলেন। খবর পেয়ে এসে দেখেন তাদের ঘরের সব মালামল পুড়ে গেছে।

এতে তাদে দেড় লাখ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

একই কারখানার আরেক শ্রমিক বেদেনা আক্তার বলেন, আগুনে তার প্রায় দুই লাখ টাকার মালামাল ভস্মীভূত হয়েছে।

এদিকে অগ্নিকাণ্ডের খবর পেয়ে গাজীপুর জেলা কৃষক দলের আহ্বায়ক এসএম আবুল কালাম

যুগান্তর | বৃহস্পতিবার ৯ এপ্রিল ২০২৬ | ২৬ চৈত্র ১৪৩২

সৌদি আরবে সড়ক দুর্ঘটনা

ফরিদগঞ্জ ও পাকুন্দিয়ার দুই যুবক নিহত

ফরিদগঞ্জ (চাঁদপুর) ও কটিয়াদী (কিশোরগঞ্জ) প্রতিনিধি

সৌদি আরবে সড়ক দুর্ঘটনায় চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জ উপজেলার প্রবাসী যুবক মো. সোহেল হোসেন নিহত হয়েছেন। ৭ এপ্রিল সৌদি আরবের আল কাসিম এলাকায় সড়কে কাজ করার সময় দ্রুতগতির গাড়ির চাপায় তার মৃত্যু হয়। সোহেল ফরিদগঞ্জ উপজেলার রূপসা উত্তর ইউনিয়নের গাব্দেরগাও গ্রামের মো. হোসেন মুন্সীর ছেলে। নিহত সোহেল প্রায় দেড় বছর আগে পরিবারের আর্থিক সচ্ছলতা ফিরিয়ে আনার জন্য সৌদি আরবে শ্রমিক হিসাবে যান। সেখানে বিভিন্ন সড়ক নির্মাণ কাজে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি এক ছেলে ও দুই মেয়ের জনক এবং পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম সদস্য ছিলেন। এ দুর্ঘটনায় তার স্ত্রী, বৃদ্ধ বাবা-মা ও সন্তানরা শোকস্তব্ধ হয়ে পড়েছেন। ইউএনও সেটু কুমার বড়ুয়া জানিয়েছেন, লাশ দেশে নিয়ে আসার জন্য প্রক্রিয়াগত ও প্রশাসনিক সহযোগিতা নিশ্চিত করা হয়েছে।

এদিকে, সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদে সড়ক দুর্ঘটনায় কিশোরগঞ্জের পাকুন্দিয়ার এক প্রবাসী যুবক নিহত হয়েছেন। বুধবার বাংলাদেশ সময় সকাল সাড়ে ৯টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত মো. নাঈম ইসলাম পাকুন্দিয়ার রূপসা গ্রামের আক্কাজ উদ্দিনের ছেলে।

পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, প্রায় আট বছর আগে পরিবারের আর্থিক সচ্ছলতা ফেরাতে তিনি সৌদি আরবে পাড়ি জমান। সেখানে একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে শ্রমিক হিসাবে কর্মরত ছিলেন। স্বজনদের বরাতে জানা যায়, বুধবার সকালে কাজে যাওয়ার পথে ময়লার গাড়িতে করে যাত্রাকালে পেছন দিক থেকে একটি লরির ধাক্কায় তিনি গুরুতর আহত হন। ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। নিহতের চাচা মো. আব্দুর রহমান—যিনি সৌদি আরবে কর্মরত, মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তির এমন আকস্মিক মৃত্যুতে স্বজনদের মাঝে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। নিহতের স্ত্রী হ্যাপী আক্তারসহ এলাকাবাসী দ্রুত লাশ দেশে ফিরিয়ে আনার জন্য সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের জরুরি হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন।

সমকাল | শুক্রবার | ৩ এপ্রিল ২০২৬

পাবনায় বৃষ্টিহীন বজ্রপাতে তিন কৃষকের মৃত্যু

পাবনা অফিস

পাবনার সাঁথিয়ায় মাঠে কাজ করার সময় পৃথক স্থানে বজ্রপাতে তিন কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে উপজেলার নাগডেমরা, করমজা ও ধুলাউরি ইউনিয়নে এসব মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, বজ্রপাতের সময় এলাকায় কোনো বৃষ্টিপাত হচ্ছিল না।

নিহতরা হলেন উপজেলার করমজা ইউনিয়নের পুণ্ডুরিয়া গ্রামের মৃত রইজ উদ্দিন প্রামাণিকের ছেলে আকরাম হোসেন (৪০) এবং নাগডেমরা ইউনিয়নের সোনাতলা বাজারপাড়া এলাকার কুনু মোল্লার ছেলে আবু সাইদ (৫০)। এ ছাড়া ধুলাউরি ইউনিয়নে নিহত অপর এক কৃষকের তাৎক্ষণিক নাম-পরিচয় পাওয়া যায়নি।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার বিকেলে আকরাম হোসেন বাড়ির পাশে পুণ্ডুরিয়া শ্মশানঘাট এলাকায় গরুর ঘাস কাটতে গিয়েছিলেন। আকাশে মেঘ থাকলেও তখন কোনো বৃষ্টি ছিল না। হঠাৎ বজ্রপাতে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে বেড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। একই সময়ে নাগডেমরা ইউনিয়নের সোনাতলা এলাকায় পেঁয়াজ তুলতে গিয়ে বজ্রাঘাতে গুরুতর আহত হন আবু সাইদ। তাঁকে উদ্ধার করে সাঁথিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত বলে জানান। অন্যদিকে, ধুলাউরি ইউনিয়নে মাঠে কাজ করার সময় বজ্রপাতে ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান আরও এক কৃষক।

সাঁথিয়া থানার ওসি রফিকুল ইসলাম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, 'বজ্রপাতে পৃথক স্থানে তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে এবং মরদেহগুলো পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।'

সাঁথিয়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) রিজু তামান্না বলেন, 'ঘটনাটি অত্যন্ত মর্মান্তিক। নিহতদের পরিবারের পক্ষ থেকে যোগাযোগ করা হলে উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে।'

যুগান্তর | বুধবার ৮ এপ্রিল ২০২৬ | ২৫ চৈত্র ১৪৩২

কুলাউড়ায় মাটির দেওয়াল চাপায় যুবকের মৃত্যু

কুলাউড়া (মৌলভীবাজার) প্রতিনিধি

কুলাউড়ার পৃথিমপাশা গ্রামে সেলিম আহমদ নিজ ঘরের মাটির দেওয়াল অপসারণের সময় ধসে মৃত্যু হয়েছে। আহত অবস্থায় তাকে মৌলভীবাজার হাসপাতালে নেওয়া হলে সেখানে মারা যান। নিহতের পরিবার সূত্রে জানা গেছে, নিহত সেলিম পেশায় একজন কাঠমিস্ত্রি ছিলেন। কিছুদিন ধরে কিডনি এবং লিভার জটিলতায় তিনি পেশায় কাজ করতে পারছিলেন না। স্থানীয় বাজারে স্বল্প পুঁজিতে ডাব, তরকারি, বিভিন্ন প্রকার ফল ফসল গ্রাম থেকে এনে বিক্রি করে নিজের চিকিৎসা এবং সংসার চালাতেন। জানা যায়, নিহত সেলিম বিবাহিত ও ছোট দুটি ছোট সন্তান রয়েছে। এব্যাপারে কুলাউড়া থানার ওসি মনিরুজ্জামান মোল্লা জানান, নিজের ঘরের দেওয়াল সরানোর সময় দুর্ঘটনাবশত সেলিম আহমদ মারা যান। পরিবারের আপত্তি না থাকায় ময়নাতদন্ত ছাড়াই লাশ হস্তান্তর করা হয়েছে।

বার, এপ্রিল ১২, ২০২৬ ■ চৈত্র ২৯, ১৪৩২ | বণিক বার্তা

A

সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল ৭ জনের

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

দেশের বিভিন্ন জেলায় গত ২৪ ঘণ্টায় সড়ক দুর্ঘটনায় সাতজনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। আহত হয়েছেন পাঁচজন। এদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় নিহতের সংখ্যা আরো বাড়তে পারে বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা। নিহতদের মধ্যে কুড়িগ্রামে দুজন, বগুড়া, মিরসরাই, কিশোরগঞ্জ, মেহেরপুর ও দিনাজপুরের হিলিতে একজন করে। প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্যে বিস্তারিত—

কুড়িগ্রাম: উলিপুরে ট্রাক্টরের ধাক্কায় গতকাল অটোরিকশাচালকসহ দুজন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরো তিনজন। উলিপুর কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনালসংলগ্ন চিলমারী-কুড়িগ্রাম সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন অটোরিকশাচালক নুর আমিন (৪০) ও যাত্রী অসিত কুমার সরকার নারু (৬০)। নুর আমিন উলিপুর উপজেলার থেতরাই ইউনিয়নের হোকডাঙ্গা গ্রামের মৃত হানিফ উদ্দিনের ছেলে। অসিত কুমার সরকার কুড়িগ্রাম সদরের সবুজপাড়া গ্রামের মৃত অনিল কুমার সরকারের ছেলে। উলিপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাঈদ ইবনে সিদ্দিক জানান, এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।

ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ঘোড়াউত্রা নদীতে পড়ে যায়। ফেরিতে থাকা আপন ট্রাকচাপায় নিহত হন। খবর পেয়ে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। দুর্ঘটনায় পড়া ট্রাকটি উদ্ধারের চেষ্টা চলছে। এ ঘটনায় আইনি প্রক্রিয়া চলমান ও মরদেহের ময়নাতদন্ত প্রস্তুত করা হচ্ছে।

হিলি: দিনাজপুরের ঘোড়াঘাটে মাইক্রোবাসের সঙ্গে শসা বহনকারী একটি ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে মাইক্রোবাসচালক নাসিম উদ্দিন (৩৫) নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন মাইক্রোতে থাকা অন্তত ১০ যাত্রী। আহতদের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় দিনাজপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে ঘোড়াঘাট উপজেলার দামোদারপুর শৌলা ও সোনামুখী বাজারের মাঝামাঝি এলাকায় দিনাজপুর-গোবিন্দগঞ্জ মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত নাসিম দিনাজপুরের বীরগঞ্জ উপজেলার চাকাই গ্রামের সাহাব উদ্দিনের ছেলে। ঘোড়াঘাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শহিদুল ইসলাম এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

বগুড়া: শাজাহানপুরে সাইকেল চালাতে গিয়ে সড়ক দুর্ঘটনায় গতকাল তমা (৮) নামের দ্বিতীয় শ্রেণীর এক স্কুলছাত্রীর মৃত্যু হয়েছে। উপজেলার বনভেটি গ্রামে এ দুর্ঘটনা ঘটে। তমা বনভেটি গ্রামের আবু তালেবের মেয়ে। সে স্থানীয় একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রী ছিল।

প্রথম আলো
পতিবার, ৯ এপ্রিল ২০২৬, ২৬ চৈত্র ১৪৩২

অটোরিকশার চালক বাসের ধাক্কায় নিহত

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা, ফরিদপুর ও ময়মনসিংহ

রাজধানীর ফার্মগেট এলাকায় যাত্রীবাহী বাসের ধাক্কায় সিএনজিচালিত অটোরিকশার এক চালক নিহত হয়েছেন। গতকাল বুধবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত চালকের নাম মো. মামুন ফরাজী (৩৩)। তিনি নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জের হিরাঝিল এলাকার বাসিন্দা।

ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী পথচারী কাজী ফয়সাল প্রথম আলোকে জানান, লাব্বাইক পরিবহনের দ্রুতগতির যাত্রীবাহী একটি বাস সিএনজিচালিত অটোরিকশাটিকে জোরে ধাক্কা দেয়। এতে অটোরিকশার দরজা ভেঙে চালক মামুন ফরাজী সড়কে ছিটকে পড়েন। তিনি গুরুতর আহত হন। রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁকে সড়কে পড়ে থাকতে দেখা যায়। গুরুতর আহত অবস্থায় মামুন ফরাজীকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নেওয়া হয়। সেখানে বেলা একটার পর তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসক। দুর্ঘটনার পর স্থানীয় লোকজন বাসটি আটক করে রাখেন।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ পরিদর্শক মো. ফারুক জানান, মরদেহ হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট তেজগাঁও থানাকে জানানো হয়েছে। নিহত ব্যক্তির সঙ্গে থাকা ড্রাইভিং লাইসেন্স থেকে তাঁর পরিচয় জানা গেছে।

ফরিদপুরে কিশোর নিহত

ফরিদপুরের ভাঙ্গায় মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় জিফাত ফকির (১৭) নামের এক কিশোর নিহত হয়েছে। গত মঙ্গলবার রাত সাড়ে সাতটার দিকে মাওয়া-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ের ভাঙ্গার পুলিয়া বাজার এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত জিফাত ফকির ভাঙ্গার ছোটপাল্লা গ্রামের প্রবাসী বায়েজিদ ফকিরের ছেলে। দুর্ঘটনায় মোটরসাইকেলে জিফাত ফকিরের সঙ্গে থাকা তার বন্ধু রিফাত মাতুব্বর (১৭) গুরুতর আহত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

পুলিশ ও পরিবার সূত্রে জানা গেছে, দুই কিশোর ফিলিং স্টেশন থেকে তেল নিয়ে বাড়ি ফিরছিল। পথে একটি ইজিবাইকের সঙ্গে মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষ হলে দুজনই ছিটকে পড়ে। গুরুতর অবস্থায় স্থানীয় লোকজন উদ্ধার করে তাদের ভাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক জিফাতকে মৃত ঘোষণা করেন।

গতিরোধকের দাবিতে সড়ক অবরোধ

সড়ক দুর্ঘটনায় দুজন নিহত হওয়ার প্রতিবাদে ময়মনসিংহের ঈশ্বরগঞ্জে গতিরোধক নির্মাণের দাবিতে সড়ক অবরোধের ঘটনা ঘটেছে। গতকাল বেলা ১১টার দিকে ময়মনসিংহ-কিশোরগঞ্জ মহাসড়ক অবরোধ করেন স্থানীয় বাসিন্দা ও শিক্ষার্থীরা। এর আগে মঙ্গলবার ওই সড়কে দুর্ঘটনায় দুই তরুণ নিহত হন।

স্থানীয় বাসিন্দা ও শিক্ষার্থীরা গাছের গুঁড়ি ফেলে প্রায় ৩০ মিনিট আঞ্চলিক মহাসড়কটি অবরোধ করে রাখেন।

প্রথম আলো
শনিবার, ৪ এপ্রিল ২০২৬,

বাসের চাকা ফেটে সড়ক বিভাজকে ধাক্কা, নিহত ৩

প্রথম আলো ডেস্ক

সিরাজগঞ্জে যাত্রীবাহী বাসের চাকা ফেটে সড়ক বিভাজক ও পদচারী-সেতুতে ধাক্কা লেগে চালক ও তাঁর সহকারীসহ তিনজন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন ১০ জন। গতকাল শুক্রবার বেলা ১১টার দিকে রায়গঞ্জ উপজেলার নলকা এলাকায় যমুনা সেতু পশ্চিম সংযোগ মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত ব্যক্তিরা হলেন বগুড়ার শাজাহানপুর উপজেলার গোহাইল গ্রামের আয়েছ উদ্দিনের ছেলে বাসচালক জাহাঙ্গীর আলম (৫০), তাঁর সহকারী নওগাঁর বদলগাছী উপজেলার শ্রীরামপুর গ্রামের রাকিবুল ইসলাম বুকেট (৩২) ও বাসযাত্রী সিরাজগঞ্জের বেলকুচি উপজেলার সমেশপুর গ্রামের মনিরুল ইসলামের স্ত্রী রাখি বেগম (৩৫)।

যমুনা সেতু পশ্চিম থানার ওসি আমিরুল ইসলাম প্রথম আলোকে বলেন, বগুড়া থেকে ময়মনসিংহগামী বুশরা পরিবহনের যাত্রীবাহী ওই বাসটি ঘটনাস্থলে পৌঁছালে হঠাৎ চাকা ফেটে যায়। এতে চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেললে বাসটি সড়কের বিভাজক ও পদচারী-সেতুর মাঝখানে ধাক্কা লেগে আটকে যায়। এ সময় ঘটনাস্থলেই বাসচালক ও তাঁর সহকারী নিহত হন। পরে হাসপাতালে নেওয়ার পথে আরও একজনের মৃত্যু হয়। এ ঘটনায় আহত ১০ জনকে উদ্ধার করে বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

যুগান্তর
শনিবার ৪ এপ্রিল ২০২৬
২১ চৈত্র ১৪৩২

সৌদিতে সড়কে কটিয়াদীর যুবক নিহত

কটিয়াদী (কিশোরগঞ্জ) প্রতিনিধি

সৌদিতে সড়ক দুর্ঘটনায় কটিয়াদীর মোহাম্মদ আলী সুজন নামে এক যুবক নিহত হয়েছেন। সুজন অষ্টঘড়িয়া গ্রামের বাসিন্দা। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় সৌদি আরবের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের আল-জৌফ প্রদেশের সাকাকা এলাকায় এ দুর্ঘটনাটি ঘটে। নাইট ডিউটিতে যাওয়ার সময় পাঁচজন শ্রমিক বহনকারী তাদের মাইক্রোবাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায়। এতে ঘটনাস্থলেই সুজনের মৃত্যু হয়। এ সময় তার সঙ্গে থাকা অপর চারজন গুরুতর আহত হন। জানা গেছে, সংসারের সচ্ছলতা ফেরাতে আট বছর আগে সুজন সৌদি আরবে পাড়ি জমান। সেখানে তিনি শ্রমিক হিসাবে কাজ করতেন। সুজনের প্রতিবেশী মাহতাব উদ্দিন গরম জানান, সুজনের মা-বাবা জীবিত নেই। সুজন অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী ও তিন মেয়ে রেখে গেছেন। তিনি পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি ছিলেন।

যুগান্তর
বৃহস্পতিবার ৯ এপ্রিল ২০২৬
২৬ চৈত্র ১৪৩২

নিউইয়র্কে সড়ক দুর্ঘটনায় তিন বাংলাদেশি নিহত

দুজন সম্পর্কে বাবা-ছেলে

কুমিল্লা ব্যুরো

যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক সিটিতে সড়ক দুর্ঘটনায় কুমিল্লার তিনজন নিহত হয়েছেন। গুরুতর আহত হয়েছেন দুজন। সোমবার, ৬ এপ্রিল স্থানীয় সময় সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে আলবানি এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটেছে। বুধবার দুপুরে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন নিউইয়র্ক প্রবাসী মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন।

নিহতরা হলেন—মুরাদনগর উপজেলার কড়ইবাড়ি গ্রামের মো. হীরামন সরকার (৬০), নাজমুল রোবেল (৩০) ও ফাহিম আলিম (২৭)। তাদের মধ্যে হীরামন ও নাজমুল সম্পর্কে বাবা-ছেলে। আর ফাহিম নাজমুলের বন্ধু। তারা নিউইয়র্কের লাউডনভিলে বসবাস করতেন।

আহতরা হলেন—নিহত হীরামনের বড় মেয়ে রত্না (৩৩) এবং নাতনি ইকরা (১)। তাদের নিউইয়র্কের আলবানি হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।

নিউইয়র্কের বাংলাদেশ' কমিউনিটি সূত্রে জানা যায়, সন্ধ্যায় একটি প্রাইভেট কারে চড়ে ঘুরতে বেরিয়েছিলেন সবাই। নিহত নাজমুল রোবেল নিজে গাড়িটি চালাচ্ছিলেন। আলবানির রুট ৯-এইচ সড়কের ডান ওয়াইক লেনে হঠাৎ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের মাঝের লাইন অতিক্রম করে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি টয়োটা ক্রাউন গাড়ির সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলেই তাদের মৃত্যু হয়। এ ঘটনায় নিউইয়র্ক কমিউনিটির মাঝে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। নিহতদের গ্রামের বাড়ি মুরাদনগর উপজেলার কড়ইবাড়ী গ্রামে শোকাবহ অবস্থা বিরাজ করছে।

সময়ের আলো
সোমবার। ১৩ এপ্রিল ২০২৬।

জমিতে সেচ দিতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে যুবকের মৃত্যু

● জামালপুর প্রতিনিধি

জামালপুরের মাদারগঞ্জ উপজেলায় বাবার সঙ্গে কৃষি জমিতে সেচ দিতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে জাকির হোসেন নামে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। রোববার দুপুরে উপজেলার কড়ইচড়া ইউনিয়নের পূর্ব নলছিয়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত জাকির হোসেন ওই এলাকার হযরত আলী ফকিরের ছেলে।

নিহতের বাবা হযরত আলী বলেন, রোববার দুপুরে ছেলে জাকির হোসেনকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ির পাশের কৃষিজমিতে সেচ দিতে যান। সেচ পাম্পে বিদ্যুতের সংযোগ দেওয়ার পর সংযোগে সমস্যা দেখা দেয়। সংযোগ ঠিক করতে গিয়ে বিদ্যুতের তারে হাত লেগে বিদ্যুতায়িত হন জাকির হোসেন। এতে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। পরে পরিবারের লোকজন তাকে উদ্ধার করে বাড়িতে নিয়ে যান। এ বিষয়ে মাদারগঞ্জ মডেল থানার ওসি খন্দকার শাকের আহমেদ বলেন, দুর্ঘটনার বিষয়টি আমি শুনেছি। সব তথ্যের জন্য ওই এলাকায় ডিউটি অফিসারকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। কড়ইচড়া ইউনিয়ন পরিষদের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য ইয়াকুব আলী বলেন, সেচ পাম্পে বিদ্যুতের সংযোগে ত্রুটি থাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটেছে।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন ১৩ এপ্রিল ২০২৬

সড়ক দুর্ঘটনায় গেল সাত প্রাণ

প্রতিদিন ডেস্ক

বিভিন্ন স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় সাতজন প্রাণ হারিয়েছেন। নিজস্ব প্রতিবেদক ও প্রতিনিধিদের খবর- **সিলেট :** কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার কলাবাড়ি এলাকায় গতকাল পাথরবোঝাই ট্রাক্টর উল্টে সোহান মিয়া (২৩) নামে এক যুবক নিহত হয়েছেন। সোহান কলাবাড়ি গ্রামের আবদুন নুরের ছেলে। **মেহেরপুর :** চুয়াডাঙ্গা-মেহেরপুর আঞ্চলিক মহাসড়কের পুরাতন দরবেশপুর এলাকায় মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে দুই কিশোর নিহত হয়েছে। শনিবার রাতে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত আরাফ হোসেন (১৪) সদর উপজেলার সিংহাটি গ্রামের পশ্চিমপাড়ার তৌহিদুল ইসলামের ও হোসাইন (১৪) কামাল হোসেনের ছেলে। এ ঘটনায় আহত হয়েছে আরও দুই কিশোর। **পাবনা :** চাটমোহরে পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় দুজন নিহত হয়েছেন। গতকাল উপজেলার কুয়াবাসী গ্রামে ইটবোঝাই ট্রলির চাকায় পিষ্ট হয়ে ওই গ্রামের রুবেল হোসেনের ছেলে রনি হোসেনের (১৫) মৃত্যু হয়। শনিবার চাটমোহর-পাবনা মহাসড়কের পুবটিয়ারতলা এলাকায় সিএনজির ধাক্কায় আহত হয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান আকাত আলী (৫৫)। **ঝালকাঠি :** নলছিটির রায়াপুর নামক স্থানে বরিশাল-খুলনা মহাসড়কে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় ঝালকাঠি পৌরসভার সাবেক কাউন্সিলর হুমায়ুন কবির সাগর নিহত হয়েছেন। গতকাল মোটরসাইকেলটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছের সঙ্গে ধাক্কা লেগে দুর্ঘটনাটি ঘটে। **ঝিনাইদহ :** কালীগঞ্জ উপজেলায় দুই যাত্রীবাহী বাসের মাঝে পড়ে ওসমান আলী (৪০) নামে এক হকার নিহত হয়েছেন। গতকাল উপজেলা শহরের প্রধান বাসস্ট্যান্ডে এ দুর্ঘটনা ঘটে। ওসমান আলী কালীগঞ্জ পৌরসভার হেলাই গ্রামের বাসিন্দা।

যুগান্তর
মঙ্গলবার ১৪ এপ্রিল ২০২৬

রাউজানে সড়কে নিহত ১, দুই বাসে আগুন দিল জনতা

যুগান্তর ডেস্ক

চট্টগ্রামের রাউজানে সড়ক দুর্ঘটনায় একজন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনার জেরে বিক্ষুব্ধ জনতা দুটি বাস পুড়িয়ে দেয়। রাজধানীসহ আরও সাত জেলায় সড়কে প্রাণ হারিয়েছেন ৮ জন। তাদের মধ্যে রাজধানীর যাত্রাবাড়ীতে যুবক, ফরিদপুরের ভাঙ্গায় দুইজন, মৌলভীবাজারের বড়লেখায় যুবক, নওগাঁর নিয়ামতপুরে নারী, বরগুনার আমতলীতে শিশু, যশোরের বেনাপোলে যুবক ও খুলনার কয়রায় ভ্যানচালক রয়েছেন। যুগান্তর প্রতিবেদন, স্টাফ রিপোর্টার ও প্রতিনিধিদের পাঠানো সংবাদ—

রাজধানীসহ আরও সাত জেলায় ৮ প্রাণহানি

ঢাকা : রাস্তা পার হওয়ার সময় ট্রাকের ধাক্কায় নিহত সাজ্জাদ সাকিব পেশায় পরিবহণ শ্রমিক ছিলেন। তিনি ডেমরা কোনাপাড়ার আলামিন রোড এলাকার আব্দুস সালামের ছেলে। রোববার রাত ১টার দিকে যাত্রাবাড়ীর শনিরআখড়া এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটে।

রাউজান (চট্টগ্রাম) : বাসের সঙ্গে সংঘর্ষে নিহত সিএনজিচালিত অটোরিকশাচালক নজরুল ইসলাম রাউজান উপজেলার পশ্চিম গুজরা ইউনিয়নের মীরধারপাড়া গ্রামের বাসিন্দা। রোববার রাত ১১টার দিকে চট্টগ্রাম-কাপ্তাই সড়কের রাউজানের উরকিরচর ইউনিয়নের মিয়ারঘাটা ব্রিকফিল্ড এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটে। স্থানীয়দের ভাষ্য, কাপ্তাই সড়কে বিপরীত দিক থেকে আসা বাসের সঙ্গে সংঘর্ষ হলে অটোরিকশাটি দুমড়ে-মুচড়ে যায়। এতে ঘটনাস্থলেই চালক নজরুল নিহত হন। দুর্ঘটনার পরপরই বিক্ষুব্ধ জনতা ঘটনাস্থলে থাকা সৌদিয়া পরিবহণ ও কর্ণফুলী পরিবহণের দুটি বাসে আগুন ধরিয়ে দেয়। রাত পৌনে ১২টা পর্যন্ত বাস দুটি জ্বলছিল। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নেভায়। রাউজান থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাজেদুল ইসলাম বলেন, পরিস্থিতি বর্তমানে নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

ভাঙ্গা (ফরিদপুর) : বাসের সঙ্গে পিকআপের সংঘর্ষে নিহতরা হলেন ভাঙ্গা পৌরসভার কৈড়ুবি সদরদী গ্রামের সেকেন মোল্লার ছেলে জাহাঙ্গীর মোল্লা ও নেশারউদ্দিন শেখের ছেলে আলমগীর শেখ। সোমবার ফরিদপুর-বরিশাল মহাসড়কের ভাঙ্গা উপজেলার বাবলাতলায় দুর্ঘটনাটি ঘটে।

বড়লেখা (মৌলভীবাজার) : দুই মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে নিহত রাজমিস্ত্রি আনোয়ার হোসেন বড়লেখা পৌরসভার মহুবন্দ (ইয়াকুবনগর) এলাকার নুর উদ্দিনের ছেলে। রোববার রাতে বড়লেখা-বিয়ানীবাজার আঞ্চলিক মহাসড়কের দাসেরবাজার ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ের সামনে দুর্ঘটনাটি ঘটে।

নিয়ামতপুর (নওগাঁ) : ব্যাটারিচালিত ভ্যান নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কে উলটে পড়ে নিহত জুলেখা বিবি নিয়ামতপুরের মহাতাব শাহের স্ত্রী। রোববার নিয়ামতপুর-ঘুঘু ডাঙ্গা সড়কের মাদ্রাসা ব্রিজের কাছে দুর্ঘটনাটি ঘটে।

আমতলী (বরগুনা) : অটোরিকশা উলটে খাদে পড়ে নিহত জুনায়েদ পটুয়াখালীর গলাচিপা উপজেলার নলুয়াবাগী গ্রামের আবু সায়েদের ছেলে। সোমবার আমতলী উপজেলার টেপুড়া বাজার সড়কে দুর্ঘটনাটি ঘটে।

বেনাপোল (যশোর) : ট্রাকের ধাক্কায় নিহত সাইকেল আরোহী রোমান শেখ শার্শার বেনাপোলের মানকিয়া গ্রামের সুমন শেখের ছেলে। রোববার রাতে বেনাপোল-শার্শা সড়কে দুর্ঘটনাটি ঘটে।

কয়রা (খুলনা) : ট্রাকের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত ভ্যানচালক মজিবার মোড়ল উপজেলার বগা গ্রামের আবুল কাশেম মোড়লের ছেলে। সোমবার কয়রার নারায়ণপুর বাজার এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটে।

দৈনিক ইত্তেফাক
১২ এপ্রিল ২০২৬

সুন্দরবনে ঝড়ে নৌকাডুবে চার মৌয়াল নিখোঁজ

■ শ্যামনগর (সাতক্ষীরা) সংবাদদাতা

সাতক্ষীরা রেঞ্জ পশ্চিম সুন্দরবনের গহিনে রায়মঙ্গল নদীসংলগ্ন কাচিকাটা নামক স্থানে প্রবল ঝড়ের কবলে পড়ে নৌকাডুবির ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় ঐ নৌকায় অবস্থানরত আট মৌয়ালের মধ্যে চার জনকে কাচিকাটা বন অফিসের সদস্যরা উদ্ধার করেছেন। দীর্ঘ ৪৮ ঘণ্টা তল্লাশি অভিযান চালিয়ে চার মৌয়ালকে এখনো উদ্ধার করতে পারেনি বন বিভাগ। উদ্ধার অভিযান অব্যাহত আছে। দুর্ঘটনায় পতিত মৌয়ালদের বাড়ি উপজেলার বুড়িগোয়ালিনী, ভেটখালী, গাবুরা, সোরা ও গোদাড়া এলাকায়। গত ৮ এপ্রিল বিকালে আট জন মৌয়াল ঝড়ের কবলে পড়েন।

নিখোঁজ মৌয়ালরা হলেন গোদাড়া গ্রামের ওহিদ মোল্যার ছেলে অলিয়ার রহমান ও মৃত মহসিন মোল্যার ছেলে আকবর মোল্যা এবং সোরা গ্রামে আয়ুব গাজীর ছেলে ইকরামুল কবির ও আব্দুর রহমান গাজীর ছেলে মিকাইল গাজী। অন্যদিকে উদ্ধার জেলেরা হলেন একই এলাকার সবুরখান, মনিরুল ইসলাম, মাহমুদ শেখ ও ইউনুস আলী।

সাতক্ষীরা রেঞ্জের সহকারী বন সংরক্ষক (এসিএফ) মো. মশিউর রহমান দুর্ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, বনকর্মীরা তাৎক্ষণিক ঘটনাস্থলে অভিযান চালিয়ে চার মৌয়ালকে জীবিত উদ্ধার করতে সক্ষম হন। নিখোঁজ অন্য চার মৌয়ালকে উদ্ধারে এখনো অভিযান অব্যাহত আছে বলে তিনি নিশ্চিত করেন।

যুগান্তর | শুক্রবার ১০ এপ্রিল ২০২৬
২৭ চৈত্র ১৪৩২

নারী ও শিক্ষার্থীসহ ঝরল ৭ প্রাণ

কাউনিয়ায় একই পরিবারের আহত ৪

যুগান্তর ডেস্ক

সড়ক দুর্ঘটনায় সাতজন নিহত হয়েছেন। বুধ ও বৃহস্পতিবার এসব দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতদের মধ্যে ঢাকায় যুবক, ঠাকুরগাঁওয়ে স্কুলছাত্রসহ দুজন, কুমিল্লায় বৃদ্ধ, নোয়াখালীতে ব্যবসায়ী ও রংপুরে গৃহবধূসহ দুজন রয়েছেন। **ব্যুরো, স্টাফ রিপোর্টার ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—**

ঢাকা : যাত্রাবাড়ী এলাকায় সড়ক দুর্ঘটনায় অজ্ঞাতনামা যুবক প্রাণ হারিয়েছেন। বুধবার মধ্যরাতে যাত্রাবাড়ীর ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের আসমা আলী পাম্পের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। রাস্তা পারের সময় গাড়ির ধাক্কায় তিনি ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান।

ঠাকুরগাঁও : ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলায় পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় স্কুলছাত্রসহ দুই যুবক নিহত হয়েছে। বৃহস্পতিবার দুপুরে উপজেলার শিংপাড়া ও বরুনাগাঁও এলাকায় এসব দুর্ঘটনা ঘটে। এরা হলো—সদর উপজেলার সালন্দর ইউনিয়নের শিংপাড়া এলাকার মো. রশিদুল ইসলামের ছেলে এবং স্থানীয় একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী আশরাফুল ইসলাম মারুফ এবং গার্মেন্টস কর্মী সুনীল চন্দ্র রায়। তিনি সদর উপজেলার আকচা ইউনিয়নের দক্ষিণ বটিনা গ্রামের জিতেন বর্মণের ছেলে।

কালের কণ্ঠ
ঢাকা। সোমবার। ১৩ এপ্রিল ২০২৬

সড়ক দুর্ঘটনা

রাউজানে অটোচালক নিহত, দুই বাসে আগুন

কালের কণ্ঠ ডেস্ক ▷

চট্টগ্রাম-কাপ্তাই সড়কের রাউজানে বাস ও অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে অটোচালক মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম (৪০) নিহত হয়েছেন। এ ঘটনার পর স্থানীয়রা দুটি বাসে আগুন ধরিয়ে দেন। গত রবিবার রাত সাড়ে ১০টায় উপজেলার উরকিরচর ইউনিয়নের মিয়ারঘাটা ব্রিকফিল্ড এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত অটোচালক উপজেলার পশ্চিম গুজরা ইউনিয়নের মীরধারপাড়া গ্রামের বাসিন্দা। তাঁকেসহ আহতদের স্থানীয়রা উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠান। বাসের সঙ্গে অটোরিকশার সংঘর্ষে ঘটনাস্থলেই চালক নজরুল ইসলাম মারা যান। স্থানীয়রা দুর্ঘটনাকবলিত সৌদিয়া পরিবহনের বাসে আগুন ধরিয়ে দেন। পাশাপাশি কর্ণফুলী পরিবহনের আরেকটি বাসেও তাঁরা আগুন দেন। রাত পৌনে ১২টায় বাস দুটি জ্বলছিল।

দৈনিক ইত্তেফাক
রবিবার
১২ এপ্রিল ২০২৬

বিভিন্ন স্থানে সড়কে ঝরল চার প্রাণ

আহত ১৭

■ **ইত্তেফাক ডেস্ক**

বিভিন্ন স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় চার জনের মৃত্যু হয়েছে। এ সময় আহত হয়েছে ১৭ জন। গত শুক্রবার দিবাগত রাত থেকে গতকাল শনিবার পর্যন্ত এসব দুর্ঘটনা ঘটে।

ঘোড়াঘাট (দিনাজপুর) সংবাদদাতা জানান, দিনাজপুরের ঘোড়াঘাটে ট্রাক ও মাইক্রোবাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে মাইক্রোবাসের চালক নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আরো ১০ জন যাত্রী আহত হয়েছেন। যাদের মধ্যে কয়েক জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গেছে। শনিবার উপজেলার দামোদারপুর শৌলা ও সোনামুখী বাজারের মাঝামাঝি এলাকায় দিনাজপুর-গোবিন্দগঞ্জ মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত নাসিম (৩৫) দিনাজপুরের বীরগঞ্জ উপজেলার চাকাই গ্রামের সাহাব উদ্দিনের ছেলে। দুর্ঘটনার বিষয়টি নিশ্চিত করে ঘোড়াঘাট থানার ওসি শহিদুল ইসলাম বলেন, এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

যুগান্তর | রোববার ১২ এপ্রিল ২০২৬
২৯ চৈত্র ১৪৩২

ট্রাক-মাইক্রোবাস সংঘর্ষ দিনাজপুরে নিহত ৩

যুগান্তর ডেস্ক

দিনাজপুরের ঘোড়াঘাটে মাইক্রোবাস ও ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে মাইক্রোবাসের চালক ও যাত্রীসহ ৩ জন নিহত হয়েছে। আরও আট জেলায় সড়কে প্রাণ গেছে ৮ জনের। তাদের মধ্যে গাজীপুরে যুবদল নেতার স্ত্রী, পটুয়াখালীর বদরপুরে যুবক, বগুড়ার শাজাহানপুরে শিশু, ফেনীতে মোটরসাইকেল চালক, গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে মাইক্রোবাস চালক, কুমিল্লার ব্রাহ্মণপাড়ায় বিক্রয় প্রতিনিধি, মাদারীপুরের রাজৈরে কিশোর ও কুড়িগ্রামের উলিপুরে অটোচালক রয়েছেন। ব্যুরো, স্টাফ রিপোর্টার ও প্রতিনিধিদের পাঠানো সংবাদ-

দিনাজপুর : ট্রাক ও মাইক্রোবাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহতরা হলেন- মাইক্রোবাস চালক দিনাজপুরের বীরগঞ্জ উপজেলার চাকাই গ্রামের সাহাবউদ্দীনের ছেলে নাসিম, মাইক্রোবাসের যাত্রী বীরগঞ্জ উপজেলার চকদফর গ্রামের ইজামউদ্দীনের ছেলে সবুর আলী (৫২) এবং একই উপজেলার চাকাই গ্রামের মৃত আব্দুল মান্নানের ছেলে আনোয়ার হোসেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন মাইক্রোবাসের আরও ৮ যাত্রী। শনিবার দিনাজপুর-গোবিন্দগঞ্জ মহাসড়কের ঘোড়াঘাট উপজেলার দামোদরপুর শৌলা ও সোনামুখী বাজারের মধ্যবর্তী স্থানে দুর্ঘটনাটি ঘটে। হতাহতরা সবাই মাইক্রোবাসে ছিলেন।

সংবাদ
ঢাকা : রোববার ২৯ চৈত্র ১৪৩২
Dhaka : Sunday 12 April 2026

কুয়ালালামপুর ও সৌদি আরবে সড়ক দুর্ঘটনায় বাংলাদেশিসহ নিহত ৩

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় এক বাংলাদেশি প্রবাসীসহ দুইজনের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল বিকেলে ডুটা-উলু কেলাং এক্সপ্রেসওয়েতে (ডিউক) তিনটি যানবাহনের ত্রিমুখী সংঘর্ষে এ দুর্ঘটনা ঘটে। সিটি ট্রাফিক এনফোর্সমেন্ট অ্যান্ড ইনভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্টের প্রধান সহকারী কমিশনার মোহাম্মদ জামজুরি মোহাম্মদ ঈসার বরাত দিয়ে দেশটির সংবাদমাধ্যম 'নিউ স্ট্রেইটস টাইমস'-এই খবর নিশ্চিত করেছে। পুলিশ জানায়, ওইদিন কুয়ালালামপুরের আম্পাং অভিমুখী আয়ার পানাস টোলসংলগ্ন এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে একটি লরি মহাসড়কের মাঝপথে বিকল হয়ে পড়ে।

সেটিকে সাহায্য করার জন্য পেছন থেকে আসা আরেকটি লরি ও একটি পিকআপ ভ্যান দাঁড়ালে পেছন দিক থেকে দ্রুতগামী আরেকটি লরি এসে সেগুলোকে সজোরে ধাক্কা দেয়। এতে দাঁড়িয়ে থাকা বাহনগুলোর মধ্যে চাপা পড়ে ঘটনাস্থলেই দুইজনের মৃত্যু হয়। নিহতদের মধ্যে একজন বাংলাদেশি প্রবাসী রয়েছেন বলে পুলিশ নিশ্চিত করলেও তাদের নাম-পরিচয় জানা যায়নি।

অন্য নিহত ব্যক্তিটি স্থানীয় মালয়েশীয় নাগরিক বলে জানা গেছে। দুর্ঘটনার সময় তারা যানবাহনের বাইরে অবস্থান করছিলেন। এই দুর্ঘটনায় আরও তিনজন গুরুতর আহত হয়েছেন। তাদের উদ্ধার করে নিকটস্থ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বর্তমানে চিকিৎসকরা তাদের পর্যবেক্ষণে রেখেছেন। সহকারী কমিশনার মোহাম্মদ জামজুরি জানান, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে লরিটির চালক নিয়ন্ত্রণ হারানোর ফলেই এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। তবে প্রকৃত কারণ উদ্ঘাটন এবং এর পেছনে কোনো অবহেলা ছিল কিনা তা জানতে বিস্তারিত তদন্ত শুরু করেছে স্থানীয় পুলিশ।

এছাড়া সৌদি আরবের দাম্মামে কর্মস্থলে দেয়াল চাপা পড়ে মোহাম্মদ ইউসুফ (২৪) নামে এক বাংলাদেশি তরুণ প্রবাসী নিহত হয়েছেন। স্থানীয় সময় গত শুক্রবার একটি নবনির্মিত ভবনে কাজ করার সময় এই দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত ইউসুফ নোয়াখালী জেলার সেনবাগ উপজেলার মাহতাবপুর গ্রামের মৃত বেচু মিয়ার ছেলে। মাত্র চার মাস আগে তিনি সৌদি আরব গিয়েছিলেন।

দুর্ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ও ওই প্রতিষ্ঠানের সুপারভাইজার মোহাম্মদ হাসিব জানান, ইউসুফ স্থানীয় এক সৌদি নাগরিকের নবনির্মিত বাড়িতে ইলেকট্রিক্যাল কাজের জন্য দেয়াল ভাঙছিলেন। এ সময় হঠাৎ পুরো দেয়ালটি তার ওপর ধসে পড়লে তিনি ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান।

সংযুক্ত আরব আমিরাত প্রবাসী সংবাদকর্মী ও নিহতের প্রতিবেশী মানিক হোসাইন জানান, ইউসুফ শৈশবেই বাবা-মাকে হারিয়েছেন। তার এক বছর বয়সী একটি কন্যাসন্তান ও স্ত্রী রয়েছে। মাত্র কয়েক মাস আগে বিদেশ গিয়ে এভাবে প্রাণ হারানোয় তার পরিবার ও এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

বর্তমানে ইউসুফের লাশ দাম্মাম হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। প্রয়োজনীয় আইনি প্রক্রিয়া ও আনুষ্ঠানিকতা শেষে দ্রুততম সময়ের মধ্যে লাশ দেশে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হবে বলে জানা গেছে।

দৈনিক ইত্তেফাক
১০ এপ্রিল ২০১৬

সড়কে ঝরল তিন প্রাণ

■ ইত্তেফাক ডেস্ক

বিভিন্ন স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় তিন জনের মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার এসব দুর্ঘটনা ঘটে।

মোটরসাইকেলের ধাক্কায় এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। নিহতের নাম আবুল হাসেম (৬৫)। সকালে নাঙ্গলকোট-লাকসাম সড়কের নাঙ্গলকোট পৌরসভার ছোট বটতলা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নাঙ্গলকোট থানার এসআই আলমগীর হোসেন জানান, ঘটনাস্থল থেকে লাশ উদ্ধার করে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

দৈনিক ইত্তেফাক
১৭ এপ্রিল ২০২৬

টঙ্গিবাড়ীতে বজ্রপাতে দুই জনের মৃত্যু

■ টঙ্গিবাড়ী (মুন্সীগঞ্জ) সংবাদদাতা

মুন্সীগঞ্জের টঙ্গিবাড়ী উপজেলায় পৃথক বজ্রপাতের ঘটনায় দুই জনের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে ঘটে যাওয়া এ মর্মান্তিক ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, উপজেলার আড়িয়াল ইউনিয়নের ফজুসার গ্রামে জমিতে কাজ করার সময় বজ্রপাতে আঘাতপ্রাপ্ত হন কৃষক রিজান ঢালী। গুরুতর অবস্থায় স্বজনরা তাকে উদ্ধার করে টঙ্গিবাড়ী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। অপরদিকে, একই সময়ে দিঘিরপাড় ইউনিয়নের হাইয়ারপাড় এলাকায় বজ্রপাতে গুরুতর আহত হন ডা. নূরে আলম। পরে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকেও মৃত বলে নিশ্চিত করেন।

সংবাদ
রোববার ৬ বৈশাখ ১৪৩৩
: Sunday 19 April 2026

শেরপুরে তিন ঘণ্টার ব্যবধানে একই মাদ্রাসার ২ শিক্ষক-কর্মচারীর মৃত্যু

প্রতিনিধি, শেরপুর (বগুড়া)

বগুড়ার শেরপুর উপজেলায় তিন ঘন্টার ব্যবধানে একই মাদ্রাসার দুই শিক্ষক ও কর্মচারীর মৃত্যু হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার এই শোকাবহ ঘটনা ঘটে। মাদ্রাসা শিক্ষক মো. আব্দুল হান্নান জানান শেরপুর উপজেলার কানপুর দাখিল মাদ্রাসার সহকারী মৌলভী শিক্ষক মো. নজরুল ইসলাম গত বৃহস্পতিবার বেলা ১০.৪০ মিনিটে এবং দপ্তরি বজলুর রশিদ দুপুর ১.৩০ মিনিটে ইন্তেকাল করেছেন।

সংবাদ
ঢাকা : শুক্রবার ৪ বৈশাখ ১৪৩৩
Dhaka : Friday 17 April 2026

চট্টগ্রামে রাস্তায় আলপনা আঁকার সময় গাড়িচাপায় যুবকের মৃত্যু

চট্টগ্রাম ব্যুরো

চট্টগ্রামের রাউজানে রাস্তায় নববর্ষের আলপনা আঁকার সময় গাড়ি নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে পিকআপ চাপায় এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। গত বুধবার ভোর ৫টার দিকে রাউজান উপজেলার নোয়াপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

নিহত মহাম্মদ জুয়েল (৩৫) নোয়াপাড়া ইউনিয়নের কালী বাড়ি এলাকার নুরুচ্ছফার ছেলে। তিনি পেশায় অটোরিকশা চালক। নোয়াপাড়া এলাকাটি হিন্দু অধ্যুসিত। পঞ্জিকা অনুযায়ী গত বুধবার পহেলা বৈশাখ উদযাপন করছেন সেখানকার অনেক মানুষ।

যুগান্তর
মঙ্গলবার ১৪ এপ্রিল ২০২
১ বৈশাখ ১৪৩

সৌদিতে ছাদ থেকে পড়ে ডাসারের যুবকের মৃত্যু

পাঁচ সন্তান নিয়ে স্ত্রী নিরুপায়

টেকেরহাট (মাদারীপুর) প্রতিনিধি

সৌদি আরবে নির্মাণাধীন ভবনের ছাদ থেকে পড়ে এক বাংলাদেশি যুবকের মৃত্যু হয়েছে। নিহত সোবাহান খাঁ ডাসার উপজেলার পশ্চিম মাইজপাড়া গ্রামের ইউসুফ খাঁ'র ছেলে। সোবাহানের পরিবার মাদারীপুর শহরের হরিকুমারিয়া এলাকায় একটি বাসায় ভাড়া থাকেন। সংসারে ৫ ছেলেমেয়ে ও স্ত্রী রয়েছে সোবাহানের। ১১ এপ্রিল মৃত্যু হলেও রোববার রাতে খবর পায় পরিবার।

স্বজন ও এলাকাবাসী জানায়, ধারদেনা করে ডাসার দালাল নান্নু হাজীর মাধ্যমে প্রায় ৬ লাখ টাকা খরচ করে ২০২৫ সালের ১৯ নভেম্বর সৌদিতে পাড়ি জমান সোবাহান। এরপর ৭ এপ্রিল সৌদির রিয়াদের একটি নির্মাণাধীন ভবনে কাজ করছিলেন ২৯ বছর বয়সি যুবক। কাজ চলাকালীন সময় এ সময় অসাবধানবশত নির্মাণাধীন ভবনের ছাদ থেকে পড়ে মাথায় গুরুতর আঘাত পান তিনি। অন্য শ্রমিকরা তাকে উদ্ধার করে রিয়াদের নাছিম ব্র্যাঞ্চ আল-জাজিরা হাসপাতালে ভর্তি করেন। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গত শনিবার বাংলাদেশ সময় দুপুর দেড়টার দিকে মারা যায় সোবাহান। লাশ দ্রুত দেশে ফিরিয়ে আনতে সরকারের কাছে সহযোগিতা চেয়েছেন স্বজন ও এলাকাবাসী।

নিহতের স্ত্রী মরিয়ম বেগম বলেন, 'আমার ৫ ছেলেমেয়ে নিয়ে এখন নিরুপায়। সরকার যদি সহযোগিতা না করে তাহলে বেঁচে থাকাটাই কঠিন। আমার স্বামীর মৃত্যু কিছুতেই মেনে নিতে পারছি না।'

যুগান্তর
সোমবার ১৩ এপ্রিল ২০২৬
৩০ চৈত্র ১৪৩২

মালদ্বীপে ছাদ থেকে পড়ে হাজীগঞ্জের যুবকের মৃত্যু

হাজীগঞ্জ (চাঁদপুর) প্রতিনিধি

মালদ্বীপে দশতলা ভবনের ছাদ-বাগানে পানি দেওয়ার সময় ছাদ থেকে পড়ে হানজালা নামে হাজীগঞ্জের এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। শুক্রবার রাতে মালদ্বীপের মালে শহরের ইন্দিরা গান্ধী মেমোরিয়াল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। মৃত হানজালা উপজেলার মেনাপুর গ্রামের আবদুস সামাদের ছেলে। তিনি জীবিকার তাগিদে ৭-৮ মাস আগে মালদ্বীপে পাড়ি জমান। পারিবারিক সূত্র জানায়, গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ওই দেশের রাজধানী মালে শহরের সবধেলি মাগুতে হানজালা নিজ কর্মস্থলে একটি দশতলা আবাসিক ভবনের ছাদে গাছে পানি দিচ্ছিলেন। গাছগুলোর সুরক্ষায় একটা দড়ি একপাশ থেকে অন্যপাশে বাঁধার মুহূর্তে হঠাৎ পা পিছলে ছাদ থেকে অন্য একটি আবাসিক ভবনের টিনের চালের ওপর পড়ে গুরুতর আহত হন তিনি। পরে উদ্ধারকারী টিম তাকে উদ্ধার করে মালদ্বীপের মালের ইন্দিরা গান্ধী মেমোরিয়াল হাসপাতালে ভর্তি করলে পরদিন শুক্রবার রাত আড়াইটার দিকে তিনি মারা যান। হানজালার মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে মালদ্বীপে নিযুক্ত বাংলাদেশ হাইকমিশনের কল্যাণ সহকারী আল মামুন বলেন, 'আমরা শুক্রবার রাতে হাসপাতালে গিয়ে হানজালার শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নিয়েছি। চিকিৎসক তখন জানিয়েছিলেন, তার অবস্থা খুবই আশঙ্কাজনক। পরবর্তী সময়ে রাত ২টার দিকে হানজালার মৃত্যুর বিষয়টি হাসপাতাল থেকে আমাদের জানানো হয়।'

প্রথম আলো
মঙ্গলবার, ১৪ এপ্রিল ২০২৬

সড়ক দুর্ঘটনা

বাস-পিকআপ সংঘর্ষে নিহত ২, আহত ২৯

প্রথম আলো ডেস্ক

ফরিদপুরের ভাঙ্গায় যাত্রীবাহী বাসের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে বাঙ্গিবাহী পিকআপ ভ্যানের দুই ব্যবসায়ী নিহত হয়েছেন। পরে ওই বাসটি মহাসড়কের খাদে পড়ে ২৯ জন আহত হয়েছেন।

গতকাল সোমবার সকাল সাড়ে নয়টার দিকে উপজেলার চুমুরদি ইউনিয়নের বাবলাতলা বাসস্ট্যান্ড এলাকার ফরিদপুর-বরিশাল মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এ ঘটনার বাইরে তিন জেলায় শিশুসহ অন্তত তিনজন নিহত হয়েছেন। *প্রথম আলোর* সংশ্লিষ্ট স্থানের প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর।

ফরিদপুরে নিহত ব্যক্তিরা হলেন জাহাঙ্গীর মোল্লা (৪০) ও আলমগীর শেখ (৫০)। তাঁরা ভাঙ্গা পৌরসভার কৈড়বি সদরদী মহল্লার বাসিন্দা ও বাঙ্গি ব্যবসায়ী ছিলেন। ভাঙ্গা হাইওয়ে পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হেলাল উদ্দিন বলেন, শাহ ফরিদপুর পরিবহনের একটি যাত্রীবাহী বাস ফরিদপুর থেকে মাদারীপুরের দিকে যাচ্ছিল। ওই সময় বিপরীত দিক থেকে আসছিল পিকআপ ভ্যানটি। উভয় যানের মধ্যে মুখোমুখি সংঘর্ষ হলে যাত্রীবাহী বাসটি মহাসড়কের পাশে পড়ে যায়।

ভাঙ্গা ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন ম্যানেজার আবু জাফর বলেন, হতাহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান ফায়ার সার্ভিস ও হাইওয়ে পুলিশের সদস্যরা। আহত ব্যক্তিদের মধ্যে পিকআপের চালক রয়েছেন।

শিশুসহ ৩ জেলায় নিহত ৩

রাজধানীর যাত্রাবাড়ীর শনির আখড়া এলাকায় রোববার দিবাগত রাত একটার দিকে ট্রাকের ধাক্কায় নিহত হয়েছেন পরিবহনশ্রমিক সাজ্জাদ সাকিব (২৫)। তাঁর বাড়ি ডেমরার কোনাপাড়া এলাকায়। পুলিশ জানায়, রাস্তা পার হওয়ার সময় দ্রুতগতির একটি ট্রাক তাঁকে ধাক্কা দেয়। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

সাতক্ষীরা সদর উপজেলার ধুলিহর এলাকায় গতকাল দুপুরে ট্রলির চাপায় নিহত হয়েছে শিশু ওমর ফারুক (৩)। সে ওই এলাকার সারাফাত গাজীর ছেলে।

খুলনার কয়রা উপজেলার নারায়ণপুর বাজার এলাকায় গতকাল দুপুরে তরমুজবাহী ট্রাকের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত হয়েছেন ভ্যানচালক মজিবর মোড়ল (৬০)। তিনি উপজেলার বগা গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন।

সময়ের আলো
বৃহস্পতিবার : ১৬ এপ্রিল ২০২৬

বন্যহাতির আক্রমণে কৃষকের মৃত্যু

কক্সবাজার সংবাদদাতা

কক্সবাজারের ঈদগাঁও উপজেলার ইসলামাবাদ ইউনিয়নে ধানক্ষেত পাহারা দিতে গিয়ে বন্যহাতির আক্রমণে ছাবের আহমদ নামে এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। বুধবার সকালে পূর্ব গজালিয়া সাতঘরিয়াপাড়ায় এ মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সাম্প্রতিক এলাকায় বন্যহাতির উপদ্রব বেড়ে যাওয়ায় প্রতিদিনের মতো ভোররাতে নিজের ধানক্ষেত পাহারা দিতে যান ছাবের আহমদ। এ সময় হঠাৎ একটি বন্যহাতি ধানক্ষেতে ঢুকে তাকে আক্রমণ করে। পাশের ক্ষেত পাহারায় থাকা কৃষক জামাল উদ্দিন জানান, হাতিটি শুঁড় দিয়ে আঘাত করে তার শরীরের বিভিন্ন অংশে গুরুতর জখম করে, এতে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। বিষয়টি নিশ্চিত করে ফুলছড়ি রেঞ্জের রাজঘাট বিট কর্মকর্তা শাহ আলম জানান, সরকারি নিয়ম অনুযায়ী নিহতের পরিবার ক্ষতিপূরণ পাবে এবং এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করা হবে। ঈদগাঁও রেঞ্জ কর্মকর্তা উজ্জ্বল হোসাইন জানান, পাহাড়সংলগ্ন এলাকায় খাদ্যের সন্ধানে বন্যহাতির লোকালয়ে প্রবেশ বেড়ে যাওয়ায় মানুষ-হাতি সংঘাত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

যুগান্তর
বৃহস্পতিবার ১৬ এপ্রিল ২০২৬
৩ বৈশাখ ১৪৩৩

লালপুরে নির্মাণাধীন ভবনের ছাদ থেকে পড়ে শ্রমিকের মৃত্যু

লালপুর (নাটোর) প্রতিনিধি

লালপুরে নির্মাণাধীন ভবন থেকে পড়ে শামীম সরদার নামের এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার বিকালে উপজেলার নওপাড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহত শামীম সরদার উপজেলার বিলমাড়ীয়া ইউনিয়নের মোহরকয়া খাঁ পাড়া গ্রামের মোস্তাফিজুর রহমান নুহুর ছেলে। জানা যায়, দুপুরে উপজেলার নওপাড়া গ্রামের জালাল উদ্দিনের নির্মাণাধীন তিনতলা ভবনের কাজ করার সময় শামীম মাটিতে পড়ে গুরুতর আহত হন। এ সময় উদ্ধার করে লালপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। চিকিৎসক কাউছার মাহমুদ জানান, হাসপাতালে নিয়ে আসার পূর্বে শামীম সরদারের মৃত্যু হয়েছে।

কালের কণ্ঠ
শনিবার । ১৮ এপ্রিল ২০২৬

ভারতে অনুপ্রবেশ

মেঘালয় পাহাড়ে চাপা পড়ে বাংলাদেশি কয়লা শ্রমিক নিহত

তাহিরপুর (সুনামগঞ্জ) প্রতিনিধি ▷

তাহিরপুর উপজেলার উত্তর শ্রীপুর ইউনিয়নের সীমান্তবর্তী এলাকা দিয়ে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করেন একদল কয়লা শ্রমিক। বৃহস্পতিবার (১৬ এপ্রিল) তাঁরা মেঘালয় পাহাড়ে গর্ত করে কয়লা উত্তোলন করার সময় চাপা পড়ে ওই দলের একজন নিহত হন। নিহত কয়লা শ্রমিকের নাম মজিবুর রহমান (৩৫)। তিনি ওই ইউনিয়নের লাকমা গ্রামের আলতু মিয়ার ছেলে।

পারিবারিক ও স্থানীয় এলাকাবাসী সূত্রে জানা যায়, গত রবিবার উপজেলার বালিয়াঘাট সীমান্তের ৯৬/৭-এস পিলার এলাকা দিয়ে নিহত মজিবুরসহ একদল কয়লা শ্রমিক মেঘালয়ের নকলা এলাকায় অনুপ্রবেশ করেন। বৃহস্পতিবার দুপুরে পাহাড়ে গর্ত করে কয়লা উত্তোলন করার সময় গর্তের ওপর থেকে কয়লার একটি অংশ হঠাৎ করে ধসে পড়ে। এ সময় ওই গর্ত থেকে অন্যরা বের হতে পারলেও মজিবুর রহমান গর্তের ভেতর আটকা পড়েন এবং মাথায় গুরুতর আঘাত পান। পরে তাঁর সঙ্গীরা কয়লা খুঁড়ে তাঁকে মৃত অবস্থায় উদ্ধার করেন এবং মরদেহ বাংলাদেশ সীমানার ভেতরে লালঘাট গ্রামে নিহতের শ্বশুর আব্দুল হাসিমের বাড়িতে নিয়ে আসেন। পরে খবর পেয়ে তাহিরপুর থানার পুলিশ মজিবুরের মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য সুনামগঞ্জ সদর হাসপাতালে পাঠায়।

তাহিরপুর থানার ওসি আমিনুল ইসলাম জানান, মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য সুনামগঞ্জ পাঠানো হয়েছে এবং এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। বিজিবি ২৮ ব্যাটালিয়ন সুনামগঞ্জের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল এ কে এম জাকারিয়া কাদির বলেন, অবৈধভাবে সীমান্ত অতিক্রম করে কয়লার কাজ করতে গিয়ে এ দুর্ঘটনা ঘটেছে। বিষয়টি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

প্রথম আলো
বৃহস্পতিবার, ১৬ এপ্রিল ২০২৬,

মা-ছেলে, দুই ভাই, স্বামী-স্ত্রীসহ ৬ জেলায় নিহত ১০

সড়ক দুর্ঘটনা

কুমিল্লা, খুলনা, নীলফামারী ও বরগুনায় দুজন করে এবং চট্টগ্রাম ও পটুয়াখালীতে একজন করে নিহত হয়েছেন।

প্রথম আলো ডেস্ক

দেশের ছয় জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় অন্তত ১০ জন নিহত হয়েছেন। এর মধ্যে কুমিল্লায় অটোরিকশা উল্টে মা-ছেলে, খুলনায় ট্রাকের ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী দম্পতি ও নীলফামারীতে ট্রাকচাপায় পথচারী দুই ভাই নিহত হয়েছেন। এর বাইরে বরগুনায় দুজন এবং চট্টগ্রাম ও পটুয়াখালীতে একজন করে নিহত হয়েছেন।

গত মঙ্গলবার রাত থেকে গতকাল বুধবার বিকেল পর্যন্ত এসব দুর্ঘটনা ঘটে। প্রথম আলোর সংশ্লিষ্ট স্থানের **প্রতিনিধি**দের পাঠানো খবর :

কুমিল্লার দেবীদ্বার পৌর এলাকার বারেরা সরকারবাড়ি এলাকায় গতকাল বিকেলে কাভার্ড ভ্যানের ধাক্কায় সিএনজিচালিত অটোরিকশা উল্টে নিহত হয়েছেন রওশন আরা বেগম (৩৮) ও তাঁর ছেলে ইয়ামিন হোসেন (৬)। এ ঘটনায় নিহত রওশনের মা-বাবা, অটোরিকশাচালক ও আরও এক যাত্রী আহত হয়েছেন। আহত ব্যক্তিরা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সসহ বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। নিহত রওশন আরা মুরাদনগর উপজেলার জাড্ডা গ্রামের দিদার মিয়ার স্ত্রী।

দেবীদ্বার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মনিরুজ্জামান বলেন, কাভার্ড ভ্যান ও চালক থানা-পুলিশের হেফাজতে রয়েছে। এ ঘটনায় আইনি ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

খুলনার দৌলতপুরের রেল গেট এলাকায় মঙ্গলবার রাতে বাসের সঙ্গে সংঘর্ষে নিহত হয়েছেন মোটরসাইকেলের আরোহী তানভীর হাসান শেখ (৩১) ও তাঁর স্ত্রী লামিয়া বেগম (২৮)। তানভীরের বাড়ি বটিয়াঘাটা উপজেলার ভাদগাতি এলাকায়।

দৌলতপুর থানার ওসি শফিকুল ইসলাম বলেন, দুর্ঘটনার পরপরই বাসটি জব্দ করা হয়েছে। চালক পালিয়ে গেছেন। তাঁকে আটকের চেষ্টা চলছে।

নীলফামারী সদরের পূর্ব সৃটিপাড়া জামতলী এলাকায় মঙ্গলবার রাতে ট্রাকচাপায় নিহত হয়েছেন পথচারী দুই ভাই সিহাব হোসেন (১৯) ও মো. সোয়াদ (৬)। তাঁরা সেখানকার পশ্চিম কুচিয়ার মোড় গ্রামের তরিকুল ইসলামের ছেলে। এ ঘটনায় একই গ্রামের স্টালিন ইসলামের ছেলে মো. হোসেন (১০) আহত হয়েছে।

নীলফামারী সদর থানার ওসি জিল্লুর রহমান বলেন, চালক ট্রাকটি নিয়ে পালিয়ে গেছেন। ট্রাকটি শনাক্তের চেষ্টা চলছে।

বরগুনার আমতলী উপজেলার ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের সামনে মঙ্গলবার রাতে ট্রাকের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত হয়েছেন অটোরিকশার যাত্রী মিরাজুল ইসলাম ও বেল্লাল মুসুল্লী। এ ঘটনায় অটোরিকশার চালক ও আরও দুই যাত্রী আহত হয়েছেন। নিহত বেল্লালের বাড়ি পটুয়াখালীর কলাপাড়া উপজেলার মাইঠভাঙ্গা গ্রামে। আর নিহত শাওনের বাড়ি আমতলী উপজেলার উত্তর সোনাখালী গ্রামে। ট্রাকটি পালিয়ে যাওয়ার পথে স্থানীয় জনতা বাদুরা বাজারে আটক করেন।

পটুয়াখালীর দুমকী উপজেলা পরিষদের প্রধান ফটকের পাশে গতকাল সকালে ট্রাকচাপায় নিহত হয়েছেন অবসরপ্রাপ্ত ব্যাংক কর্মকর্তা মো. হারুন অর রশিদ খান (৭০)। এ সময় ট্রাকটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের পাশের একটি গাছের সঙ্গে ধাক্কা খেলে চালক গুরুতর আহত হন। নিহত হারুন অর রশিদ খান উপজেলার শ্রীরামপুর ইউনিয়নের চরবয়েড়া গ্রামের বাসিন্দা। তিনি সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান প্রয়াত গিয়াসউদ্দিন খানের ছেলে।

ব্যস্ত সড়কে আলপনা ও এরপর

নতুন বছরকে স্বাগত জানিয়ে ব্যস্ত সড়কে ঝুঁকি নিয়ে আলপনা আঁকছিলেন পাড়ার কয়েকজন তরুণ। তাঁদের কাজে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন মহাম্মদ জুয়েল (৩৫)। সড়কে আলপনা আঁকায় ব্যস্ত তরুণদের নিরাপত্তায় যানবাহন নিয়ন্ত্রণ করছিলেন তিনি। আলপনার কাজ শেষ পর্যায়ে ছিল। 'শুভ নববর্ষ ১৪৩৩' লেখাও হয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ বেপরোয়া গতির একটি পিকআপ এসে চাপা দিলে ঘটনাস্থলেই মারা যান জুয়েল। গতকাল সকালে চট্টগ্রামের রাউজানের নোয়াপাড়া ইউনিয়নের কমলারদিঘি কালীবাড়ির সামনে সড়কের ওপর এ ঘটনা ঘটে। নিহত জুয়েল উপজেলার নোয়াপাড়া ইউনিয়নের পশ্চিম নোয়াপাড়ার কালীবাড়ির বাসিন্দা। তিনি পেশায় অটোরিকশাচালক ছিলেন।

সমকাল
শুক্রবার । ১৭ এপ্রিল ২০২৬

চার জেলায় বজ্রপাতে প্রাণ গেল স্কুলছাত্রসহ ৬ জনের

যশোরে আড়াই ঘণ্টা ঝড়ের তাণ্ডব, আহত ২০

সমকাল ডেস্ক

দেশের পাঁচ জেলায় বজ্রপাতে গতকাল বৃহস্পতিবার ছয়জনের মৃত্যু হয়েছে। এর মধ্যে চুয়াডাঙ্গার দুই স্থানে বজ্রপাতে স্কুলছাত্রসহ দুজন, মুন্সীগঞ্জের টঙ্গীবাড়িতে দুজন, মেহেরপুরের গাংনীতে একজন রয়েছেন। যশোরে কালবৈশাখী ও বজ্রপাতে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। বজ্রপাতে প্রাণ হারিয়েছেন এক কৃষক। আহত হয়েছেন অন্তত ২০ জন।

চুয়াডাঙ্গায় প্রাণ গেল দুজনের

চুয়াডাঙ্গার দুই স্থানে বজ্রপাতে স্কুলছাত্রসহ দুজনের মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার দুপুরে বজ্রবৃষ্টির সময় দামুড়হুদা উপজেলার পার কৃষ্ণপুর ও জীবননগর উপজেলার ঘোষনগর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। মৃতরা হলো– পার কৃষ্ণপুর গ্রামের আজিমুল ইসলামের ছেলে নবম শ্রেণির ছাত্র নাজিমুল ইসলাম (১৫) এবং জীবননগর উপজেলার ঘোষনগর গ্রামে প্রয়াত রেজাউলের ছেলে রাসেল হোসেন (২৫)।

স্থানীয়রা জানান, নাজিমুল দুপুরে বাবার জন্য মাঠে খাবার নিয়ে যাচ্ছিল। এ সময় বজ্রপাতে ঘটনাস্থলেই সে প্রাণ হারায়। নিজ বাড়ির পাশের জমিতে কাজ করার সময় বজ্রপাতে আহত হন জীবননগরের রাসেল। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসক।

যশোরে কালবৈশাখীর তাণ্ডব, একজনের মৃত্যু

যশোরে দুপুরের পর আকস্মিক কালবৈশাখী ও বজ্রপাতে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। বজ্রপাতে প্রাণ হারিয়েছেন এক কৃষক। টানা আড়াই ঘণ্টার বেশি সময় চলা ঝড়ে অন্তত ২০ জন আহত হয়েছেন। ঝড়ের কারণে দুপুরের পর থেকে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে একাধিক ইউনিয়ন।

হাসপাতাল, পুলিশ ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধির সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, দুপুরের পর শুরু হয় ঝড়। সেই সঙ্গে বজ্রপাত হতে থাকে। এ সময় মনিরামপুর উপজেলার শাহাপুর গ্রামের লুৎফর রহমান সরদার বাড়ি থেকে মাঠে যাচ্ছিলেন। বজ্রপাতে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়।

উপজেলা কৃষি অফিসের তথ্যমতে, প্রায় ১৫০ বিঘা জমির ধান হেলে পড়েছে। জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক মোশাররফ হোসেন জানান, যশোরে ১৮ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়েছে। এই বৃষ্টি ধানের জন্য আশীর্বাদ।

মেহেরপুরে কৃষকের মৃত্যু

মেহেরপুরের গাংনীতে বজ্রপাতে জারজিস হোসেন (৫০) নামের এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। বিকেলে উপজেলার ধানখোলা ইউনিয়নের ভাটপাড়া জোলের মাঠে এ ঘটনা ঘটে। জারজিস হোসেন ভাটপাড়া গ্রামের প্রয়াত দাউদ হোসেনের ছেলে।

বজ্রপাতে আহত একজন

কিশোরগঞ্জে হাওরে বজ্রপাতে জিয়াউর রহমান (৪০) নামের এক ব্যক্তি গুরুতর আহত হয়েছেন। তিনি ইটনা উপজেলার রায়টুটি ইউনিয়নের সোয়াই গ্রামের সফর আলীর ছেলে। সন্ধ্যায় হাওরে মাছ ধরার চাঁই পাততে যাচ্ছিলেন জিয়াউর। এ সময় বজ্রপাতে আহত হন।

(সংশ্লিষ্ট অফিস, প্রতিনিধি ও সংবাদদাতার পাঠানো তথ্য)

প্রথম আলো
শুক্রবার, ১৭ এপ্রিল ২০২৬,

নারায়ণগঞ্জ

শ্রমিক নিখোঁজ

শীতলক্ষ্যা নদীর নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে পণ্যবাহী লাইটারেজ জাহাজ থেকে শীতলক্ষ্যা নদীর পানিতে পড়ে ইসমাইল গাজী (২৫) নামে জাহাজের এক শ্রমিক নিখোঁজ হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে উপজেলার রূপসী কাজীপাড়া এলাকার শীতলক্ষ্যা নদীর সোনালীঘাটে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিখোঁজ ইসমাইল বরগুনার পাথরঘাটা উপজেলার ঘুটবাছা গ্রামের মো. হানিফের ছেলে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, জাহাজ থেকে মালামাল আনলোডের সময় হঠাৎ ইসমাইল অসুস্থ হয়ে জাহাজের কার্নিশ থেকে ছিটকে শীতলক্ষ্যা নদীতে পড়ে যায়। রূপগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এ এইচ এম সালাউদ্দীন প্রথম আলোকে বলেন, পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। নিখোঁজ ইসমাইলকে উদ্ধারের চেষ্টা চলছে।

প্রতিনিধি, *নারায়ণগঞ্জ*

প্রথম আলো
শনিবার, ১৮ এপ্রিল ২০২৬

দৌড়ে বাসে উঠতে গিয়ে নিহত চালকের সহকারী

রাজধানীর মিরপুর-২ নম্বরে চলন্ত বাসে ওঠার সময় পা ফসকে নিচে পড়ে মারা গেছেন চালকের সহকারী। গতকাল শুক্রবার সকালে শেরেবাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামের সামনের রাস্তায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত ব্যক্তির নাম মো. হাফিজ (১৯)। মিরপুর মডেল থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মোহাম্মদ হোসাইন বলেন, সকাল পৌনে আটটার দিকে মিরপুর থেকে একটি বাস পিরোজপুরে যাচ্ছিল। যাত্রী তোলার পর বাসটি ছেড়ে দিলে হাফিজ দৌড়ে ওঠার চেষ্টা করেন। এ সময় তিনি পা ফসকে নিচে পড়ে ঘটনাস্থলে প্রাণ হারান। পরে তাঁর লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠানো হয়েছে। চালকসহ বাসটি আটকের চেষ্টা চলছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

বিশেষ প্রতিবেদক, *ঢাকা*

সংবাদ
ঢাকা : রোববার ৬ বৈশাখ ১৪৩৩
Dhaka : Sunday 19 April 2026

বজ্রপাতে একদিনে প্রাণ গেলো ১২ জনের

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

দেশের ৬ জেলায় বজ্রপাতে একদিনে ১২ জনের প্রাণহানির ঘটনা ঘটেছে। এতে আহত হয়েছেন আরও অন্তত ১২ জন। এর মধ্যে সুনমাগঞ্জে সবচেয়ে বেশি মানুষের প্রাণ গিয়েছে। সেখানে চার উপজেলায় পাঁচজন মারা গেছেন। এদের মধ্যে অধিকাংশই গতকাল দুপুরে হাওরে ধান কাটার সময় প্রাণ হারিয়েছেন। এছাড়া ময়মনসিংহ ও রংপুরে দুইজন করে এবং নেত্রকোণা, হবিগঞ্জ ও কিশোরগঞ্জে একজন করে বজ্রপাতে নিহত হয়েছেন।

সুনামগঞ্জ **প্রতিনিধি জানান**, সুনামগঞ্জের বিভিন্ন হাওরে কাজ করার সময় বজ্রপাতে পাঁচজনের প্রাণ গেছে, এতে আহত হয়েছেন আরও চারজন। গতকাল দুপুর সাড়ে ১২টায় জামালগঞ্জের পাগনার হাওর, ধর্মপাশার টগার হাওর, দিরাইয়ের কালিয়াগোটা হাওর এবং তাহিরপুর উপজেলায় এ ঘটনা ঘটে বলে জানিয়েছেন সুনামগঞ্জের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মো. মতিউর রহমান।

নিহতরা হলেন- জামালগঞ্জ উপজেলা সদর ইউনিয়নের চাঁনপুর গ্রামের নুরুজ্জামান, ধর্মপাশা উপজেলার পাইকুরহাটি ইউনিয়নের বড়ইহাটি গ্রামের হাবিবুর রহমান, একই উপজেলার জয়শ্রী ইউনিয়নের সরস্বতিপুর গ্রামের জয়নাল হকের ছেলে রহমত উল্লাহ (২৩), দিরাই উপজেলার কৃষক লিটন মিয়া এবং তাহিরপুর উপজেলা সদর ইউনিয়নের গাজীপুর গ্রামের আবু বকরের ছেলে আবুল কালাম ওরফে কালা মিয়া (২৮)।

ময়মনসিংহ প্রতিনিধি জানান, গতকাল দুপুর ২টার দিকে গৌরীপুর ও গফরগাঁও উপজেলায় বজ্রপাতে দইজনের মৃত্যু হয় বলে পুলিশ জানিয়েছে। নিহতরা হলেন- গৌরীপুর উপজেলার গৌরীপুর ইউনিয়নের কোনাপাড়া গ্রামর ওলি মিয়ার ছেলে রহমত আলী উজ্জ্বল (৩০) এবং গফরগাঁও উপজেলার উস্থি ইউনিয়নের ধাইরগাঁও গ্রামের প্রয়াত সেকান্দর আলী খান মমতাজ আলী খান (৫৮)।

গৌরীপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হযরত আলী বলেন, রহমত আলী মুদি দোকানি। দুপুরে বোন জামাইয়ের ধান খেত দেখতে পূর্ব কোনাপাড়া গ্রামে যান তিনি। সেখানে হঠাৎ বজ্রপাতে ঘটনাস্থলেই মারা যায় উজ্জ্বল। গফরগাঁও থানার ওসি আতিকুর রহমান বলেন, মমতাজ আলী খান জোহরের নামাজ পড়ে বাড়ি ফিরছিলেন। পথে হঠাৎ বজ্রপাতে গুরুতর আহত হন তিনি। স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে স্থানীয় উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

রংপুর প্রতিনিধি জানান, মিঠাপুকুর উপজেলার বড় হযরতপুর এলাকার সখিপুরে বজ্রপাতে দুজনের মৃত্যু হয়েছে। এ সময় আহত হয়েছেন আরও অন্তত আটজন। মিঠাপুকুর থানার ওসি নুরুজ্জামান বলেন, গতকাল দুপুর ১২টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন- উপজেলার রামেশ্বর পাড়া গ্রামের মাঝিপাড়া এলাকার মিলন মিয়া (৩৫) এবং সখিপুর গ্রামের আবু তালেব (৬৫)।

সখিপুর গ্রামের রমজান আলী বলেন, গ্রামের তানজিমুল ইসলাম গোন্ডেনের একটি পুকুরে মাছ ধরার কাজ চলছিল। এ সময় কয়েকজন মাছ ধরছিলেন, আর কয়েকজন পাড়ের একটি টং ঘরে বসে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। বজ্রপাতে ঘটনাস্থলেই দুজনের মৃত্যু হয়। আহত হয় ৭-৮ জন। তাদের মিঠাপুকুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পাঠানো হয়েছে। কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় উন্নত চিকিৎসার জন্য তাদের রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। মিঠাপুকুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. পারভেজ বলেন, নিহতদের পরিবারকে প্রশাসনের পক্ষ থেকে সার্বিক সহযোগিতার চেষ্টা করা হবে।

নেত্রকোণা প্রতিনিধি জানান, আটপাড়া উপজেলার সুখারী ইউনিয়নের হাতিয়া গ্রামের সামনের মেখির হাওড়ে বজ্রপাতে এক কৃষক মারা গেছেন। নিহত আলতু মিয়া (৬৫) একই গ্রামের মৃত লাল মিয়ার ছেলে। আটপাড়া থানার ওসি মো. জুবায়দুল আলম বলেন, দুপুর ১টার দিকে মেখি হাওড়ে গরুর জন্য ঘাস কাটছিলেন আলতু মিয়া। এ সময় আকাশ অন্ধকার করে বৃষ্টিসহ বজ্রপাত হয়।

বজ্রপাতের পর স্থানীয়রা হাওড়ে গিয়ে আলতু মিয়ার মরদেহ পরে থাকতে দেখেন। আটপাড়ার ইউএনও মো. শাহানুর রহমান বলেন, নিহতের পরিবারের সঙ্গে প্রশাসনের পক্ষ থেকে যোগাযোগ করা হচ্ছে। তাদেরকে আর্থিক সহায়তা দেয়া হবে।

কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি জানান, করিমগঞ্জ উপজেলার বড় হাওরে ধান কাটার সময় বজ্রপাতে এক শ্রমিক মারা গেছেন। করিমগঞ্জ থানার ওসি এমরানুল করিম বলেন, গতকাল দুপুরে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত হেলাল মিয়া (৩৮) উপজেলার কলাবাতা গ্রামের বাসিন্দা।

হবিগঞ্জ প্রতিনিধি জানান, নবীগঞ্জ উপজেলায় বড় ভাকৈর (পূর্ব) ইউনিয়নের বিবিয়ানা নদীর তীরবর্তী মমিনা হাওরে ধান কাটতে গিয়ে বজ্রপাতে এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। নবীগঞ্জ থানার ওসি মো. মোনায়েম মিয়া বলেন, নিহত সুনাম উদ্দিন (৬০) উপজেলার রামপুর গ্রামের মৃত সুন্দর আলীর ছেলে। বড় ভাকৈর (পূর্ব) ইউনিয়নের ইউপি সদস্য জুয়েল মিয়া বলেন, সকালে তিনি হাওরে ধান কাটতে যান। দুপুরে বজ্রপাতে তার মৃত্যু হয়। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে।

যুগান্তর
শুক্রবার ২৪ এপ্রিল ২০২৬

বনানীতে বাসচাপায় দুই শ্রমিক নিহত

সিদ্ধেশ্বরীতে পিকআপের ধাক্কায় প্রাণ গেল পথচারীর

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় বাইকের সংঘর্ষে নিহত ২

এছাড়া দুই স্থানে ঝরল আরও ২ প্রাণ

যুগান্তর ডেস্ক

রাজধানীর বনানীতে যাত্রীবাহী বাস দুর্ঘটনার কবলে পড়েছে। বাসটির চাপায় সড়ক বিভাজকে থাকা সিটি করপোরেশনের দুই শ্রমিক প্রাণ হারিয়েছেন। বৃহস্পতিবার বিকালে বনানীর বিআরটিএর প্রধান কার্যালয়ের সামনের সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এদিকে রাজধানীর সিদ্ধেশ্বরীতে পিকআপের ধাক্কায় পথচারী নিহত হয়েছেন। এছাড়া দুর্ঘটনায় চার স্থানে আরও পাঁচজন প্রাণ হারিয়েছেন। তাদের মধ্যে ফরিদপুরে শিক্ষার্থী, দিনাজপুরে যুবক, সিলেটে তাঁতী দলের আহবায়ক এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় দুই ছাত্রদল কর্মী রয়েছেন। ব্যুরো, স্টাফ রিপোর্টার ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

ঢাকা : নিহতরা হলেন— সাগর মিয়া ও মুসলিম উদ্দিন। তারা দুজনই সিটি করপোরেশনের ঠিকাদারের মাধ্যমে লেবারের কাজ করতেন। এছাড়া দুর্ঘটনায় অন্তত ২০ জন বাসযাত্রী আহত হয়েছেন বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন। বনানী থানার ওসি ফরিদুল ইসলাম জানান, নিহতদের পরিচয় শনাক্তের চেষ্টা চলছে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মহাখালী থেকে গাজীপুরগামী ভুঁইয়া পরিবহণের একটি বাস তৃতীয় লিঙ্গের কিছু ব্যক্তির তোপের মুখে পড়ে নিয়ন্ত্রণ হারায়। এদিকে এ ঘটনায় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিও ক্লিপে দেখা গেছে, বাসটি সড়কের বিভাজক ঘেঁষে ফুটওভারব্রিজের পিলারে আটকে আছে। সামনের বাঁ পাশের চাকায় এক ব্যক্তি আটকে আছেন। তাকে উদ্ধারে উপস্থিত ব্যক্তিরা চেষ্টা চালাচ্ছেন। কেউ কেউ দুর্ঘটনাকবলিত বাসটি থেকে আতঙ্কিত যাত্রীদের নামতে সহযোগিতা করছেন। সেখানে রক্তাক্ত বাসযাত্রীকে নামতে দেখা গেছে। দুর্ঘটনায় বাসটির একাংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, সামনের গ্লাস ভেঙে গেছে। যেখানে বাসটির নারী যাত্রীরা বসেছিলেন।

দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন গোলাম নেওয়াজ নামে এক যুবক। তিনি আগারগাঁও থেকে বনানী ফিরছিলেন। দুর্ঘটনায় তার হাঁটু ও নাকে গুরুতর আঘাত পেয়েছেন। নেওয়াজ বলেন, মহাখালী ব্রিজ থেকে নামার একটু পর বাসটি দুর্ঘটনার শিকার হয়। বাসভর্তি যাত্রী ছিল। যারা সামনে দাঁড়িয়েছিল তারা বেশি আঘাত পেয়েছেন। আমি বসে ছিলাম। তবুও নাকে ও হাঁটুতে মারাত্মক আঘাত পেয়েছি। হাঁটু হয়তো ভেঙে গেছে। শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। এছাড়া আমার

ঢামেক : সিদ্ধেশ্বরীতে নিহত হারুন অর রশিদ (৪৫) পেশায় প্রাইভেট কারচালক ছিলেন। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় মনোয়ারা হাসপাতালের সামনের সড়কে এই দুর্ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় চালককে আটক ও পিকআপটি জব্দ করা হয়েছে। লাশ ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতাল মর্গে রয়েছে। বিষয়টি রমনা থানাকে অবহিত করা হয়েছে। হারুন কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলার পাটদা কাঠালিয়া গ্রামের তমিজ উদ্দিনের ছেলে। তিনি রাজধানীর বেগুনবাড়িতে থাকতেন। তার স্ত্রী, এক ছেলে ও এক মেয়ে রয়েছে।

যুগান্তর
বৃহস্পতিবার ১৬ এপ্রিল ২০২৬
৩ বৈশাখ ১৪৩৩

চালক ঘুমে, ট্রাক উলটে দাউদকান্দিতে নিহত ৭

যুগান্তর ডেস্ক

দেবিদ্বারে কাভার্ডভ্যানচাপায় মা-ছেলের মৃত্যু

খুলনায় বাস-মোটরসাইকেল সংঘর্ষে স্বামী-স্ত্রী নিহত

নীলফামারীতে ট্রাকের ধাক্কায় দুই ভাই পরপারে

সাত স্থানে সড়কে ঝরল আরও ১২ প্রাণ

কুমিল্লার দাউদকান্দিতে চালকের ঘুমের ঘোরে ট্রাক উলটে ৭ শ্রমিক নিহত হয়েছেন। গুরুতর আহত হয়েছেন আরও ৬ জন। মঙ্গলবার ভোরে উপজেলার হাসানপুর এলাকায় ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। দেবিদ্বার উপজেলায় কাভার্ডভ্যানচাপায় বুধবার মা-ছেলে নিহত হয়েছেন। খুলনায় দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন স্বামী-স্ত্রী। নীলফামারীতে ট্রাকের ধাক্কায় প্রাণ হারিয়েছেন দুই ভাই। এছাড়া সাত স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় আরও ১২ জনের মৃত্যু হয়েছে। তাদের মধ্যে রাজধানীতে অজ্ঞাতনামা নারীসহ দুজন, বগুড়ায় গৃহবধূসহ চারজন, নাটোর ও গাইবান্ধায় দুই যুবক, পটুয়াখালীতে ব্যাংক কর্মকর্তা এবং ফেনীতে পিকআপের হেলপার ও বরগুনায় ব্যবসায়ীসহ দুজন রয়েছেন। ব্যুরো, স্টাফ রিপোর্টার ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

কুমিল্লা ও দেবিদ্বার : নিহতরা হলেন—দিনাজপুরের নবাবগঞ্জ থানার খালিবপুর গ্রামের মোহাম্মদ আফজাল হোসেন, সোহরাব হোসেন, সালেক মিয়া, একই জেলার বিরামপুর থানার সুমন মিয়া, বিষু, আবু হোসেন এবং আব্দুর রশিদ। তারা সবাই দিনমজুর। হাইওয়ে পুলিশ জানায়, দিনাজপুর থেকে চালবোঝাই ট্রাক চট্টগ্রাম যাচ্ছিল। কম ভাড়ায় একদল শ্রমিক ট্রাকের ওপর চড়ে তাদের কর্মস্থলে যাচ্ছিল। হাসানপুর এলাকায় এসে ট্রাকটি নিয়ন্ত্রণ হারায়। এতে ঘটনাস্থলেই ৭ জনের প্রাণহানি ঘটে। গুরুতর আহত অবস্থায় আরও ৬ জনকে উদ্ধার করা হয়েছে। এদিকে নিহতদের

চালক ঘুমে, ট্রাক উলটে দাউদকান্দিতে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

পরিবারকে জেলা প্রশাসকের পক্ষ থেকে ২০ হাজার টাকা করে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে। দাউদকান্দি হাইওয়ে থানার ওসি ইকবাল বাহার বলেন, সম্ভবত চালক ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ট্রাক চালাচ্ছিলেন। বিষয়টি তদন্ত করে দেখছি। দুর্ঘটনাকবলিত ট্রাকটি উদ্ধার করা হয়েছে। এদিকে দেবিদ্বার উপজেলায় কাভার্ডভ্যানচাপায় অটোরিকশাযাত্রী মা রৌশন আরা বেগম ও শিশু ছেলে ইয়ামিনের মৃত্যু হয়েছে। এতে আরও দুজন গুরুতর আহত হয়েছেন। বুধবার বিকালে পৌর এলাকার বারেরা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। রৌশনআরা মুরাদনগর উপজেলার দারোরা ইউনিয়নের গাজীরহাট গ্রামের দিদার মিয়ার স্ত্রী। দুর্ঘটনায় রৌশন আরা বেগমের বাবা তাজুল ইসলাম ও মা মনোয়ারা বেগম গুরুতর আহত হন।

খুলনা : খুলনায় বাস-মোটরসাইকেল সংঘর্ষে স্বামী-স্ত্রী নিহত হয়েছেন। মঙ্গলবার রাতে নগরীর রেলগেট এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন—বাটিয়াঘাটা উপজেলার ভাদগাতি বাসিন্দা মহিউদ্দিন শেখের ছেলে তানভীর হাসান শেখ ও তার স্ত্রী নামিয়া বেগম।

নীলফামারী : নীলফামারী-সৈয়দপুর মহাসড়কে ট্রাকের ধাক্কায় দুই ভাইয়ের মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার মধ্যরাতে পশ্চিম কুচিয়ার মোড় শেখ জামে মসজিদ এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটে। নিহতরা হলো—জেলার সদর উপজেলার কুন্দপুকুর ইউনিয়নের পশ্চিম কুচিয়ার মোড় দোলাপাড়া গ্রামের তরিকুল ইসলামের ছেলে সিহাব হোসেন ও সোয়াদ হোসেন।

ঢাকা : রাজধানীর ডেমরা ও খিলক্ষেতের ৩শ ফিট এলাকায় পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় নারীসহ দুজনের মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার ভোরে ডেমরা স্টাফ কোয়ার্টার এলাকায় লরির ধাক্কায় যুবক কামাল হোসেন এবং ৩শ ফিট সড়কে গাড়ির ধাক্কায় অজ্ঞাতনামা নারীর মৃত্যু হয়েছে। কামাল পেশায় ড্রাইভার ছিলেন। তিনি ডেমরা স্টাফ কোয়ার্টার এলাকায় থাকতেন। তার গ্রামের বাড়ি নারায়ণগঞ্জ বন্দর থানার কামতাল বড়বাড়ি এলাকায়। বাবার নাম সৌরভ আলী। এদিকে নিহত ওই নারীর পরনে কালো বোরকা ছিল। তবে তাৎক্ষণিকভাবে তার বিস্তারিত নামপরিচয় জানা যায়নি।

বগুড়া : শাজাহানপুরে বাস-ভটভটি সংঘর্ষে অজ্ঞাতনামা একজন নিহত ও দুজন আহত হয়েছেন। মঙ্গলবার দুপুরে উপজেলার আড়িয়াবাজার বাসস্ট্যান্ড এলাকায় ঢাকা-রংপুর মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এদিকে শিবগঞ্জে পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় তিনজন নিহত হয়েছেন। বুধবার ভোরে উপজেলার মোকামতলার চকপাড়ায় দুই ট্রাকের সংঘর্ষে এক হেলপার, সকালে আমতলিতে ইজিবাইক উলটে চালক ও মঙ্গলবার বাড়ি ফেরার পথে হাতিবান্ধা এলাকায় মাইক্রোবাসের ধাক্কায় গৃহবধূ নিহত হয়েছেন। নিহতরা হলেন—নওগাঁর মান্দা উপজেলার চক্রঘোনা গ্রামের কাদের বকসের ছেলে ট্রাক হেলপার গোলাম মোস্তফা, বগুড়ার শিবগঞ্জ পৌরসভার বনতেঁথারি এলাকার আবদুর রশিদের ছেলে ইজিবাইকচালক মিনারুল ইসলাম ও বগুড়া সদরের লাহিড়িপাড়াইউনিয়নের দোবাড়িয়া গ্রামের হায়েদ জামানের স্ত্রী খাতেমন বিবি।

সাদুল্লাপুর (গাইবান্ধা) : সাদুল্লাপুর উপজেলার যুবক রফিকুল ইসলাম জীবিকার তাগিদে গাজীপুরে রিকশা চালাতেন। সেখানে ১১ এপ্রিল রাস্তা পারের সময় মাইক্রোবাসের ধাক্কায় তিনি আহত হন। বুধবার চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান। রফিকুল পাতিল্যাকুড়া গ্রামের মোজাহার আলীর ছেলে।

বড়াইগ্রাম (নাটোর) : বড়াইগ্রামে বাস-পিকআপ সংঘর্ষে যুবক রাহুল ইসলাম বাদশার মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার সকালে নাটোর-পাবনা মহাসড়কে উপজেলার গড়মাটি কলোনি এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। বাদশা শেরপুরের সদর উপজেলার গৌরীপুর গ্রামের নুর ইসলামের ছেলে।

দুমকি (পটুয়াখালী) : দুমকিতে পিকআপচাপায় সাবেক ব্যাংক কর্মকর্তা হারুন অর রশিদ খান নিহত হয়েছেন। বুধবার সকালে উপজেলা পরিষদের প্রধান ফটকের পশ্চিম পাশে এ দুর্ঘটনা ঘটে। হারুন উপজেলার শ্রীরামপুর ইউনিয়নের চরবয়েড়া গ্রামের বাসিন্দা।

ফেনী : ফেনীতে সড়ক দুর্ঘটনায় পিকআপের হেলপার শাহ আলমের মৃত্যু হয়েছে। তিনি কুমিল্লার চান্দিনা থানার বদরপুর গ্রামের বাসিন্দা। মঙ্গলবার ভোরে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের ফেনীর লালপোল এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটে।

আমতলী (বরগুনা) : ট্রাক-অটোরিকশা সংঘর্ষে যাত্রী মিরাজুল ইসলাম শাওন ও ব্যবসায়ী বেল্লাল মুসুল্লী নিহত হয়েছেন। মঙ্গলবার রাতে পটুয়াখালী-কুয়াকাটা মহাসড়কের আমতলী ফায়ার সার্ভিসের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। বেল্লালের বাড়ি পটুয়াখালীর কলাপাড়া উপজেলার মাইঠভাঙ্গা গ্রামে। তার বাবার নাম হাসেম মুসুল্লী। অপরদিকে নিহত শাওনের বাড়ি আমতলী উপজেলার উত্তর সোনাখালী গ্রামে। তার বাবার নাম গাজী শাহজাদা।

সমকাল
শনিবার। ১৮ এপ্রিল ২০২৬

সৌদিতে সড়ক দুর্ঘটনায় চাঁদপুরের যুবক নিহত

■ চাঁদপুর প্রতিনিধি

সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদে সড়ক দুর্ঘটনায় আলমাস সরদার ফরিদ নামে এক বাংলাদেশি তরুণ নিহত হয়েছেন। তাঁর লাশ রিয়াদের একটি হাসপাতাল মর্গে রয়েছে।

নিহত আলমাস সরদার ফরিদ চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জ উপজেলার দক্ষিণ বালিথুবা গ্রামের বাসিন্দা সাংবাদিক আবু তালেব সরদারের ছেলে। আবু তালেব ফরিদগঞ্জ প্রেস ক্লাবের নির্বাহী কমিটির সদস্য।

আবু তালেব সরদার সমকালকে জানান, পারিবারিক টানাপোড়েনে আড়াই বছর আগে ফরিদগঞ্জ উপজেলার গোবরচিত্রা গ্রামের শাহাবুদ্দিন নামে একজনের মাধ্যমে পাঁচ লাখ টাকা খরচ করে তাঁর ছেলেকে সৌদি আরবে পাঠান। তিন-চার মাস পর তাঁকে একটি কোম্পানিতে কাজ দেওয়া হয়। কিন্তু সেখানে বেতন ছিল খুবই সামান্য। পরে রিয়াদে একটি কফি হাউসে কাজ নেন। এখানে বেশ ভালোই চলছিল। হঠাৎ গত ২৪ মার্চ থেকে পরিবারের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায়।

আবু তালেব বলেন, খোঁজাখুঁজির এক পর্যায়ে গত ১৫ এপ্রিল বিকেলে তাঁর মোবাইল ফোনে সৌদিতে থাকা বাংলাদেশ দূতাবাস থেকে তাঁর ছেলের মৃত্যুর খবরটি জানানো হয়। ফোনের ওপাশ থেকে বলা হয়, গত ২৪ মার্চে এক সড়ক দুর্ঘটনায় ফরিদ মারা গেছেন।

দৈনিক ইত্তেফাক
২০ এপ্রিল ২০২৬

পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় দুই জনের মৃত্যু

■ স্টাফ রিপোর্টার, রংপুর

রংপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় জুয়েল হোসেন (৪৫) নামে এক ঠিকাদারের মৃত্যু হয়েছে। চলন্ত মোটরসাইকেল থেকে ছিটকে পড়ে বাসচাপায় তার মৃত্যু হয়। রবিবার ভোরে নগরীর পর্যটন মোটেল সড়কের আইডিয়াল মোড় এলাকায় এ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। নিহত জুয়েল হোসেন নগরীর কেল্লাবন্দ এলাকার মৃত জহুরুল হকের ছেলে। তিনি পেশায় একজন ঠিকাদার। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন রংপুর মেট্রোপলিটন কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আজাদ রহমান।

আগৈলঝাড়া (বরিশাল) সংবাদদাতা জানান, আগৈলঝাড়ায় বালুবাহী ট্রাক ও ভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষে শাজাহান সিকদার নামে এক জন নিহত হয়েছেন। রবিবার ভোরে পয়সারহাট-আগৈলঝাড়া-বরিশাল মহাসড়কের আগৈলঝাড়ার রথবাড়ী এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত শাজাহান সিকদার গৌরনদীর চাঁদশী এলাকার বাদামতলা গ্রামের বাসিন্দা। বিষয়টি নিশ্চিত করে গৌরনদী ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্সের ইনচার্জ মো. মিজানুর রহমান জানান, দুর্ঘটনার পর স্থানীয়রা আহত শাজাহান সিকদারকে উদ্ধার করে আগৈলঝাড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

বণিকবার্তা রোববার, এপ্রিল ১৯, ২০২৬

বজ্রপাতে একদিনে ছয় জেলায় প্রাণ গেল ১২ জনের

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

দেশের ছয় জেলায় একদিনে বজ্রপাতে অন্তত ১২ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরো অন্তত ১২ জন। শনিবার দুপুর থেকে বিকালের মধ্যে এসব দুর্ঘটনা ঘটে, যার অধিকাংশই ঘটে খোলা মাঠ ও হাওরে কাজ করার সময়।

সবচেয়ে বেশি প্রাণহানি ঘটেছে সুনামগঞ্জ জেলায়। জেলার চার উপজেলায় বজ্রপাতে পাঁচজন নিহত ও চারজন আহত হয়েছেন। শনিবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে জামালগঞ্জের পাগনার হাওর, ধর্মপাশার টগার হাওর, দিরাইয়ের কালিয়াগোটা হাওর এবং তাহিরপুর উপজেলায় এ ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন নুরুজ্জামান, হাবিবুর রহমান, রহমত উল্লাহ (২৩), লিটন মিয়া ও আবুল কালাম ওরফে কালা মিয়া (২৮)। তারা সবাই হাওরে ধান কাটার সময় বজ্রপাতে নিহত হন।

বজ্রপাতে মৃত্যু	
জেলা	মৃত্যু
সুনামগঞ্জ	৫
ময়মনসিংহ	২
রংপুর	২
হবিগঞ্জ	১
নেত্রকোনা	১
কিশোরগঞ্জ	১

ময়মনসিংহের গৌরীপুর ও গফরগাঁও উপজেলায় পৃথক ঘটনায় দুজনের মৃত্যু হয়েছে। নিহতরা হলেন রহমত আলী উজ্জ্বল (৩০) ও মমতাজ আলী খান (৫৮)। তারা দুজনই দুপুরে বাইরে অবস্থানকালে বজ্রপাতে মারা যান।

গফরগাঁও থানার ওসি আতিকুর রহমান বলেন, 'মমতাজ আলী খান জোহরের নামাজ পড়ে বাড়ি ফিরছিলেন। পথে হঠাৎ বজ্রপাতে গুরুতর আহত হন। পরে তাকে উদ্ধার করে স্থানীয় উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।'

রংপুরের মিঠাপুকুর উপজেলার বড় হযরতপুর এলাকায় বজ্রপাতে দুজন নিহত এবং অন্তত আটজন আহত হয়েছেন। নিহতরা হলেন মিলন মিয়া (৩৫) ও আবু তালেব (৬৫)। তারা পুকুরে মাছ ধরার সময় বজ্রপাতে আক্রান্ত হন।

মিঠাপুকুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. পারভেজ বলেন, 'নিহতদের পরিবারকে প্রশাসনের পক্ষ থেকে সার্বিক সহযোগিতার চেষ্টা করা হবে। তাদের আর্থিক সহায়তা দেয়া হবে।'

নেত্রকোনার আটপাড়া উপজেলার মেঘি হাওরে গরুর জন্য ঘাস কাটতে গিয়ে বজ্রপাতে মারা যান আলতু মিয়া (৬৫)। এ বিষয়ে আটপাড়া থানার ওসি মো. জুবায়দুল আলম বলেন, 'বেলা ১টার দিকে মেঘি হাওরে গরুর, জন্য ঘাস কাটছিলেন আলতু মিয়া। এ সময় আকাশ অন্ধকার করে বৃষ্টিসহ বজ্রপাত হয়। বজ্রপাতের পর স্থানীয়রা হাওরে গিয়ে আলতু মিয়ার মরদেহ পড়ে থাকতে দেখেন।'

এছাড়া কিশোরগঞ্জের করিমগঞ্জ উপজেলার বড় হাওরে ধান কাটার সময় বজ্রপাতে শ্রমিক হেলাল মিয়া (৩৮) নিহত হন। হবিগঞ্জের নবীগঞ্জ উপজেলার মমিনা হাওরে ধান কাটতে গিয়ে বজ্রপাতে প্রাণ হারান কৃষক সুনাম উদ্দিন (৬০)।

স্থানীয় প্রশাসন জানায়, বজ্রপাতের ঘটনায় নিহতদের পরিবারকে সহায়তা দেয়ার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। একই সঙ্গে খোলা জায়গায় কাজ করার সময় আবহাওয়া সম্পর্কে সতর্ক থাকার আহ্বানও জানানো হয়েছে।

সাধারণত এপ্রিল-মে মাসে বা বলা যায় বৈশাখে দেখা যায় বজ্রপাত। জাতিসংঘের তথ্য মতে, প্রতি বছর বাংলাদেশে গড়ে ৩০০ মানুষ প্রাকৃতিক এ দুর্যোগে মারা যায়। সে তুলনায় যুক্তরাষ্ট্রে মারা যায় মাত্র ২০ জন। মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসার তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশ বজ্রপাতের অন্যতম হটস্পট। আর সবচেয়ে বেশি বজ্রপাত হয় সিলেটে।

বণিকবার্তা রোববার, এপ্রিল ১৯, ২০২৬

চার জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ৫

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

দেশের বিভিন্ন জেলায় গত ২৪ ঘণ্টায় সড়ক দুর্ঘটনায় পাঁচজন নিহত হয়েছেন। এসব ঘটনায় আহত হয়েছেন ৬ জন। প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্যে বিস্তারিত :

টাঙ্গাইল : জেলার কালিহাতীতে ট্রাকচাপায় দুই শ্রমিক নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন আরো চারজন। গতকাল ঢাকা-টাঙ্গাইল-যমুনা সেতু মহাসড়কের উপজেলার চড়ভাবলা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। তাৎক্ষণিক নিহতের নাম পরিচয় পাওয়া যায়নি।

রাজশাহী : জেলার দুর্গাপুর উপজেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় সাব্বির হোসেন (১৭) নামের এক এসএসসি পরীক্ষার্থী নিহত হয়েছেন। গতকাল রাজশাহীর মেডিকেল কলেজ (রামেক) হাসপাতালের নিবিড় পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র (আইসিইউতে) চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান। নিহত সাব্বির রাজশাহী দুর্গাপুর উপজেলার নওপাড়া গ্রামের বাসিন্দা জাহাঙ্গীর আলমের ছেলে।

নাটোর : জেলার বড়াইগ্রামে সড়ক দুর্ঘটনায় শিশু শ্রেণীর এক শিক্ষার্থীর মৃত্যু হয়েছে। গতকাল সকালে উপজেলার জোনাইল ইউনিয়নের দিঘইর কুমিল্লাপাড়া এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত শিশু শিক্ষার্থী আব্দুর রহিম (৭) জোনাইল প্রি-ক্যাডেট স্কুলের শিশু শ্রেণীর শিক্ষার্থী এবং দিঘইর গ্রামের মোহাম্মদ শাহ আলমের ছেলে।

ফেনী : জেলার মহাসড়কের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একটি ট্রাককে পেছন থেকে ধাক্কা দিয়েছে আরেকটি ট্রাক। এ সময় পেছনে থাকা ট্রাকটির চালকের সহকারী নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন ট্রাকচালক। নিহত ব্যক্তির নাম মোহাম্মদ নাঈম (৩০)। তিনি যশোর জেলার নোয়াপাড়া থানার বাসিন্দা। আহত চালকের নাম মোহাম্মদ ইব্রাহিম (৩২)।

সময়ের আলো
মঙ্গলবার। ২১ এপ্রিল ২০২৬।

সিংড়ায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে ২ জনের মৃত্যু

● সিংড়া (নাটোর) প্রতিনিধি

নাটোরের সিংড়ায় পৃথক স্থানে জমিতে সেচ দিতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে দুই কৃষকের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। রোববার উপজেলার চৌগ্রাম ও চামারী ইউনিয়নে এই দুর্ঘটনাগুলো ঘটে। নিহতরা হলেন– উপজেলার ১০ নম্বর চৌগ্রাম ইউনিয়নের সুমন কুমার এবং ৫ নম্বর চামারী ইউনিয়নের মহিষমারী কাচারিপাড়া গ্রামের সজল মোল্লা। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, রোববার বিকাল সাড়ে ৫টার দিকে কৃষক সুমন কুমার তার বসতবাড়ি থেকে কিছু দূরে লিজ নেওয়া একটি পুকুরে সেচ দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। বৈদ্যুতিক মোটরের লাইন সংযোগ দেওয়ার সময় অসাবধানতাবশত তিনি বিদ্যুতের সংস্পর্শে এসে মারাত্মকভাবে আহত হন। স্বজনরা তাকে উদ্ধার করে দ্রুত সিংড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। অন্যদিকে সোমবার সকাল ৮টার দিকে চামারী ইউনিয়নের মহিষমারী কাচারিপাড়া গ্রামে ফসলি জমিতে সেচ দিতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন সজল মোল্লা এবং মাঠেই পড়ে থাকেন। পরে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে নাটোর আধুনিক সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

যুগান্তর
শনিবার, ১৮ এপ্রিল ২০২৬
৫ বৈশাখ ১৪৩৩

ফতুল্লায় সেপটিক ট্যাংকে নেমে দুই শ্রমিকের মৃত্যু

ফতুল্লা (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি

ফতুল্লায় নির্মাণাধীন সেপটিক ট্যাংকিতে নেমে বিষাক্ত গ্যাসে রানা ও দেলোয়ার মৃধা নামে দুই নির্মাণ শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। শুক্রবার দুপুর ১টায় ভোলাইল গেন্দারবাজারে লালন মিয়ার বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন- ফতুল্লার দেওভোগ নূর মসজিদ এলাকার আব্দুর রহিমের ছেলে রানা (১৯) ও পটুয়াখালীর বাউফলের ভাংরার আলতাব মৃধার ছেলে দেলোয়ার (৩৫)। ফতুল্লার ওসি মাহবুব আলম জানান, প্রাথমিকভাবে জানা গেছে লালন মিয়ার বাড়িতে ভবন নির্মাণের কাজ চলছে। নিহত দুজন নির্মাণ শ্রমিক। বাড়ির ভেতরের একটি সেপটিক ট্যাংকের ছাদ ঢালাইয়ের সাটারিংয়ের কাঠ খুলতে ট্যাংকিতে নেমে দুজনই অচেতন হয়ে পড়লে ফায়ার সার্ভিসে খবর দেওয়া হয়। ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা এসে ট্যাংকি থেকে দুজনের লাশ উদ্ধার করে। লাশ হাসপাতাল মর্গে রয়েছে।

সমকাল
সোমবার, ৭ বৈশাখ ১৪৩৩
Monday 20 April 2026

রিয়াদে সড়ক দুর্ঘটনায় কটিয়াদীর যুবকের মৃত্যু

প্রতিনিধি, কটিয়াদী (কিশোরগঞ্জ)

সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদে সড়ক দুর্ঘটনায় মো. আলমগীর নামে কিশোরগঞ্জের কটিয়াদীর এক প্রবাসী যুবক নিহত হয়েছেন। গত শনিবার ভোরে ডিউটিরত অবস্থায় রাস্তা পরিষ্কার করার সময় দ্রুতগামী একটি যান তাকে চাপা দিলে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।

নিহত আলমগীর কটিয়াদী উপজেলার করগাঁও ইউনিয়নের উত্তর ভাট্টা গ্রামের বাসিন্দা রমজান মিয়ার ছেলে। তিনি সৌদি আরবে আলিয়ান কোম্পানিতে কর্মরত ছিলেন এবং প্রায় এক বছর তিন মাস আগে প্রবাসে যান। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, কোম্পানির ফোরম্যানের মাধ্যমে তারা এই দুঃসংবাদ পান।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
সোমবার ॥ ২০ এপ্রিল ২০২৬

বিদ্যুৎস্পৃষ্টে প্রাণ গেল রংমিস্ত্রির

ঝিনাইদহ প্রতিনিধি

ঝিনাইদহ শহরে কাজ করার সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্টে তৈয়ব আলী (৩৮) নামে এক রংমিস্ত্রির মৃত্যু হয়েছে। তৈয়ব আলীর বাড়ি সদর উপজেলার হরিপুর গ্রামে। জানা যায়, গতকাল সকালে শহরের পোস্ট অফিস মোড়ের আক্তার ফার্মেসিতে রঙের কাজ করছিলেন তৈয়ব আলী। এ সময় হঠাৎ বিদ্যুতের মেইন লাইনের সঙ্গে স্পৃষ্ট হয়ে সড়কে ছিটকে পড়েন তিনি। তাকে ২৫০ শয্যার ঝিনাইদহ জেনারেল হাসপাতালে নিলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা

দৈনিক ইত্তেফাক
২১ এপ্রিল ২০২৬

টাঙ্গাইলে বাস-ট্রাক সংঘর্ষে দুই জনের মৃত্যু

পৃথক স্থানে নিহত ২

ঘাটাইল (টাঙ্গাইল) : দুর্ঘটনাকবলিত বাস ও ট্রাক —ইত্তেফাক

■ ইত্তেফাক ডেস্ক

বিভিন্ন স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় চার জনের মৃত্যু হয়েছে। গত রবিবার দিবাগত রাতে ও গতকাল সোমবার এসব দুর্ঘটনা ঘটে।

ঘাটাইল (টাঙ্গাইল) সংবাদদাতা জানান, টাঙ্গাইলের ঘাটাইলে যাত্রীবাহী বাস ও বালুভর্তি ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে বাসের সুপারভাইজার ও হেলপার নিহত হয়েছেন। সোমবার সকাল ৬টার দিকে টাঙ্গাইল-ময়মনসিংহ সড়কের ঘাটাইল উপজেলার হামিদপুর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। দুর্ঘটনার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ঘাটাইল থানার ওসি মো. মোকছেদুর রহমান। নিহতরা হলেন—বাসের সুপারভাইজার আতিকুল ইসলাম (৪০) ও একই উপজেলার পাকুয়া গ্রামের মৃত আমজাদ হোসেনের ছেলে বাসের হেলপার মজন মিয়া (৪৩)।

ঘাটাইল থানার ওসি মো. মোকছেদুর রহমান জানান, গোপালপুর থেকে ছেড়ে আসা যাত্রীবাহী বাসের সঙ্গে বালুবোঝাই ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হলে এ দুর্ঘটনা ঘটে। পরে ঘাটাইল থানাপুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে উদ্ধারকাজে অংশ নেয়। এ ঘটনায় দুই জন নিহত হয়েছে। পরবর্তী আইনগত প্রক্রিয়া চলছে।

সংবাদ
ঢাকা : বৃহস্পতিবার ১০ বৈশাখ ১৪৩৩
Dhaka : Thursday 23 April 2026

ময়মনসিংহে সড়ক দুর্ঘটনায় ২ জন নিহত

জেলা বার্তা পরিবেশক, ময়মনসিংহ

ময়মনসিংহে সড়ক দুর্ঘটনায় নারী-শিশুসহ ২ জন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরও দুইজন। গত মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে ময়মনসিংহ-নেত্রকোণা মহাসড়কের সদর উপজেলার রঘুরামপুর এলাকায় ব্র্যাক অফিসের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। পুলিশ জানায়, ময়মনসিংহগামী একটি মাহেন্দ্রর সঙ্গে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ট্রাক্টরের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে মাহেন্দ্রটি দুমড়ে-মুচড়ে গেলে ঘটনাস্থলেই মাহেন্দ্রর যাত্রী বওলা গ্রামের রাবিয়া খাতুন (৬৫) এবং হিরনপুর গ্রামের ১৭ মাস বয়সী শিশু তৌফিক নিহত হয়। দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হন শিশুটির মা খাদিজা (৩২) এবং মাহেন্দ্রর চালক মাহবুব। স্থানীয়দের সহযোগিতায় পুলিশ আহতদের উদ্ধার করে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠায়।

ময়মনসিংহ কোতোয়ালি মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো.শিবিরুল ইসলাম জানান, দুর্ঘটনার পর ট্রাক্টরটি পালিয়ে গেছে। তবে সেটিকে আটক করার চেষ্টা চলছে। নিহতদের মরদেহ হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে।

সংবাদ
সোমবার ৭ বৈশাখ ১৪৩৩
: Monday 20 April 2026

টাঙ্গাইলে ট্রাক চাপায় দুই শ্রমিক নিহত

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক, টাঙ্গাইল

ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কের কালিহাতীতে বালুবোঝাই একটি ট্রাকের চাপায় ২ জন শ্রমিক নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আরও ২ শ্রমিক গুরুতর আহত হয়েছেন। গত শনিবার সন্ধ্যা সাতটার দিকে উপজেলার চড়ভাবলা নামক স্থানে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন, নীলফামারী জেলার কিশোরগঞ্জ থানার আশরাফ আলী এবং একই জেলার হাসমত আলী।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ঢাকাগামী একটি বালুবোঝাই ট্রাকের সামনের ডান চাকা হঠাৎ ফেটে যায়। এতে ট্রাকের চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। এ সময় আব্দুল মোনেম লিমিটেডের দেওয়া সাব ঠিকাদারের কাজে মহাসড়কে নিয়োজিত শ্রমিকদের ওপর ট্রাকটি উঠে যায়। ঘটনাস্থলেই দুই শ্রমিক নিহত হন এবং আরও ২ জন গুরুতর আহত হন। স্থানীয়দের সহায়তায় আহতদের উদ্ধার করে টাঙ্গাইল জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হয়।

যমুনা সেতু পূর্ব থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) মোশাররফ হোসেন জানান, দুর্ঘটনার পরপরই আহতদের উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে পাঠানো হয়। নিহতদের মরদেহ ময়নাতদন্ত শেষে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

সংবাদ
ঢাকা : সোমবার ৭ বৈশাখ ১৪৩৩
Dhaka : Monday 20 April 2026

রাজধানীতে সড়ক দুর্ঘটনায় সংবাদকর্মীর মৃত্যু

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

রাজধানীতে এক মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় দৈনিক সংবাদ-এর গ্রাফিক্স ডিজাইনার হাবিবুর রহমান মিলন মারা গেছেন। গতকাল রোববার সকালে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের কাজলা ও শনি আখড়ার মাঝামাঝি এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, প্রতিদিনের মতো সকালে বাসা থেকে অফিসে যাওয়ার সময় তিনি একটি চলন্ত বাসে ওঠার চেষ্টা করেন। এ সময় অসাবধানতাবশত বাস থেকে পড়ে যান। পরে পেছন থেকে আসা আরেকটি বাস তাকে সজোরে ধাক্কা দিলে গুরুতর আহত হন। পথচারীরা দ্রুত তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

দুর্ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়লে তার স্বজনদের মধ্যে শোকের মাতম নেমে আসে। সহকর্মীরাও এ ঘটনায় গভীরভাবে মর্মাহত হন।

হাবিবুর রহমান মিলন চাঁদপুর জেলার মতলব উপজেলার বাসিন্দা ছিলেন এবং ঢাকার কাজলা ধনিয়া এলাকায় বসবাস করতেন। দীর্ঘ প্রায় ৪০ বছর ধরে তিনি সংবাদ পত্রিকায় নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করেছেন। দৈনিক সংবাদ-এর পাশাপাশি তিনি দ্য অবজারভার-এ কাজ করতেন।

গতকাল রোববার এশার নামাজের পর কাজলা এলাকায় তার জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, প্রবাসে থাকা ছেলে ও মেয়েরা দেশে ফেরার পর তাকে চাঁদপুরের মতলবে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হবে।

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি স্ত্রী, এক পুত্র, দুই কন্যা এবং অসংখ্য আত্মীয়-স্বজন ও শুভানুধ্যায়ী রেখে গেছেন।

সহকর্মীরা মিলনকে একজন আন্তরিক, নিবেদিতপ্রাণ ও পরিশ্রমী পেশাজীবী হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তার সততা, দক্ষতা এবং কাজের প্রতি অগাধ নিষ্ঠা তাকে কর্মক্ষেত্রে বিশেষ মর্যাদা এনে দিয়েছিল। বন্ধুসুলভ আচরণ ও সহমর্মিতার জন্য তিনি সবার কাছে অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন।

তার অকালমৃত্যুতে সংবাদ পরিবার গভীরভাবে শোকাহত। তারা এ ক্ষতিকে প্রতিষ্ঠানের জন্য অপূরণীয় বলে উল্লেখ করে জানিয়েছেন, কর্মক্ষেত্রে তার অনুপস্থিতি দীর্ঘদিন অনুভূত হবে।

সংবাদ
ঢাকা : মঙ্গলবার ৮ বৈশাখ ১৪৩৩
Dhaka : Tuesday 21 April 2026

ভাঙ্গায় ম্যানহোলে পড়ে নির্মাণ শ্রমিকের মৃত্যু

ফরিদপুর প্রতিনিধি

ফরিদপুরের ভাঙ্গা উপজেলার ভাঙ্গা পৌরসভার মাছবাজার সংলগ্ন বহুতল ভবনের পাশে ম্যানহোলে পড়ে মাসুম (৪০) নামে এক নির্মাণ শ্রমিক নিহত হয়েছে। সে পিরোজপুরের নাজিরপুর উপজেলার রঘুনাথপুর গ্রামের আব্দুল হাই শেখের ছেলে।

সোমবার বেলা সাড়ে ১২ টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, নির্মাণকাজ চলাকালীন অসাবধানতাবশত তিনি ভবনের পাশের একটি খোলা ম্যানহোলে পড়ে গেলে আশপাশের লোকজন বিষয়টি দেখতে পেয়ে দ্রুত ফায়ার সার্ভিসকে খবর দেয়। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে দীর্ঘক্ষণ চেষ্টার পর তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

প্রথম আলো
শনিবার, ২৫ এপ্রিল ২০২৬, ১২ বৈশাখ ১

সংক্ষেপে

মাথায় নির্মাণসামগ্রী পড়ে শ্রমিক নিহত

রাজধানীর মোহাম্মদপুর এলাকায় নির্মাণসামগ্রী মাথায় পড়ে মো. রনি (২৮) নামের এক শ্রমিক নিহত হয়েছেন। গতকাল সকাল ৯টার দিকে আরশিনগর লাবণী লেক সিটির পাশে সাততলা একটি নির্মাণাধীন ভবনে এ ঘটনা ঘটে। গুরুতর আহত অবস্থায় ওই শ্রমিককে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নেওয়া হয়। সকাল ১০টার দিকে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। হাসপাতালে নিয়ে আসা সহকর্মী আবদুর রহমান জানান, চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জ উপজেলার লক্ষ্মীপুর গ্রামে রনির বাড়ি। তাঁর বাবার নাম সাহেব আলী। রনি আরশিনগরে নির্মাণাধীন ভবনটিতে শ্রমিক হিসেবে কাজ করতেন এবং সেখানেই থাকতেন। নিচ থেকে সাততলায় ঢালাইয়ের মাল তোলার সময় তিনি মাথায় আঘাত পান। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক জানান, রনির মরদেহ মর্গে রাখা হয়েছে।

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
রবিবার ॥ ১৯ এপ্রিল ২০২৬

পাঁচ জেলায় বজ্রপাতে ১১ জনের মৃত্যু

প্রতিদিন ডেস্ক

বজ্রপাতে গতকাল সুনামগঞ্জে পাঁচজন নিহত হয়েছেন। এ ছাড়া হবিগঞ্জ, নেত্রকোনা, রংপুর ও ময়মনসিংহে প্রাণ গেছে আরও ছয়জনের। আমাদের নিজস্ব প্রতিবেদক ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর–

সুনামগঞ্জ : সুনামগঞ্জে বিভিন্ন উপজেলায় পৃথক বজ্রপাতের ঘটনায় পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে। এতে বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন। গতকাল দুপুরে কালবৈশাখী ঝড়ের সময় ধর্মপাশা, জামালগঞ্জ, দিরাই ও তাহিরপুর উপজেলায় এসব হতাহতের ঘটনা ঘটে। ধর্মপাশা উপজেলায় বজ্রপাতে হবিবুর রহমান (২২) ও রহমত উল্লাহ (১৩) নামে দুজনের মৃত্যু হয়েছে। হবিবুর উপজেলার পাইকুরাটি ইউনিয়নের বড়ইহাটি গ্রামের ফজলু রহমানের ছেলে

এবং বাদশাগঞ্জ ডিগ্রি কলেজের স্নাতক দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী। রহমত উল্লাহ জয়শ্রী ইউনিয়নের সরস্বতীপুর গ্রামের জয়নাল হকের ছেলে।

জানা গেছে, হবিবুর রহমান তার চাচার সঙ্গে টগার হাওড়-সংলগ্ন চকিয়াচাপুর গ্রামে বোরো ধান কাটতে যান। সেখানে কালবৈশাখী ঝড়ের সঙ্গে বজ্রপাত হলে হবিবুর রহমানসহ কয়েকজন আহত হন। পরে গুরুতর আহত অবস্থায় হবিবুরকে ধর্মপাশা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়ার সময় তার মৃত্যু হয়। আহতরা স্থানীয়ভাবে চিকিৎসা নিয়েছেন।

অপরদিকে দুপুর ১টার দিকে জয়শ্রী ইউনিয়নের সরস্বতীপুর ইসলামপুর গ্রামে বজ্রপাতের ঘটনা ঘটে। এতে ওই গ্রামের জয়নাল হক, তার ছেলে রহমত উল্লাহ এবং লাল সাধুর স্ত্রী শিখা মণি গুরুতর আহত

পাঁচ জেলায় বজ্রপাতে

[পেছনের পৃষ্ঠার পর] হন। পরে তাদের উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে রহমত উল্লাহকে চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন। আহত জয়নাল ও শিখা মণিকে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। এদিকে, জামালগঞ্জ সদর ইউনিয়নের চাঁনপুর গ্রামে বজ্রপাতে নুরুজ্জামান নামে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, পাগনার হাওড়ে ধান কাটার সময় হঠাৎ বজ্রপাতে নুরুজ্জামান ও তার চাচাতো ভাই গুরুতর আহত হন। পরে স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে দ্রুত জামালগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক নুরুজ্জামানকে মৃত ঘোষণা করেন। গুরুতর আহত অপর ব্যক্তিকে উন্নত চিকিৎসার জন্য সিলেটে প্রেরণ করা হয়েছে।

এ ছাড়া দিরাই উপজেলায় বজ্রপাতে লিটন মিয়া (৩৮) নামে এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। তিনি উপজেলার পেরুয়া আশনাবাজ গ্রামের চান্দু মিয়ার ছেলে। দুপুর ১টায় কালিয়াগোটা হাওড়ের একটি বিলের পাশে ধান কাটার সময় আকস্মিক বজ্রপাতে তিনি গুরুতর আহত হন। স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে দিরাই উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। এ ছাড়া দুপুরে তাহিরপুরে আবুল কালাম ওরফে কালা মিয়া (২৮) নামের একজন বজ্রপাতে মারা যান। এ সময় আরেকজন আহত হন। নিহত কালা মিয়া উপজেলার জামলাবাজ গ্রামের আবু বকরের ছেলে। জামলাবাজ গ্রামের সামনে একটি হাঁসের খামারে এ ঘটনা ঘটে। দুজনেই একই খামারে কাজে ছিলেন। **ময়মনসিংহ :** ময়মনসিংহের দুই উপজেলায় বজ্রপাতে যুবকসহ দুজন নিহত হয়েছেন। দুপুর ২টার দিকে জেলার গৌরীপুর ও গফরগাঁও উপজেলায় বজ্রপাতে দুজন নিহতের ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন জেলার গৌরীপুর উপজেলার ২ নম্বর গৌরীপুর ইউনিয়নের কোনাপাড়া গ্রামর ওলি মিয়ার ছেলে রহমত আলী উজ্জ্বল (৩০)। তিনি পেশায় মুদি দোকানি ছিলেন। অপরজন জেলার গফরগাঁও উপজেলার উস্থি ইউনিয়নের ধাইরগাঁও গ্রামের মৃত সেকান্দর আলী খানের ছেলে মমতাজ আলী খান (৫৮)। ২ নম্বর গৌরীপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হযরত আলী বলেন, রহমত আলী উজ্জ্বল দুপুরে বজ্রপাতের সময় বোন জামাইয়ের ধান খেত দেখতে পুর্বোনাপাড়া গ্রামে যান। সেখানে বজ্রপাত ঘটলে ঘটনাস্থলেই মারা যান উজ্জ্বল। অপর নিহত মমতাজ আলী খান উস্থি ইউনিয়নের ধাইরগাঁও গ্রামের বাসিন্দা। তিনি জোহরের নামাজ পড়ে বাড়ি ফিরছিলেন। তখনই হঠাৎ বজ্রপাত ঘটে। তাকে গুরুতর আহত অবস্থায় স্থানীয়রা উদ্ধার করে স্থানীয় উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। **হবিগঞ্জ :** হবিগঞ্জের নবীগঞ্জ উপজেলায় হাওড়ে ধান কাটতে গিয়ে বজ্রপাতে সুনাম উদ্দিন (৬০) নামে এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। দুপুরে উপজেলার বড় ভাকৈর (পূর্ব) ইউনিয়নের বিবিয়ানা নদীর তীরবর্তী মমিনা হাওড়ে এ ঘটনা ঘটে। সুনাম উদ্দিন ওই ইউনিয়নের রামপুর গ্রামের মৃত সুন্দর আলীর ছেলে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সকালে জীবিকার তাগিদে সুনাম উদ্দিন মমিনা হাওড়ে ধান কাটতে যান। দুপুরের দিকে হঠাৎ আকাশ মেঘে ঢেকে গিয়ে শুরু হয় বৃষ্টি ও বজ্রপাত। এ সময় হাওড়ে ধান কাটার কাজে থাকা অবস্থায় বজ্রাঘাতে তিনি গুরুতর আহত হন এবং ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। **নেত্রকোনা :** নেত্রকোনার হাওড়ে ধান কাটা অবস্থায় বজ্রপাতে আলতু মিয়া (৬০) নামের এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। তিনি আটপাড়া উপজেলার সুখারি ইউনিয়নের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের হাতিয়া গ্রামের মৃত লাল মিয়ার ছেলে। দুপুরে উপজেলার ধলার হাওড়ে ধানকাটা অবস্থায় তিনি বজ্রপাতে নিহত হয়েছেন। স্থানীয় ও পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, সকালে বাড়ির সামনে ধলার হাওড়ে চলতি বোরো মৌসুমের ধান কাটতে যান কৃষক আলতু মিয়া। হঠাৎ বজ্রসহ বৃষ্টি শুরু হলে স্থানীয় কৃষকরা যে যার যার মতো বিভিন্ন স্থানে আশ্রয় নেন। একপর্যায়ে বৃষ্টি থামলে আবারও সবাই ধান কাটতে যান। এসময় ধানের জমিতে কৃষকরা আলতু মিয়ার লাশ পড়ে থাকতে দেখেন। শরীরের বিভিন্ন স্থানে ঝলসানো চিহ্ন দেখে স্থানীয় কৃষকরা নিশ্চিত হন বজ্রপাতে আলতু মিয়ার মৃত্য হয়েছে। পরে পরিবারের লোকজনসহ তার লাশ উদ্ধার করে বাড়িতে নিয়ে যান। **রংপুর :** রংপুরের মিঠাপুকুরে বিলে মাছ ধরতে গিয়ে বজ্রপাতে দুই জেলের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন ১০ জন। গতকাল দুপুরে এ ঘটনা ঘটে। মৃতরা হলেন উপজেলার বড় হযরতপুর ইউনিয়নের ছোট হযরতপুর মাঝিপাড়া গ্রামের অলিন রায়ের ছেলে মিলন রায় (৩০) ও রামেশ্বরপাড়া গ্রামের আনছের আলীর ছেলে আবু তালেব (৫৫)। তাঁরা অন্য জেলেদের সঙ্গে ছোট শালমারা বিলে মাছ ধরতে গিয়েছিলেন। দুপুরে হঠাৎ পরপর কয়েকটি বজ্রপাত হয়। এতে বেশ কয়েকজন আহত হন। তাঁদের মিঠাপুকুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়ার পথে মিলন ও আবু তালেব মারা যান। আহতদের মধ্যে গোল্ডেন মিয়া, তাঁর স্ত্রী লিমা বেগম, মর্জিনা বেগম, জগদীশ রায়, সুবল, নিখিল, শামছুলসহ ১০ জনকে মিঠাপুকুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। গোল্ডেন ও লিমা বেগম বিলের ধারে মাছ ধরা দেখছিলেন।

যুগান্তর
শনিবার ২৫ এপ্রিল ২০২৬

দেবিদ্বারে ট্রাক্টরের চাকা ফেটে চালক নিহত

কুমিল্লা ব্যুরো

কুমিল্লার দেবিদ্বারে ট্রাক্টরের চাকায় হাওয়া দিতে গিয়ে চাকা ফেটে মো. শিপন মিয়া (২৮) নামের এক চালক নিহত হয়েছেন। শুক্রবার দুপুরে কুমিল্লা-সিলেট আঞ্চলিক মহাসড়কের চরবাকর এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। শিপন বুড়িচং উপজেলার রামনগর এলাকার বাসিন্দা।

পুলিশ এবং স্থানীয়রা জানায়, ইটবোঝাই ট্রাক্টর নিয়ে শিপন দেবিদ্বার হয়ে কুমিল্লার দিকে যাচ্ছিলেন। পথে চরবাকর এলাকার এক দোকানে চাকায় হাওয়া দেওয়ার সময় চাকা ফেটে ঘটনাস্থলেই শিপনের মৃত্যু হয়। দেবিদ্বার থানার ওসি মো. মনিরুজ্জামান বলেন, লোড গাড়িতে চালক নিজেই হাওয়া দিতে গিয়ে চাকা ফেটে নিহত হয়েছেন।

কালের কণ্ঠ
। শুক্রবার । ২৪ এপ্রিল ২০২৬

চট্টগ্রামে ওয়াসার প্রকল্পে মাটিচাপায় ২ শ্রমিক নিহত

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম ▷

চট্টগ্রাম ওয়াসার স্যুয়ারেজ (পয়োনিষ্কাশন) প্রকল্পের কাজ করার সময় মাটিচাপা পড়ে দুই শ্রমিক নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরো দুজন। গতকাল বৃহস্পতিবার ভোরে নগরের আগ্রাবাদ এক্সেস সড়ক এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত ব্যক্তিরা হলেন মো. রাকিব (৩০) ও মো. আইনুল ইসলাম তুষার (২২)। আহত দুজন হলেন মোহাম্মদ এরশাদ ও সাগর। তাঁরা চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ (চমেক) হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

দুর্ঘটনার পর গতকাল সকাল পৌনে ৯টার দিকে বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা চমেক হাসপাতালে ভাঙচুর করেন। এ ঘটনায় ছয়জনকে আটক করেছে পুলিশ। এদিকে ঘটনা তদন্তে চার সদস্যের কমিটি গঠন করেছে চট্টগ্রাম ওয়াসা। কমিটির প্রধান করা হয়েছে প্রকল্পের উপপ্রকল্প পরিচালক মো. আব্দুর রউফকে।

প্রকল্পসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা জানান, পাঁচ হাজার ২১৯ কোটি টাকা ব্যয়ে ২০২২ সাল থেকে চট্টগ্রাম ওয়াসার স্যুয়ারেজ প্রকল্পের কাজ চলছে। নগরের প্রায় ৭০টি সড়কে কাজ চলমান। এর মধ্যে মঙ্গলবার থেকে আগ্রাবাদ এক্সেস সড়কে কাজ শুরু হয়। ওয়াসার কর্মকর্তাদের অভিযোগ, সংস্থার ও কনসালট্যান্ট প্রতিষ্ঠানের প্রকৌশলীদের না জানিয়ে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান গত বুধবার থেকে সেখানে কাজ চালিয়ে যাচ্ছিল। নির্দেশনা না মেনেই পাইপ বসানোর আগে মাটি খুঁড়ে মাটির অবস্থা যাচাইয়ের কাজ করা হচ্ছিল।

প্রত্যক্ষদর্শী ও ওয়াসা কর্মকর্তাদের ভাষ্য, প্রায় আড়াই মিটার গভীর গর্ত খননের পর এক পর্যায়ে মাটি ধসে পড়ে শ্রমিকরা যন্ত্রপাতিসহ চাপা পড়েন। সেখানে ছয়জন শ্রমিক কাজ করছিলেন। তাঁদের মধ্যে চারজন মাটিচাপা পড়েন। তাঁদের উদ্ধার করে চমেক হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক দুজনকে মৃত ঘোষণা করেন। ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান 'চায়না হাইড্রো' পাইপ বসানোর কাজটি করছে। প্রকল্প পরিচালক ও চট্টগ্রাম ওয়াসার তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মোহাম্মদ আরিফুল ইসলাম বলেন, এ ঘটনার জন্য ওয়াসা দায়ী নয়।

প্রথম আলো
শুক্রবার, ২৪ এপ্রিল ২০২৬,

শ্রমিকের গলাকাটা লাশ উদ্ধার

কামরাঙ্গীরচর থেকে গতকাল ইয়াকুব আলী (২৫) নামে এক শ্রমিকের গলাকাটা লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। বিশেষ প্রতিবেদক, ঢাকা

শনিবার, এপ্রিল ২৫, ২০২৬ ■ বৈশাখ ১২, ১৪৩৩ বণিক বার্তা

নোয়াখালী, মিরসরাই ও নরসিংদীতে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ৪

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

দেশের পৃথক তিন জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় মাদরাসা শিক্ষক ও ব্যবসায়ীসহ চারজন নিহত হয়েছেন। গতকাল বিভিন্ন সময়ে নোয়াখালী, মিরসরাই ও নরসিংদীতে এ দুর্ঘটনাগুলো ঘটেছে।

নোয়াখালী: নোয়াখালী-ফেনী আঞ্চলিক মহাসড়কের সেনবাগ রাস্তার মাথা এলাকায় দাঁড়িয়ে থাকা সিমেন্টবাহী কাভার্ড ভ্যানকে পেছন থেকে একটি ট্রাক ধাক্কা দিলে ২ জন নিহত হন। নিহতরা হলেন পিরোজপুরের স্বরূপকাঠি উপজেলার ট্রাকচালক মো. ফয়সাল (৩৫) ও নার্সারি ব্যবসায়ী আল আমিন (৫৫)।

চন্দ্রগঞ্জ হাইওয়ে থানার এসআই মিল্টন মণ্ডল জানান, নার্সারি ব্যবসায়ী আল আমিন ট্রাকে করে চারা নিয়ে মাইজদী যাচ্ছিলেন। পথে ট্রাকটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কে দাঁড়িয়ে থাকা শাহ সিমেন্টের একটি কাভার্ড ভ্যানকে ধাক্কা দিলে ঘটনাস্থলেই দুজন মারা যান। আহত একজনকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় ঢাকায় পাঠানো হয়েছে।

মিরসরাই: চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে ড্রাম ট্রাকের ধাক্কায় মাওলানা আমিরুল ইসলাম ফারুকী (৩৫) নামে এক মাদরাসা শিক্ষক নিহত হয়েছেন। ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের ওয়্যারলেস এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। আমিরুল ইসলাম উপজেলার রহমতাবাদ এলাকার হাফেজ আবু জাফর ফারুকীর ছেলে এবং স্থানীয় ফারুকীয়া হাফেজিয়া মাদরাসার প্রধান ছিলেন।

জোরারগঞ্জ হাইওয়ে থানার এসআই বোরহান উদ্দিন জানান, মোটরসাইকেলে মিরসরাই সদরে যাওয়ার পথে অজ্ঞাত একটি ড্রাম ট্রাক তাকে পেছন থেকে ধাক্কা দিলে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। মরদেহ উদ্ধার করে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

নরসিংদী: নরসিংদীতে বাস ও কাভার্ড ভ্যানের সংঘর্ষের পর নিয়ন্ত্রণ হারানো বাসচাপায় আজিজুর রহমান (৪৫) নামে এক ভাঙারি ব্যবসায়ী নিহত হয়েছেন। গতকাল সকালে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের বাঘহাটা জামে মসজিদের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত আজিজুর গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জ উপজেলার বাসিন্দা। পুলিশ জানায়, ঢাকাগামী একটি বাস হঠাৎ ব্রেক করলে পেছন থেকে একটি কাভার্ড ভ্যান সেটিকে ধাক্কা দেয়। এতে বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পাশে দাঁড়িয়ে থাকা আজিজুরকে চাপা দেয়।

ইটাখোলা হাইওয়ে থানার এসআই নাজিম উদ্দিন জানান, চালকরা পালিয়ে গেলেও যানবাহন দুটি আটক করা হয়েছে। এ ঘটনায় মামলা দায়ের করেছেন নিহতের স্ত্রী।

সংবাদ
ঢাকা : শানবার ১২ বৈশাখ ১৪৩৩
Dhaka : Saturday 25 April 2026

নোয়াখালীতে ট্রাকের ধাক্কায় চালকসহ দু'জনের মৃত্যু

প্রতিনিধি, নোয়াখালী

দুর্ঘটনায় চারা বহনকারী ট্রাকের সামনের অংশ দুমড়েমুচড়ে যায়। গতকাল সকালে নোয়াখালীর সেনবাগ উপজেলার কল্যান্দি বাজারের পশ্চিমে ফেনী-নোয়াখালী মহাসড়কে দুর্ঘটনায় চারা বহনকারী ট্রাকের সামনের অংশ দুমড়েমুচড়ে যায়। গতকাল সকালে নোয়াখালীর সেনবাগ উপজেলার কল্যান্দি বাজারের পশ্চিমে ফেনী-নোয়াখালী নোয়াখালীর সেনবাগে এক ট্রাকের পেছনে আরেক ট্রাকের ধাক্কায় চালকসহ দু'জনের মৃত্যু হয়েছে। একই ঘটনায় ট্রাকে থাকা আরেক যাত্রী গুরুতর আহত হয়েছেন। গতকাল ভোর সাড়ে পাঁচটার দিকে উপজেলার মোহাম্মদপুর ইউনিয়নের কল্যান্দী বাজারের পশ্চিম পাশে ফেনী-নোয়াখালী আঞ্চলিক মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা হয়। নিহত সবাই চারাবাহী একটি ট্রাকে ছিলেন।

নিহত ব্যক্তিরা হলেন পিরোজপুরের স্বরূপকাঠি উপজেলার নেছারাবাদ গ্রামের আবদুর রবের ছেলে ট্রাকচালক মো. আল আমীন (৩৯) ও বরিশাল সদর উপজেলার কাশিপুর গ্রামের নার্সারি ব্যবসায়ী মো. ফয়সাল হাওলাদার (২৫)। গতকাল বেলা ১১টার দিকে চিকিৎসাধীন অবস্থায় নোয়াখালী ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল

নোয়াখালীতে ট্রাকের ধাক্কায়

(১২ পৃষ্ঠার পর)

হাসপাতালে তাদের মৃত্যু হয়।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ভোরে সিমেন্টবোঝাই একটি ট্রাক নোয়াখালী থেকে ফেনীর দিকে যাচ্ছিল। এ সময় এ ট্রাকের পেছনে নার্সারির চারা বহনকারী একটি ট্রাক সজোরে ধাক্কা দেয়। চারা বহনকারী ট্রাকটি ওভারটেক করতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। এতে এ ট্রাকের সামনের অংশ দুমড়ে-মুচড়ে যায়।

ট্রাকটি ওভারটেক করতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সামনে থাকা ট্রাকটিকে সজোরে ধাক্কা দেয়। এতে ধাক্কা দেয়া ট্রাকটির সামনের অংশ দুমড়ে-মুচড়ে যায়।

দুর্ঘটনার পর চারাবাহী ট্রাকের ভেতরে চালক আল আমীন ও যাত্রী ফয়সাল হাওলাদার গুরুতর আহত অবস্থায় আটকা পড়েন।

স্থানীয় লোকজন তাদের উদ্ধার করে নোয়াখালী জেনারেল হাসপাতালে পাঠান। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাদের মৃত্যু হয়। একই ঘটনায় আহত আরেক ব্যক্তিকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় পাঠানো হয়েছে। তিনিও চারাবাহী ট্রাকের যাত্রী ছিলেন।

জানতে চাইলে স্থানীয় বাসিন্দা মোক্তার হোসেন বলেন, ফজরের নামাজ শেষে বাড়ি ফেরার পথে তারা দুর্ঘটনার খবর পান। পরে ঘটনাস্থলে গিয়ে ট্রাকের ভেতরে আটকে থাকা আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠান।

লক্ষ্মীপুরের চন্দ্রগঞ্জ হাইওয়ে থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) নীল চন্দ্র দাশ বলেন, সম্ভবত পেছনের ট্রাকটি ওভারটেক করতে গিয়ে সামনে থাকা ট্রাককে ধাক্কা দেয়। এতে ধাক্কা দেয়া ট্রাকটির সামনের অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ ঘটনায় নিহত ব্যক্তিদের পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে।

সংবাদ
ঢাকা : শুক্রবার ১১ বৈশাখ ১৪৩৩
Dhaka : Friday 24 April 2026

শেরপুরে অগ্নিকাণ্ডে মৃৎশিল্প শ্রমিকের বাড়ি পুড়ে ছাই

প্রতিনিধি, শেরপুর (বগুড়া)

বগুড়ার শেরপুরে অগ্নিকাণ্ডে একটি বাড়ি সম্পূর্ণ পুড়ে ছাই হয়ে গেছে, এতে সর্বস্ব হারিয়েছেন আমিনুল ইসলাম নামের এক মৃৎশিল্পী। তিনি সুঘাট ইউনিয়নের চকঘিনাই গ্রামের মুসা মণ্ডলের ছেলে।

এলাকাবাসি সূত্রে জানা যায়, উপজেলার সুঘাট ইউনিয়নের চকঘিনাই গ্রামের আমিনুল ইসলাম প্রতিদিনের মত বাড়ির সবাইকে নিয়ে পাশের কল্যানী গ্রামে মৃৎশিল্পের কাজ করতে যান। গত বুধবার দুপুর ২টার দিকে তার বাড়িতে আগুন লাগার খবর পেয়ে ছুটে গিয়ে দেখেন তার সর্বস্ব পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। এতে তার প্রায় তিন লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে। দুর্গম এলাকা হওয়ায় ফায়ার সার্ভিসকে খবর দেয়া হলেও ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্সের কর্মচারিরা পৌছার আগেই এলাকবাসি আগুন নেভাতে সক্ষম হয়। কিন্তু ততক্ষণে বাড়ি পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। ধারনা করা হচ্ছে বৈদ্যুতিক শর্টসার্কিট থেকে এই আগুনের সুত্রপাত হয়েছে।

যুগান্তর
শনিবার ২৫ এপ্রিল ২০২৬
১২ বৈশাখ ১৪৩৩

মোহাম্মদপুরে ভবনের নির্মাণসামগ্রী পড়ে শ্রমিকের মৃত্যু

যুগান্তর প্রতিবেদন

রাজধানীর মোহাম্মদপুরে নির্মাণাধীন ভবনে ঢালাইয়ের মালামাল উঠানোর সময় রশি ছিঁড়ে মাথায় পড়ে রনি (২৮) নামের এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। শুক্রবার সকাল ৯টার দিকে আরশিনগর লাবণী লেকসিটির পাশে এ ঘটনা ঘটে। রনি চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জ উপজেলার সাহেব আলীর ছেলে। মোহাম্মদপুর এলাকায় বসবাস করে নির্মাণ শ্রমিকের কাজ করতেন তিনি। তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া সহকর্মী আব্দুর রহমান জানান, সকালে নিচ থেকে ভবনটির সাততলায় ঢালাইয়ের মালামাল উঠানোর সময় রশি ছিঁড়ে রনির মাথায় পড়ে। গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। লাশ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে রাখা হয়েছে।

সোমবার
২৭ এপ্রিল ২০২৬
দৈনিক ইত্তেফাক

বজ্রপাতে সাত জেলায় ১৪ জনের মৃত্যু

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

দেশের বিভিন্ন জেলায় বজ্রপাতে অন্তত ১৪ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। গতকাল রবিবার বিকালে গাইবান্ধাসহ সাত জেলায় এসব প্রাণহানির ঘটনা ঘটে। সবচেয়ে বেশি ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে গাইবান্ধা জেলায়, যেখানে একই এলাকায় একসঙ্গে চার জনের মৃত্যু হয়েছে। ইত্তেফাকের জেলা প্রতিনিধিরা এসব তথ্য জানিয়েছেন।

আমাদের পঞ্চগড় প্রতিনিধি জানান, জেলার আটোয়ারী উপজেলায় কাঁচা চা-পাতা কাটার সময় বজ্রপাতে এক চা-শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরো দুজন। গতকাল সকালে ধামোর ইউনিয়নের সোনাপাতিলা গ্রামের একটি চা-বাগানে এ ঘটনা ঘটে বলে আটোয়ারী থানার ওসি মতিয়ার রহমান জানান। নিহত ২৫ বছর বয়সি সোহরাওয়ার্দী সোনাপাতিলা গ্রামের আবু সামাদের ছেলে। আহতরা হলেন একই এলাকার মোস্তফা (৪৫) ও জাহেরুল ইসলাম (৪৩)।

যুগান্তর
শনিবার ২৫ এপ্রিল ২০২৬
E-mail: sportsjugantor@g

সৌদিতে সড়কে গোয়ালন্দের মুরাদ নিহত

গোয়ালন্দ (রাজবাড়ী) প্রতিনিধি

সৌদি আরবে সড়ক দুর্ঘটনায় রাজবাড়ীর গোয়ালন্দ উপজেলার মুরাদ শেখ (৩৭) নিহত হয়েছেন। মুরাদ উজানচর ইউনিয়নের ৬নং ওয়ার্ডের দরাপের ডাঙ্গীর আব্দুল খালেক শেখের ছোট ছেলে। বাংলাদেশ সময় ২৩ এপ্রিল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে দাম্মাম শহরের জুবাইল এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহতের বড় ভাই কুয়েত প্রবাসী কাউছার হোসেন মুঠোফোনে জানান, সৌদি আরবের দাম্মাম শহরের জুবাইল এলাকায় সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে সড়ক দুর্ঘটনায় মুরাদ মারা যায়। তার লাশ বর্তমানে সেখানকার জুবাইল জেনারেল হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। লাশটি দ্রুত দেশে আনার জন্য বাংলাদেশ ও সৌদি সরকার, প্রবাসী বাংলাদেশিসহ সংশ্লিষ্ট সবার আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করছি।

প্রথম আলো
মঙ্গলবার, ২৮ এপ্রিল ২০২৬,

বজ্রপাতে চার জেলায় আটজনের প্রাণহানি

প্রাকৃতিক দুর্যোগ

বজ্রপাতে ১৮ এপ্রিল ১২ ও ২৬ এপ্রিল ১৫ জন মারা যান। গতকালসহ এই তিন দিনে মোট প্রাণহানি অন্তত ৩৫।

প্রথম আলো ডেস্ক

নেত্রকোনা, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ ও নোয়াখালীতে বজ্রপাতে সাতজনের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল সোমবার সকাল সাড়ে নয়টা থেকে বেলা দুইটার মধ্যে এসব ঘটনা ঘটে। এর মধ্যে নেত্রকোনা ও সুনামগঞ্জে তিনজন করে এবং হবিগঞ্জ ও নোয়াখালীতে একজন করে মারা যান।

এ নিয়ে ১৮ এপ্রিল থেকে গতকাল ২৭ এপ্রিল পর্যন্ত দেশে বজ্রপাতে অন্তত ৩৫ জনের প্রাণহানি ঘটেছে। এর মধ্যে ১৮ এপ্রিল ১২ জন ও ২৬ এপ্রিল ১৫ জন মারা যান।

নেত্রকোনার খালিয়াজুরি উপজেলায় মারা যাওয়া ব্যক্তিরা হলেন ময়মনসিংহের ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলার মাইজবাড়ি ইউনিয়নের বাঘবেড় গ্রামের বাসিন্দা মো. আবদুল মোতালেব, খালিয়াজুরির সাতগাঁও গ্রামের মোনায়েম খাঁ ওরফে পালান এবং সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলার মেচরা ইউনিয়নের আকনাদিঘির চর গ্রামের মো. শুভ মণ্ডল।

স্থানীয় বাসিন্দা ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, আবদুল মোতালেব সকালে খালিয়াজুরিতে জগন্নাথপুর ফেরিঘাটে নদে বড়শি ফেলে মাছ ধরছিলেন। বজ্রপাতে তাঁর শরীর ঝলসে যায়। বেলা ১১টার দিকে উপজেলার সাতগাঁও গ্রামের মোনায়েম খাঁ বাড়ির সামনের হাওরে ধান কাটছিলেন। বজ্রপাতে তিনি ঘটনাস্থলেই মারা যান। সিরাজগঞ্জের শুভ মণ্ডল হাওরে ধান কেনার সময় বজ্রপাতে তিনি ঘটনাস্থলেই মারা যান।

সুনামগঞ্জে গতকাল দুপুরে বজ্রপাতে তিন ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। বজ্রপাতে মারা যাওয়া ব্যক্তিরা হলেন সদর উপজেলার মোল্লাপাড়া ইউনিয়নের আবদুল্লাহপুর গ্রামের আবদুল কাদিরের ছেলে জমির উদ্দিন (৩৮), গৌরারং ইউনিয়নের বৈঠাখালি গ্রামের কাদির হোসেনের ছেলে জমির হোসেন (৪০) এবং জামালগঞ্জ উপজেলার রূপাবলী গ্রামের আবুল কালামের ছেলে আবু সালেক (২০)।

স্থানীয় বাসিন্দাদের সূত্রে জানা গেছে, দুপুরে দেখার হাওরে ধান কাটার সময় বজ্রপাতে নিহত হন কৃষক জমির উদ্দিন। অপর দিকে একই সময়ে জমির হোসেন বাড়ি থেকে বের হয়ে সুরমা নদীর ঘাটে নিজের দোকান খুলতে যাচ্ছিলেন। এর আগে ১৮ এপ্রিল সুনামগঞ্জে বজ্রপাতে আরও পাঁচজন কৃষকের মৃত্যু হয়।

হবিগঞ্জের নবীগঞ্জের নোয়াগাঁও গ্রামে বেলা দুইটার দিকে বৃষ্টির সময় বাড়ির পাশের মাঠ থেকে গরু আনতে গিয়ে বজ্রপাতে প্রাণ হারিয়েছেন মকসুদ মিয়া।

নোয়াখালীর দ্বীপ উপজেলা হাতিয়ায় মায়ের সঙ্গে খেতে বাদাম তোলার সময় বজ্রপাতে নিহত হয়েছেন তরুণ আরাফাত হোসেন (১৮)। বেলা পৌনে দুইটার দিকে উপজেলার চরঈশ্বর ইউনিয়নের ৬ নম্বর ওয়ার্ডে হঠাৎ শুরু হওয়া ঝড়বৃষ্টির মধ্যে ওই ঘটনা ঘটে।

যুগান্তর | সোমবার ২৭ এপ্রিল ২০২৬ | ১৪ বৈশাখ ১৪৩৩

বজ্রপাতে ৬ জেলায় ১৩ জনের মৃত্যু

যুগান্তর ডেস্ক

দেশের ছয় জেলায় রোববার বজ্রপাতে ১৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। এর মধ্যে গাইবান্ধায় পাঁচজন, সিরাজগঞ্জ, জামালপুর ও ঠাকুরগাঁওয়ে দুজন করে এবং নাটোর ও বগুড়ায় একজন মারা গেছেন। ব্যুরো ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

গাইবান্ধা ও সাঘাটা : সুন্দরগঞ্জ, সাঘাটা ও ফুলছড়িতে বজ্রপাতে দুই শিশুসহ পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে। মৃতরা হলেন—ফুয়াদ, রাফি, মিজানুর রহমান, মানিক মিয়া ও নম্বর আলী। দুই শিশু চাচাতো-জ্যাঠাতো ভাই।

সুন্দরগঞ্জ উপজেলার ধোপাডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান মোখলেছুর রহমান মন্ডল জানান, রোববার দুপুরে দক্ষিণ ধোপাডাঙ্গার বাসিন্দা সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান সুজা চৌধুরীর বাড়ির বারান্দায় খেলা করছিল সুজা চৌধুরীর শিশুছেলে ফুয়াদ ও আব্দুর মুত্তালিবের শিশুছেলে রাফি। বৃষ্টির সঙ্গে হঠাৎ বজ্রপাত হলে বারান্দায় অবস্থানরত ফুয়াদ ও তার চাচাতো ভাই রাফি গুরুতর আহত হয়। পরিবারের লোকজন দুই শিশুকে গাইবান্ধা জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসক তাদের মৃত ঘোষণা করেন। এছাড়া একই গ্রামের মিজানুর রহমান জমিতে কাজ করছিলেন। বজ্রপাতে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।

ফুলছড়ি উপজেলার বুলবুলির চরে মানিক মিয়া ও সাঘাটা উপজেলায়

বজ্রপাতে ৬ জেলায় ১৩ জনের মৃত্যু

(১ম পৃষ্ঠার পর)

নম্বর আলী নামে একজন কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। নম্বর আলী উপজেলার বোনারপাড়া ইউনিয়নের হেল্লেঞ্চা গ্রামের কছির উদ্দিনের ছেলে।

সিরাজগঞ্জ : তাড়াশ উপজেলার মাধাইনগর ইউনিয়নের বেত্রাশীন গ্রামে রোববার বিকাল সাড়ে ৪টায় বজ্রপাতে আব্দুল হামিদ নামে এক কৃষকের মৃত্যু হয়। তিনি ওই গ্রামের গফুর আলীর ছেলে। স্থানীয় ইউপি সদস্য শফিকুল ইসলাম জানান, বৃষ্টির মধ্যে বাড়ির পাশে মাঠে কাজ করছিলেন আব্দুল হামিদ। এ সময় বজ্রপাতে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। একই দিন বিকাল ৫টার দিকে রায়গঞ্জ উপজেলার ধানগড়া ইউনিয়নের মল্লিকচাঁন এলাকায় বজ্র পাতে হাসান শেখ নামে এক যুবকের মৃত্যু হয়। তিনি ওই এলাকার আব্দুল হালিম শেখের ছেলে। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে নিজ জমিতে ধান কাটছিলেন হাসান। এ সময় বজ্র পাতে ঘটনাস্থলেই তিনি মারা যান।

জামালপুর : মেলান্দহ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) উবায়দুর রহমান যুগান্তরকে জানান, রোববার বিকালে উপজেলার হাজরাবাড়ী পৌর এলাকার কড়ইচূড়া গ্রামের রাজিব হোসেনের স্ত্রী মর্জিনা বেগম বাড়ির উঠানে রান্নার সময় বজ্রপাতে মারা গেছেন। আহত হয়েছেন একই এলাকার হারুনের স্ত্রী শেফালী বেগম। জামালপুর সদর থানার ওসি মিজানুর রহমান যুগান্তরকে জানান, জামালপুর সদরের চর যথার্থপুরে হাবিবুর রহমানের ছেলে হাসমত আলী হাসু খেতে কাজ করার সময় বজ্রপাতে মারা গেছেন। আহত হয়েছেন একই এলাকার নুর আলীর ছেলে কৃষক আনোয়ার হোসেন।

সিংড়া (নাটোর) : সিংড়ার চলনবিলে ধান কাটতে এসে বজ্রপাতে সম্রাট নামের এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। রোববার বিকাল সাড়ে ৪টায় উপজেলার ডাহিয়া ইউনিয়নের ঠেঙ্গাপাকুরিয়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহত ব্যক্তি সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুরের নগরডালা গ্রামের সাজা ফকিরের ছেলে। এ সময় তার সঙ্গে থাকা একই গ্রামের আলম হোসেন ও আফজাল হোসেন নামের দুই শ্রমিক আহত হয়েছেন। তাদের নাটোর সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। একই সময়ে উপজেলা কৈগ্রাম মাঠে ধান আনতে গিয়ে ফিরোজ হোসেন নামের এক কৃষক আহত হয়ে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি হয়েছেন। তিনি ওই গ্রামের আব্দুলের ছেলে।

বগুড়া : গাবতলীতে বৃষ্টির মধ্যে ধান গাছে পলিথিন দেওয়ার সময় বজ্রপাতে সুমন মিয়া নামে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। তিনি উপজেলার সোনারায় ইউনিয়নের মুচিখালী গ্রামের আবদুল করিমের ছেলে। রোববার দুপুরে মুচিখালী গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। সোনারায় ইউনিয়নের প্যানেল চেয়ারম্যান রাজা মন্ডল এ তথ্য দিয়েছেন।

মারা যাওয়া সুমনের ভাই ও সোনারায় ইউনিয়নের ৪নং ওয়ার্ডের সদস্য রঞ্জু মিয়া জানান, আহত সুমনকে বগুড়া টিএমএসএস মেডিকেল কলেজ ও রফাতউল্লাহ কমিউনিটি হাসপাতালে নিলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

ঠাকুরগাঁও : পীরগঞ্জে পৃথক স্থানে বজ্রপাতে এক গৃহবধূ ও এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। রোববার বিকালে উপজেলার কোষারাণীগঞ্জ ও সৈয়দপুর ইউনিয়নে এ ঘটনা ঘটে। মৃতরা হলেন—উপজেলার সৈয়দপুর ইউনিয়নের রশিদুল ইসলামের স্ত্রী সেলিনা আক্তার ও কোষারাণীগঞ্জ ইউনিয়নের কোষাডাঙ্গীপাড়ার আকবর আলীর ছেলে ইলিয়াস আলী।

বজ্রপাতে ঢাবিতে দুই নারী শিক্ষার্থী আহত, ঢামেকে ভর্তি : বজ্রপাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) এলাকায় আহত হয়েছেন দুই নারী শিক্ষার্থী। রোববার বিকাল সাড়ে পাঁচটায় বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাজেয় বাংলায় এলাকায় এই ঘটনা ঘটে। তাদের ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। আহতরা হলেন—সুফিয়া আক্তার (২২) ও ফারাহ আক্তার (২২)। তারা দুজনই বেসরকারি ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থী। হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ পরিদর্শক মো. ফারুক জানান, দুই শিক্ষার্থীকে অচেতন অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছিল। বর্তমানে মেডিসিন ভবনে তাদের চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। আহতদের হাসপাতালে নিয়ে আসা সহপাঠী অগ্নিলা স্বর্ণালী জানান, রোববার বিকালে তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাজেয় বাংলা এলাকা দিয়ে যাচ্ছিলেন। এ সময় হঠাৎ বজ্রপাতে তারা অচেতন হয়ে পড়ে।

দৈনিক ইত্তেফাক | ২৬ এপ্রিল ২০২৬

পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় দুই জনের মৃত্যু

দুই বাসের সংঘর্ষে আহত ২১

■ ইত্তেফাক ডেস্ক

পৃথক স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় দুই জনের মৃত্যু হয়েছে। এদিকে তারাকান্দায় দুই বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে ২১ জন আহত হয়েছেন। গতকাল শনিবার ও শুক্রবার রাতে এসব দুর্ঘটনা ঘটে।

কিশোরগঞ্জ (নীলফামারী) সংবাদদাতা : চাড়ালকাঁটা নদী খনন করে রাখা স্তূপ বালু নিয়ে যাওয়ার সময় মাহিন্দ্র ট্রাক্টরের ধাক্কায় এক ভ্যানচালকের মৃত্যু হয়েছে। নিহতের নাম রবিউল ইসলাম (৫৫)। ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার দুপুরে কিশোরগঞ্জ উপজেলার শিশু নিকেতন স্কুল অ্যান্ড কলেজের সামনে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, শনিবার দুপুরে একটি মাহিন্দ্র ট্রাক্টর নিতাই ইউনিয়নের গাঁংবের এলাকা থেকে চাঁড়ালকাটা নদীর খনন করে রাখা স্তূপ বালু নিয়ে যাচ্ছিল। এ সময় উপজেলা শহরের প্রবেশদ্বার শিশু নিকেতন স্কুল অ্যান্ড কলেজের সামনে পৌঁছালে একটি দাঁড়িয়ে থাকা ভ্যানে পেছন থেকে ধাক্কা দেয়। এতে ঘটনাস্থলে ভ্যানে বসে থাকা চালকের মৃত্যু হয়। কিশোরগঞ্জ থানার ওসি তদন্ত আব্দুল কুদ্দুস জানান, মাহিন্দ্র ট্রাক্টরটি আটক করে থানায় নিয়ে আসা হয়েছে।

আমরা জনগণের পক্ষে
বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
সোমবার ॥ ২৭ এপ্রিল ২০২৬

ট্রেনে কাটা পড়ে কৃষকের মৃত্যু

রাজবাড়ী প্রতিনিধি

রাজবাড়ীর বসন্তপুরে ট্রেনে কাটা পড়ে বাবলু খাঁ (৬৫) নামে এক কৃষক নিহত হয়েছেন। গতকাল সকালে সদর উপজেলার মজলিশপুর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত বাবলু ফরিদপুরের কোতোয়ালি থানার চাঁদপুর গ্রামের বাসিন্দা।

দৈনিক ইত্তেফাক | ২৭ এপ্রিল ২০২৬

সিরাজগঞ্জে বাসচাপায় বৃদ্ধা নিহত

পৃথক স্থানে আহত ১৪

■ ইত্তেফাক ডেস্ক

সিরাজগঞ্জের রায়গঞ্জে সড়ক দুর্ঘটনায় একজন নিহত হয়েছে। পৃথক স্থানে আহত হয়েছে আরো ১৪ জন। শনিবার ও রবিবার এসব দুর্ঘটনা ঘটে।

লৌহজং (মুন্সীগঞ্জ) সংবাদদাতা জানান, মুন্সীগঞ্জের লৌহজং উপজেলার ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ের ওজন স্টেশনের সামনে সড়ক দুর্ঘটনায় একই পরিবারের তিন জনসহ চার জন গুরুতর আহত হয়েছেন। শনিবার দিবাগত রাত আড়াইটার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। আহতরা হলেন—৮ মাসের শিশুসহ মা আঁখি (২০), বাবা আনিছ (২৫) ও ড্রাইভার তরিকুল (২৩)। শ্রীনগর ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন অফিসার দেওয়ান আজাদ হোসেন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

NEW AGE
SUNDAY, APRIL 26, 2026,

Night guard dies from bee stings in Chuadanga

Our Correspondent · Kushtia

A NIGHT guard died after being attacked by a swarm of bees in Damurhuda upazila of Chuadanga on Saturday morning.

The deceased, Anisur Rahman, 45, a resident of village Bazarpara in the district, was a night guard at a cold storage facility in Jhenaidah district.

According to local sources, Anisur was returning home by a pedal-driven van after completing his night shift. Upon reaching the Joyrampur area, a beehive suddenly fell in front of the vehicle, triggering a swarm of bees that attacked him. He sustained multiple stings, and one bee reportedly entered his ear.

In an attempt to escape the attack and relieve the intense pain, he jumped into a nearby pond and later managed to return home.

Family members first took him to the Damurhuda Upazila Health Complex for treatment as his condition deteriorated. He was referred to Chuadanga Sadar Hospital where on duty-doctors declared him dead upon arrival.

Dr Wahed Mahmud Robin, the duty physician at the hospital's emergency department, said the victim appeared to have suffered a severe reaction from multiple bee or hornet stings.

প্রথম আলো
বুধবার, ২৯ এপ্রিল ২০২৬,

পাঁচ জেলায় সড়কে প্রাণ গেছে ৯ জনের

সড়ক দুর্ঘটনা

নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে একটি বৌদ্ধবিহারের অধ্যক্ষ ও আরেকটি বিহারের উপাধ্যক্ষ রয়েছেন।

প্রথম আলো ডেস্ক

দেশের পাঁচ জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় অন্তত ৯ জন নিহত হয়েছেন। এর মধ্যে চট্টগ্রামের লোহাগাড়ায় মাইক্রোবাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে খাদে পড়ে তিনজন নিহত ও পাঁচজন আহত হয়েছেন। হতাহত ব্যক্তিরা সবাই বৌদ্ধবিহারে থাকতেন বলে পুলিশ জানিয়েছে।

লোহাগাড়ার দুর্ঘটনাটি ঘটে গতকাল মঙ্গলবার সকাল ৯টার দিকে চুনতি জাঙ্গালিয়া এলাকায়। অপর দুর্ঘটনাগুলো সোমবার সন্ধ্যার পর থেকে গতকাল দুপুরের মধ্যে ঘটে।

লোহাগাড়ায় নিহত ব্যক্তিরা হলেন খাগড়াছড়ি সদর উপজেলার য়ংড বৌদ্ধবিহারের উপাধ্যক্ষ ভদন্ত উসারা ভিক্ষু গৃহীনাম খ্যচিং মারমা (২৪), সেখানকার রুখই চৌধুরী পাড়ার বাসিন্দা ও মাইক্রোবাসচালক লাব্রে মারমা (৩৪) এবং মাটিরাঙ্গা উপজেলার চৌধুরীঘাটের উয়াসু বৌদ্ধবিহারের অধ্যক্ষ ভদন্ত আগ্গাধেইমা ভিক্ষু (২৭)।

কক্সবাজারে নিহত ৩

কক্সবাজারে পৃথক তিনটি সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন তিনজন। দুপুরে উখিয়ার বালুখালী রোহিঙ্গা আশ্রয়শিবিরে (ক্যাম্প-১৩) আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থার (আইওএম) একটি গাড়ির ধাক্কায় নিহত হয় রোহিঙ্গা শিশু আবু ওয়াইদা (৪)।

চকরিয়া উপজেলার মালুমঘাট এলাকায় বাস ও কাভার্ড ভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষের পর গাছের সঙ্গে বাসের ধাক্কায় নিহত হন বাসচালকের সহকারী মো. ইউছুফ (৫৫)। গতকাল বেলা ১১টার দিকে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কে দুর্ঘটনাটি ঘটে। এ ঘটনায় বাসের পাঁচ যাত্রী আহত হয়েছেন।

বাসের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় কাভার্ড ভ্যানটির। গতকাল দুপুরে কক্সবাজারের চকরিয়ার মালুমঘাট এলাকায়। সংগৃহীত

চকরিয়া উপজেলার হারবাং স্টেশন এলাকায় সকালে মহাসড়কে বাসের সঙ্গে সংঘর্ষে নিহত হয়েছেন মোটরসাইকেলের আরোহী মো. মিজানুর রহমান (৩২)।

তিন জেলায় নিহত ৩

খাগড়াছড়ি সদরের মেম্বারপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে গতকাল বেলা সাড়ে ১১টার দিকে মাইক্রোবাসের ধাক্কায় নিহত হন অটোরিকশার যাত্রী এনায়েত হোসেন ওরফে সৌরভ (৩২)। এ ঘটনায় তাঁর স্ত্রী প্রিয়া আক্তার (২৩) ও অটোরিকশাচালক আহত হয়েছেন।

কুমিল্লার দাউদকান্দি উপজেলার হরিপুরে সোমবার সন্ধ্যার পর ট্রাকচাপায় নিহত হয়েছেন তিন চাকার যান মাহিন্দ্রার যাত্রী জিহাদ হোসেন (১০)। এ ঘটনায় জিহাদের বড় ভাই মাহিন্দ্রার চালক বিল্লাল হোসেন (১৯) ও এক আরোহী আহত হন।

চাঁদপুরের কচুয়ার ডুমুরিয়া ব্রিজ এলাকায় গতকাল দুপুরে পিকআপ ভ্যানের সঙ্গে সংঘর্ষে নিহত হন মোটরসাইকেলের আরোহী ইব্রাহিম হোসেন।

সময়ের আলো
বুধবার। ২৯ এপ্রিল ২০২৬।

ঝড়ে মৃত্যু

● চুনারুঘাট প্রতিনিধি

হবিগঞ্জের চুনারুঘাটের জারুলিয়া এলাকায় ঝড়ের কবলে পড়ে ছায়েদ আলী (৩২) নামে এক সিএনজি অটোরিকশাচালক মারা গেছেন। সোমবার বিকালে চুনারুঘাট যাওয়ার সময় পথিমধ্যে ইছালিয়া ও জারুলিয়ার মধ্যবর্তী এলাকায় ঝড়ের কবলে পড়েন তিনি। এ সময় সিএনজি অটোরিকশার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেললে দুর্ঘটনায় তার মৃত্যু হয়।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
বুধবার ॥ ২৯ এপ্রিল ২০২৬।

সড়কে এসএসসি পরীক্ষার্থীসহ প্রাণহানি ৭

প্রতিদিন ডেস্ক

চট্টগ্রামে মাইক্রোবাস খাদে পড়ে তিনজন নিহত হয়েছেন। এ ছাড়া কক্সবাজার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, মুন্সিগঞ্জ ও গাজীপুরে এক এসএসসি পরীক্ষার্থীসহ আরও চারজনের মৃত্যু হয়েছে। নিজস্ব প্রতিবেদক ও প্রতিনিধিদের খবর–

চট্টগ্রাম : চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কের লোহাগাড়া উপজেলার চুনতি এলাকায় একটি মাইক্রোবাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছের সঙ্গে ধাক্কা লেগে খাদে পড়ে যায়। এতে ওই গাড়িতে থাকা তিনজন নিহত এবং পাঁচজন আহত হন। গতকাল সকালে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন খাগড়াছড়ির উসারা ভান্তে (খ্য চিং মারমা), আগ্গাধেইংম্মা ভান্তে এবং গাড়িচালক লাব্রে মারমা। শ্রীপুর (গাজীপুর) : গতকাল সকালে গাজীপুরের শ্রীপুরে এসএসসি পরীক্ষা দিতে যাওয়ার সময় এমসি বাজার এলাকায় অটোরিকশার সঙ্গে ট্রাকের সংঘর্ষে এক শিক্ষার্থীর মৃত্যু হয়েছে। এতে পাঁচ পরীক্ষার্থী ও অটোচালক আহত হয়েছেন। ঘটনার পর চালকসহ ট্রাক আটক করেছে পুলিশ।

কক্সবাজার : কক্সবাজার-টেকনাফ মেরিন ড্রাইভ সড়কে মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মোক্তার হোসেন (৪৮) নামে এক আরোহী নিহত ও দুজন আহত হয়েছেন। গতকাল সকালে টেকনাফ সদর ইউনিয়নের রাজার ছড়া এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া : সরাইলে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে ট্রাক মেরামতের সময় কাভার্ডভ্যানের চাপায় নিহত হয়েছেন হেলপার নিজাম হাওলাদার (৩৫)। সোমবার রাত ১টার দিকে উপজেলার ইসলামাবাদ গোগদ এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে। মুন্সিগঞ্জ : শ্রীনগরে অটোরিকশা ও পিকআপের সংঘর্ষে আহত নাসরিন বেগম (২৫) নামে এক নারী আহত হয়েছেন। সোমবার দিবাগত রাতে ঢাকার পঙ্গু হাসপাতালে মৃত্যু হয়। তিনি গত ২২ এপ্রিল সড়কে আহত হয়েছিলেন।

বণিকবার্তা
মঙ্গলবার, এপ্রিল ২৮, ২০২৬

কালবৈশাখী ও বজ্রপাতে আট জেলায় অন্তঃসত্ত্বা নারীসহ ১৫ জনের মৃত্যু

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

দেশের বিভিন্ন জেলায় গত ২৪ ঘণ্টায় কালবৈশাখীতে লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে জনপদ। ঝড়ে অসংখ্য গাছপালা উপড়ে পড়ে এবং বজ্রপাতে অন্তঃসত্ত্বা নারীসহ আট জেলায় ১৫ জন নিহত হয়েছেন। নিহতদের মধ্যে নেত্রকোনা, জামালপুর ও সুনামগঞ্জে তিনজন করে, হবিগঞ্জে দুজন এবং নোয়াখালী, বগুড়া, নওগাঁ ও ঝালকাঠিতে একজন করে রয়েছেন। অনেক জেলায় বৈদ্যুতিক খুঁটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং বসতঘর ভেঙে পড়েছে। অনেকে বাধ্য হয়ে খোলা আকাশের নিচে বসবাস করছে। প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্যে বিস্তারিত—

জামালপুর : মেলান্দহ উপজেলায় কালবৈশাখীতে ঘরের ওপর গাছ ভেঙে পড়ে মা ও দুই মেয়ের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল ভোরে উপজেলার নয়ানগর ইউনিয়নের দাগী এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন ওই এলাকার মৃত গনি মণ্ডলের স্ত্রী খুকি বেগম (৫৬), মেয়ে ফরিদা আক্তার (৩৫) ও মোছা. ফতে বেগম (৪০)। মেলান্দহ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ওবায়দুর রহমান বলেন, 'ঘরের ওপর গাছ পড়ে গাছের চাপায় তিনজনের মৃত্যু হয়েছে।'

বগুড়া : জেলায় মধ্যরাতে হঠাৎ কালবৈশাখীতে দোকানের ওপর গাছ পড়ে উমা চন্দ্র (৫২) নামে এক পান ব্যবসায়ীর মৃত্যু হয়েছে। গতকাল ভোরে জেলার গাবতলী উপজেলার সুখানপুকুর ইউনিয়নের লাঠিগঞ্জ বাজারে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত উমা চন্দ্র গাবতলী উপজেলার চকরাধিকা পশ্চিমপাড়া গ্রামের মৃত কালিদাসের ছেলে।

ফেনী : জেলায় বয়ে যাওয়া কালবৈশাখীতে লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে জনপদ। ঝড়ে অসংখ্য গাছপালা উপড়ে পড়ে, বৈদ্যুতিক খুঁটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং বসতঘর ভেঙে পড়েছে। গত রোববার সন্ধ্যা ৭টার দিকে শুরু হওয়া এ ঝড়ে পুরো জেলা বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। বিদ্যুৎ না থাকায় ভুতুড়ে পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

জানা গেছে, কালবৈশাখীতে ফেনীর পরশুরাম ও ফুলগাজী উপজেলায় সবচেয়ে বেশি ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। পরশুরাম পৌর এলাকার বাসপদুয়া, গুথুমা ও মির্জানগর ইউনিয়নের সত্যনগর, নিজকালিকাপুর, চিথলিয়া ও বক্সমাহমুদ ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে ঝড়ের তীব্রতায় গাছ উপড়ে বসতঘরের ওপর পড়ে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে।

নওগাঁ : কালবৈশাখীতে জেলায় এক অন্তঃসত্ত্বা নারীর মৃত্যু হয়েছে। ঝড়ের তাণ্ডবে জেলার কয়েকটি উপজেলায় ঘরবাড়ি ও ফসলের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া গেছে। নিহত আরাফাতুন (২০) তিন মাসের অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন। রানীনগর উপজেলার কালিগ্রাম গ্রামের বাসিন্দা হারুনুর রশিদ বলেন, তীব্র ঝড়ে রানীনগর ও আত্রাই উপজেলায় শতাধিক বাড়িঘর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

নেত্রকোনা : খালিয়াজুরীতে পৃথক স্থানে বজ্রপাতে এক জেলে ও দুই কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। উপজেলার জগন্নাথপুর ইউনিয়নের গোদারাঘাট (ফেরি) এলাকায় ধনু নদে মাছ ধরতে গিয়ে বজ্রপাতে আব্দুল মোতালিব (৫৫) নামে একজনের মৃত্যু হয়। উপজেলার সাতগাঁও গ্রামে বাড়ির সামনে হাওরে ধান শুকাতে গিয়ে বজ্রপাতে নিহত হন মোনায়েম খাঁ পালান নামে এক কৃষক। এছাড়া বেলা ৩টার দিকে উপজেলার কৃষ্ণপুরের ছায়ার হাওরে ধান কাটার সময় বজ্রপাতে মো. শুভ মণ্ডল নামে কৃষকের মৃত্যু হয়েছে।

সুনামগঞ্জ : হাওরে ধান কাটার সময় বজ্রপাতে তিন কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। সদর উপজেলার গৌরারং ইউনিয়নের বৈঠাখালী গ্রামের জমির হোসেন (৪২) ও মোল্লাপাড়া ইউনিয়নের আব্দুল্লাহপুর গ্রামের জমির উদ্দিন (৪৬) হাওরে ধান কাটার সময় বজ্রপাতে নিহত হন। একই সময়ে সদর উপজেলার হাওরের অন্য একটি স্থানে বজ্রপাতে জামালগঞ্জ উপজেলার নোয়াগাঁও গ্রামের আবু সালেহ (২২) নামের আরো এক কৃষকের মৃত্যু হয়।

হবিগঞ্জ : পৃথক স্থানে বজ্রপাতে এক কৃষকসহ দুজনের মৃত্যু হয়েছে। মকছুদ আলী (৪০) নামে এক কৃষক নিজ জমিতে ধান কাটার সময় বজ্রপাতে ঘটনাস্থলেই মারা যান। এছাড়া বানিয়াচং উপজেলার জাতুকর্ণপাড়া এলাকায় আব্দুল গফুরের ছেলে আব্দুস সালামও (৩৫) বজ্রপাতে মারা যান।

নোয়াখালী : হাতিয়ায় বজ্রপাতে মোহাম্মদ আরাফাত হোসেন (২২) নামে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। নিহত আরাফাত হোসেন মৃত আফছার মিয়ার ছেলে।

ঝালকাঠি : নলছিটি উপজেলায় দমকা হাওয়ার কারণে একটি পরিত্যক্ত টিনশেড ঘর ধসে নাফিয়া আক্তার (৪) নামে এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। উপজেলার কুলকাঠি ইউনিয়নের পশ্চিম পাওতা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

যুগান্তর | বৃহস্পতিবার ৩০ এপ্রিল ২০২৬
১৭ বৈশাখ ১৪৩৩

ট্রাক-মাইক্রোবাস সংঘর্ষ

কুড়িগ্রামে এক পরিবারের চার সদস্যসহ নিহত ৫

যুগান্তর ডেস্ক

চিকিৎসা নিতে গিয়েছিলেন রংপুরে। চিকিৎসা শেষে মাইক্রোবাসে ফেরার পথে ট্রাকের সঙ্গে সংঘর্ষে এক পরিবারের চার সদস্যসহ পাঁচজনের প্রাণ হারিয়েছেন।

মঙ্গলবার মধ্যরাতে কুড়িগ্রাম-ভুরুঙ্গামারী সড়কের নাগেশ্বরী পৌরসভার বাঁশের তল এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। এছাড়া দুই স্থানে দুর্ঘটনায় আরও দুজন নিহত হয়েছেন। তাদের মধ্যে ফরিদপুরে শিক্ষার্থী এবং বরগুনায় বিমানবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা রয়েছেন। ব্যুরো, স্টাফ রিপোর্টার ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

কুড়িগ্রাম : নিহতরা হলেন—ভুরুঙ্গামারী উপজেলার শিলখুড়ি ইউনিয়নের উত্তর তিলাই গ্রামের আসাদ মোড় এলাকার শামীম হোসেন ও তার মেয়ে মোছা. ছাদিয়া, তাদের পরিবারের বাবু মিয়ার স্ত্রী তামান্না, জাহিদুল ইসলামের ছেলে নুরনবী ও সাইফুর রহমানের ছেলে মাইক্রোচালক লিমন। মঙ্গলবার ঘটনাস্থলে দুজন এবং রাতে হাসপাতালে একজনসহ তিনজনের মৃত্যু হয়। পরদিন চিকিৎসাধীন অবস্থায় আরও দুজনের মৃত্যু হয়। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন আরও ৯ জন। হতাহতের ঘটনায় এলাকায় শোকের মাতম চলছে।

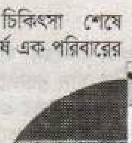

বিমান…
কর্মকর্তাস…
ঝরল আ…

সমকাল
বৃহস্পতিবার । ৩০ এপ্রিল ২০২৬

৮ জেলায় বজ্রপাতে ৯ জনের মৃত্যু

■ সমকাল ডেস্ক

কালবৈশাখী ও বৃষ্টির মধ্যে গতকাল বুধবার দেশের বিভিন্ন স্থানে বজ্রপাতে অন্তত ৯ জন নিহত হয়েছেন।

জামালপুরের ইসলামপুরে গতকাল সকালে বজ্রপাতে দুজন নিহত হয়েছেন। তারা হলেন– উপজেলার গাইবান্ধা ইউনিয়নের শামীম মিয়া ও সাপধরী ইউনিয়নের সাগর ইসলাম। শামীম মিয়া দশআনি নদীতে মাছ ধরতে গেলে বজ্রপাতে ঘটনাস্থলেই মারা যান। আর সাপধরী ইন্দুল্লামারী এলাকায় সড়কে কাজ করছিলেন সাগর।

রাজবাড়ী সদর উপজেলার মর্জৎকোল গ্রামে বজ্রপাতে সুমন আহমেদ নামে একজন নিহত হয়েছেন। এ সময় তাঁর কোলে থাকা চার বছরের মেয়ে সাফিয়া ছিটকে পড়ে প্রাণে বেঁচে যায়। গতকাল সকালে সুমন মেয়েকে কোলে নিয়ে বাড়ির পাশের দোকানে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ বজ্রপাত হলে ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান সুমন।

পটুয়াখালীর কলাপাড়ার পূর্ব চাকামইয়া গ্রামে সেতারা বেগম নামের এক নারীর মৃত্যু হয়েছে। তিনি বাড়ির পাশে মাঠে গরুকে ঘাস খাওয়াতে যাচ্ছিলেন। এ সময় বজ্রপাত হলে তিনি বিকট শব্দে অসুস্থ হয়ে পড়েন। হাসপাতালে নিয়ে গেলে তাঁকে মৃত ঘোষণা করা হয়। এ ছাড়া রাঙ্গাবালীর চরগঙ্গা গ্রামে বজ্রপাতে সৌরভ মজুমদার নামে এক তরুণের মৃত্যু হয়েছে। এক সপ্তাহ আগে তিনি প্রথম সন্তানের বাবা হন।

রংপুরের তারাগঞ্জের কাজীপাড়া গ্রামে সাহেরা বেগম নামের এক নারী এবং শরীয়তপুরের নড়িয়ার মাইজপাড়া এলাকায় পদ্মা নদীতে বজ্রপাতে রাজিব শেখ নামে এক জেলের মৃত্যু হয়েছে। শেরপুর সদর উপজেলার বাহপাড়া বেপারীবাড়িতে ইমান আলী নামের এক কৃষক নিহত হয়েছেন। বাগেরহাটে সদর উপজেলার সরকারডাঙ্গা গ্রামে রবিন হাওলাদার নামের এক দিনমজুরের মৃত্যু হয়েছে।

বাংলাদেশ প্রতিদিন বৃহস্পতিবার ॥ ৩০ এপ্রিল ২০২৬

ট্রাক-মাইক্রো মুখোমুখি সংঘর্ষ, শিশুসহ নিহত ৩

প্রতিদিন ডেস্ক

কুড়িগ্রামে সড়ক দুর্ঘটনায় শিশুসহ তিনজন প্রাণ হারিয়েছেন। এ ছাড়া সারা দেশে সড়কে প্রাণ গেছে দুজনের। বিস্তারিত প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর–

কুড়িগ্রাম : নাগেশ্বরী উপজেলায় ট্রাক ও মাইক্রোবাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে শিশুসহ তিনজন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন অন্তত ১১ জন। মঙ্গলবার রাতে নাগেশ্বরী পৌরসভার বাঁশেরতল এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটে। নিহতরা হলেন–ভুরুঙ্গামারী উপজেলার ছাদিয়া আক্তার (৭), নুরনবী (২৮) ও প্রাইভেট কার চালক লিমন (৩৮)। আহতদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। **ফরিদপুর :** নগরকান্দা উপজেলায় ট্রলির চাকায় পিষ্টে মরিয়ম আক্তার (১৩) নামে এক মাদ্রাসা ছাত্রী নিহত হয়েছে। গতকাল সকালে নগরকান্দা বাজারের কাছে মুন্সী শফিউদ্দিন ফিলিং স্টেশনের সামনে ঘটনাটি ঘটে। নিহত ছাত্রী উপজেলার বড় কাজলি গ্রামের মো. রাজ্জাকের মেয়ে। নগরকান্দা থানার ওসি রাসুল সামদানী আজাদ বলেন, পলাতক ট্রলি চালককে গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।

গাজীপুর : সদর উপজেলার ভবানীপুরের গার্মেন্ট কারখানার সামনে গতকাল প্রাইভেট কারের ধাক্কায় আবদুল কুদ্দুস নামে এক পোশাক শ্রমিক নিহত হয়েছেন। তিনি ভোলার চরফ্যাশন উপজেলার নুরুবাদের বাসিন্দা। সালনা হাইওয়ে থানার ওসি শাহাবুর রহমান জানান, লাশ ময়নাতদন্তের জন্য শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। ঘাতক চালক পলাতক।

যুগান্তর বুধবার ২৯ এপ্রিল ২০২৬
১৬ বৈশাখ ১৪৩৩

লোহাগাড়ায় মাইক্রোবাস খাদে পড়ে নিহত ৩

যুগান্তর ডেস্ক

চট্টগ্রামের লোহাগাড়ায় মাইক্রোবাস খাদে পড়ে বৌদ্ধভিক্ষুসহ তিনজন নিহত হয়েছেন। কক্সবাজারে পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ গেছে পাঁচজনের। এছাড়া কুমিল্লার দাউদকান্দি, খাগড়াছড়ি, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরাইল, নোয়াখালীর কবিরহাট ও চাঁদপুরের কচুয়ায় ঝরেছে পাঁচজনের প্রাণ। প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

লোহাগাড়া (চট্টগ্রাম) : লোহাগাড়ার চুনতি জাঙ্গালিয়া এলাকায় চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কে মাইক্রোবাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে খাদে পড়ে তিনজন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আরও পাঁচজন আহত হয়েছেন। মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৮টায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন—খাগড়াছড়ির পানছড়ি উপজেলার পুজগাং চৌধুরীপাড়ার মংশি মগের ছেলে ইন্দাসারা ভিক্ষু, খাগড়াছড়ি অংড় বৌদ্ধ বিহারের উপাধ্যক্ষ খ্যাচি মারমা ও বিহারের অধ্যক্ষের গাড়িচালক লাব্রে মারমা। আহতরা হলেন—বৌদ্ধভিক্ষু ইন্দ্রাসারা ভিক্ষু, নিয়া থিয়া, আত্রা মারমা, ভিক্ষুদের গৃহী চায়না গ্রু মারমা ও চাথুয়া গ্রু মারমা।

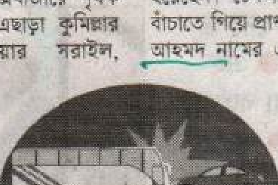

কক্সবাজারে পাঁচজনসহ ছয় জেলায় আরও ১০ প্রাণহানি

টেকনাফ ও চকরিয়া (কক্সবাজার) : টেকনাফ উপজেলার নাইট্যাং পাড়ায় সোমবার রাতে ট্রাক চাপায় টেকনাফ পৌরসভার অছিউর রহমানের ছেলে শফিউর রহমান নিহত হয়েছেন। টেকনাফে মঙ্গলবার সকালে প্রতিবন্ধী শিশুকে বাঁচাতে গিয়ে প্রাণ হারালেন মোটরসাইকেলচালক মোকতার আহমদ নামের এক প্রবাসী। তিনি বাহারছড়া ইউনিয়নের উত্তর শীলখালী এলাকার ৩নং ওয়ার্ডের জাফর আহম্মদের ছেলে। এ সময় আহত হয়েছেন মোটরসাইকেলের অপর আরোহী ও প্রতিবন্ধী শিশুটি। টেকনাফ সদর ইউনিয়নের রাজার ছড়া এলাকায় মেরিন ড্রাইভ সড়কে এ ঘটনা ঘটে। রামু উপজেলার তুলাতলী এলাকায় টেকনাফ-কক্সবাজার মহাসড়কে মাইক্রোবাস-অটোরিকশা সংঘর্ষে প্রাণ হারিয়েছেন টেকনাফের হ্নীলা ইউনিয়নের মৌলভীবাজারের বাদশা মিয়ার ছেলে দিল মোহাম্মদ। এ সময় অটোরিকশায় থাকা শিশুসহ তিনজন আহত হয়। চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কের চকরিয়া উপজেলার হারবাং স্টেশন এলাকায় মঙ্গলবার সকাল ১০টার দিকে বাসের সঙ্গে সংঘর্ষে মোটরসাইকেলচালক নিহত হয়েছেন। নিহত মিজানুর রহমান চট্টগ্রামের চন্দনাইশ উপজেলার বাসিন্দা এবং পপুলার ফার্মাসিউটিক্যালসের মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ

লোহাগাড়ায় মাইক্রোবাস খাদে পড়ে নিহত ৩

হিসাবে কর্মরত ছিলেন। অপরদিকে প্রায় একই সময়ে মহাসড়কের মালুমঘাট এলাকায় বাস ও কাভার্ডভ্যানের সংঘর্ষে বাসযাত্রী মোহাম্মদ ইউসুফ নিহত ও অপর ১০ যাত্রী আহত হয়েছেন। নিহত মো. ইউসুফ চট্টগ্রামের চান্দগাঁও এলাকার মুসি মিয়ার ছেলে।

দাউদকান্দি (কুমিল্লা) : দাউদকান্দিতে ট্রাকের ধাক্কায় বালুর ট্রলি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে জিহাদ নামে এক শিশু নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে আরও তিনজন। সোমবার সন্ধ্যায় উপজেলার হরিপুরে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

খাগড়াছড়ি : খাগড়াছড়ির আলুটিলা এলাকায় মঙ্গলবার বেলা ১১টার দিকে মাইক্রোবাসের ধাক্কায় অটোরিকশার যাত্রী সৌরভ হোসেন নামে একজন নিহত হয়েছেন। তিনি খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসকের বাংলোয় উমেদার হিসাবে কর্মরত ছিলেন। তিনি স্ত্রীকে নিয়ে রিছাং ঝরনায় বেড়াতে গিয়ে ফেরার পথে দুর্ঘটনার শিকার হন।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও সরাইল : সরাইলে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে কাভার্ডভ্যানের ধাক্কায় নিজাম হাওলাদার নামে এক ট্রাক হেলপার নিহত হয়েছেন। তিনি পিরোজপুরের মঠবাড়িয়া উপজেলার আমড়াগাছিয়া ইউনিয়নের কালিকাবাড়ি গ্রামের আব্দুল হাকিম হাওলাদারের ছেলে। সোমবার রাত ১টার দিকে উপজেলার ইসলামাবাদ গোগদ এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নোয়াখালী উত্তর ও কোম্পানীগঞ্জ : কবিরহাট উপজেলার ঘোষবাগ ইউনিয়নের জোড়ালগঞ্জ সড়কে মঙ্গলবার বিকালে ধান কাটার গাড়ি ও ট্রাক্টরের সংঘর্ষে মোহাম্মদ মিয়া নামে এক যুবক নিহত ও তিনজন আহত হয়েছেন। নিহত মোহাম্মদ মিয়া সুবর্ণচর উপজেলার চর জুবলি ইউনিয়নের বাসিন্দা। আহতরা হলেন—সুবর্ণচর উপজেলা চর জুবলি ইউনিয়নের মাহফুজুল্লাহর ছেলে মোহাম্মদ রুবেল, আবদুল মালেকের ছেলে মোহাম্মদ হান্নান ও নুর মোহাম্মদের ছেলে মোহাম্মদ জামাল।

কচুয়া (চাঁদপুর) : কচুয়া উপজেলার কচুয়া-হাজিগঞ্জ- গৌরীপুর সড়কের উত্তর ডুমুরিয়া ব্রিজ এলাকায় পিকআপভ্যান ও মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় বাসের হেলপার নিহত হয়েছেন। নিহত ইব্রাহীম হোসেন সাগর কুমিল্লা শহরতলীর আড়াইওরা গ্রামের সফিকুর রহমানের ছেলে।

সমকাল
বৃহস্পতিবার ১৭ বৈশাখ ১৪৩
Thursday 30 April 2026

লক্ষ্মীপুরে চিংড়ি পোনা শিকারে গিয়ে মেঘনায় তরুণ নিখোঁজ

জেলা বার্তা পরিবেশক, লক্ষ্মীপুর

লক্ষ্মীপুরের কমলনগরে মেঘনা নদীতে চিংড়ি পোনা শিকার করতে গিয়ে স্বপন নামে এক তরুণ নিখোঁজ হয়েছেন। গত সোমবার বিকেলে উপজেলার নবীগঞ্জ এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। চিংড়ি পোনা শিকারের জালের রশিতে পা পেঁচিয়ে তিনি নদীতে তলিয়ে যান বলে জানিয়েছেন স্থানীয়রা। নিখোঁজ স্বপন উপজেলার চরলরেন্স ইউনিয়নের নয় নম্বর ওয়ার্ডের খলিল কাশেমের বাড়ির মো. বাবুলের ছেলে। দুই সপ্তাহ আগে বিয়ে করেছিলেন তিনি। স্থানীয়রা জানান, সোমবার বিকেলে মই জাল দিয়ে চিংড়ির পোনা শিকারের জন্য মেঘনা নদীর নবীগঞ্জ এলাকায় যান স্বপন। নদীতে জাল ফেলার পর সাঁতরে সেটি টানার একপর্যায়ে অসাবধানতাবশত তার পায়ের সঙ্গে মই জালের রশি পেঁচিয়ে যায়। এতে তিনি নদীর গভীরে তলিয়ে যান। অন্যরা তাকে উদ্ধারের চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। খবর পেয়ে কমলনগর ফায়ার সার্ভিসের একটি ইউনিট দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার কাজ শুরু করে। তবে রাত ৭টা পর্যন্ত তার কোনো খোঁজ মেলেনি। কমলনগর ফায়ার সার্ভিসের ডিউটি অফিসার রিয়াজুল আমিন জানান, নিখোঁজের খবর পেয়ে উদ্ধারকারী দল কাজ শুরু করেছে।

যুগান্তর
বুধবার ২৯ এপ্রিল ২০২৬
১৬ বৈশাখ ১৪৩৩

ঝড় ও বজ্রপাতে ১০ জনের মৃত্যু

- অতি ভারি বর্ষণের পূর্বাভাস
- সমুদ্রবন্দরে ৩ নম্বর সতর্ক সংকেত

যুগান্তর ডেস্ক

বিভিন্ন স্থানে কালবৈশাখী ঝড় ও বজ্রপাতে ১০ জনের মৃত্যু হয়েছে। ঝড়ে বাড়িঘর ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। ঝড়ো হাওয়ায় গাছ উপড়ে পড়ে জনচলাচলে বিঘ্ন ঘটেছে। অনেক জায়গায় বিদ্যুতের খুঁটি ভেঙে পড়েছে। এতে বন্ধ হয়ে যায় বিদ্যুৎ সরবরাহ। প্রচণ্ড কালবৈশাখী ঝড় ও ভারি বৃষ্টিপাতের কারণে কিশোরগঞ্জের হাওড়বেষ্টিত নিকলী উপজেলায় এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষা নির্ধারিত সময়েরও এক ঘণ্টা পর শুরু করা হয়। এছাড়া কটিয়াদীতেও ৪৫ মিনিট পর পৌনে এগারোটায় পরীক্ষা শুরু করতে বাধ্য হয় কর্তৃপক্ষ। বিদ্যুৎ না থাকায় অনেক কেন্দ্রে মোমবাতির আলোতে পরীক্ষা নেওয়া হয়। অতিবৃষ্টিতে বোরো ধান ও শাকসবজির ক্ষেত পানিতে তলিয়ে যাওয়ায় কৃষকদের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগে বোরো ফসল ঝরে পড়ায় ও বাড়িতে তুলতে না পারায় কৃষকরা হতাশ হয়ে পড়েছেন। সারা দেশে বৃষ্টিপাতের প্রবণতা আরও বাড়তে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর।

গজারিয়া (মুন্সীগঞ্জ) : মুন্সীগঞ্জের গজারিয়ায় বজ্রপাতে শাহাদাত হোসেন নামে এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে উপজেলার গজারিয়া ইউনিয়নের কলসেরকান্দি গ্রামের কৃষিমাঠে এ ঘটনা ঘটে।

ব্রাহ্মণপাড়া (কুমিল্লা) : কুমিল্লার ব্রাহ্মণপাড়া উপজেলার শশীদল ইউনিয়নের আশাবাড়ী গ্রামে মঙ্গলবার মাছ ধরতে গিয়ে বজ্রপাতে এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। তার নাম সামসু মিয়া।

টাঙ্গাইল : টাঙ্গাইলের মির্জাপুরে বজ্রপাতে এক কৃষি শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার বিকাল সাড়ে ৪টার দিকে উপজেলার উয়ার্শী ইউনিয়নের নাগরপাড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। মিজান মিয়া পাবনা সদর উপজেলার দক্ষিণ চেচোখোলা গ্রামের হামিদ শেখের ছেলে।

সংবাদ
ঢাকা : বৃহস্পতিবার ১৭ বৈশাখ ১৪৩৩
Dhaka : Thursday 30 April 2026

খালে মিললো বৃদ্ধের মরদেহ

প্রতিনিধি, নাইক্ষ্যংছড়ি (বান্দরবান)

বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার বাইশারী ইউনিয়নে তুফান আলী পাড়া খালের পানিতে পড়ে মো. মোস্তাক আহমদ (৬০) প্রকাশ রিফুজি মোস্তাক নামে এক বৃদ্ধের মৃত্যু হয়েছে। গত মঙ্গলবার সন্ধ্যায় দমকা হাওয়াও ভারী বৃষ্টির পানির স্রোতে বাইশারী ইউনিয়নের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের ফারিখাল এলাকা থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

স্থানীয়রা জানায়, খালের পানির স্রোতের একটি মরদেহ ভাসতে দেখে তারা দ্রুত সেটি উদ্ধার করে তীরে নিয়ে আসে। পরে পরিচয় শনাক্ত হলে জানা যায়, মৃত ব্যক্তি তুফান আলী পাড়ার বাসিন্দা মোস্তাক আহমদ। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মোস্তাক আহমদ দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ ছিলেন। ঘটনার দিন তিনি অসুস্থ শরীর নিয়েই পানের বরজে কাজ করতে যান। ধারণা করা হচ্ছে, ফেরার পথে খাল পারাপারের সময় হঠাৎ বিকট বজ্রপাতের শব্দে ভয় পেয়ে অথবা ভারসাম্য হারিয়ে পানিতে পড়ে যান। পরে খালের পানিতে তলিয়ে গিয়ে তার মৃত্যু হয়। স্থানীয় ইউপি সদস্য মো. আবু তাহের বলেন, তিনি দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ ছিলেন। তারপরও কাজের জন্য বের হন। ধারণা করা হচ্ছে, বজ্রপাতের শব্দে ভয় পেয়ে বা পা পিছলে খালে পড়ে যান। বাইশারী পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রের ইনচার্জ (আইসি) মো. আনোয়ারুল ইসলাম জানান, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে।

কালের কণ্ঠ
বৃহস্পতিবার। ৩০ এপ্রিল ২০২৬

৮ জেলায় বজ্রপাতে ১৩ জনের মৃত্যু

কালের কণ্ঠ ডেস্ক ▷

দেশের আট জেলায় বজ্রপাতে অন্তত ১৩ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। এর মধ্যে পটুয়াখালীতে চারজন, জামালপুরে দুজন, বরগুনায় দুজন, ময়মনসিংহে একজন, বাগেরহাটে একজন, রংপুরে একজন, শরীয়তপুরে একজন এবং রাজবাড়ীতে একজন রয়েছেন। আমাদের প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর :

পটুয়াখালী : পটুয়াখালীর বিভিন্ন এলাকায় কালবৈশাখীর সময় বজ্রপাতে চারজন নিহত হয়েছেন। রাঙ্গাবালী উপজেলার চরগঙ্গা গ্রামে মাঠে গরু বাঁধতে গিয়ে সৌরভ মজুমদার, কলাপাড়া উপজেলার তারিকাটা গ্রামে ভুট্টাক্ষেতে কাজ করার সময় জহির উদ্দিন, পূর্ব চাকামাইয়া গ্রামে গরুকে ঘাস খাওয়াতে গিয়ে সেতারা বেগম এবং শান্তিপুর গ্রামে মাঠ থেকে গরু নিয়ে আসার সময় খালেক হাওলাদার বজ্রপাতে প্রাণ হারান।

জামালপুর : গতকাল জামালপুরের ইসলামপুরে পৃথক বজ্রপাতে দুজনের মৃত্যু হয়েছেন। নদীতে মাছ ধরতে গিয়ে শামীম মিয়া এবং রাস্তায় কাজ করার সময় সাগর ইসলাম নামের এক শ্রমিক মারা যান।

বরগুনা : গতকাল বরগুনায় পৃথক বজ্রপাতের ঘটনায় আল-আমীন নামের এক জেলে এবং নূরজামাল নামের এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। আল-আমীন পাথরঘাটা উপজেলার সদর ইউনিয়নের পদ্মা এলাকার বাসিন্দা এবং নুরজামাল আমতলী উপজেলার পূজাখোলা নামক এলাকার বাসিন্দা।

ময়মনসিংহ : ময়মনসিংহের তারাকান্দায় মাছ ধরতে গিয়ে বজ্রপাতে সাদ্দাম হোসেন নামের এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল সকাল ৭টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।

বাগেরহাট : বাগেরহাটে বজ্রপাতে রবিন হাওলাদার নামের এক দিনমজুরের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল বিকেলের দিকে সদর উপজেলার সরকারডাঙ্গা গ্রামের মাঠে গরু আনতে গেলে বজ্রপাতে তাঁর মৃত্যু হয়। রবিন হাওলাদার সরকারডাঙ্গা গ্রামের জগদীশ হাওলাদারের ছেলে।

রংপুর : গতকাল দুপুরে রংপুরের তারাগঞ্জে বজ্রপাতে সাহেরা বেগম নামের এক গৃহবধূর মৃত্যু হয়েছে। উপজেলার সয়ার ইউনিয়নের কাজীপাড়া গ্রামে ওই গৃহবধূ রান্না করার জন্য বাড়ির পাশে খড়ি সংগ্রহ করতে যাওয়ার পথে বজ্রপাতে তাঁর মৃত্যু হয়।

রাজবাড়ী : গতকাল রাজবাড়ীতে বজ্রপাতে সুমন মণ্ডল নামের এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। সকাল পৌনে ৭টার দিকে সদর উপজেলার মিজানপুর ইউনিয়নের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের মজলিশপুর কোল গ্রামে এ দুর্ঘটনা ঘটে। সুমন ওই গ্রামের সিদ্দিক মণ্ডলের ছেলে।

শরীয়তপুর : শরীয়তপুরের নড়িয়ায় কীর্তিনাশা নদীতে মাছ ধরতে গিয়ে বজ্রপাতে রাজীব শেখ নামের এক জেলের মৃত্যু হয়েছে। জপসা ইউনিয়নের মাইজপাড়া এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত রাজীব শেখ একই ইউনিয়নের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের মাইজপাড়া গ্রামের হারুন শেখের ছেলে।

সংবাদ
ঢাকা : বৃহস্পতিবার ১৭ বৈশাখ ১৪৩
Dhaka : Thursday 30 April 2026

কুড়িগ্রামে ট্রাক-মাইক্রোবাস সংঘর্ষে শিশুসহ নিহত ৩

জেলা বার্তা পরিবেশক, কুড়িগ্রাম

কুড়িগ্রাম জেলার নাগেশ্বরী উপজেলায় ট্রাক ও মাইক্রোবাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে ১ শিশুসহ ৩জন নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে অন্তত ১১ জন। আহতদের কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাদের রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। গত মঙ্গলবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে উপজেলার পৌরসভার বাঁশের তল এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে। নাগেশ্বরী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আব্দুল্লাহ হীল জামান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ভুরুঙ্গামারী থেকে ছেড়ে আসা একটি ট্রাকের সঙ্গে কুড়িগ্রাম থেকে ছেড়ে আসা একটি মাইক্রোবাসের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলেই দু'জন নিহত হয়। গুরুতর আহতদের উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নেয়ার পর সেখানে আরও ১জনের মৃত্যু হয়। নিহতরা হলেন-ছাদিয়া আক্তার (৭), তার বাবা শামীম মিয়া নুরনবী (২৮) এবং মাইক্রোবাসের চালক লিমন (৩৮)। তাদের সবার বাড়ি ভুরুঙ্গামারী উপজেলার বিভিন্ন এলাকায়।

দুর্ঘটনায় আহতদের নাগেশ্বরী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়। পরে তাদের মধ্যে গুরুতর আহত কয়েকজনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। খবর পেয়ে পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার কাজ পরিচালনা করে।

যুগান্তর
বৃহস্পতিবার ৩০ এপ্রিল ২০২৬
১৭ বৈশাখ ১৪৩৩

বজ্রপাতে ১১ জনের প্রাণহানি

দেওয়াল ধসে আরও ১

যুগান্তর ডেস্ক

দেশের বিভিন্ন জেলায় বজ্রপাতে প্রাণ গেছে ১১ জনের। এর মধ্যে বরগুনার আমতলীতে দুই কৃষক ও পাথরঘাটায় জেলে, জামালপুরের ইসলামপুরে এক যুবক ও নির্মাণশ্রমিক, গাজীপুরের কালীগঞ্জে যুবক, রংপুরের তারাগঞ্জে গৃহবধূ, পটুয়াখালীর রাঙ্গাবালীতে তরুণ, কুমিল্লার চান্দিনায় গৃহবধূ, ময়মনসিংহের তারাকান্দায় যুবক ও বাগেরহাটে দিনমজুর রয়েছে। চট্টগ্রামের কর্ণফুলীতে বৃষ্টিতে দেওয়াল ধসে প্রাণহানি হয়েছে নারীর। বরিশালের মেহেন্দীগঞ্জে বজ্রপাতে আহত হয়েছেন শিক্ষকসহ ১৭ জন। এছাড়া কয়েকটি জেলায় মৃত্যু হয়েছে গবাদিপশুর। ব্যুরো ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

আমতলী ও পাথরঘাটা (বরগুনা) : আমতলী উপজেলার পূজাখোলা গ্রামে কৃষক নুরজামাল মাঠে মাছ শিকার করতে গিয়ে বজ্রপাতে মারা গেছেন। বুধবার বিকালে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মুহাম্মাদ জাফর আরিফ চৌধুরী ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে ২৫ হাজার টাকা অনুদান দিয়েছেন। কলাপাড়া উপজেলার শান্তিপুরে বুধবার দুপুরে কৃষক আবদুল খালেক হাওলাদার মাঠে গরু আনতে গিয়ে বজ্রপাতে মারা গেছেন। পাথরঘাটায় গভীর সাগরে মাছ ধরার সময় ট্রলারে বজ্রপাতে এক জেলের মৃত্যু ও আরও চারজন আহত হয়েছেন। মৃত আল-আমিন পাথরঘাটা উপজেলার সদর ইউনিয়নের ৭ নম্বর ওয়ার্ডের নুরুল ইসলামের ছেলে।

ইসলামপুর (জামালপুর) : ইসলামপুর উপজেলার গাইবান্ধা ইউনিয়নের মরাকান্দি উত্তরপাড়ার মোহাম্মদ আলী মেম্বারের ছেলে শামীম মন্ডল বুধবার দুপুরে বজ্রপাতে মারা গেছেন। তিনি ব্রহ্মপুত্র নদে মাছ ধরতে গেলে এ ঘটনা ঘটে। একই সময় উপজেলার সাপধরি ইউনিয়নে রাস্তার নির্মাণকাজ করার সময় শ্রমিক সাগর বজ্রপাতে প্রাণ হারান। তিনি দেওয়ানগঞ্জ উপজেলার চিনিয়াপাড়ার স্বাধীন মিয়ার ছেলে।

বাগেরহাট ও শরণখোলা : মারা যাওয়া রবিন হাওলাদার বাগেরহাট সদর উপজেলার সরকারডাঙ্গী গ্রামের জগদীশ হাওলাদারের ছেলে। বুধবার মাঠে গরু আনতে গেলে বজ্রপাতে তার মৃত্যু হয়। এছাড়া শরণখোলা উপজেলার উত্তর কদমতলা গ্রামে বুধবার দুপুরে বজ্রপাতে গোয়ালঘরে থাকা একটি গরুর মৃত্যু হয়েছে।

সমকাল
বৃহস্পতিবার | ২ এপ্রিল ২০২৬

ভূমধ্যসাগরে সুনামগঞ্জের আরেক তরুণের মৃত্যু

■ সুনামগঞ্জ প্রতিনিধি

মহিবুর রহমান

ভূমধ্যসাগরে সুনামগঞ্জের আরেক তরুণের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। একই নৌকায় মারা যাওয়া সুনামগঞ্জের ১২ জনের সঙ্গে ওই তরুণও ছিলেন। তাঁর নাম মহিবুর রহমান (২০)। ছেলের শোকে কাতর মা শয্যাশায়ী, আর ছোট ভাইকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

মহিবুর রহমানের বাড়ি সুনামগঞ্জের ছাতক উপজেলার ভাতগাঁও ইউনিয়নের ঘাগলাজুর গ্রামে। তাঁর বাবার নাম নুরুল আমিন, মায়ের নাম মহিমা বেগম। তিন ভাই ও দুই বোনের মধ্যে মহিবুর ছিলেন বড়। দেশে রাজমিস্ত্রির কাজ করতেন তিনি। তাঁর আয়েই চলত বিশাল সংসার।

গত শনিবার ভূমধ্যসাগরে প্রাণ হারানো সুনামগঞ্জের ১২ জনের খবর দেশে আসার পর থেকেই মহিবুর রহমানের পরিবার দালালের সঙ্গে যোগাযোগ করতে থাকেন। দালাল তাঁর কোনো খবর নিশ্চিত করেনি। পরে সোমবার একই বোটে থাকা সুনামগঞ্জের আরেক যুবক মারুফ আহমদ গ্রিস থেকে মহিবুর রহমানের মৃত্যুর বিষয়টি তাঁর পরিবারকে নিশ্চিত করেন। দেশ থেকে মহিবুর ও মারুফ আহমদ নামের ওই যুবক একই সঙ্গে গিয়েছিলেন। উদ্ধারের পর মারুফ এখন গ্রিসের একটি ক্যাম্পে আছেন। তাঁর ভাষ্য, বোটে অনাহারে দুর্বল হয়ে প্রথমেই মারা যান মহিবুর। এরপর একে একে অন্যদের মৃত্যু হয়।

মহিবুর রহমানের চাচাতো ভাই ভাতগাঁও ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য মোহাম্মদ সুনু মিয়া বলেন, মহিবুর চার মাস আগে গ্রিসে যাওয়ার উদ্দেশ্যে বাড়ি ছাড়েন। এরপর সৌদি আরব হয়ে লিবিয়া যান। মাঝখানে তিনি খুব কষ্টে আছেন জানিয়ে দেশে ফিরিয়ে আনার আকুতি জানিয়েছিলেন পরিবারের কাছে। সুনামগঞ্জের শান্তিগঞ্জ উপজেলার পাগলা এলাকার নবী হোসেনের মাধ্যমে তিনি গ্রিসে যেতে চেয়েছিলেন।

সুনু জানান, নবী হোসেন লিবিয়ায় আছেন। দেশে নবী হোসেনের বাবা আবদুল মন্নান সব লেনদেন করেছেন। ছেলেকে গ্রিসে পাঠাতে দরিদ্র নুরুল আমিন জমি বিক্রি করেছেন, মহাজনি সুদে টাকা এনেছেন পাঁচ লাখ। মোট ১৩ লাখ টাকা দেওয়া হয়েছে দালালকে। রাজমিস্ত্রির কাজের সুবাদে নবী হোসেনের বাবা আবদুল মন্নানের পরিচয় হয়। পরে মন্নানই মহিবুরকে গ্রিসে যেতে উৎসাহিত করেন।

মহিবুরের মৃত্যুর খবরে তাঁর মা শয্যাশায়ী। তিনি বারবার জ্ঞান হারাচ্ছেন। তাঁকে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।

ছাতক থানার ওসি মোহাম্মদ মিজানুর রহমান বলেন, বিষয়টি বুধবার বিকেলে সামাজিক মাধ্যমে দেখেছি। আমাকে কেউ জানায়নি।

সমকাল ■ বুধবার ■ ১ এপ্রিল ২০২৬

সুন্দরবনে ১০ জেলেকে অপহরণ

■ শ্যামনগর (সাতক্ষীরা) প্রতিনিধি

সুন্দরবনের সাতক্ষীরা রেঞ্জে মুক্তিপণের দাবিতে জলদস্যুরা ১০ জেলেকে অপহরণ করেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। সোমবার বিকেল থেকে রাতে সুন্দরবনের চুনকুড়ি নদীর সুবদির খাল, মালঞ্চ নদীর মাইশারকোল ও মামুন্দো নদীর মোরা তলী খাল থেকে এসব জেলেকে অপহরণ করা হয়।

সাতক্ষীরা রেঞ্জে তৎপর 'ডন' ও 'আলিফ ওরফে আলিম' বাহিনীর সদস্য পরিচয়ে তাদের অপহরণ করা হয় বলে জানিয়েছেন ঘটনাস্থল থেকে ফিরে আসা জেলেরা।

অপহরণের শিকার ছয় জেলের নাম পরিচয় জানা গেলেও নিরাপত্তার স্বার্থে অপর চারজনের পরিচয় জানাতে অপারগতা প্রকাশ করেছেন তাদের সহযোগীরা। পরিচয় নিশ্চিত হওয়া ছয় জেলে হলেন–মো. সাদ্দাম (৪০), এনামুল (৪৫), হযরত (৩৩), আনারুল (২৩), ইমরান (২৪) ও সুশান্ত (২৩)। তারা শ্যামনগর উপজেলার রমজাননগর এবং মুন্সিগঞ্জ ইউনিয়নের চুনকুড়ি ও ছোট ভেটখালী গ্রামের বাসিন্দা।

ফিরে আসা জেলেদের ভাষ্য, তারা সাতক্ষীরা রেঞ্জের কদমতলা স্টেশন থেকে পাশ (অনুমতিপত্র) নিয়ে মাছ ও কাঁকড়া শিকারে সুন্দরবনে গিয়েছিলেন। সোমবার বিকেলে 'ডন বাহিনী'র সদস্য পরিচয়ে মাইশার কোল থেকে সাদ্দাম নামের এক জেলেকে অপহরণ করা হয়। পরে 'আলিফ ওরফে আলিম' বাহিনীর পরিচয়ে আরও ৯ জন জেলেকে অপহরণ করে একদল দুর্বৃত্ত। এসব জেলের মধ্যে সাদ্দাম, এনামুল ও আনারুলের মুক্তিপণ বাবদ তাৎক্ষণিকভাবে জলদস্যুরা দেড় লাখ টাকা দাবি করেছে। অপহরণের শিকার অপর জেলেদের মুক্তিপণ নিয়ে এখনও কোনো দাবি জানায়নি জলদস্যুরা।

সাতক্ষীরা রেঞ্জের বুড়িগোয়ালিনী স্টেশন অফিসার রেঞ্জার মো. ফজলুল হক জানান, সুন্দরবনের খাল থেকে কয়েকজন জেলেকে অপহরণের কথা তারা শুনেছেন। কিন্তু জেলেদের নিরাপত্তার স্বার্থে তাদের সহযোগী বা পরিবারের সদস্যরা বন বিভাগের কাছে বিষয়টি স্পষ্ট করছেন না।

শ্যামনগর থানার ওসি খালেদুর রহমান বলেন, এ ঘটনায় এখনও কেউ থানায় অভিযোগ দেয়নি। তিনি জানান, অধিকাংশ ক্ষেত্রে অপহরণের শিকার জেলেদের সহযোগীরা জলদস্যুদের সঙ্গে নিজেরাই কথা বলে বিষয়টি মিটিয়ে নেয়। জেলেদের জীবনের নিরাপত্তার কথা ভেবে তারা আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে কোনো তথ্য দিতে চান না।

বৃহস্পতিবার ২ এপ্রিল ২০২৬
১৯ চৈত্র ১৪৩২ | যুগান্তর

শাহ আলম

আমিরাতে ড্রোনের ধ্বংসাবশেষ পড়ে বাংলাদেশির মৃত্যু

কুমিল্লা ব্যুরো

সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাই শহরে ইরানি ড্রোনের ধ্বংসাবশেষ পড়ে কুমিল্লার ব্রাহ্মণপাড়ার প্রবাসী শাহ আলম (৫০) নিহত হয়েছেন। তিনি উপজেলার সাহেবাবাদ ইউনিয়নের জিরুইন গ্রামের মৃত হানিফ ভূইয়ার ছেলে। বুধবার সন্ধ্যায় বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মাহমুদা জাহান।

শাহ আলমের বোন সাবিনা আক্তার জানান, দুবাই শহরের ফুজাউরাহ আল-রিফা এলাকার একটি খামারে কাজ করতেন শাহ আলম। বুধবার সকালে একটি ড্রোনের ধ্বংসাবশেষ পড়ে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। শাহ আলম প্রায় ১০ বছর আগে দুবাই যান।

আমিরাতে ড্রোনের ধ্বংসাবশেষ

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

মাজরা ভিসায় একটি মালিকানা খামারে কাজ করতেন। তার ২ ছেলে ও ২ মেয়ে রয়েছে। দুবাই গণমাধ্যম জানিয়েছে, আমিরাতের এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম তাদের আকাশসীমায় সফলভাবে একটি ইরানি ড্রোন প্রতিহত করেছে। ড্রোনটি ধ্বংস করার পর সেটির ধ্বংসাবশেষ আল-রিফা এলাকার একটি খামারে গিয়ে পড়ে। এতে ওই বাংলাদেশির মৃত্যু হয়েছে। সাবিনা আক্তার আরও বলেন, সরকারের কাছে দাবি, ভাইয়ের লাশটা যেন যথাযথভাবে আমাদের কাছে পৌঁছানো হয়। আমার ভাই সামান্য বেতনে সেখানে কাজ করতেন। তা দিয়ে কোনোরকম পরিবারের ভরণপোষণ চালাত। সহায়সম্বলহীন আমার ভাইয়ের লাশটা যেন সরকার আমাদের কাছে এনে দেয়। পরিবারকে যেন আর্থিকভাবে সাহায্য করে।

এ বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মাহমুদা জাহান বলেন, খবর পেয়ে শোকাহত পরিবারকে সমবেদনা জানিয়েছি। এ বিষয়ে প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করা হবে। লাশ দ্রুত দেশে আনার জন্য প্রয়োজনীয় সব ধরনের প্রশাসনিক সহযোগিতা করা হবে। মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত আরব আমিরাতের সামরিক বাহিনীর দুজন সদস্য এবং সশস্ত্র বাহিনীর সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ একজন মরক্কোর নাগরিক প্রাণ হারিয়েছেন। সাধারণ নাগরিকদের মধ্যে এখন পর্যন্ত পাকিস্তান, নেপাল, বাংলাদেশ, ফিলিস্তিন ও ভারতের অন্তত ৮ জন নিহত হয়েছেন। এছাড়া গেল এক মাসেই আরব আমিরাতে অন্তত ১৮৮ জন আহত হয়েছেন। এদের মধ্যে সংযুক্ত আরব আমিরাত ছাড়াও মিসর, সুদান, ইথিওপিয়া, ফিলিপিন্স, পাকিস্তান, ইরান, ভারত, বাংলাদেশ, শ্রীলংকা, আজারবাইজান, ইয়েমেন, উগান্ডা, ইরিত্রিয়া, লেবানন, আফগানিস্তান, বাহরাইন, কমোরোস, তুরস্ক, ইরাক, নেপাল, নাইজেরিয়া, ওমান, জর্ডান, ফিলিস্তিন, ঘানা, ইন্দোনেশিয়া, সুইডেন ও তিউনিসিয়ার নাগরিকরা রয়েছেন। বাংলাদেশির মৃত্যুতে প্রবাসী মহলে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। তারা বলছেন, মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের কারণে অর্থনীতি ও জননিরাপত্তা চরম সংকটের মুখে পড়েছে। বিশেষ করে তেলসমৃদ্ধ এই দেশগুলোতে বিদেশি শ্রমিকদের নিরাপত্তা এখন বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

যুগান্তর বৃহস্পতিবার ২ এপ্রিল ২০২৬
E-mail :,sportsjugantor@...

মুন্সীগঞ্জে ধলেশ্বরীতে ডুবে নিখোঁজ শ্রমিকের লাশ উদ্ধার

যুগান্তর প্রতিবেদন, মুন্সীগঞ্জ

মুন্সীগঞ্জ সদরের বিনোদপুরের ধলেশ্বরী নদীতে নিখোঁজ কিশোর শ্রমিক রাকিবের লাশ উদ্ধার করেছে ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল। বুধবার সকালে লাশটি ভেসে উঠলে স্থানীয়রা ফায়ার সার্ভিসকে খবর দেয়। তারা এসে লাশ উদ্ধার করে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করে। ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের কর্মকর্তা মুহাম্মদ সফিকুল ইসলাম জানান, মঙ্গলবার দুপুরে তিন বন্ধু ধলেশ্বরী নদীতে গোসল করতে নামে। তাদের দুজন সাঁতরে তীরে ফিরলেও নিখোঁজ ছিল রাকিব। বুধবার সকালে তার লাশ উদ্ধার করা হয়। রাকিব (১৫) মাদারীপুরের শিবচরে চর বাচামারা খলিফাকান্দির সৌদি প্রবাসী শাহাদত মাতব্বরের ছেলে। স্থানীয় একটি সুতার ফ্যাক্টরিতে কাজ করত।

দৈনিক ইত্তেফাক
বুধবার
১৮ চৈত্র ১৪৩২, ১ এপ্রিল ২০২৬

রূপগঞ্জে তুচ্ছ ঘটনায় প্রতিপক্ষের হামলায় সৌদি প্রবাসী নিহত

■ রূপগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ) সংবাদদাতা

নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ উপজেলার ভোলাবো ইউনিয়নের টাওরা এলাকায় তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রতিপক্ষের হামলায় সৌদি প্রবাসী মাছুম মিয়া (২৫) নামের এক যুবক নিহত হয়েছে। গত সোমবার সন্ধ্যায় এ ঘটনা ঘটে।

পুলিশ জানায়, রূপগঞ্জের টাওরা গ্রামের মাছুম মিয়া ও একই এলাকার রাজু মিয়া সৌদি প্রবাসী। সৌদি আরবে অবস্থানকালে আর্থিক লেনদেন নিয়ে তাদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হয়। ঈদুল ফিতর উপলক্ষ্যে তারা দেশে ফেরার পরও পাওনা টাকা নিয়ে তাদের মধ্যে বিরোধ চলতে থাকে। পরে স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে ঈদের পর আয়োজিত এক গ্রাম্য সালিশ বৈঠকে রাজু মিয়া ৮ হাজার টাকা মাছুম মিয়াকে প্রদান করার সিদ্ধান্ত হয়। এ সিদ্ধান্তে রাজু মিয়া অসন্তুষ্টি হয়ে মাছুম মিয়ার কাছ থেকে দুইটি মোবাইল ফোন ছিনিয়ে নেয়। এরপর থেকে তাদের মধ্যে বিরোধ চরমে পৌঁছায়।

এ ঘটনায় গত ৩০ মার্চ সোমবার সন্ধ্যায় মাছুম মিয়া ও তার বন্ধু রমজান হোসেন মোটরসাইকেলে পাঁচদোনা থেকে বাড়ি ফেরার পথে টাওরা মধ্যপাড়া কামরানের দোকানের সামনে প্রথমে বাঁশ দিয়ে তাদের আঘাত করে। পরে মাছুম মিয়া মাটিতে লুটে পড়লে রাজু মিয়া ও তার সহযোগীরা উপর্যপুরি কুপিয়ে জখম করে। রমজান হোসেনকেও কুপিয়ে জখম করে। একপর্যায়ে আশপাশের লোকজন ছুটে এলে প্রাণনাশের হুমকি দিয়ে সন্ত্রাসীরা পালিয়ে যায়। পরে তাকে উদ্ধার করে প্রথমে নরসিংদী সদর হাসপাতালে ও পরে অবস্থার অবনতি হলে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পথে রাতে তার মৃত্যু হয়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

রূপগঞ্জ থানার ওসি মোহাম্মদ সবজেল হোসেন বলেন, মরদেহ উদ্ধার করে নারায়ণগঞ্জ মর্গে পাঠানো হয়েছে। ঘটনায় জড়িতদের গ্রেফতারে পুলিশ তৎপর রয়েছে। এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। সুষ্ঠু তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

বণিক বার্তা বুধবার, এপ্রিল ১, ২০২৬

লক্ষ্মীপুরের ৯ জেলেসহ ১৬ জন নিখোঁজ অপেক্ষায় পরিবার

বণিক বার্তা প্রতিনিধি ■ লক্ষ্মীপুর

গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে গিয়ে লক্ষ্মীপুরের ৯ জনসহ ১৬ বাংলাদেশী জেলে নিখোঁজ হয়েছেন। নিখোঁজ জেলেদের পরিবারের দাবি, কক্সবাজারের উখিয়াসংলগ্ন বাংলাদেশ-মিয়ানমার জলসীমা থেকে তাদের মিয়ানমার কোস্টগার্ড আটক করে নিয়ে গেছে। ঘটনার এক সপ্তাহ পার হলেও তাদের কোনো সন্ধান না মেলায় চরম অনিশ্চয়তা ও উৎকণ্ঠায় দিন কাটছে উপকূলীয় জেলেপল্লীর পরিবারগুলোর।

জানা গেছে, গত ২৫ মার্চ 'মা-বাবার দোয়া' নামের একটি ট্রলার নিয়ে ১৬ জেলে মেঘনা নদী হয়ে বঙ্গোপসাগরের উদ্দেশে রওনা হন। ট্রলারে থাকা জেলেদের মধ্যে লক্ষ্মীপুরের রামগতি উপজেলার চরপোড়াগাছা ইউনিয়নের ৯ জন, নোয়াখালীর তিনজন, চট্টগ্রামের তিনজন ও ভোলার একজন ছিলেন।

নিখোঁজ জেলেদের স্বজনরা জানান, গত ২৮ মার্চ জেলেদের সঙ্গে তাদের সর্বশেষ মুঠোফোনে কথা হয়। তখন জেলেরা জানিয়েছিলেন, তারা মিয়ানমার কোস্টগার্ডের হাতে আটক হয়েছেন। সেখানে তারা চরম খাদ্য সংকট ও অমানবিক পরিস্থিতির মধ্যে রয়েছেন। এর পর থেকেই তাদের ব্যবহৃত মোবাইল ফোনগুলো বন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। কোনোভাবেই আর যোগাযোগ করা সম্ভব হচ্ছে না।

এ বিষয়ে লক্ষ্মীপুর জেলার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক সম্রাট খিসা বলেন, 'বিষয়টি আমরা অবগত হয়েছি। নিখোঁজ জেলেদের উদ্ধারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।'

দৈনিক ইত্তেফাক
শুক্রবার
২০ চৈত্র ১৪৩২, ৩ এপ্রিল ২০২৬

রাজধানীতে চলন্ত ট্রেনের ছাদে ছিনতাই, আহত ২

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

রাজধানীর তেজগাঁও এলাকায় চলন্ত ট্রেনের ছাঁদে ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছে। দুই কিশোরকে মারধর করে সঙ্গে থাকা নগদ টাকা ও মোবাইল নিয়ে ফেলে দিয়েছে ছিনতাইকারীরা। তারা হলেন, জন্মুন (১৬) ও তৌফিক (১৫)। গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার দিকে ঘটনাটি ঘটে। পরে আহত অবস্থায় তাদেরকে উদ্ধার করে রাত ৯টায় ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নেওয়া হয়।

হাসপাতালে আহত তৌফিক জানিয়েছে, তাদের বাড়ি নরসিংদির বেলাবো উপজেলার বাড়িছড়া গ্রামের। তার দুই জন নরসিংদী রেল স্টেশন থেকে কিশোরগঞ্জ থেকে ছেড়ে আসা ট্রেনের ছাদে উঠে কাজের উদ্দেশ্যে ঢাকায় আসার পথে, তিন/চার জন ছিনতাইকারী তেজগাঁও এলাকায় ধারালো ছুরি দ্বারা জিম্মি করে, মারধর করে, তাদের কাছে থাকা পাঁচ/সাত শত টাকা ও দুটি মোবাইল সেট নিয়ে, চলন্ত ট্রেন থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়। পরে সেখান থেকে হাসপাতালে আসা হয়।

সে জানায়, তারা ঢাকায় দিন মজুরের কাজের সন্ধানে আসার পথে ছিনতাইয়ের শিকার হয়েছেন। সত্যতা নিশ্চিত করেন ঢামেক হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির সহকারী উপপরিদর্শক মো. সেলিম বলেন, আহতরা ঢামেক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে।

যুগান্তর
শুক্রবার ৩ এপ্রিল ২০২৬
২০ চৈত্র ১৪৩২

গাজীপুরে প্রতিবেশীর হামলায় আহত কৃষকের মৃত্যু

কালীগঞ্জ (গাজীপুর) প্রতিনিধি

গাজীপুরের কালীগঞ্জে বিয়ে বাড়ির অনুষ্ঠানে বক্স বাজানোকে কেন্দ্র করে কথা কাটাকাটির জেরে প্রতিবেশীর হামলায় আহত ইদ্রিস আলী ওরুফে ইজ্জত আলী শেখ (৫৬) নামের এক কৃষক মারা গেছেন। তিনি লাইফ সাপোর্টে চিকিৎসাধীন থাকাবস্থায় ১০ দিন পর বৃহস্পতিবার সকাল ৬টায় মারা যান।

ঘটনাটি ঘটেছে উপজেলার জামালপুর ইউনিয়নের গোল্লারটেক এলাকার সম্মানী পাড়া কাদেরের বাড়ির সংলগ্ন রাস্তায়। এ ঘটনায় নিহতের মেয়ে বাদী হয়ে ১১ জনের নাম উল্লেখ করে কালীগঞ্জ থানায় হত্যা মামলা করেন। নিহতের পরিবার জানায়, ২৩ মার্চ রাতে প্রতিবেশী কাদেরের মেয়ে ময়না আক্তারের বিয়ের অনুষ্ঠানে বক্স বাজানো হচ্ছিল। একে কেন্দ্র করে কথা কাটাকাটি হয়। পরে ২৪ মার্চ সকালে ইজ্জত আলীর নাতনি সিনহা সঙ্গে প্রতিবেশী হালিমের ৮ আট বছর বয়সের ছেলে রাব্বির ঝগড়া হয়।

পরে এ কেন্দ্র করে পুনরায় তাদের মাঝে দফায় দফায় সংঘাতের সৃষ্টি হয়। পরে একপর্যায় প্রতিবেশী হালিম বাগমার, শরিফ, মারুফ, ইতি আক্তার, শাকিল খরানী তার ভাই ইমন, শাহীনসহ হারুন, ফয়সাল ও সাইফুল দেশী অস্ত্র লাঠিটা নিয়ে ইজ্জত আলীকে এলোপাতাড়ি মারধর করে। তাতে সে রক্তাক্ত হয়। পরে ইজ্জত আলীর পরিবারের লোকজন তাকে আহত অবস্থায় উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে সেখানকার কর্তব্যরত চিকিৎসক গাজীপুর শহীদ তাজউদ্দিন আহমেদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করেন।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
শুক্রবার ॥ ৩ এপ্রিল ২০২৬

তুচ্ছ ঘটনায় পিটিয়ে হত্যা কৃষককে

কুমিল্লা প্রতিনিধি

কুমিল্লায় কুকুরের গায়ে লাথি দেওয়ার প্রতিবাদ করায় এক কৃষককে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। বুধবার রাতে দেবিদ্বার উপজেলার পূর্ব নারায়ণপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহত কৃষকের নাম জুলুস মিয়া (৫৫)। তার বাড়ি পূর্ব নারায়ণপুর গ্রামে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ওসি মো. মনিরুজ্জামান। স্থানীয়রা জানান, বুধবার রাতে পূর্ব নারায়ণপুর গ্রামের কামাল দোকানের সামনে একটি কুকুরকে লাথি দিলে জুলুস মিয়া এর প্রতিবাদ করেন। এ নিয়ে কথা কাটাকাটির একপর্যায়ে কামালের ভাই আনোয়ার (২৮), আলী আহম্মদ (৩০) এবং চাচাতো ভাই ফখরুল জুলুস মিয়াকে পেটায়। এতে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন।

যুগান্তর | বৃহস্পতিবার ২ এপ্রিল ২০২৬
tutorial.jugantor@gmail.

শিশু বৃদ্ধাসহ ৫ খুন

যুগান্তর ডেস্ক

পাবনার সাঁথিয়ায় কৃষক, আটঘরিয়ায় শিশু ও চাটমোহরে গৃহবধূকে হত্যার ঘটনা ঘটেছে। এছাড়া নওগাঁর পোরশায় স্বামীর আঘাতে স্ত্রী নিহত হয়েছেন। বরগুনার আমতলীতে প্রতিপক্ষের হামলায় আহত এক বৃদ্ধা মারা গেছেন। মঙ্গলবার রাত ও বুধবার এসব ঘটনা ঘটে। যুগান্তর প্রতিনিধিরা জানান : **পাবনার সাঁথিয়ায়** আফছার সরদার নামে এক কৃষককে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। নিহত আফছার ঘুঘুদহ পূর্বপাড়া গ্রামের বাসিন্দা ও কাজিলাল সরদারের ছেলে। তিনি কৃষিকাজের পাশাপাশি দিনমজুরির কাজ করতেন। মঙ্গলবার রাত ১১টার দিকে স্থানীয় বাজার থেকে বাড়ি ফেরার পথে দুর্বৃত্তরা তাকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে সড়কের পাশে ফেলে চলে যায়। তার আর্তনাদে স্থানীয়রা এগিয়ে এসে তাকে মুমূর্ষু অবস্থায় উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। স্থানীয়দের মতে, দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় ইবরাহিম গ্রুপ ও কাজিলাল সরদার গ্রুপের মধ্যে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে বিরোধ চলে আসছিল। এর জের ধরে হত্যাকাণ্ড ঘটতে পারে। নিহতের পরিবার হত্যাকারীদের দ্রুত গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চেয়েছে। ওসি রফিকুল ইসলাম জানান, তিনজনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য থানায় আনা হয়েছে। মামলা প্রক্রিয়াধীন, তদন্ত শেষে হত্যাকারীর পরিচয় ও ঘটনার রহস্য উদ্ঘাটিত হবে। **আটঘরিয়ায়** চার বছরের শিশু তাওহিদকে হত্যা করার পর তার মা মুক্তা খাতুন আত্মহত্যার চেষ্টা করেছেন। মঙ্গলবার রাত পৌনে ১টায় ভরতপুর দক্ষিণপাড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। ওসি নাজমুল হক বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। নিহত তাওহিদ প্রবাসী টুটুল ইসলামের ছেলে। পারিবারিক ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, দুই বছর ধরে মুক্তা খাতুনের একটি প্রবাসী যুবকের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল। এ নিয়ে স্বামী বা পরকীয়া প্রেমিকের সঙ্গে দ্বন্দ্ব থেকে শিশু হত্যা ও মায়ের আত্মহত্যার চেষ্টা হতে পারে। **চাটমোহরে** মণিষা মন্ডল নামের

> **সাঁথিয়া আটঘরিয়া চাটমোহর পোরশা ও আমতলীতে পারিবারিক কলহ জমি নিয়ে বিরোধ**

অন্তঃসত্ত্বার ভ্রূণ নষ্ট করে তাকে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। বুধবার দুপুরে ফৈলজানা খ্রিষ্টান পল্লীতে এ ঘটনা ঘটে। পুলিশ তার স্বামী সবুজ মন্ডলকে আটক করে কারাগারে পাঠিয়েছে। নিহত গৃহবধূ সাত মাসের অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন। **নওগাঁর পোরশায়** পারিবারিক কলহের জের ধরে আব্দুল মোকিম তার স্ত্রী মজিনা খাতুন রূপসীকে প্রেশার কুকার দিয়ে মাথায় আঘাত করে হত্যা করেছেন। ঘটনা ঘটেছে নিতপুর শিতলী ডাঙ্গাপাড়া গ্রামে। নিহত মজিনা ওই এলাকার মশিউর রহমান গোধারের মেয়ে। জানা গেছে, বুধবার দুপুরে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পারিবারিক বিরোধের জের ধরে কথা কাটাকাটি শুরু হয়। একপর্যায়ে আব্দুল মোকিম কাছে থাকা প্রেশার কুকার দিয়ে তার স্ত্রীর মাথায় আঘাত করলে তিনি নিহত হন। খবর পেয়ে এলাকাবাসী অভিযুক্তকে আটক করে পুলিশের হাতে সোপর্দ করেন। ওসি জিয়াউর রহমান জানান, লাশ উদ্ধার করে নওগাঁ সদর হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে এবং ঘটনার বিষয়ে একটি হত্যা মামলা প্রস্তুত করা হচ্ছে। **বরগুনার আমতলীতে** জমি নিয়ে বিরোধের জেরে হামলায় আহত জরিনা বেগম নামের এক বৃদ্ধা মারা গেছেন। বুধবার সকালে বরিশাল শেবাচিম হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। এর আগে রোববার সকালে আমতলী পৌরসভার বটতলা এলাকায় হামলার ঘটনা ঘটে। জানা গেছে, বটতলা এলাকায় আব্দুর রব হাওলাদার ও তার ভাগ্নে লিটন সিকদারের মধ্যে জমি নিয়ে বিরোধ চলে আসছে। রোববার সকালে ওই জমিতে আব্দুর রব হাওলাদারের জামাতা শাহজাহান ও তার দুই ছেলে রাকিব-সাকিবসহ ৮-১০ জন কাজ শুরু করেন। ওই সময় ভাগ্নে লিটন সিকদার এতে বাধা দেয়। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে শাহজাহান, আব্দুর রব ও তার লোকজন লিটন সিকদারকে মারধর করে। তাকে রক্ষায় তার ভাই রিপন সিকদার এগিয়ে গেলে তাকেও মারধর করা হয়। দুই ছেলেকে রক্ষায় বৃদ্ধা মা জরিনা বেগম এগিয়ে গেলে তাকে পিটিয়ে জখম করে।

সংবাদ
ঢাকা : বৃহস্পতিবার ১৯ চৈত্র ১৪৩
Dhaka : Thursday 2 April 2026

সুন্দরবনে জিম্মি জেলেকে উদ্ধার করেছে কোস্ট গার্ড

প্রতিনিধি, শরণখোলা (বাগেরহাট)

কোস্ট গার্ড পশ্চিম জোনের সদস্যরা অভিযান চালিয়ে দুর্ধর্ষ বনদস্যু জোনাব বাহিনীর হাতে জিম্মি থাকা জেলে মজিবর গাজীকে (৫০) উদ্ধার করেছে। গত মঙ্গলবার গভীর রাতে সুন্দরবনের খড়কুলিয়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাকে উদ্ধার করা হয় বলে কোস্ট গার্ড সূত্র নিশ্চিত করেছে।

উদ্ধারকৃত ওই জেলের বাড়ি খুলনা জেলার কয়রা উপজেলায়।

কোস্ট গার্ডের নিয়মিত প্রেস ব্রিফিং এ মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সাব্বির আলম সুজন জানান, দুর্ধর্ষ বনদস্যু জোনাব বাহিনী এক জেলেকে জিম্মি করে মুক্তিপণের দাবিতে নির্যাতন করছে, এমন সংবাদের ভিত্তিতে গভীর রাতে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়। কোস্ট গার্ডের উপস্থিতি বুঝতে পেরে দস্যুরা পালিয়ে গেলেও নির্যাতনের শিকার ওই জেলেকে অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে। প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদানের পরে তাকে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

কোস্ট গার্ডের ওই কর্মকর্তা, সুন্দরবনের দস্যু দমন ও বনজীবীদের নিরাপত্তার নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের এ ধরনের অভিযান অব্যাহত রাখার কথা পুনর্ব্যক্ত করেন।

সমকাল ■ শনিবার। ৪ এপ্রিল ২০২৬

পাঁচ জেলায় পাঁচ খুন ও রহস্যজনক মৃত্যু

■ **সমকাল ডেস্ক**

দেশের বিভিন্ন জেলায় গত ২৪ ঘণ্টায় নৃশংস হত্যাকাণ্ড ও রহস্যজনক মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। নীলফামারীতে অনৈতিক সম্পর্ক থাকার সন্দেহে যুবককে গলা কেটে, কক্সবাজারের চকরিয়ায় চিংড়ি ঘের দখল নিয়ে মালিককে পানিতে চুবিয়ে, নরসিংদীর পলাশে গাছের ডাব পাড়াকে কেন্দ্র করে অটোরিকশাচালককে কুপিয়ে হত্যা এবং শেরপুরের শ্রীবরদীতে ট্রাঙ্কে বন্দি নারী শ্রমিকের পচাগলা মরদেহ উদ্ধারের মতো ঘটনায় জনমনে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। এ ছাড়া ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে গৃহবধূর মৃত্যু নিয়ে রহস্যের সৃষ্টি হয়েছে। প্রতিনিধিদের পাঠানো প্রতিবেদন:

অনৈতিক সম্পর্কের জেরে খুন

নীলফামারী সদর উপজেলায় মতিউল ইসলাম (৪৫) পাশের বাড়ির একরামুল ইসলামের স্ত্রীর সঙ্গে অনৈতিক সম্পর্কে জড়ান। এর জেরে মতিউল ইসলামকে গলা কেটে হত্যার অভিযোগ ওঠে প্রতিবেশী আল আমিনের বিরুদ্ধে। বৃহস্পতিবার রাতে টুপামারী ইউনিয়নের কিসামত দোগাছি গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। পুলিশ আল আমিনের বাবা একরামুল হক ও মা সাহেরা বানুকে গ্রেপ্তার করেছে। জানা গেছে, অনৈতিক সম্পর্ক নিয়ে আগে সালিশ হলেও বৃহস্পতিবার রাতে মতিউল ফের ওই বাড়িতে প্রবেশের চেষ্টা করলে আল আমিন ধারালো দা দিয়ে গলায় আঘাত করেন। সদর থানার ওসি জিল্লুর রহমান বলেন, আল আমিনকে গ্রেপ্তারে চেষ্টা চলছে।

ঘের দখলে নিতে মালিককে হত্যা

চকরিয়ায় ডুলাহাজারা ইউনিয়নে একটি চিংড়ি ঘের দখল করতে গিয়ে মালিক মনজুর আলম কালুকে (৫০) পানিতে চুবিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে ডাকাত দলের বিরুদ্ধে। পরিবারের দাবি, চিহ্নিত ডাকাত রমজান আলীর নেতৃত্বে একদল সশস্ত্র সন্ত্রাসী ভোরে ঘেরে হানা দেয়। তারা মনজুরকে ধরে পাশের খালে নিয়ে পানিতে চুবিয়ে শ্বাসরোধ করে হত্যা করে। নিহতের ভাইয়ের অভিযোগ, রমজান আলী তার পুলিশ সদস্য ভাইয়ের জ্যাকেট পরে এই হামলা চালায়।

ডাব পাড়া নিয়ে দ্বন্দ্বের বলি তরুণ মামুন

নরসিংদীর পলাশ উপজেলার ডাংগা ইউনিয়নে প্রতিবেশী আজিজুলের গাছের ডাব পেড়ে দেওয়াকে কেন্দ্র করে অটোরিকশাচালক মামুনকে (২০) কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। শুক্রবার সকালে গালিমপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। ডাব ভাগাভাগি নিয়ে বিরোধের জেরে আজিজুল ও তার ভাই হযরত আলী ডেকে নিয়ে মামুনকে ইটভাটার পাশে কুপিয়ে ফেলে যায়। তিনি হাসপাতালে নেওয়ার পথে মারা যান। অন্যদিকে, নরসিংদী সদরের মাধবদীর পুকুরে পাওয়া গেছে থেকে মনসুর আলী (২৫) নামে আরেক অটোরিকশাচালকের মরদেহ।

ট্রাঙ্কে বন্দি লাশের পরিচয় শনাক্ত

শেরপুরের শ্রীবরদীতে ট্রাঙ্কে বন্দি অবস্থায় উদ্ধার হওয়া পচাগলা মরদেহের পরিচয় শনাক্ত করেছে পিবিআই। নিহত ডলি আক্তার নেত্রকোনার মোহনগঞ্জের বাসিন্দা। তিনি পেশায় পোশাককর্মী। এদিকে ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে শিলা আক্তার রিনি (২২) নামে এক গৃহবধূর রহস্যজনক মৃত্যু হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার রাতে মহেশ্বরচাঁদা গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। শ্বশুরবাড়ির লোকজন এটিকে আত্মহত্যা দাবি করলেও বাবার বাড়ির লোকজনের অভিযোগ, এটি হত্যাকাণ্ড।

কালের কণ্ঠ
শুক্রবার। ৩ এপ্রিল ২০২৬

ছেলের শ্বশুরবাড়ির স্বজনদের মারধরে এক কৃষকের মৃত্যু

চার জেলায় ৪ খুন এক লাশ উদ্ধার

কালের কণ্ঠ ডেস্ক ▷

জামালপুরে ছেলের শ্বশুরবাড়ির স্বজনদের মারধরে এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। পাবনায় বাবার ভাত খাওয়া নিয়ে তর্কের জেরে বড় ভাইয়ের মারধরে মারা গেছেন ছোট ভাই। ময়মনসিংহের মুক্তাগাছায় ভাই-বোনের বিবাদ মেটাতে গিয়ে এক বৃদ্ধ এবং ত্রিশালে পিতার হাতে তিন বছরের শিশু খুন হয়েছে।

এ ছাড়া বগুড়ায় পাওয়া গেছে অজ্ঞাতপরিচয় এক নারীর লাশ। কালের কণ্ঠের প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর :

জামালপুর : সদর উপজেলায় পারিবারিক কলহের জেরে ছেলের শ্বশুরবাড়ির স্বজনদের মারধরে মারা গেছেন আব্দুল হাকিম (৫০) নামের এক কৃষক। বুধবার রাতে উপজেলার ঝাওলা গোপালপুরে এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় ছয়জনকে আটক করেছে পুলিশ।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, নিহতের ছেলের দাম্পত্য কলহের সমাধানে বুধবার রাতে তাঁদের বাড়িতেই সালিশ বসে। এ সময় দুই পক্ষের কথা-কাটাকাটির এক পর্যায়ে মারামারিতে আব্দুল হাকিম আহত হন। হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

পাবনা : বাবার ভাত খাওয়া নিয়ে তর্কের জেরে সাঁথিয়া উপজেলায় বড় ভাইয়ের মারধরে ছোট ভাই শাহীন হোসেন (৩০) নিহত হয়েছেন। গত বুধবার রাতে আহতাবস্থায় মারা যান তিনি। এর আগে শনিবার দুপুরে বড় ভাইয়ের মারধরে আহত হন তিনি।

নিহত শাহীন উপজেলার ধুলাউড়ি ইউনিয়নের রাউতি গ্রামে রওশন আলীর ছেলে। সাঁথিয়া থানার পরিদর্শক (তদন্ত) আব্দুল লতিফ এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

ময়মনসিংহ : পাওনা পাঁচ হাজার টাকা চাইতে গিয়ে ভাই-বোনের বিরোধ মেটাতে গিয়ে লাঠির আঘাতে এক বৃদ্ধ নিহত হন। গত বুধবার রাত ৯টার দিকে এ ঘটনা ঘটে মুক্তাগাছার জগন্নাথবাড়ী গ্রামে। নিহত লোকমান হোসেন (৬৫) বাঁশাটি ইউনিয়নের পান্নাথবাড়ী গ্রামের বাসিন্দা।

মুক্তাগাছা থানার ওসি (তদন্ত) জুলুস খান পাঠান জানান, নিহতের লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে। জড়িতদের গ্রেপ্তারে অভিযান চলছে।

অন্যদিকে ত্রিশালের হরিরামপুর ইউনিয়নের রায়ের গ্রামে ময়মনসিংহের ত্রিশাল উপজেলায় শিশু লাবিবকে (৩) হত্যা করেছে তার বাবা।

ছেলের শ্বশুরবাড়ির স্বজনদের

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

পুলিশ শিশুটির বাবাকে আটক করেছে।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, রায়ের গ্রামের বাসিন্দা সোহাগ মিয়া চুরি-ছিনতাইয়ে জড়িত ও একাধিক বিয়ে করেছেন। বুধবার বিকেলে তার তৃতীয় স্ত্রী বাড়িতে গিয়ে ছেলেকে নিয়ে আসেন। এর কিছুক্ষণ পর শিশু লাবিবের লাশ পাওয়া যায়। পরে রাতেই অভিযান চালিয়ে সোহাগ মিয়া ও তাঁর প্রথম স্ত্রীকে আটক করে পুলিশ। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে সোহাগ মিয়া জানান, তাঁর স্ত্রী পরকীয়ায় আসক্ত আর সন্তানকে তাঁর কাছে দিতেন না। এই ক্ষোভ থেকে সে হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে।

বগুড়া : সোনাতলা উপজেলায় লোহাগাড়া নদী থেকে অজ্ঞাতপরিচয় এক নারীর অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার সকালে দিগদাইড় ইউনিয়নের মূলবাড়ি গ্রাম এলাকা থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। স্থানীয়দের ভাষ্য, হঠাৎ এলাকায় তীব্র দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়লে এক কৃষক ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহটি দেখতে পান। পরে তিনি চিৎকার করলে আশপাশের লোকজন জড়ো হন। এরপর পুলিশে খবর দেওয়া হয়। এর আগে ওই এলাকায় কোনো দুর্গন্ধ ছিল না বলে জানান তাঁরা।

দেশ রূপান্তর
শনিবার, ৪ এপ্রিল ২০২৬

বাংলাদেশি নারীকে পিটিয়ে হত্যা

• যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডা

লক্ষ্মীপুর প্রতিনিধি

লক্ষ্মীপুর জেলার কুশাখালী ইউনিয়নের গোরারবাগ গ্রামের বাসিন্দা ইয়াসমিনকে যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডা অঙ্গরাজ্যের ফোর্ট মায়ার্স শহরে নৃশংসভাবে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে। হত্যাকারীকে গ্রেপ্তার করেছে সেখানকার পুলিশ। ইয়াসমিনের মর্মান্তিক মৃত্যুতে যুক্তরষ্ট্রসহ প্রবাসী বাংলাদেশি কমিউনিটিতে নেমে এসেছে শোকের ছায়া। গতকাল শুক্রবার দুপুরে যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডা প্রবাসী লক্ষ্মীপুরের কমলনগরের শাহিদুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। নিহতের ভাই কুশাখালী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সালাহ উদ্দিন মানিকও খবরের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

জানা গেছে, গত বৃহস্পতিবার স্থানীয় সময় সকাল ৭টা ১৪ মিনিটে ফোর্ট মায়ার্সের একটি কনভিনিয়েন্স স্টোরের সামনে ইয়াসমিনকে পিটিয়ে আহত করা হয়। খবর পেয়ে ফ্লোরিডার জরুরি ফায়ার, মেডিকেল ও উদ্ধার সেবা প্রদানকারী সংস্থা ফোর্ট মায়ার্স ফায়ার ডিপার্টমেন্ট ও লি কাউন্টি ইএমএস দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে। তারা গুরুতর আহত ইয়াসমিনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিলে স্থানীয় সময় সকাল ৭টা ২৭ মিনিটে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। এদিকে সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া হামলার ঘটনার একটি সিসি ক্যামেরার ফুটেজে দেখা যায়, এক ব্যক্তি হাতুড়ি দিয়ে দোকানের বাইরে পার্ক করা একটি কালো গাড়ির সামনের এবং পাশের কাচ ভাঙচুর করে। পরে দোকান থেকে ইয়াসমিন বের হলে ওই ব্যক্তি তার ঘাড়ে আঘাত করে। এতে ইয়াসমিন মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। এরপর তার মাথায় কয়েকবার আঘাত করে সে ঘটনাস্থল ত্যাগ করে।

ফোর্ট মায়ার্স পুলিশের বরাত দিয়ে শাহিদুল ইসলাম জানান, ঘটনার পর পরই পুলিশ কে-৯ ইউনিট ও শেরিফের এভিয়েশন ইউনিট অভিযান চালায়। নিরাপত্তার স্বার্থে আশপাশের তিনটি স্কুল সাময়িকভাবে লকডাউন করা হয়। প্রথম দিকে সন্দেহভাজন পালিয়ে গেলেও পরে পুলিশ তার পরিচয় শনাক্ত করে। সন্দেহভাজন ব্যক্তি অতীতে সংঘটিত একটি অমীমাংসিত হত্যাকাণ্ডের সঙ্গেও জড়িত থাকতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। ঘটনার পর স্থানীয়দের সতর্ক থাকতে বলা হয় এবং সন্দেহভাজনকে দেখলে ৯১১-এ ফোন করার আহ্বান জানানো হয়। পরে বিকেলে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়। প্রসঙ্গত, শাহিদুল ইসলাম অভিযুক্তের নাম-পরিচয় জানাতে পারেননি।

দৈনিক ইত্তেফাক
শনিবার
২১ চৈত্র ১৪৩২, ৪ এপ্রিল ২০২৬

নরসিংদীতে অটোচালককে কুপিয়ে হত্যা, আরো এক জনের লাশ উদ্ধার

■ নরসিংদী প্রতিনিধি

নরসিংদীর পলাশে ডাব পাড়াকে কেন্দ্র আল মামুন মিয়া নামে এক যুবককে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে কুপিয়ে হত্যার ঘটনা ঘটেছে। গতকাল শুক্রবার সকালে উপজেলার ডাঙ্গা ইউনিয়নের গালিমপুর গ্রামে এই হত্যার ঘটনা ঘটে। নিহত মামুন মিয়া গালিমপুর গ্রামের মোমেন মিয়ার ছেলে।

পুলিশ ও নিহতের পরিবার জানায়, গত দুই দিন আগে প্রতিবেশী ইসমাঈলের ছেলে আজিজুর ইসলাম, মামুনকে দিয়ে বাড়ির পাশের কয়েকটি ডাবগাছ থেকে ডাব পাড়ায়। পরে কিছু ডাব মামুন নিয়ে গেলে তা নিয়ে আজিজুরের সঙ্গে বিরোধ সৃষ্টি হয়। বৃহস্পতিবার এ নিয়ে সামাজিকভাবে আপস মীমাংসা করা হলেও বিষয়টি মানতে নারাজ আজিজুর। পরে শুক্রবার সকালে মামুনকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে আজিজুর তার ভাই হযরত আলীসহ পরিবারের লোকেরা দা ও চাপাতি দিয়ে কুপিয়ে গুরুতর আহত করে। পরে তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়ার পথে তার মৃত্যু হয়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে।

পলাশ থানার ওসি শাহেদ আল মামুন জানান, নিহতের লাশ উদ্ধার করে মর্গে পাঠানো হয়েছে। হত্যার সঙ্গে জড়িতদের গ্রেফতারে কাজ করছে পুলিশ।

অপরদিকে নরসিংদী সদর উপজেলার মাধবদী থানার আদমিয়া ইউনিয়নের চানগাঁও গ্রামে একটি পুকুর থেকে শুক্রবার সকালে মনসুর আলী (২৫) নামে অপর এক অটোরিকশা চালকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। নিহত মনসুর আলী চানগাঁও গ্রামের বাসিন্দা মোতালিবের ছেলে। ঘটনাটি নিয়ে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। এটি হত্যা নাকি অন্য কোনো কারণে মৃত্যু হয়েছে—তা নিশ্চিত হতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
শনিবার ॥ ৪ এপ্রিল ২০২৬ ॥

ছিনতাইকারীর ছুরিকাঘাতে আহত ৪

টঙ্গী (গাজীপুর) প্রতিনিধি

টঙ্গীতে ছিনতাকারীর ছুরিকাঘাতে চারজন আহত হয়েছেন। আহতদের উদ্ধার করে টঙ্গী সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। এ ঘটনায় এলাকাবাসী দুজনকে গণধোলাই দিয়ে পুলিশে দিয়েছে। গতকাল সন্ধ্যায় টঙ্গী পাগাড় এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। আহতরা হলেন পোশাক শ্রমিক রাজু, ইমরান, সোহেল ও ফয়সাল। আটকরা হলেন আক্তার ও জুনায়েদ। পুলিশ ও আহতরা জানান, কয়েক দিন আগে রিফাত নামে এক ব্যক্তির মোবাইল ছিনিয়ে নেয় আক্তার নামে এক যুবক। পরে গতকাল সন্ধ্যায় এলাকাবাসী মোবাইল উদ্ধার করতে পাগাড় কুমিল্লাপট্টি আক্তারের বাসায় যায়। এ সময় আক্তার তাদের এলোপাতাড়ি ছুরিকাঘাত করতে থাকেন। এতে চারজন আহত হন। পরে এলাকাবাসী ক্ষুব্ধ হয়ে আক্তার ও তার সহযোগী জুনায়েদকে গণধোলাই দিয়ে পুলিশে সোপর্দ করেন। থানার ওসি মেহেদী হাসান বলেন, দুই ছিনতাইকারীকে আটক করে পুলিশে দিয়েছে জনতা।

সমকাল
রোববার । ৫ এপ্রিল ২০২৬

মুক্তিপণ দিয়ে বাড়ি ফিরলেন ৬ জেলে

সুন্দরবনে এখনও জিম্মি আরও চারজন

শ্যামনগর (সাতক্ষীরা) ও মোংলা (বাগেরহাট) প্রতিনিধি

দস্যুদের মুক্তিপণ দিয়ে সুন্দরবন থেকে ফিরেছেন ছয় জেলে। গত শুক্রবার ও বৃহস্পতিবার তারা সাতক্ষীরার শ্যামনগর উপজেলার বাড়িতে ফিরেছেন। ৩০ মার্চ তাদের সঙ্গে অপহৃত আরও চার জেলে এখনও দস্যুদের কাছে জিম্মি।

শুক্রবার রাতে বাড়ি ফেরা জেলেরা হলেন– আনারুল, ইমরান ও সুশান্ত। বৃহস্পতিবার ফিরেছেন সাদ্দাম, ইউনুস আলী ও সাইফুল ইসলাম। তাদের বাড়ি শ্যামনগরের মুন্সীগঞ্জ ইউনিয়নের চুনকুড়ি ও ছোট ভেটখালী গ্রামে।

ফিরে আসা জেলে ও তাদের স্বজনের দেওয়া তথ্যমতে, ৩০ মার্চ সুন্দরবনের চুনকুড়ি, মালঞ্চ এবং মামুন্দো নদী থেকে ডন ও আলিফ ওরফে আলিম বাহিনীর পরিচয়ে ১০ জেলেকে অপহরণ করা হয়। তাদের মধ্যে সাদ্দামের মুক্তিপণ বাবদ ৪০ হাজার টাকা দিতে হয়েছে। আনারুল, সুশান্ত ও ইমরানের ৩৫ হাজার টাকা করে দিতে হয়েছে। এ ছাড়া ইউনুস আলী ও সাইফুল ইসলামের স্বজনরা দিয়েছেন ২৫ হাজার টাকা করে।

এনামুল ও হজরতসহ চার জেলের খোঁজ গতকাল শনিবার পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। সুন্দরবনে যাতায়াতকারী জেলেরা জানিয়েছেন, বন, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন প্রতিমন্ত্রী লায়ন শেখ ফরিদুল ইসলাম ১ এপ্রিল সুন্দরবনকে দস্যুমুক্ত করার নির্দেশনা দেন। এতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর তৎপরতা বাড়ানোর পর জলদস্যুরা অপহৃত অপর জেলেদের নিয়ে নিচের দিকে (গভীর বন) চলে গেছে।

বন বিভাগের সাতক্ষীরা রেঞ্জের বুড়িগোয়ালীনি স্টেশন অফিসার মো. ফজলুল হকের কাছে জেলে অপহরণ কিংবা তাদের ফিরে আসার বিষয়ে তথ্য নেই। তাঁর ভাষ্য, ভুক্তভোগী পরিবারের পক্ষ থেকে কিছু জানানো হয়নি।

এদিকে শুক্রবার কোস্টগার্ড সদস্যরা জোনাব বাহিনীর সদস্যদের হাতে জিম্মি তিন জেলেকে উদ্ধার করেছেন। এরা হলেন– ইনতাজ (৫০), মোশাররফ (৪২) ও আনিস (৪৫)। তারা সবাই শ্যামনগরের বাসিন্দা। ৩১ মার্চ উপজেলার হোগলডরা খাল এলাকা থেকে তারা অপহরণের শিকার হন।

কোস্টগার্ড সদরদপ্তরের মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সাব্বির আলম সুজন জানিয়েছেন, শুক্রবার ভোরে ছোট জাহাঙ্গীর বাহিনীর দুই সদস্যকে গ্রেপ্তার করেছেন। এরা হলেন– সোহাগ হাওলাদার (৩৫) ও বাবুল সানা (৪২)।

সংবাদ
ঢাকা : শনিবার ২১ চৈত্র ১৪৩২
Dhaka : Saturday 4 April 2026

লক্ষ্মীপুরে ৯ জেলেসহ ১৬ জন নিখোঁজ

বাসস

গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে গিয়ে লক্ষ্মীপুরের রামগতির ৯ জেলেসহ ১৬ বাংলাদেশি নিখোঁজ রয়েছেন। নিখোঁজের ১৩ দিনও খোঁজ নেই তাদের। নিখোঁজ জেলেদের পরিবারের দাবি, কক্সবাজারের উখিয়া সংলগ্ন বাংলাদেশ-মিয়ানমার জলসীমা থেকে তাদের মিয়ানমার কোস্টগার্ড আটক করে নিয়ে গেছে। ঘটনার এক সপ্তাহ পার হলেও তাদের কোনো সন্ধান না মেলায় চরম অনিশ্চয়তা আর উৎকণ্ঠায় দিন কাটছে উপকূলীয় জেলে পল্লীর পরিবারগুলোর।

নিখোঁজ জেলেরা হলেন মো. জুয়েল, ফরহাদ হোসেন, মো. নীরব, মো. রাকিব হোসেন, সাদ্দাম হোসেন, মো. মেজবাহ উদ্দিন, মো. তাহমীদ, মো. তামজিদ, মো. লিটন, মো. অজি উল্যাহ। এছাড়া বাকি ছয়জন হলেন নোয়াখালীর সুবর্ণচর উপজেলার মো. শাহজাহান, মো. সোহাগ এবং জাবের হোসেন, চট্টগ্রামের পাহাড়তলীর মো. কামাল হোসেন, মহেশখালীর তারেক রহমান ও ভোলার দৌলতখানের মো. সাইমুন।

জানা গেছে, লক্ষ্মীপুরের রামগতি উপজেলার চরপোড়াগাছা ইউনিয়নের ৯ জন, নোয়াখালীর ৩ জন, চট্টগ্রামের ৩ জন এবং ভোলার ১ জনসহ ১৬ জেলে গত ২২ মার্চ 'মা-বাবার দোয়া' নামের একটি ট্রলার নিয়ে মেঘনা নদী হয়ে বঙ্গোপসাগরের উদ্দেশ্যে রওনা হন। এর ৬ দিন পর গত ২৮ মার্চ পরিবারের সাথে জেলেদের শেষবার মুঠোফোনে কথা হয়। তখন জেলেরা জানিয়েছিলেন, তারা মিয়ানমার কোস্টগার্ডের হাতে আটক হয়েছেন। সেখানে তারা চরম খাদ্য সংকট ও অমানবিক পরিস্থিতির মধ্যে আছেন। এরপর থেকেই তাদের ব্যবহৃত মোবাইল ফোনগুলো বন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। কোনোভাবেই আর যোগাযোগ করা সম্ভব হচ্ছে না।

সরেজমিনে গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে রামগতির চরপোড়াগাছা জেলে পল্লীতে গিয়ে দেখা যায় শোকের মাতম। নিখোঁজ জেলেদের ফিরে আসার অপেক্ষায় নদীর তীরে পথ চেয়ে আছেন তাদের বৃদ্ধ বাবা-মা, স্ত্রী ও সন্তানরা। কারো হাতে সন্তানের ছবি, কেউবা স্বামীর স্মৃতি মনে করে বিলাপ করছেন। একেকটি পরিবারের ৫ থেকে ৭ জন সদস্য এই জেলেদের আয়ের ওপর নির্ভরশীল। উপার্জনক্ষম মানুষগুলো নিখোঁজ থাকায় অনেক পরিবারে এখন চুলা জ্বলছে না। পেটের ক্ষুধার চেয়েও প্রিয়জনের জীবনের নিরাপত্তা নিয়ে বেশি শঙ্কিত তারা।

নিখোঁজ জেলে মো. অজি উল্যাহ ভাই জাকির হোসেন বাসস'কে বলেছেন, ২২ মার্চ মাছ শিকারে গিয়ে অন্য জেলেরাসহ অজিউল্যাহ নিখোঁজ। এরপর থেকে ২৮ মার্চ পরিবারের সাথে শেষবার মুঠোফোনে তার কথা হয়। তখন সে জানায়, মিয়ানমার কোস্টগার্ডের হাতে আটক হয়েছেন সবাই। তার উপার্জনেই চলত পুরো পরিবার। ভাই নিখোঁজ হওয়ার পর থেকে যেন সবকিছু থমকে গেছে।

ট্রলার মালিক মিজানুর রহমান জানান নিখোঁজ জেলেদের উদ্ধারে তারা সাধ্যমতো চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

কালের কণ্ঠ
রবিবার । ৫ এপ্রিল ২০২৬

চার জেলায় ৪ লাশ উদ্ধার

কালের কণ্ঠ ডেস্ক ▷

চট্টগ্রামের পাহাড়তলীতে পুকুর থেকে এক ব্যক্তির ভাসমান মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। সিলেটে দক্ষিণ সুরমা থানার পুলিশ কিন ব্রিজের দক্ষিণ প্রান্ত থেকে অজ্ঞাতপরিচয় এক ব্যক্তির লাশ উদ্ধার করেছে। গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে গৃহবধূর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। ময়মনসিংহের ভালুকায় ঝুলন্ত এক ট্রাকচালকের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। কালের কণ্ঠের নিজস্ব প্রতিবেদক ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর :

চট্টগ্রামের পাহাড়তলী থানার পুলিশ কাজী মসজিদসংলগ্ন একটি পুকুর থেকে মো. শুক্কুর (৪৮) নামের এক ব্যক্তির ভাসমান মরদেহ উদ্ধার করেছে। তিনি একই থানার হাজিক্যাম্প এলাকার বাসিন্দা এবং নূর আহম্মদের ছেলে।

পাহাড়তলী থানার ওসি নুরুল আবছার জানান, মরদেহের চোখে হালকা আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। লাশটি চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। পুলিশ আশপাশের সিসি ক্যামেরার ফুটেজ সংগ্রহ করছে। তদন্ত শেষে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে।

সিলেটে দক্ষিণ সুরমা থানার পুলিশ কিন ব্রিজের দক্ষিণ পাশ থেকে অজ্ঞাতপরিচয় এক ব্যক্তির (৬০) লাশ উদ্ধার করেছে। দক্ষিণ সুরমা থানার ওসি কামরুল হাসান তালুকদার জানিয়েছেন, মৃতদেহ মর্গে রাখা হয়েছে। তাঁর পরিচয় ও মৃত্যুর কারণ জানার চেষ্টা চলছে। গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে রজিবা বেগম (৪৫) নামের এক গৃহবধূর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। পুলিশ তাঁর স্বামী সুজাউল ইসলাম সুজাকে আটক করেছে। স্থানীয়রা ধারণা করছেন, পারিবারিক কলহের জের ধরে হত্যাকাণ্ড ঘটানো হয়েছে। গোবিন্দগঞ্জ থানার ওসি মোজাম্মেল হক জানিয়েছেন, ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন আসার পর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে। ময়মনসিংহের ভালুকায় ঝুলন্ত অবস্থায় মো. শরীফ (৩৫) নামের এক ট্রাকচালকের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। পুলিশ জানায়, তাঁর স্ত্রী বেলী আক্তার শনিবার দুপুরে লাশ দেখতে পান। ভালুকা মডেল থানার উপপরিদর্শক (এসআই) রফিকুল ইসলাম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

যুগান্তর | রোববার ৫ এপ্রিল ২০২৬
২২ চৈত্র ১৪৩২

নারায়ণগঞ্জ ও সিদ্ধিরগঞ্জে দুই লাশ উদ্ধার

সোনারগাঁয়ে খেলতে গিয়ে যুবক নিহত

যুগান্তর ডেস্ক

নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজারের উচিৎপুরা এলাকায় ক্রিকেট খেলতে গিয়ে ফয়েজ মিয়া নামে যুবক নিহত হয়েছেন। তার লাশ এশিয়ান হাইওয়ে সড়কের সোনারগাঁয়ে সিংলাবো এলাকায় পাওয়া গেছে। এছাড়া সিদ্ধিরগঞ্জে নিরাপত্তাকর্মী, নারায়ণগঞ্জের শীতলক্ষ্যা নদী থেকে অজ্ঞাত পুরুষের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। যুগান্তর প্রতিনিধিরা জানান :

নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ে এশিয়ান হাইওয়ের জামপুর সিংলাবো এলাকা থেকে ফয়েজ মিয়া নামের যুবকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। শুক্রবার রাতে তার লাশটি উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনায় সোনারগাঁ থানায় মামলার প্রস্তুতি চলছে। নিহত ফয়েজ মিয়া আড়াইহাজারের উচিৎপুরা ইউনিয়নের টেগুরিয়াপাড়া গ্রামের ওসমান গনির ছেলে। ওসি আবদুল হক জানান, এশিয়ান হাইওয়ের পাশে পড়ে থাকা লাশ উদ্ধার করা হয়েছে।

সিদ্ধিরগঞ্জে একটি বন্ধ পোশাক কারখানা থেকে জসীম উদ্দীন নামের নিরাপত্তাকর্মীর লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। শনিবার বিকালে সানারপাড় কান্দাপাড়া এলাকা থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়। নিহত জসীম উদ্দীন কুমিল্লার মুরাদনগরের মৃত আবদু মিয়ার ছেলে। জানা যায়, প্রতিদিনের মতো সকালে কারখানার গেট খোলার কথা থাকলেও গেট খুলতে দেরি হওয়ায় শ্রমিকদের মধ্যে সন্দেহ হয়।

দুপুর গড়িয়ে বিকাল হয়ে গেলেও গেট না খোলায় বিষয়টি তারা কর্তৃপক্ষকে জানায়। পরে ফায়ার সার্ভিসের একটি দল ঘটনাস্থলে এসে কারখানার জানালার গ্রিল কেটে ভেতরে প্রবেশ করে। এ সময় তারা কারখানার ভেতরে মশারির মধ্যে জসীম উদ্দীনের লাশ পড়ে থাকতে দেখে।

ওসি মিজানুর রহমান জানান, তার মৃত্যুর ব্যাপারে কিছু জানা যায়নি।

নারায়ণগঞ্জের শীতলক্ষ্যা নদী থেকে অজ্ঞাতনামা এক পুরুষের অর্ধগলিত লাশ উদ্ধার করেছে নৌপুলিশ। শনিবার দুপুরে সিটি করপোরেশনের ১১ নম্বর ওয়ার্ড বরফকল ঘাট এলাকা থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়। জানা যায়, স্থানীয়রা নদীতে কচুরিপানার সঙ্গে ভাসমান অবস্থায় লাশটি দেখতে পান।

ওসি রকিবুজ্জামান জানান, লাশটির পরিচয় শনাক্তের জন্য নারায়ণগঞ্জ ভিক্টোরিয়া জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

সময়ের আলো | মঙ্গলবার। ৭ এপ্রিল ২০২৬

পাটগ্রাম সীমান্তে বিএসএফের গুলি

● পাটগ্রাম (লালমনিরহাট) প্রতিনিধি

লালমনিরহাটের পাটগ্রাম সীমান্তে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর (বিএসএফ) গুলিতে মিজানুর রহমান মিজান (২০) নামে এক বাংলাদেশি কৃষক আহত হয়েছেন। সোমবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। ঘটনার পর উত্তেজিত স্থানীয়রা সীমান্ত সংলগ্ন এলাকা থেকে ভারতীয় কৃষক সহদেব বর্মণকে (৪০) দুটি গরুসহ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে নিয়ে আসেন। বর্তমানে তিনি বিজিবির হেফাজতে রয়েছেন।

বিজিবি, সীমান্ত সূত্র ও এলাকার বাসিন্দাদের কাছ থেকে জানা গেছে, ভারতের কোচবিহার জেলার কুচলিবাড়ি থানার ফুলকাডাবরী গ্রামের ডাঙিরটারী সীমান্তের বাংলাদেশ-ভারত প্রধান পিলার ৮২৬ নম্বরের ১ নম্বর উপপিলার সংলগ্ন শূন্যরেখার অপর পাশে লালমনিরহাট জেলাধীন পাটগ্রাম উপজেলার পাটগ্রাম ইউনিয়নের গাটিয়ারভিটা গ্রামের ডাঙারবাড়ী এলাকার ভারতীয় কাঁটাতারের বেড়ার বাইরে শূন্যরেখার দুইপাশে উভয় দেশের কৃষকরা নিজেদের জমিতে চাষাবাদ করেন। সোমবার সকালে মিজানুর রহমান মিজান নিজের ভুট্টাক্ষেতে পরিচর্যা ও ঘাস আনতে গেলে ভারতের মেখলিগঞ্জ ৯৮ বিএসএফ ব্যাটালিয়নের গোমতী ক্যাম্পের টহল দলের এক সদস্য তাকে ডেকে একটি ভুট্টার মোচা দেখতে চান। মিজান ভুট্টার মোচা দেওয়ার সময় পাশে থাকা অপর এক বিএসএফ সদস্য তাকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়। এতে তার ডান কাঁধে গুলি লাগে। মিজান প্রাণ বাঁচাতে হামাগুড়ি দিয়ে ভুট্টাক্ষেত পেরিয়ে আসেন। পরে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে প্রথমে পাটগ্রাম উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখান থেকে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। বর্তমানে তিনি রংপুরে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। আহত মিজান গাটিয়ারভিটা গ্রামের ডাঙারবাড়ী এলাকার মফিজুল ইসলামের ছেলে। এ ঘটনার পর স্থানীয় এলাকাবাসী ক্ষুব্ধ হয়ে পাশাপাশি থাকা বাংলাদেশ-ভারত প্রধান পিলার ৮২৮ নম্বরের ৩ থেকে ৪ নম্বর উপপিলার সংলগ্ন শূন্যরেখার জমিতে চাষাবাদরত ভারতীয় কৃষক সহদেব বর্মণকে (৪০) দুটি গরুসহ বাংলাদেশের ভেতরে নিয়ে আসেন। সহদেব ভারতের কোচবিহারের কুচলিবাড়ি থানার ৯৪ ফুলকাডাবরী এলাকার হরেন্দ্র নাথ বর্মণের ছেলে বলে জানা গেছে।

ঘটনার পরপরই শূন্যরেখার প্রায় ২ কিলোমিটার এলাকাজুড়ে বিপুলসংখ্যক বিএসএফ সদস্য অস্ত্রসহ অবস্থান নেয়। এতে সীমান্তজুড়ে আতঙ্ক ও উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। সীমান্তঘেঁষা এলাকার অনেক নারী বাড়িঘর ছেড়ে শিশুদের নিয়ে নিরাপদ স্থানে সরে গেছেন বলে স্থানীয়রা জানিয়েছেন।

দৈনিক ইত্তেফাক
রবিবার
২২ চৈত্র ১৪৩২, ৫ এপ্রিল ২০২৬

কটিয়াদীতে অটোরিকশা চালককে পিটিয়ে হত্যা

■ কটিয়াদী (কিশোরগঞ্জ) সংবাদদাতা

কটিয়াদীতে গত শুক্রবার গভীর রাতে করগাও চিতাশীল ব্রিজের পাশে সাইফুল ইসলাম (৪০) নামে এক অটোরিকশা চালকের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। সাইফুল দেওয়াহাটি গ্রামের আব্দুল আলীমের ছেলে।

জানা গেছে, সাইফুল গত শুক্রবার বিকালে অটোরিকশা নিয়ে বাড়ি থেকে বের হয়। সাইফুলকে একা পেয়ে একই গ্রামের আ. রহিমের ছেলে বজলুর রহমান (৩২) একাধিক সঙ্গী নিয়ে করগাও চিতাশীল ব্রিজের পাশে তাকে পিটিয়ে হত্যা করে। সাইফুলের সঙ্গে বজলুর জমি সংক্রান্ত বিরোধ ছিল বলেও জানা গেছে।

কটিয়াদী মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ মাহবুবুর রহমান জানান, এ ঘটনার মূল আসামি বজলুকে আটক করেছে পুলিশ। এদিকে সাইফুলের ভাই জহিরুল ইসলাম বাদী হয়ে কটিয়াদী মডেল থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেছেন।

কালের কণ্ঠ
বৃহস্পতিবার। ৯ এপ্রিল ২০২৬

বগুড়ায় স্বামীর হাতে স্ত্রী খুন

আরো ৬ জেলায় নিহত ৬

কালের কণ্ঠ ডেস্ক ▷

বগুড়ায় স্ত্রীকে ছুরিকাঘাতে হত্যার অভিযোগ উঠেছে স্বামীর বিরুদ্ধে। গাজীপুরে গৃহকর্ত্রীকে হত্যা করে নগদ টাকা ও স্বর্ণালংকার লুট করে নিয়েছে ডাকাতরা। নেত্রকোনায় ভাতিজার ইটের আঘাতে মারা গেছেন চাচা। এ ছাড়া ঢাকার আশুলিয়া, খাগড়াছড়ি, কুমিল্লা ও বরিশালে আরো চার ব্যক্তি হত্যার শিকার হয়েছেন। কালের কণ্ঠের নিজস্ব প্রতিবেদক ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর :

বগুড়া : শিবগঞ্জে এক গৃহবধূকে ছুরিকাঘাতে হত্যার অভিযোগ উঠেছে স্বামীর বিরুদ্ধে। মঙ্গলবার রাতে উপজেলার বিহার ইউনিয়নের পশ্চিম মৃধাপাড়া এলাকায় এই ঘটনা ঘটে। নিহত শিল্পী বেগম (৩২) ওই এলাকার মিন্টু মিয়ার স্ত্রী। ঘটনার পর থেকে অভিযুক্ত মিন্টু মিয়া পলাতক। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মিন্টু মিয়া কোনো কাজকর্ম করতেন না। এ নিয়ে তাঁদের পারিবারিক কলহ লেগেই থাকত।

গাজীপুর : সদর উপজেলার এক বাড়িতে ঢুকে ডাকাতরা গৃহকর্ত্রীকে হত্যা করে নগদ টাকা ও স্বর্ণালংকার লুট করে নিয়ে গেছে। মঙ্গলবার রাতে এ ঘটনা ঘটেছে সদর উপজেলার পিরুজালী মধ্যপাড়া গ্রামে।

কেন্দুয়া (নেত্রকোনা) : জমিসংক্রান্ত বিরোধে ভাতিজার আঘাতে চাচার নিহত হওয়ার ঘটনা ঘটেছে। মঙ্গলবার সন্ধ্যার দিকে উপজেলার মাসকা ইউনিয়নের পিজাহাতী দক্ষিণপাড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহত আব সাদেক ভুঁইয়া (৬৫) ওই গ্রামের মৃত কাজিম উদ্দীন ভুইয়ার ছেলে।

সাভার (ঢাকা) : আশুলিয়ার বাইপাইল এলাকায় রুমানা খাতুন (২৫) নামের এক পোশাক শ্রমিকের ক্ষতবিক্ষত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল বুধবার সকালে একটি শ্রমিক কলোনির পাশের বালুর মাঠ থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়। নিহত রুমানা জামালপুরের মাদারগঞ্জ থানার মাথাভাঙ্গা গ্রামের মোহাম্মদ ইউসুফ ওরফে হৃদয়ের স্ত্রী।

খাগড়াছড়ি : সদর উপজেলায় প্রতিপক্ষের গুলিতে নিউটন চাকমা (৪৭) নামের ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ-প্রসীত) গ্রুপের এক সদস্য নিহত হয়েছেন। গতকাল সকালে খাগড়াছড়ি-রাঙামাটি সড়কের আকবাড়ি এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

মুরাদনগর (কুমিল্লা) : আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে মাওলা সরকার (৪৫) নামের এক কৃষককে কুপিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। মঙ্গলবার রাতে মুরাদনগরের মহেশপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহত মাওলা সরকার ওই গ্রামের মৃত হাশেম সরকারের ছেলে।

বানারীপাড়া (বরিশাল) : স্বামীর নির্যাতনে গৃহবধূ মারিয়া আক্তার (১৮) মারা গেছেন। গতকাল দুপুরে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে তাঁর মৃত্যু হয়।

NEW AGE

SATURDAY, MARCH 7, 2026

RMG worker stabbed to death, husband accused

Our Correspondent · Gazipur

A READYMADE garment worker was stabbed to death allegedly by her husband at Sreepur in Gazipur on Friday reportedly following a family feud.

The victim was identified as Sharmeen Akter Ruma, daughter of Shaheb Ali of Joynagar village in Netrakona Sadar upazila.

Sharmeen Akter worked at Partex Group garment factory at Sreepur.

The police said that they were investigating the incident and trying to arrest accused husband Ratan Mia.

Witnesses said that a row erupted between the couple on Friday afternoon at their rented house at Chonnapara at Sreepur in the middle of which Ratan stabbed Ruma with a sharp knife, leaving her critically injured.

Ruma's co-worker Khodeza Akter said that Ruma was rushed to Sreepur Upazila Health Complex where the duty doctor declared her dead.

Duty doctor at the health complex Al Nafis said that Ruma was brought dead.

Sreepur police officer-in-charge Md Nasir Ahmed said that the body was sent to Shaheed Tajuddin Ahmad Medical College Hospital for autopsy.

A case was filed in this connection.

'We are conducting drive to arrest the husband,' the OC said.

দৈনিক ইত্তেফাক

৮ এপ্রিল ২০২৬

সাভারে অটোচালকদের মহাসড়ক অবরোধ থানায় হামলা

পুলিশসহ আহত ৫

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

সাভারে অবৈধ থ্রি-হুইলারের বিরুদ্ধে অভিযানের প্রতিবাদে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছে অটোরিকশা চালকরা। একপর্যায়ে তারা সাভার হাইওয়ে থানায় হামলা চালিয়ে পুলিশ সদস্যদের মারধর করেছে। এ ঘটনায় দুই পুলিশ সদস্য, পথচারী ও থানার স্টাফসহ অন্তত পাঁচ জন আহত হয়েছে। আহতদেরকে উদ্ধার করে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে সাভারে ঢাকা-আরিচা মহাড়কের হাইওয়ে থানার সামনে এই অবরোধ এবং হামলার ঘটনা ঘটেছে। এদিকে থানায় হামলার খবর পেয়ে অতিরিক্ত পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে হামলার সঙ্গে জড়িত দুই জনকে আটক করেছে।

হামলায় আহতরা হলো—আরিফুল ইসলাম (৪২), মহসীন ইসলাম (৩২), মোশারফ হোসেন (৪৩), মো. রুহুল সরদার (৩০)। এ ঘটনায় আহত পথচারীর নাম পাওয়া যায়নি। অন্যদিকে প্রাথমিকভাবে আটককৃতদের নাম-পরিচয় জানা যায়নি।

হাইওয়ে পুলিশ জানায়, হাইকোর্টের নির্দেশনা অনুযায়ী সড়ক দুর্ঘটনা কমাতে অবৈধ থ্রি-হুইলারের বিরুদ্ধে নিয়মিত অভিযানের অংশ হিসেবে নবীনগর এলাকায় অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছিল। এ সময় অটোরিকশা চালকেরা সংঘবদ্ধ হয়ে বিক্ষোভ শুরু করে এবং সাভার হাইওয়ে থানার সামনে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করে। একপর্যায়ে তারা উত্তেজিত হয়ে হাইওয়ে থানায় হামলা চালায়। এ ঘটনায় বিক্ষোভকারীদের হামলায় দুই পুলিশ সদস্য, থানার স্টাফ এবং পথচারীসহ পাঁচ জন আহত হয়েছে। তাদেরকে উদ্ধার করে সাভার উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।

অন্যদিকে অটোরিকশা চালকদের অভিযোগ, হাইওয়ে পুলিশ সড়কে অটো চলাচলের মৌখিক অনুমতি দিয়ে রেকার বিলের নামে ২৬০০ টাকা করে অটোপ্রতি হাতিয়ে নিচ্ছে। এরপরও আমরা মহাসড়কে যাত্রী ওঠানামা করালে আমাদের গাড়ি আটক করা হয়।

সাভার হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শেখ শাহাজাহান আলী বলেন, থানা এবং পুলিশের ওপর হামলার ঘটনায় দুই জনকে আটক করা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

সংবাদ

ঢাকা : বুধবার ২৫ চৈত্র ১৪৩২
Dhaka : Wednesday 8 April 2026

দুই দিনেও সন্ধান মেলেনি খোকসার ভ্যানচালকের

প্রতিনিধি, খোকসা (কুষ্টিয়া)

কুষ্টিয়ার খোকসায় রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ ভ্যানচালকের সন্ধান মেলেনি দুই দিনেও। জমি নিয়ে বিরোধের জেরে তাকে গুম করা হতে পারে মনে করছেন পরিবার।

গত সোমবার ভ্যানচালক আব্দুল আজিম (৩০) নিখোঁজের দ্বিতীয় দিন পার হয়েছে গেলো। শনিবার সন্ধ্যায় খোকসা বাসস্ট্যান্ড এলাকায় পাখি ভ্যান মেরামতে দিয়ে রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হন ওই ভ্যানচালক। তিনি শিমুলিয়া ইউনিয়নের বিলজানি তাঁতি পাড়ার মৃত আব্দুল কাদেরের ছেলে। সে দুই সন্তানের বাবা। প্রতিপক্ষ আব্দুল মান্নানের সঙ্গে তার মাত্র চার শতক জমি নিয়ে বিরোধ চলে আসছিলো। সে নিখোঁজের কয়েকদিন আগে স্থানীয় রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যস্থতায় ইউনিয়ন পরিষদে সালিশি বৈঠক হয়। সে বৈঠকে ভ্যানচালক আজিমকে দখলী জমি থেকে ঘর ভেঙে নেয়ার রায় দেয়া হয়। ইতোমধ্যে রহস্যজনকভাবে ভ্যানচালক নিখোঁজ হন। এ ঘটনায় খোকসা থানায় একটি জিডি রেকর্ড করা হয়েছে।

আজিমের পরিবার সূত্রে জানা গেছে, গত শনিবার বিকেলে নিজের পাখি ভ্যানে ভাড়া নিয়ে খোকসা বাসস্ট্যান্ডের একটি পরিবহনের কাউন্টারে যাওয়ার জন্য বাড়ি থেকে বেড় হন। সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে বাড়ি ফেরার সময় তার ভ্যান বিকল হয়ে যায়। স্ট্যান্ডের পূর্ব পাশে মেকারের কাছে ভ্যান সারতে দেয়ার কিছু সময় পর তিনি রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হয়ে যান। ওই মেকার নিখোঁজ ভ্যানচালকের সন্ধানে তার বাড়িতে লোক পাঠান। সে রাতেই পরিবারের পক্ষ থেকে থানা পুলিশের কাছে মৌখিক অভিযোগ করা হয়।

গত মঙ্গলবার সকালে সরজমিন গিয়ে দেখা যায়, নিখোঁজ ভ্যানচালকের বিবাদপূর্ণ জমির ঘর কেন্দ্রিক অসংখ্য নারী-পুরুষের আনা গোনা। ঘরের ভিতর থেকে নারী কণ্ঠের কান্নার আওয়াজ ভেসে আছে। এ সময় নিখোঁজ ভ্যানচালকের স্ত্রী মনিরা খাতুন দুই সন্তান মাহিম ও আবির সহ বাড়িতে ছিল না। পরিবারের লোকেরা জানান, পুলিশের সঙ্গে দেখা করতে গেছেন। কাঁচা রাস্তার বিপরীতে প্রতিপক্ষ আব্দুল মান্নানের বাড়ি। ওই বাড়ির ভিতর সুনশান নিরবতা। এক গৃহবধূ ছাড়া সবাই বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গেছেন।

নিখোঁজ ভ্যানচালকের স্ত্রী মনিরা খাতুনের সঙ্গে খোকসা থানায় দেখা করা হয়। তিনি দাবি করেন, প্রতিবেশি আব্দুল মান্নানের সঙ্গে তাদের দোকান ও বসত ঘরের জমি নিয়ে বিরোধ। কোর্টে মামলা আছে। এই জমি নিয়ে এক শুক্রবার আগে বোর্ড অফিসে সালিশ হয়। সেখানে ঘর ভেঙে জমি মুক্ত করার আদেশ দেয়া হয়। সালিশির রায় না মানায় প্রতিপক্ষ তাকে হুমকি দিয়ে আসছিল। জমি কেন্দ্র করে তার স্বামী আজিমকে গুম করা হতে পারে।

তিনি আরও জানান, তার স্বামী আজিম নিখোঁজ হওয়ার আগে থানা পুলিশের কাছে প্রতিপক্ষ মান্নানদের বিরুদ্ধে একাধিক বার লিখিত অভিযোগ দিয়েছে। দুই দিন ধরে থানা মামলা রেকর্ড করবে বললেও গতকাল (সোমবার) অবশেষে জিডি করতে রাজি হয়। সালিশ বাস্তবায়ন কমিটির প্রধান আইন উদ্দিন মেম্বর বলেন, তিনি শুরু থেকে এই সালিশের বিরোধিতা করে আসছেন। পরিষদের সালিশ করে উচ্ছেদের প্রস্তাব হয়েছিল। কিন্তু সে রায় বাস্তবায়নের আর কোনো উদ্যোগ নেয়া হয়নি। তবে নিখোঁজ ভ্যানচালক আজিমকে উদ্ধার করতে পারলে আসল সত্য পাওয়া যাবে।

নিখোঁজ ভ্যানচালকের প্রতিপক্ষ আব্দুল মান্নানকে পাওয়া যায়নি। তার ছেলে জাহাঙ্গীর আলমের মুঠোফোনে কল করেও সারা পাওয়া যায়নি।

খোকসা থানা (ওসি তদন্ত) মোশারফ হোসেন জানান, ভ্যানচালক নিখোঁজের ঘটনাটি রহস্যে ঘেরা। জমি জমা নিয়ে বিরোধ কেন্দ্র করে কোনো ঘটনা ঘটেছে কি না। আবার গ্রামে সালিশ হয়েছিল। এ ঘটনায় মামলা হয়নি। তবে একটা জিডি হয়েছে বলে স্বীকার করেন।

যুগান্তর

মঙ্গলবার ৭ এপ্রিল ২০২৬
২৪ চৈত্র ১৪৩২

৬৪ বাংলাদেশিসহ ১২৭ বন্দিকে ফেরত পাঠাল মালয়েশিয়া

মালয়েশিয়া প্রতিনিধি

৬৪ বাংলাদেশিসহ ১২৭ বন্দিকে ফেরত পাঠিয়েছে মালয়েশিয়া। সোমবার ইমিগ্রেশন বিভাগ জানিয়েছে, এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে পাইনঅ্যাপল টাউন ইমিগ্রেশন ডিপো থেকে ওই বন্দিদের নিজ নিজ দেশে ফেরত পাঠানো হয়েছে। এদের মধ্যে ৬৪ জন বাংলাদেশি ছাড়াও ২১ জন মিয়ানমারের নাগরিক, ১৪ জন ভারতীয়, ১২ জন পাকিস্তানি, ছয়জন নেপালি, ছয়জন ভিয়েতনামি ও একজন করে থাইল্যান্ড, কম্বোডিয়া, চীন ও নাইজেরিয়ার নাগরিক রয়েছেন। সব বন্দিকে কেএলআইএ-১ ও কেএলআইএ-২ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর এবং সিনাই ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টের মাধ্যমে নিজ নিজ দেশে পাঠানো হয়েছে।

যুগান্তর | বুধবার ৮ এপ্রিল ২০২৬
২৫ চৈত্র ১৪৩২

ধোবাউড়ায় নারীকে হত্যার পর আত্মহত্যার প্রচার

গৌরনদী বাঘা বানিয়াচং ও আনোয়ারায় ৪ লাশ উদ্ধার

যুগান্তর ডেস্ক

ধোবাউড়ায় নারীকে হত্যার পর লাশ ঝুলিয়ে রেখে আত্মহত্যার প্রচার চালানোর অভিযোগ উঠেছে। এছাড়া গৌরনদীতে অটোরিকশা মেকার, বাঘায় চা বিক্রেতা, বানিয়াচংয়ে যুবক ও আনোয়ারা কিশোরীর লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। যুগান্তর প্রতিনিধিরা জানান : **ময়মনসিংহের ধোবাউড়ায়** জাহানারা (৪০) নামে এক গৃহবধূর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। মঙ্গলবার ভোরে উপজেলার খড়িয়া গ্রামের নিজ ঘর থেকে তার লাশ উদ্ধার করা হয়। নিহত জাহানারা ওই এলাকার মাওলানা আবু ইউসুফের স্ত্রী। ওই নারীর পরিবারের অভিযোগ কলহের জেরে তাকে হত্যা করে লাশ ঝুলিয়ে রেখে আত্মহত্যার প্রচার চালানো হচ্ছে। ওসি শফিকুল ইসলাম লাশ উদ্ধারের বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

বরিশালের গৌরনদীতে অটোরিকশা গ্যারেজের ভেতর থেকে জালাল কাজী (৫৫) নামে এক মেকারের অর্ধগলিত লাশ উদ্ধার করেছে থানা পুলিশ। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় উপজেলার বার্থী তারা মাধ্যমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কের পাশে অটোরিকশার গ্যারেজের ভেতর থেকে তার লাশ উদ্ধার করা হয়। তিনি পার্শ্ববর্তী আগৈলঝাড়ার ভালুকশী গ্রামের মৃত সেকেন্দার কাজীর ছেলে। ওসি মো. তারিক হাসান রাসেল লাশ উদ্ধারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। **রাজশাহীর বাঘায়** চা বিক্রেতা সানাউল্লাহ ছানার (৪৫) লাশ পুকুর থেকে উদ্ধার করেছে পুলিশ। মনিগ্রাম টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ সংলগ্ন একটি পুকুর থেকে ওই লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। নিহত সানাউল্লাহ উপজেলার হাবাসপুর গ্রামের মৃত খলিল উদ্দিনের ছেলে। **হবিগঞ্জের** বানিয়াচংয়ে হাওড় থেকে সজলু মিয়া (৩৫) নামে এক যুবকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার উপজেলার পাড়াগাঁও হাওড় থেকে তার লাশ উদ্ধার করা হয়। নিহত সজলু মিয়া উপজেলার তাতারী মহল্লার নূর হোসেনের ছেলে। তিনি পরিবারসহ বড়বান্দ এলাকায় বসবাস করতেন। ওসি শরীফ আহমেদ জানান লাশ মর্গে পাঠানো হয়েছে। **চট্টগ্রামের আনোয়ারায়** নিজ বসতঘরে ফ্যানে ঝুলন্ত অবস্থায় মঙ্গলবার নুরতাজ আক্তার (১৬) নামে এক কিশোরীর লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। তিনি পরৈকোড়া ইউনিয়নের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের কৈখাইন গ্রামের গুরা মিয়া সওদাগরের বাড়ির আজাদুল ইসলামের মেয়ে। পরিবারের দাবি মোবাইল ফোন মেরামত করে না দেওয়ায় সে আত্মহত্যা করেছে। ওসি জুনায়েত চৌধুরী বলেন, মৃত্যুর কারণ জানতে লাশ মর্গে পাঠানো হয়েছে।

যুগান্তর
বৃহস্পতিবার ৯ এপ্রিল ২০২৬
২৬ চৈত্র ১৪৩২

শ্রীপুরে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করল চালকরা

শ্রীপুর (গাজীপুর) প্রতিনিধি

শ্রীপুরে পুলিশের বিরুদ্ধে কাভার্ডভ্যানের এক চালককে মারধরের অভিযোগ তুলে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করছেন বিভিন্ন পরিবহণের চালকরা। এতে মহাসড়কের উভয় লেনে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়েছে। ভোগান্তিতে পড়েছেন যাত্রীরা। বুধবার দুপুরে উপজেলার জৈনা বাজারের আহম্মদ ফিলিং স্টেশন এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। বিক্ষোভকারী কাভার্ডভ্যানচালক মজিবুর বলেন, জ্বালানি তেল নেওয়ার জন্য কাভার্ডভ্যানের চালক মো. রিয়াজ উদ্দিন মহাসড়কঘেঁষে সিরিয়ালে গাড়ি রেখে নামাজে যান। এ সময় হাইওয়ে পুলিশ এসে তার গাড়ির লুকিং গ্লাস ভাঙচুর করে। চালক এসে বাধা দিলে লাঠি দিয়ে তাকে এলোপাতাড়ি মেরে গুরুতর আহত করে। চালক মাটিতে লুটিয়ে পড়লে আশপাশের চালকরা এগিয়ে এসে প্রতিবাদ করেন। তাৎক্ষণিকভাবে অনেক চালক জড়ো হয়ে মহাসড়ক অবরোধ করেন।

সংবাদ
ঢাকা : বৃহস্পতিবার ২৬ চৈত্র ১৪৩২
Dhaka : Thursday 9 April 2026

সিএনজি মালিক ও অটোরিকশা শ্রমিকদের সঙ্গে সংঘর্ষ, আহত ১০

প্রতিনিধি, আদমদীঘি (বগুড়া)

বগুড়ার আদমদীঘি উপজেলার সান্তাহার পৌর শহরে সিএনজি চালিত অটোরিকশা মালিক, শ্রমিক ও ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা শ্রমিকদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। গত মঙ্গলবার সন্ধ্যায় প্রায় ঘণ্টাব্যাপী ধরে এই সংঘর্ষে উভয় পক্ষের ১০জন আহত হয়েছে। সংঘর্ষের ঘটনার পর থেকে সান্তাহার শহরের সঙ্গে চলাচলকারী সব সিএনজিচালিত অটোরিকশা ও ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা চলাচল বন্ধ রয়েছে। এ সংবাদ পাঠানো পর্যন্ত দুই দলের মধ্যে উত্তেজনা বিরাজ করছে। শহরের বিভিন্ন মোড়ে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। সংঘর্ষে আহতদের নওগাঁ সদর হাসপাতালে ও আদমদীঘি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে। সিএনজি চালিত অটোরিকশা মালিক, শ্রমিকদের মধ্যে আহতরা হলেন, নাদিম হোসেন শহীদ এজাজ বাবু ও আলম এবং ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা শ্রমিকদের মধ্যে আহতরা হলেন, স্বাধীন, স্বপন, সুজন, শুভ ও শহীদ। আহতদের মধ্যে স্বপন হোসেনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গেছে। সংঘর্ষের সময় শহরের মোড়ে দুটি সিএনজিচালতি অটোরিকশা ভাঙচুর করা হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গত শনিবার উভয় দলের মধ্যে মারপিটের ঘটে। এ ঘটনার মীমাংসার জন্য মঙ্গলবার বিকেলে একটি বৈঠক হওয়ার কথা ছিল। বৈঠক শুরু হওয়ার আগেই পুনরায় দুপক্ষ সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। হাতে লাঠি ও রেললাইনের পাথর নিয়ে প্রায় ঘণ্টাকাল ধরে সংঘর্ষ চলে। এ সময় শহরের স্টেশন চত্বর এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে, লোকজনকে এদিক ওদিক ছুটাছুটি করতে দেখা যায়। আশপাশের দোকান পাঠ বন্ধ হয়ে যায়। খবর পেয়ে আদমদীঘি থানা ও সান্তাহার শহর পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। আদমদীঘি থানার ওসি কামরুজ্জামান বলেন, বর্তমানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। শহরে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। ২০১৬ সালে ৮ জানুয়ারি সান্তাহার শহরে এই দুটি সংগঠনের শ্রমিকদের মধ্যে সংঘটিত সংঘর্ষে শফিকুল ইসলাম ও সোহরাব হোসেন সোহাগ নামের দুই শ্রমিক খুন হন।

দৈনিক ইত্তেফাক
১০ এপ্রিল ২০২৬

বগুড়ায় ছেলের লাঠির আঘাতে প্রাণ গেল বাবার

স্টাফ রিপোর্টার, বগুড়া

বগুড়ার গাবতলী উপজেলার বালিয়াদিঘী ইউনিয়নের উত্তর কোলাকোপা গ্রামে মাদক কেনার টাকা না পেয়ে মাদকাশক্ত ছেলের লাঠির আঘাতে বাবার মৃত্যু হয়েছে। নিহতের নাম নজরুল ইসলাম লজু (৫০)। বুধবার দিবাগত রাত আড়াইটার দিকে এ ঘটনা ঘটে। নিহত নজরুল ইসলাম পেশায় সবজিবিক্রেতা ছিলেন। ঘটনার পর থেকে অভিযুক্ত ছেলে শিপন মিয়া (২২) পলাতক রয়েছেন।

স্থানীয়রা জানান, সবজিবিক্রেতা নজরুল ইসলামের ছেলে শিপন মিয়া মাদকাসক্ত ছিলেন। মাদকের টাকার জন্য তিনি প্রায়ই তার বাবা-মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করতেন এবং মাঝেমধ্যে বাড়ির জিনিসপত্র বিক্রি করে দিতেন। বুধবার দিবাগত রাতেও মাদকের টাকা নিয়ে নজরুল ইসলামের সঙ্গে শিপনের বাগ্‌বিতণ্ডা হয়। এক পর্যায়ে রাত আড়াইটার দিকে শিপন লাঠি দিয়ে তার বাবার মাথায় সজোরে আঘাত করেন। এতে নজরুল ইসলাম গুরুতর আহত হন। চিৎকার শুনে স্থানীয় লোকজন এগিয়ে এসে তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়ার পথেই তার মৃত্যু হয়।

গাবতলী মডেল থানার ওসি রাকিব হাসান বলেন, 'খবর পেয়ে রাতেই পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বগুড়ার শহিদ জিয়াউর রহমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। ঘটনার পর থেকে অভিযুক্ত শিপন পলাতক রয়েছেন। তাকে গ্রেফতারে পুলিশের অভিযান চলছে।'

যুগান্তর
বৃহস্পতিবার ৯ এপ্রিল ২০২৬

আশুলিয়ায় নারী পোশাক শ্রমিককে হত্যা দুর্বৃত্তদের

যুগান্তর প্রতিবেদন, *ঢাকা উত্তর*

সাভার উপজেলার আশুলিয়ায় পরিত্যক্ত স্থান থেকে এক নারী পোশাক শ্রমিকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। পুলিশ জানায়, দুর্বৃত্তরা তাকে হত্যা করেছে বলে প্রাথমিক সুরতহাল রিপোর্টে জানা যায়। তার শরীরে একাধিক আঘাতের চিহ্ন ছিল। বুধবার বেলা ১১টায় আশুলিয়ার বাইপাইল বালুর মাঠ এলাকা থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয় বলে জানান আশুলিয়া থানার ওসি মো. রুবেল হাওলাদার। নিহত মোছা. রোকমা খাতুন (২২) জামালপুরের মাদারগঞ্জ উপজেলার মাথাভাঙ্গা গ্রামের ইউসুফ হৃদয়ের স্ত্রী। তিনি আশুলিয়ার পলাশবাড়ী এলাকায় অবস্থিত 'ইকো গার্মেন্টিসে' চাকরি করতেন। স্বজনরা জানান, দুই শিশুসন্তানসহ দাদির সঙ্গে বালুর মাঠের পাশে ভাড়া বাসায় থেকে পোশাক কারখানায় চাকরি করতেন রোকমা। তার স্বামী হৃদয় গ্রামের বাড়িতে থাকেন। মঙ্গলবার রাতের কোনো একসময় কে বা কারা তাকে হত্যার পর লাশ ফেলে গেছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করছে পুলিশ।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
বুধবার ৮ এপ্রিল ২০২৬

ভুট্টা খেতে অটোচালকের বস্তাবন্দি লাশ

জামালপুর প্রতিনিধি

জামালপুরের ইসলামপুরে ভুট্টা খেত থেকে জুয়েল শেখ নামে এক অটোচালকের বস্তাবন্দি লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। উপজেলার পশ্চিম সংসরপুরে ভুট্টা খেতে গতকাল লাশ দেখে জরুরি সেবা ৯৯৯-এ ফোন দেন স্থানীয়রা। পুলিশ লাশ উদ্ধার করে জামালপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মর্গে পাঠায়। ইসলামপুর থানার ওসি আবদুল কাইয়ুম গাজী জানান, জুয়েল শেখ মেলান্দহ উপজেলার পূর্বশ্যামপুরের আবু হানিফের ছেলে। অটোরিকশা ছিনতাইয়ের জন্য তাঁকে হত্যা করা হয়েছে বলে প্রাথমিক ধারণা পুলিশের।

হাওড়ে যুবকের লাশ : হবিগঞ্জ প্রতিনিধি জানান, বানিয়াচং উপজেলায় হাওড় থেকে গতকাল সজলু মিয়া (৩৫) নামে এক যুবকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

শনিবার ১১ এপ্রিল ২০২৬
২৮ চৈত্র ১৪৩২
যুগান্তর

সিদ্ধিরগঞ্জে গার্মেন্ট কর্মীর রহস্যজনক মৃত্যু

সিদ্ধিরগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি

সিদ্ধিরগঞ্জে মিতালী মার্কেটের ৫ নম্বর ভবনে বিপ্লব শেখ (২৬) নামে এক গার্মেন্ট কর্মীর রহস্যজনক মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। লাশটি বৃহস্পতিবার রাতে ময়নাতদন্তের জন্য নারায়ণগঞ্জ ভিক্টোরিয়া জেনারেল হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়েছে। বিপ্লব শেখ মুন্সীগঞ্জের সদরের রনছ-এর খোরশেদ শেখের ছেলে। সিদ্ধিরগঞ্জের মিতালী মার্কেটের ৫নং ভবনের চারতলায় আসাদ মিয়ার মিনি গার্মেন্ট কাজ করত।

পুলিশ জানায়, বৃহস্পতিবার সকালে ওই ভবনের ৪র্থ তলায় স্ট্রোক করে মৃত্যুবরণ করেছে মর্মে ভিকটিমের বোনকে কারখানা থেকে ফোন করে জানানো হয়। সংবাদ পেয়ে ভিকটিমের বোন ঘটনাস্থলে এসে তার লাশ অ্যাম্বুলেন্সে মুন্সীগঞ্জে গ্রামের বাড়িতে নিয়ে যায়। ভিকটিমের দাফন-কাফন করার পূর্বে মৃতদেহের গোসল করানোর সময় তার শরীরের বিভিন্ন স্থানে কাটা রক্তাক্ত যখম দেখতে পেয়ে ভিকটিমের পরিবারের লোকজনের সন্দেহ হলে স্থানীয় থানায় অবগত করা হয়। পরে মুন্সীগঞ্জ সদর থানা থেকে সিদ্ধিরগঞ্জ থানায় জানানো হলে দুই থানার সমন্বয়ে ভিকটিমের লাশ রাত পৌনে ১০টায় সিদ্ধিরগঞ্জ থানায় নিয়ে আসা হয়। সিদ্ধিরগঞ্জের ওসি এমদাদুল হক জানায়, পোস্ট মর্টেমের জন্য লাশ মর্গে প্রেরণ করেছি। রিপোর্ট আসলে বলা যাবে এটা হত্যা, না অন্য কিছু। স্বজনদের বলেছি, মামলা দিলে মামলা নিয়ে সঠিক তদন্ত করব।

সময়ের আলো
বুধবার ৮ এপ্রিল ২০২৬

সুন্দরবনে বনদস্যুদের গুলিতে জেলে আহত

সাতক্ষীরা প্রতিনিধি

সুন্দরবনে কাঁকড়া শিকারে গিয়ে বনদস্যুদের গুলিতে আতিয়ার রহমান নামের এক জেলে গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। এ ঘটনায় স্থানীয় জেলেদের মাঝে আতঙ্ক বিরাজ করছে। মঙ্গলবার সকাল ১০টার দিকে সুন্দরবন সাতক্ষীরা রেঞ্জের কলাগাছিয়া মৃত্তি খালের ভারানির মুখে এ ঘটনা ঘটে। আহত আতিয়ার রহমান সাতক্ষীরার শ্যামনগরের বুড়িগোয়ালিনী ইউনিয়নের মৃত মান্দার গাজীর ছেলে। ফিরে আসা জেলেরা জানান, সকালে সুন্দরবনে কাঁকড়া আহরণ করতে যান আতিয়ার রহমান। এ সময় হঠাৎ বনদস্যুদের একটি দল সেখানে উপস্থিত হয়ে তাদের লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে। এতে আতিয়ার রহমান গুলিবিদ্ধ হন। তাৎক্ষণিক সহযোগী জেলেরা তাকে উদ্ধার করে নিকটবর্তী নিরাপদ স্থানে নিয়ে আসে। তারা দ্রুত বনদস্যুদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রশাসনের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন। এ বিষয়ে বন বিভাগের বুড়িগোয়ালিনী স্টেশন কর্মকর্তা ফজলুল হক বলেন, দুপুর ১২টার দিকে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় বুড়িগোয়ালিনী এলাকার জেলে আতিয়ার রহমান আমাদের অফিসে আসেন। তাকে শ্যামনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পাঠানো হয়েছে এবং শ্যামনগর থানা পুলিশ ও কোস্ট গার্ডকে বিষয়টি জানানো হয়েছে।

দৈনিক ইত্তেফাক
১১ এপ্রিল ২০২৬

সিদ্ধিরগঞ্জে পোশাক কারখানায় শ্রমিকের মরদেহ উদ্ধার

পরিবারের দাবি হত্যা

■ সিদ্ধিরগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ) সংবাদদাতা

নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জে একটি পোশাক কারখানায় বিপ্লব শেখ (২৬) নামে এক শ্রমিকের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে সাইনবোর্ড এলাকার মিতালী মার্কেটের একটি কারখানার ভেতর থেকে তার মরদেহ পাওয়া যায়। নিহত বিপ্লব শেখ মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলার বাসিন্দা খোরশেদ শেখের ছেলে। সিদ্ধিরগঞ্জের মিতালী মার্কেটের ৫ নম্বর ভবনের চারতলায় আসাদ মিয়ার কারখানায় (মিনি গার্মেন্টস) তিনি সেলাইয়ের কাজ করতেন।

পুলিশ ও পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, বৃহস্পতিবার সকাল ৯টার দিকে কারখানা কর্তৃপক্ষ বিপ্লবের বোন সীমা আক্তারকে ফোন করে জানায়, তিনি স্ট্রোক করে মারা গেছেন। খবর পেয়ে পরিবারের সদস্যরা ঘটনাস্থলে এসে মরদেহ নিয়ে গ্রামের বাড়ি মুন্সীগঞ্জে চলে যান। তবে দাফনের প্রস্তুতির সময় মরদেহ গোসল করাতে গিয়ে শরীরের বিভিন্ন স্থানে কাটা ও রক্তাক্ত আঘাতের চিহ্ন দেখতে পান স্বজনরা। এতে মৃত্যুকে ঘিরে সন্দেহের সৃষ্টি হয়। পরে বিষয়টি স্থানীয় থানাকে জানানো হলে মুন্সীগঞ্জ সদর থানা ও সিদ্ধিরগঞ্জ থানার সমন্বয়ে রাত পৌনে ১০টার দিকে মরদেহ উদ্ধার করে সিদ্ধিরগঞ্জ থানায় নেওয়া হয়।

নিহতের বড় বোন সীমা আক্তার অভিযোগ করেন, তার ভাইকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে। তিনি বলেন, 'প্রথমে বলা হয়েছে স্ট্রোক করেছে, পরে বলা হয়েছে ওয়াশরুমে পড়ে গেছে। কিন্তু শরীরে আঘাতের চিহ্ন দেখে আমরা নিশ্চিত এটি স্বাভাবিক মৃত্যু নয়।' পরিবারের অভিযোগ, মামলা করতে গেলে পুলিশ সময়ক্ষেপণ করছে এবং তাৎক্ষণিকভাবে অভিযোগ গ্রহণ করেনি। সিদ্ধিরগঞ্জ থানার ওসি মোহাম্মদ এমদাদুল হক অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, 'মামলা না নেওয়ার বিষয়টি সঠিক নয়। নিহতের শরীরে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। আমরা পোস্টমর্টেমের জন্য লাশ মর্গে প্রেরণ করেছি।

দৈনিক ইত্তেফাক
শুক্রবার
২৭ চৈত্র ১৪৩২, ১০ এপ্রিল ২০২৬

রূপগঞ্জে প্রতিপক্ষের হামলায় অটোরিকশার চালক নিহত আটক ১

■ রূপগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ) সংবাদদাতা

নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ উপজেলার তারাবো পৌরসভার বরপা এলাকায় প্রতিপক্ষের হামলায় আব্দুল লতিফ (৬৬) নামের এক অটোরিকশার চালক নিহত হয়েছেন। গতকাল বৃহস্পতিবার রাত ৯টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে জসীম মুন্সী (৩৮) নামে এক যুবককে আটক করা হয়েছে।

পুলিশ জানায়, তারাবো পৌরসভার বরপা বাসস্ট্যান্ডের কাছে অটোরিকশার চালক আব্দুল লতিফ তার অটোরিকশার চাকা মেরামতের দোকানের সামনে রিকশা রাখেন। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে জসিম মুন্সী লতিফের ওপর হামলা চালায়। একপর্যায়ে আব্দুল লতিফ মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। আশপাশের লোকজন তাকে স্থানীয় ইউএস-বাংলা হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক লতিফকে মৃত ঘোষণা করেন।

রূপগঞ্জ থানার উপপরিদর্শক নাজিম উদ্দিন বলেন, সুষ্ঠু তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

যুগান্তর
শুক্রবার ১০ এপ্রিল ২০২৬

বনানীতে গৃহকর্মীর চিরকুট ঘিরে উত্তেজনা গৃহকর্ত্রী আটক

যুগান্তর প্রতিবেদন

রাজধানীর বনানীতে গৃহকর্মীকে নির্যাতনের অভিযোগে সামেনা আলম নামে এক গৃহকর্ত্রীকে আটক করেছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বনানী ৫ নম্বর সড়কের একটি বাসা থেকে তাকে আটক করে বনানী থানা পুলিশ। এ ঘটনায় গৃহকর্মী শিউলি থানা হেফাজতে আছেন। পুলিশ জানায়, গৃহকর্মী শিউলি একটি চিরকুট লিখে বাসার বারান্দা থেকে নিচে ফেলেন। ওই চিরকুটে লেখা ছিল 'আমাকে বাঁচান। হয় ৯৯৯-এ কল দেন, না হলে আমার স্বামীর এই নম্বরে কল দেন'। পথচারী এক ব্যক্তি চিরকুটটি পেয়ে ভবনের নিচে লোকজন জড়ো করেন। এ সময় গৃহকর্মীকে মেরে ফেলার গুজব ছড়িয়ে পড়ে। এতে আশপাশের বাসার কাজের লোক ও উত্তেজিত জনতা জড়ো হলে পুলিশের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। রাত সাড়ে ১০টায় পুলিশের গুলশান বিভাগের উপ-কমিশনার (ডিসি) এম তানভীর আহমেদ বলেন, ওই বাসায় তিনজন কাজের মেয়ে আছে। তাদের মধ্যে মাঝেমধ্যে কথাকাটি হলে সামেনা আলম চড়-থাপ্পড় দিতেন। আজও এমন ঘটনার পর এক মেয়ে চিরকুট ফেলেন। এরপর আমরা ওই মেয়েকে উদ্ধার করি এবং গৃহকর্ত্রীকে আটক করে নিয়ে আসি। তার বিরুদ্ধে মামলা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

প্রথম আলো
শনিবার, ১১ এপ্রিল ২০২৬,

ছুরিকাঘাতে কর্মচারী আহত

তেজগাঁও রেলস্টেশন এলাকায় গতকাল ছিনতাইকারীদের ছুরিকাঘাতে কারখানা কর্মচারী আহত। নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

দৈনিক ইত্তেফাক
১১ এপ্রিল ২০২৬

খুলনায় মাদকাসক্ত ছেলের লাঠির আঘাতে মায়ের মৃত্যু

রাজশাহীতে ভ্যানচালক ও ঢাকার নবাবগঞ্জে যুবক খুন

■ ইত্তেফাক ডেস্ক

খুলনায় মাদকাসক্ত ছেলের লাঠির আঘাতে মা মিম্মি বেগম (৪৪) নিহত হয়েছেন। রূপসা উপজেলার আইচগাতি ইউনিয়নের খান মোহাম্মাদপুর গ্রামে এই ঘটনা ঘটে। পুলিশ ঘাতক ছেলে নাদিম ইসলামকে (২৫) ঘটনাস্থল থেকে গ্রেফতার করেছে। ঢাকার নবাবগঞ্জে গরুর ঘাস খাওয়াকে কেন্দ্র করে কামরুল ইসলাম মিঠুন (৩৪) নামে এক যুবককে কুপিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। এছাড়া রাজশাহীর মোহনপুরে তুচ্ছ ঘটনায় ভ্যানচালককে ইট দিয়ে মাথা থেঁতলে হত্যা করা হয়েছে। গত ২৪ ঘণ্টায় এসব অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে।

খুলনা অফিস জানায়, নিহত মিম্মি বেগম রূপসা উপজেলার আইচগাতী ইউনিয়নের খান মোহাম্মাদপুর গ্রামের হামিদুল ইসলামের স্ত্রী। স্থানীয় সূত্র ও পুলিশ জানায়, মাদকাসক্ত নাদিম ইসলাম নেশার টাকার জন্য প্রায়ই তার মা মিম্মি বেগমের ওপর চড়াও হতো। শুক্রবার সকাল সাড়ে ৮টার দিকে সে মা মিম্মি বেগমের কাছে টাকা দাবি করে। ছেলের চাহিদা মতো টাকা দিতে অস্বীকার করলে কথা কাটাকাটির একপর্যায়ে সে লাঠি দিয়ে মায়ের মাথায় আঘাত করে। এতে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে রূপসা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আব্দুর রাজ্জাক মীর বলেন, নাদিম ইসলাম দীর্ঘদিন ধরে মাদকাসক্ত। মিম্মি বেগমের লাশ উদ্ধার করে খুলনা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

দোহার-নবাবগঞ্জ (ঢাকা) সংবাদদাতা জানান, ঢাকার নবাবগঞ্জে পূর্বশত্রুতার জেরে কামরুল ইসলাম মিঠুন (৩৪) নামে এক যুবককে ট্যাটা দিয়ে কুপিয়ে ও পিটিয়ে কুপিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। বৃহস্পতিবার রাতে উপজেলার আগলা ইউনিয়নের ছাতিয়া গ্রামে এঘটনা ঘটে। এঘটনা আগলা ৬ নম্বর ওয়ার্ড সদস্য মো. নান্নুকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করেছে পুলিশ। নিহত কামরুল ইসলাম মিঠুন ছাতিয়া গ্রামের কিস্মত আলীর ছেলে।

মিঠুনের বড় ভাই আকতার হোসেন বলেন, '১৫/১৬ দিন আগে তাদের পালের গরু স্থানীয় হান্নান ও বোরহানদের জমির ঘাস খেয়ে ফেলেছিল। এনিয়ে মারামারি হওয়ার জেরে আমার ভাইকে ডেকে নিয়ে নান্নু মেম্বারের নেতৃত্বে নির্মমভাবে হত্যা করেছে হান্নান, বোরহান ও তাদের সহযোগীরা।'

নবাবগঞ্জ থানার অফিসার ইনচার্জ আনোয়ার আলম আজাদ জানান, এ ঘটনায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য স্থানীয় ইউপি সদস্য মো. নান্নুকে আটক করা হয়েছে। অভিযোগ পেলেই পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

রাজশাহী স্টাফ রিপোর্টার জানান, জেলার মোহনপুরে তুচ্ছ ঘটনায় ইট দিয়ে মাথা থেঁতলে এক ভ্যানচালককে হত্যা করা হয়েছে। শুক্রবার সকাল সাড়ে ৮টার দিকে উপজেলার বেলগাছি পূর্বপাড়া এলাকায় এই নৃশংস ঘটনা ঘটে। নিহত ভ্যানচালক মো. আলম (৪৪) উপজেলার বেলগাছি গ্রামের মো. আশরাফের ছেলে। এদিকে ঘটনার পর স্থানীয়রা অভিযুক্ত একই গ্রামের বাসিন্দা মজিবর রহমানকে (৫৫) আটক করে পুলিশে দিয়েছে। উত্তেজিত জনতা তাকে মারধরের চেষ্টা করে। এ সময় জনতার রোষানলে পড়ে দুজন পুলিশ সদস্য সামান্য আহত হন। মোহনপুর থানার উপ-পরিদর্শক মোদাশ্বের হোসেন খাঁন ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

কালের কণ্ঠ
ঢাকা। শনিবার। ১১ এপ্রিল ২০২৬

দক্ষিণ আফ্রিকায় গুলিতে বাংলাদেশি তরুণ নিহত

লাশ ফিরিয়ে আনতে পরিবারের আকুতি

ঠাকুরগাঁও প্রতিনিধি ▷

দক্ষিণ আফ্রিকায় দুর্বৃত্তদের গুলিতে মোহাম্মদ সোহান নামের এক তরুণ নিহত হয়েছেন। নিহত সোহানের মরদেহ দেশে ফিরিয়ে আনার জন্য সরকারের কাছে আকুতি জানিয়েছে তাঁর পরিবার।

গত বৃহস্পতিবার রাতে দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেসবার্গের অদূরে কেতলেহং এলাকায় এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে। নিহত সোহান ঠাকুরগাঁওয়ের রানীশংকৈল উপজেলার কাশিপুর ইউনিয়নের চিকনমাটি গ্রামের দুলাল হোসেনের ছেলে।

পরিবার সূত্রে জানা গেছে, সোহান সেখানে একটি দোকানে কাজ করতেন। ঘটনার দিন সন্ধ্যার দিকে তিনি দোকানের মালিকের সঙ্গে কাজ করছিলেন। এ সময় হঠাৎ লোডশেডিং হলে মালিক মোমবাতি আনতে পেছনের দিকে যান। এ সময় ওত পেতে থাকা দুর্বৃত্তরা অতর্কিতে গুলি ছোড়ে। এতে ঘটনাস্থলেই সোহানের মৃত্যু হয়।

নিহতের চাচা দেলোয়ার হোসেন ও মানিকের ভাষ্য, বহু কষ্টে ধারদেনা করে সোহানকে দক্ষিণ আফ্রিকায় পাঠানো হয়েছিল। হঠাৎ তাঁর মৃত্যুসংবাদে পরিবারের সদস্যরা শোকে ভেঙে পড়েছে। নিহতের মামা মহরম আলী মিঠু বলেন, 'আমরা সরকারের কাছে আবেদন করছি, সোহানের মরদেহ যেন দ্রুত আমাদের দেশে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করা হয়।'

কান্নাজড়িত কণ্ঠে সোহানের বাবা দুলাল হোসেন এবং মা সাহিনুর বেগম বলেন, 'ছেলের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে অনেক কষ্টে বিদেশে পাঠিয়েছিলাম। তার মরদেহ যেন দেশে এনে দাফন করতে পারি, সেই ব্যবস্থা চাই।'

ঠাকুরগাঁওয়ের জেলা প্রশাসক রফিকুল হক বলেন, 'বিষয়টি অবগত হয়েছি। মরদেহ দেশে নিয়ে আসার চেষ্টা করছি'।

যুগান্তর
শনিবার ১১ এপ্রিল ২০২৬
২৮ চৈত্র ১৪৩২

চালকের মুখ বেঁধে রিকশা ছিনতাইয়ের চেষ্টা, আটক ৩

যুগান্তর প্রতিবেদন

রাজধানীর মহাখালীতে চালকের মুখ বেঁধে ব্যাটারিচালিত রিকশা ছিনতাইয়ের চেষ্টা করা হয়েছে। পরে ধাওয়া দিয়ে তিনজনকে আটক করেছেন আনসার সদস্যরা। শুক্রবার ভোরে জাতীয় বক্ষব্যাধি ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল এলাকায় এই ঘটনা ঘটে। আটকরা হলেন—রিয়াজুল ইসলাম, রাজু মিয়া ও রাজন মিয়া।

আনসার বাহিনীর উপপরিচালক ও গণসংযোগ কর্মকর্তা মো. আশিকউজ্জামান বলেন, রাত সোয়া ৪টার দিকে হাসপাতাল এলাকায় টহলের সময় একজনের চিৎকার শুনে এগিয়ে যান আনসার সদস্যরা। সেখানে গিয়ে তারা দেখতে পান এক ব্যক্তি মুখ বাঁধা অবস্থায় রয়েছে।

ভুক্তভোগী ব্যক্তি জানান, একটি সংঘবদ্ধ দল তার রিকশা ছিনতাই করে চালক ও যাত্রী সেজে পালিয়ে যাচ্ছে। বিষয়টি নিশ্চিত হয়ে আনসার সদস্যরা দ্রুত ধাওয়া দেন। এপিসি আমিনুল ইসলামের নেতৃত্বে আনসার সদস্যরা ধাওয়া করে রিকশাসহ তিনজনকে আটক করেন। অভিযুক্তদের কাছ থেকে দুটি ছুরি ও দুটি মোবাইল ফোন জব্দ করা হয়। পরে রিকশাটি মালিকের কাছে হস্তান্তর করা হয়। আটকদের তেজগাঁও থানা-পুলিশের কাছে সোপর্দ করা হয়েছে।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
শনিবার ॥ ১১ এপ্রিল ২০২৬

লেবাননে ইসরায়েলি হামলায় বাংলাদেশি নারী নিহত

নিজস্ব প্রতিবেদক

দিপালী

লেবাননে ইসরায়েলের বিমান হামলায় বাংলাদেশি প্রবাসী দিপালী নিহত হয়েছেন। তিনি লেবাননের রাজধানী বৈরুতের হামরা এলাকায় গত বুধবার কর্মস্থলে হামলার শিকার হন। বাংলাদেশ দূতাবাস সূত্রে জানা গেছে, দিপালী ফরিদপুরের চরভদ্রাসন উপজেলার

লেবাবনে ইসরাইলি হামলায়

[প্রথম পৃষ্ঠার পর] চর হাজীগঞ্জের শেখ মোফাজ্জলের মেয়ে। ওই হামলায় দিপালীর নিয়োগকর্তা ও তার পরিবারের একাধিক সদস্য নিহত হয়েছেন। আনুষ্ঠানিকভাবে যাচাই করা হচ্ছে বলে জানিয়েছে দূতাবাস। এদিকে স্থানীয় পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, দিপালীর লাশ বৈরুতের রফিক হারিরি হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। লাশ শনাক্ত ও পরবর্তী প্রক্রিয়া নিয়ে দূতাবাস সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
শনিবার ॥ ১১ এপ্রিল ২০২৬

ডেকে নিয়ে অটোচালককে হত্যা

লক্ষ্মীপুর ও মাদারীপুর প্রতিনিধি

লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলার তেওয়ারীগঞ্জে ফরহাদ হোসেন (৩০) নামে এক অটোচালকের লাশ উদ্ধার হয়েছে। বাড়ির পাশে ফসলি জমি থেকে গতকাল লাশটি উদ্ধার করে পুলিশ। ফরহাদ তেওয়ারীগঞ্জের পূর্ব চরমনসা গ্রামের দিদার হোসেনের ছেলে। তাঁর ডান চোখ উপড়ে ফেলা হয়েছে। ফরহাদের স্ত্রী নার্গিস বেগম জানান, পাওনা টাকা দেবে বলে বৃহস্পতিবার রাত ২টার দিকে এক ব্যক্তি তাঁকে ফোনে ডেকে নেয়। এরপর আর বাড়ি ফেরেনি। সদর থানার এসআই মো. আমিনুল বলেন, 'প্রাথমিক ধারণা এটি হত্যাকাণ্ড।' এদিকে মাদারীপুর সদরে সীমা আক্তার (১৯) নামে এক গৃহবধূর লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। উপজেলার তিথিরপাড়া গ্রামে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় এ ঘটনা ঘটে। সীমা রাজৈর উপজেলার শাখারপাড়ার সুইডেন প্রবাসী আলিফ মোল্লার স্ত্রী। তিনি বাবার বাড়ি থাকতেন। পরিবার সূত্রে জানা যায়, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় নিজ কক্ষে তাঁকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখেন স্বজনরা। পরে তাকে হাসপাতালে নিলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

যুগান্তর
রোববার ১২ এপ্রিল ২০২৬
২৯ চৈত্র ১৪৩২

ভিডিও ভাইরাল, তীব্র ক্ষোভ

লক্ষ্মীপুরে হাত বেঁধে ইটভাটা শ্রমিককে বেধড়ক পিটুনি

লক্ষ্মীপুর প্রতিনিধি

লক্ষ্মীপুরের কমলনগরে দোকানের আড়ার সঙ্গে বেঁধে এক ইটভাটার শ্রমিককে নির্যাতনের ভিডিও ভাইরাল হওয়ার পর স্থানীয়দের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। বৃহস্পতিবার বিকালে উপজেলার তোরাবগঞ্জ ইউনিয়নের মৌলভিরহাটের স্লুইস গেট এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। শুক্রবার সেই ঘটনার একটি ভিডিও ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়লে ব্যাপক আলোচনা ও নিন্দা শুরু হয়। যার বিরুদ্ধে অভিযোগ, সেই ইসমাইল হোসেন ওরফে ইসমাইল মাঝি ইটভাটায় শ্রমিক সরবরাহ করেন। আর নির্যাতনের শিকার শ্রমিক কালুর বাড়ি চরকাদিরা ইউনিয়নের চরবসু বাদামতলী বাজারসংলগ্ন এলাকায়। অগ্রিম টাকা নেওয়ার পর কালু কাজ না করে বাড়ি চলে যাওয়ায় তাকে ধরে এনে এভাবে পিটিয়ে 'শাস্তি' দেন ইসমাইল। আর কাজটি তিনি এমনভাবে করেন, যাতে অন্য শ্রমিকরাও 'শিক্ষা' পায়। ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়া ৬ মিনিট ১৩ সেকেন্ডের ভিডিওতে দেখা যায়, পেটাতে পেটাতে কিছু কথা বলছেন ইসমাইল মাঝি এবং কালুকে দিয়ে সেগুলোর পুনরাবৃত্তি করাচ্ছেন। এ সময় শ্রমিক কালুর দুই হাত দোকানঘরের আঁড়ার সঙ্গে দড়ি দিয়ে ঝুলিয়ে বাঁধা অবস্থায় দেখা যায়।

ইসমাইল মাঝিকে আটকে তৎপর পুলিশ

কালুকে দিয়ে তিনি বলান, 'ইসমাইল মাঝি কারও জন্য মামলা করে না। কারও আতাই (দিয়ে) সালিশ করে না। নিজের সালিশ নিজে করে। নিজের বিচার নিজে করে। মাপ কইরলেও নিজে করে। আর জীবনে এগিন কইরতাননো (করব না)। মাঝির যা ক্ষতিপূরণ এখন দিয়া যামু। ইসমাইল মাঝির লগে এই কাম করিস না কেউ।' বেত্রাঘাতের সঙ্গে সঙ্গে এভাবেই ইসমাইলের কথাগুলোর পুনরাবৃত্তি করছিলেন কালু। 'আর জীবনে কইরবিনি এগিন,' বলেই কালুর পায়ে ও পাছায় এলোপাতাড়ি পেটাতে থাকেন ইসমাইল মাঝি। কালু বলতে থাকেন, 'আর জীবনে করুম না।'

স্থানীয়রা জানান, ৮০ হাজার টাকায় চট্টগ্রামের একটি ইটভাটায় কাজ করার জন্য ইসমাইলের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলেন কালু। তিনি টাকাও নিয়েছেন। সে অনুযায়ী তিনি চট্টগ্রামের ইটভাটার শ্রমিকের কাজে যোগ দেন। কিন্তু কিছুদিন আগে তিনি অসুস্থতার কারণে বাড়িতে চলে আসেন। পরে শ্বশুরবাড়িতে চলে যান। তাতে ক্ষিপ্ত হয়ে লোকজন নিয়ে শ্বশুরবাড়ি থেকে কালুকে ধরে আনেন ইসমাইল। মৌলভিরহাট স্লুইসগেট এলাকায় ইসমাইলের দোকানঘরে দুই হাত বেঁধে কালুর ওপর নির্যাতন করা হয়। পরে কালুর পরিবর্তে তার ভাইরা কাজ করে দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন। সাদা কাগজে মুচলেকা নিয়ে শ্বশুরবাড়ির লোকজনের জিম্মায় কালুকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

কালু মিয়া বলেন, ইসমাইল মাঝি আমাকে তার লোকজন দিয়ে ধরে নিয়ে হাত বেঁধে মারধর করেছে। পরে আমার বাড়িতে খবর দেয় এক লাখ টাকা নিয়ে আসার জন্য। মারধরের ভিডিও ফেসবুকে ভাইরাল হলে পুলিশ আমাকে উদ্ধার করে। মাঝি পালিয়ে গেছে। ইসমাইল মাঝি সাংবাদিকদের বলেন, চট্টগ্রামের একটি ইটভাটায় কাজের জন্য কালুকে বছরের শুরুতে ৮০ হাজার টাকা দেওয়া হয়। কিন্তু সে কাজ করছে না। প্রায়ই নানা অজুহাতে কাজ ফেলে চলে আসে। তিনি বলেন, দুই হাত বেঁধে রাখলেও বেশি মারধর করা হয়নি। ভয় লাগানোর জন্য সামান্য কয়েকটি বেত্রাঘাত করি। ভুক্তভোগী কালু কমলনগর উপজেলার চরকাদিরা ইউনিয়নের চরবসু বাদামতলী বাজার এলাকার বাসিন্দা। অভিযুক্ত ইসমাইলের বিস্তারিত পরিচয় পাওয়া যায়নি। তিনি ইটভাটায় শ্রমিক সরবরাহ করেন। এ ব্যাপারে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) হোসাইন মোহাম্মদ রায়হান কাজেমী বলেন, ভিকটিমকে উদ্ধার করেছে পুলিশ। অভিযুক্তকে ধরার চেষ্টা চলছে।

যুগান্তর
শনিবার ১১ এপ্রিল ২০২৬
E-mail : sportsjugantor

বদলগাছীতে সড়কের পাশে মিলল চালকের ক্ষতবিক্ষত লাশ

বদলগাছী (নওগাঁ) প্রতিনিধি

বদলগাছীতে সড়কের পাশে পড়ে থাকা এক ভ্যানচালকের ক্ষতবিক্ষত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। তবে ঘটনাস্থলের পাশেই অক্ষত অবস্থায় পড়েছিল তার ভ্যানগাড়ি। এই অস্বাভাবিক দৃশ্য এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে, দেখা দিয়েছে আতঙ্কও। বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে আধাইপুর-বৈকণ্ঠপুর সড়কের জিয়া শিমুলিয়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে লাশ উদ্ধার করে। নিহত ভ্যানচালক উপজেলার আধাইপুর ইউনিয়নের সত্যপাড়ার আফজাল হোসেনের ছেলে মিঠু হোসেন (৪০)। বদলগাছী থানার ওসি (তদন্ত) নজরুল ইসলাম বলেন, লাশের শরীরে একাধিক আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। প্রাথমিকভাবে এটি পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড বলে ধারণা করা হচ্ছে।

সংবাদ
Dhaka : Monday 13 April 2026

হাত বেঁধে শ্রমিককে নির্যাতন

জেলা বার্তা পরিবেশক, লক্ষ্মীপুর

দড়ি দিয়ে এক শ্রমিকের হাত বেঁধে রাখা হয়েছে ঘরের আঁড়ার সঙ্গে। এই অবস্থায় ওই শ্রমিককে লাঠি হাতে পেটাচ্ছেন একজন। নানা হুমকি দেয়ার এক ফাঁকে পেটাতে থাকা ওই ব্যক্তি বলেন, আমি কোনো জায়গায় মামলা করি না, কোনো জায়গায় সালিস করি না, আমি নিজের বিচার নিজে করি।

গত শুক্রবার এ ঘটনার একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, গতশুক্রবার লক্ষ্মীপুরের কমলনগর উপজেলার তোরাবগঞ্জ ইউনিয়নের চুঙ্গার গুঁড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। যে ব্যক্তিকে পেটানো হচ্ছিল, তার নাম কালু মিয়া। তিনি একই উপজেলার চর কাদিরা ইউনিয়নের চরবসু বাদামতলী বাজারসংলগ্ন এলাকার বাসিন্দা। তিনি একটি ইটভাটায় শ্রমিকের কাজ করতেন। আর তাকে যিনি পেটাচ্ছেন, তার নাম ইসমাইল হোসেন। তিনি ইটভাটায় শ্রমিক সরবরাহের কাজ করেন। তিনি এলাকায় ইসমাইল মাঝি নামে পরিচিত। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওটি ৬ মিনিট ১৩ সেকেন্ডের। পুরো সময়েই ইসমাইলকে পেটাতে দেখা গেছে। একপর্যায়ে ইসমাইল কালুকে কিছু কথা পুনরাবৃত্তি করার নির্দেশ দেন। বাধ্য হয়ে কালু কথাগুলো পুনরাবৃত্তি করেছেন। তাকে বলতে শোনা যায়, ইসমাইল মাঝি কারও জন্য মামলা করে না। কাউকে দিয়ে সালিস করে না। নিজের সালিস নিজে করে। নিজের বিচার নিজে করে। মাপ করলেও নিজে করে। আর জীবনে এসব করব না। মাঝির যা ক্ষতিপূরণ এখন দিয়া দেব। ইসমাইল মাঝির সঙ্গে এই কাম কেউ করিস না।

ভুক্তভোগী কালু মিয়া বলেন, ইটভাটায় কাজে না যাওয়ার কারণে ইসমাইল মাঝি তার সহযোগীদের দিয়ে আমাকে ধরে নিয়ে যান। এরপর হাত রশি দিয়ে বেঁধে আমাকে নির্মমভাবে মারধর করেছেন। একপর্যায়ে আমার পরিবারের কাছে খবর পাঠিয়ে এক লাখ টাকা নিয়ে আসতে বলা হয়। কারণ, এতে নাকি তার ক্ষতি হয়েছে। আমি টাকা না দেয়ায় মারধরের পর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। আমি এ ঘটনায় মামলা করেছি। এ ঘটনার পর থেকে ইসমাইল হোসেন পলাতক। তার মুঠোফোন নম্বরে একাধিকবার কল করেও সংযোগ পাওয়া যায়নি। তবে তিনি ঘটনার পর স্থানীয় কয়েকজন সাংবাদিককে বলেন, চট্টগ্রামের একটি ইটভাটায় কাজের জন্য কালুকে বছরের শুরুতে ৮০ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু কালু এখন আর সেখানে কাজে যাচ্ছেন না। প্রায়ই নানা অজুহাতে কাজ ফেলে চলে আসছেন। তাই কালুকে দুই হাত বেঁধে ঝুলিয়ে রেখেছেন তিনি। খুব বেশি মারধর করা হয়নি। ভয় লাগানোর জন্য সামান্য বেত্রাঘাত করা হয়েছে।

কমলনগর থানার ওসি ফরিদুল আলম বলেন, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওটি আমাদের নজরে আসার পরপরই ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় শ্রমিক কালু মিয়া বাদী হয়ে মামলা করেছেন। এতে ইসমাইল হোসেনসহ তিনজনকে আসামি করা হয়েছে। তাদের ধরতে অভিযান চলছে।

সমকাল রোববার ॥ ১২ এপ্রিল ২০২৬

শ্রমিককে তুলে নিয়ে নির্যাতন

কমলনগরে বৃহস্পতিবার হাত বেঁধে নির্যাতন করা হয় ইটভাটা শ্রমিক কালু মিয়াকে ॥ সমকাল

■ কমলনগর (লক্ষ্মীপুর) প্রতিনিধি

কমলনগরে শ্বশুরবাড়ি থেকে তুলে নিয়ে কালু মিয়া (৩৮) নামের এক ব্যক্তিকে নির্যাতনের অভিযোগ পাওয়া গেছে। বৃহস্পতিবার বিকেলে উপজেলার তোরাবগঞ্জ ইউনিয়নের মৌলভীরহাট স্লুইসগেট এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। শুক্রবার রাতে নির্যাতনের ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে।

ভুক্তভোগী কালু মিয়া চরকাদিরা ইউনিয়নের চরবসু বাদামতলীর বাসিন্দা। তিনি পেশায় ইটভাটার শ্রমিক। অভিযুক্ত ইটভাটা সর্দার ইসমাইল হোসেন মাঝি মৌলভীরহাটের বাসিন্দা।

ভাইরাল ৬ মিনিট ১৩ সেকেন্ডের ভিডিওতে দেখা গেছে, কালু মিয়ার দুই হাত একটি দোকানঘরের আড়ায় দড়ি দিয়ে ঝুলিয়ে বাঁধা হয়। এরপর ইসমাইল মাঝি লাঠি হাতে তাঁকে পেটাতে থাকেন এবং অকথ্য ভাষায় গালাগাল করেন। এ সময় কালুকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রতিজ্ঞা করানো হয়। এক পর্যায়ে ইসমাইলকে বলতে শোনা যায়, 'ইসমাইল মাঝি কারও জন্য মামলা করে না। কারও আতাই (দিয়ে) সালিশ করে না। নিজের সালিশ নিজে করে। নিজের বিচার নিজে করে। মাপ (মাফ) করলেও নিজে করে। আর জীবনে এগিন কইরতাননো (করব না)। মাঝির যা ক্ষতিপূরণ এখন দিয়া যামু। ইসমাইল মাঝির লগে এই কাম করিস না কেউ।' ইসমাইলের কথাগুলো কালুকে বারবার বলতে বাধ্য করা হয়।

স্থানীয় সূত্রগুলো জানায়, ৮০ হাজার টাকায় চট্টগ্রামের একটি ইটভাটায় কাজ করার জন্য ইসমাইলের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হন কালু। সে অনুযায়ী টাকাও নিয়েছেন। কিছুদিন আগে অসুস্থতার কারণে চট্টগ্রাম থেকে কালু বাড়িতে চলে আসেন। এরপর তিনি শ্বশুরবাড়িতে ছিলেন। বৃহস্পতিবার বিকেলে সেখান থেকেই ইসমাইল মাঝির নেতৃত্বে কয়েকজন তাঁকে ধরে নিয়ে নির্যাতন চালায়।

কালু মিয়ার ভাষ্য, 'ইসমাইল মাঝি আমাকে তাঁর লোকজন দিয়ে ধরে নিয়ে হাত বেঁধে মারধর করে। পরে আমার বাড়িতে খবর দেয়, এক লাখ টাকা নিয়ে আসার জন্য।' মারধরের এ ভিডিও ফেসবুকে ভাইরাল হলে পুলিশ তাঁকে উদ্ধার করে চিকিৎসা করাতে নিয়ে যায়।

ইসমাইল মাঝি বলেন, 'কালুকে বছরের শুরুতে ৮০ হাজার টাকায় চট্টগ্রামের একটি ইটভাটায় শ্রমিকের কাজ করতে নেওয়া হয়। সে ঠিকমতো কাজ করছিল না। প্রায়ই নানা অজুহাতে কাজ ফেলে চলে আসে। যে কারণে ভয় দেখানোর জন্য তাঁকে সামান্য কয়েকটি বেত্রাঘাত করা হয়েছে।' দুই হাত বেঁধে ঝুলিয়ে রাখা হলেও তাঁকে বেশি মারধর করা হয়নি বলেও দাবি করেন তিনি।

কমলনগর থানার ওসি ফরিদুল আলম বলেন, ভাইরাল ভিডিওটি নজরে এলে শুক্রবার রাতেই পুলিশ ভুক্তভোগী শ্রমিককে উদ্ধার করে চিকিৎসা দেয়। এ বিষয়ে শুক্রবার রাতে মামলা হয়েছে। অভিযুক্ত ইটভাটা সর্দারকে ধরতে অভিযান চলছে।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
সোমবার ॥ ১৩ এপ্রিল ২০২৬

নিখোঁজ রিকশাচালকের লাশ মিলল পদ্মায়

রাজবাড়ী প্রতিনিধি

রাজবাড়ীতে পদ্মা নদী থেকে লিটন খান (৪২) নামে এক রিকশাচালকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল সকাল সাড়ে ৯টার দিকে সদর উপজেলার বরাট ইউনিয়নের উড়াকান্দা গ্রামের নদী থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়। নিহত লিটন খান বরাট ইউনিয়নের রাধাকান্তপুর গ্রামের আক্কাস খানের ছেলে। নিহতের স্ত্রী হালিমা বেগম জানান, শনিবার সন্ধ্যায় তার স্বামী রিকশা নিয়ে বের হন। রাত ১০টার পর থেকে তার মোবাইলে কল দিলেও বন্ধ পাওয়া যায়। সকালে পদ্মা নদীতে লাশ পাওয়া যায়। রাজবাড়ী সদর থানার ওসি উত্তম কুমার ঘোষ বলেন, লাশের মাথায় আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করে তাকে হত্যা করা হয়েছে।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
মঙ্গলবার ॥ ১৪ এপ্রিল ২০২৬

ঘরে গৃহকর্মীর লাশ পরিবারের দাবি হত্যা

কক্সবাজার প্রতিনিধি

কক্সবাজারের রামু উপজেলায় সান্টি দেবী চাকমা (১৫) নামে এক গৃহকর্মীর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। উপজেলার ফতেখারকুল ইউনিয়নের শ্রীধনপাড়ায় রবিবার সন্ধ্যায় এ ঘটনা ঘটে। সান্টি দেবী উখিয়া উপজেলার পালংখালী ইউনিয়নের তেলকুলা এলাকার কেউসিং চাকমার মেয়ে। জানা গেছে, মায়া প্রায় দুই বছর ধরে ওই বাসায় গৃহকর্মীর কাজ করতেন। হঠাৎ তার মৃত্যুকে ঘিরে স্থানীয়দের মধ্যে নানা প্রশ্নের সৃষ্টি হয়েছে। গৃহকর্মীর বাবা-মায়ের অভিযোগ, তার মেয়েকে হত্যা করা হয়েছে। আমরা ফোন করলে মেয়ের সঙ্গে কথা বলতে দিত না। ঘটনার দিনও একাধিকবার ফোন দিলে কেউ রিসিভ করেনি। গৃহকর্তা সাধন বড়ুয়ার স্ত্রী জানান, ১৬ এপ্রিল আমাদের বড় ছেলের বিয়ে। বিয়ের আয়োজন নিয়ে আমরা ব্যস্ত ছিলাম। ঘটনার সময় আমরা কেউ বাসায় ছিলাম না। মেয়েটি কেন এমন করল, বুঝতে পারছি না। পুলিশ জানায়, সাধন বড়ুয়ার তিনতলা বাড়ির দ্বিতীয় তলার রান্নাঘরের দরজা ভেঙে সিলিং ফ্যানে ওড়না প্যাঁচানো অবস্থায় লাশটি উদ্ধার করা হয়।

যুগান্তর
মঙ্গলবার ১৪ এপ্রিল ২০২৬
১ বৈশাখ ১৪৩৩

ফারজানা আক্তার

সৌদিতে গৃহকর্মী ফারজানার মৃত্যু

নগরকান্দায় লাশের অপেক্ষায় পরিবার

ফরিদপুর ব্যুরো

নগরকান্দার তালমা ইউনিয়নের সস্ত্রোশী গ্রামের ফারজানা আক্তার নামে এক প্রবাসী নারীর সৌদি রাজধানী রিয়াদে মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। তিনি গৃহকর্মী হিসাবে সেখানে কর্মরত ছিলেন। তবে ফারজানা আক্তার কিভাবে মারা গেছে তা জানা যায়নি। নিহত ফারজানা আক্তার একই গ্রামের মো. আমিন মোল্লার মেয়ে এবং বিল্লাল মাতুব্বরের স্ত্রী। জানা যায়, ১১ মার্চ রাত ১২টার দিকে তিনি কাজের উদ্দেশ্যে সৌদি আরবে যান। বিদেশে যাওয়ার মাত্র দেড় মাসের মাথায় ১১ এপ্রিল তার মৃত্যুর সংবাদ দেশে পৌঁছায়। ফারজানা স্থানীয় করিম ব্যাপারী নামের এক এজেন্টের সদস্যের মাধ্যমে সৌদি আরবে গিয়েছিলেন।

দৈনিক ইত্তেফাক
১৪ এপ্রিল ২০২৬

আবাসিক হোটেল থেকে যুবকের মরদেহ উদ্ধার

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

রাজধানীর মহাখালী এলাকার একটি আবাসিক হোটেল থেকে আশরাফুল (৩৮) নামের এক যুবকের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল সোমবার সকালে মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়। আশরাফুল পেশায় কাঠমিস্ত্রি ছিলেন।

বনানী থানার এসআই নাজমুল হাসান জানান, খবর পেয়ে মহাখালীর ঐ আবাসিক হোটেলের পঞ্চম তলার ২০ নম্বর রুমে যাই আমরা। গিয়ে দরজা আটকানো দেখতে পাই। পরে দরজা ভেঙে ভেতরে গিয়ে ঐ যুবককে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পাই। তাকে নামিয়ে ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের মর্গে পাঠানো হয়।

তিনি আরো জানান, আশরাফুলের শরীরের বিভিন্ন জায়গায় রক্ত জমাট বেঁধে রয়েছে। পুরো শরীর ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। শরীর আগের চেয়ে অস্বাভাবিক ছিল। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পেলে মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে।

আশরাফুলের গ্রামের বাড়ি ময়মনসিংহ জেলার গফরগাঁও থানার শালোটিয়া এলাকায়। তার বাবার নাম মো. বাদল মিয়া।

বণিক বার্তা
শনিবার, এপ্রিল ১৮, ২০২৬

ছুরিকাঘাতে হত্যা

রাজশাহীর পুঠিয়ায় চাঁদা দিতে অস্বীকৃতি জানানোয় মামুনুর রশীদ জুয়েল (৪৮) নামে এক মুদি দোকানিকে প্রকাশ্যে ছুরিকাঘাতে হত্যা করা হয়েছে। শুক্রবার সকাল সাড়ে ৬টার দিকে পুঠিয়া পৌরসভার কাউন্সিল বাজারে এ ঘটনা ঘটে। নিহত জুয়েল উপজেলার কৃষ্ণপুর গ্রামের বাসিন্দা। পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায়, সকালে জুয়েল দোকান খোলার পর মাইনুল নেশার টাকার জন্য চাঁদা দাবি করে। এ নিয়ে বাকবিতণ্ডার একপর্যায়ে মাইনুল জুয়েলের বুকে ছুরিকাঘাত করে। স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। ঘাতক মাইনুলকে পুলিশ হেফাজতে নেয়া হয়েছে।
বণিক বার্তা প্রতিনিধি, রাজশাহী

কালের কণ্ঠ
সোমবার। ১৩ এপ্রিল ২০২৬

স্ত্রীকে ৬ টুকরা করে লাশ পুকুরে

পাঁচ জেলায় ৪ খুন, এক লাশ

কালের কণ্ঠ ডেস্ক ▷

কক্সবাজারে স্বামীর তৃতীয় বিয়ের পর কলহের জেরে প্রথম স্ত্রীকে খুনের পর ছয় টুকরা করে লাশ পরিত্যক্ত পুকুরে ফেলেছেন স্বামী। কিশোরগঞ্জে জমির বিরোধে প্রতিপক্ষের হামলায় এক ব্যক্তি মারা গেছেন। গাজীপুরে স্ত্রীকে হত্যা করেছেন স্বামী। চাঁদপুরে শ্বশুরবাড়িতে যুবকের রহস্যজনক মৃত্যু হয়েছে।

এ ছাড়া রাজবাড়ীর পদ্মা নদীতে পাওয়া গেছে রিকশাচালকের মরদেহ। কালের কণ্ঠের বিশেষ প্রতিনিধি ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর :

কক্সবাজার : স্বামীর তৃতীয় বিয়ের পর কলহের জেরে প্রথম স্ত্রীকে খুনের পর ছয় টুকরা করে লাশ পরিত্যক্ত পুকুরে ফেলেছেন স্বামী। শনিবার রাতে সদর উপজেলার ঝিলংজা ইউনিয়নের দক্ষিণ জানারঘোনা এলাকা থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়।

ঘটনার পর থেকে ঘাতক স্বামী পলাতক।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, নিহত নারীর নাম সাদিয়া আক্তার মুন্নি (২৮)। তিনি মহেশখালীর জাগিরাঘোনা এলাকার আমানউল্লাহর মেয়ে। তাঁর স্বামীর নাম সাইফুর রহমান।

কিশোরগঞ্জ : করিমগঞ্জ উপজেলায় জমির বিরোধের জেরে প্রতিপক্ষের হামলায় আহত ফার্নিচার মিস্ত্রি মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম (৪২) মারা গেছেন। ১৭ দিন রাজধানীর শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকার পর গতকাল রবিবার সকালে তাঁর মৃত্যু হয়।

নিহত ফখরুল গুজদিয়া ইউনিয়নের রামনগর গ্রামের মো. ইব্রাহিমের ছেলে। এ ঘটনায় পুলিশ দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে।

চাঁদপুর : মতলব দক্ষিণ উপজেলায় রিপন প্রধান (২৭) নামের এক যুবকের রহস্যজনক মৃত্যু হয়েছে। নিহতের পরিবারের অভিযোগ, পরিকল্পিতভাবে তাকে হত্যা করা হয়েছে। নিহত রিপন প্রধান মতলব উত্তর উপজেলার নবাইর কান্দি গ্রামের আনামত উল্লাহর ছেলে। নিহতের বড় ভাই শাহ আলম অভিযোগ করে বলেন, 'আমার ভাই সম্পূর্ণ সুস্থ অবস্থায় ঢাকা থেকে শ্বশুরবাড়িতে আসে। পরে পরিকল্পিতভাবে তাকে হত্যা করা হয়েছে। কয়েক দিন আগে তার স্ত্রীর পরকীয়া নিয়ে সালিস হয়েছিল। এই ঘটনার জেরে আমার ভাইকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।' উল্লেখ্য, নিহতের শ্যালক নুরে আলমের স্ত্রীকে দুই বছর আগে বিষ প্রয়োগে হত্যার অভিযোগ রয়েছে, যা বর্তমানে আদালতে বিচারাধীন। নিহতের পরিবার দাবি করছে, একই কায়দায় রিপনকেও হত্যা করা হয়েছে।

রাজবাড়ী : পদ্মা নদী থেকে লিটন খান (৪২) নামের এক রিকশাচালকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল সকালে সদর উপজেলার উড়াকান্দা গ্রামের ডাক্তারখানা এলাকায় নদী থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়।

নিহতের স্ত্রী হালিমা বেগম জানান, শনিবার সন্ধ্যার পর রিকশা নিয়ে বাড়ি থেকে বের হন লিটন খান। রাত ১০টার দিকে তাঁকে ফোন করা হলে তিনি ফোন ধরেননি। পরে রাত ১১টা ও রাত ২টা পর্যন্ত একাধিকবার ফোন করা হলেও কোনো সাড়া মেলেনি। এক পর্যায়ে তাঁর মোবাইল ফোন বন্ধ পাওয়া যায়। রাজবাড়ী সদর থানার ওসি উত্তম কুমার ঘোষ বলেন, রিকশা ছিনতাইয়ের উদ্দেশ্যে তাঁকে হত্যা করা হয়ে থাকতে পারে।

প্রথম আলো
শনিবার, ১৮ এপ্রিল ২০২৬,

মানিকগঞ্জ সদর

শিশুকে শ্বাসরোধে হত্যা, পিটুনিতে অভিযুক্তের বাবা ও চাচার মৃত্যু

প্রতিনিধি, মানিকগঞ্জ

মানিকগঞ্জ সদর উপজেলায় এক শিশুকে শ্বাসরোধে হত্যা করা হয়েছে। এ ঘটনায় অভিযুক্ত এক কিশোরের বাবা ও চাচাকে পিটিয়ে হত্যা করেছেন বিক্ষুব্ধ লোকজন। একই পিটুনিতে গুরুতর আহত হয়েছেন ওই কিশোরের বড় ভাই। বৃহস্পতিবার রাতে হাটিপাড়া ইউনিয়নের বনপারিল গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত শিশু আতিকা আক্তার (৭) বনপারিল গ্রামের সৌদিপ্রবাসী দুদল মিয়ার মেয়ে। স্থানীয় একটি মাদ্রাসায় প্রথম শ্রেণিতে পড়ত সে। পিটুনিতে নিহত দুজন হলেন একই গ্রামের ইজিবাইকচালক ও অভিযুক্ত কিশোরের (১৫) বাবা পান্নু মিয়া (৪৫) এবং চাচা রাজমিস্ত্রি ফজলু মিয়া (৩০)। এ ঘটনায় কিশোরের বড় ভাই আহত নাজমুল হোসেনকে (২৪) ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

নিহত শিশুর স্বজনদের দাবি, গলার সোনার চেইন ও কানের দুল ছিনিয়ে নিতে আতিকাকে শ্বাসরোধে হত্যা করেছে ওই কিশোর। পুলিশ বলছে, স্বর্ণালংকার নেওয়ার পাশাপাশি শিশুটিকে ধর্ষণের চেষ্টা করা হতে পারে। বিষয়টি কাউকে বলে দিতে পারে—এমন ভেবে ওই কিশোর শিশুটিকে হত্যা করে থাকতে পারে।

সদর থানা-পুলিশ এবং স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার বনপারিল গ্রামে দুদল মিয়ার প্রতিবেশী এক মেয়ের বিয়ের অনুষ্ঠান চলছিল। দুপুরের পর বিয়েবাড়ির পাশে সমবয়সী অন্য শিশুদের সঙ্গে খেলা করছিল আতিকা। বিকেল চারটার পর থেকে আতিকাকে কোথাও খুঁজে পাচ্ছিলেন না পরিবারের লোকজন। নিখোঁজের পরপরই পরিবারের পক্ষ থেকে এলাকায় মাইকিং করে এবং ফেসবুকে পোস্ট দিয়ে স্বজনেরা আতিকার খোঁজ করতে থাকেন। এরই মধ্যে তাকে একই গ্রামের ওই কিশোরের সঙ্গে দেখেছে বলে স্বজনদের জানায় এক শিশু। এরপর কিশোরকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করেন আতিকার স্বজনেরা। পরে রাত ১০টার দিকে ওই কিশোরের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী বাড়ির পাশের একটি ভুট্টাখেতে গলায় কাপড় প্যাঁচানো অবস্থায় আতিকার লাশ দেখতে পান স্থানীয় লোকজন।

পুলিশ জানায়, এরপর নিহত শিশুর মরদেহ বাড়ি নিয়ে যান স্বজন ও স্থানীয় লোকজন। এরই মধ্যে ওই কিশোর পালিয়ে যায়। এরপর কিশোরের বড় ভাই নাজমুলকে আটক করেন নিহত শিশুর স্বজন ও স্থানীয় লোকজন। এরপর কিশোরের বাবা পান্নু, চাচা ফজলুকে নিহত শিশুর বাড়িতে ডেকে আনা হয়। রাত ১১টার দিকে নিহত শিশুর বিক্ষুব্ধ স্বজন ও স্থানীয় লোকজনের পিটুনিতে পান্নু ও ফজলু ঘটনাস্থলেই মারা যান। পরে তাঁদের লাশ বাড়ির পাশে একটি পুকুরের পানিতে ফেলে দেন লোকজন। এ ঘটনা গুরুতর আহত হন নাজমুল। খবর পেয়ে রাত ১২টার দিকে ঘটনাস্থল থেকে আহত নাজমুলকে জেলা সদরে ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে পাঠায় পুলিশ। পাশাপাশি আতিকা, পান্নু ও ফজলুর মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মানিকগঞ্জ মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠানো হয়।

নিহত আতিকার চাচা রবিউল আলম বলেন, তাঁর ভাতিজিকে গলায় কাপড় পেঁচিয়ে ওই কিশোর হত্যা করেছে। পরে উত্তেজিত লোকজন কিশোরের বাবা, চাচা ও ভাইকে পিটুনি দেন। এ সময় পরিস্থিতি তাঁদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়।

আতিকার মা আরিফা বেগম কান্নাজড়িত কণ্ঠে সাংবাদিকদের বলেন, 'তোরা আমার মেয়েকে কেন হত্যা করলি? তোদের টাকার দরকার ছিল আমাকে বলতি। আমি তোদের টাকা দিতাম। কানের দুল ও গলার স্বর্ণের চেইনের জন্য আমার মেয়েকে ওরা হত্যা করছে।'

এদিকে নিহত পান্নু মিয়ার স্ত্রী নার্গিস বেগম সাংবাদিকদের বলেন, 'আমার ছেলে যদি দোষী হয়, তারে পুলিশের হাতে তুলে দিতে পারত। কিন্তু কেন আমার স্বামী ও দেবরকে হত্যা করা হলো? কেন আমার বড় ছেলেকে অর্ধমৃত করা হলো?'

স্থানীয় হাটিপাড়া ইউনিয়ন পরিষদের ৬ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য আবদুর রাজ্জাক প্রথম আলোকে বলেন, ওই কিশোর বখাটে ও উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির। মাদকসেবীদের সঙ্গে তার আড্ডা। সে নিজেও মাদকসেবী বলে জানা গেছে।

এ ঘটনার পর ঘটনাস্থলে ৩০ জন পুলিশ সদস্য মোতায়েন করা হয়েছে। এলাকায় পরিস্থিতি এখন স্বাভাবিক রয়েছে বলে ঘটনাস্থল থেকে জানিয়েছেন সদর থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মো. আমিনুল ইসলাম। তিনি প্রথম আলোকে বলেন, এ ঘটনায় অভিযুক্ত ওই কিশোরের সঙ্গে আরও এক কিশোর ছিল বলে প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে। গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যা পর্যন্ত থানায় কোনো পক্ষই লিখিত অভিযোগ দেয়নি এবং কেউ আটকও হননি।

আমিনুল ইসলাম আরও বলেন, ময়নাতদন্ত শেষে শিশু আতিকার মরদেহ গতকাল সন্ধ্যায় স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। পান্নু ও ফজলুর মরদেহও হস্তান্তরের প্রক্রিয়া চলছে।

পুলিশ সুপার মোহাম্মদ সারওয়ার আলম বলেন, নিহত শিশুটিকে ধর্ষণের চেষ্টা করা হয়ে থাকতে পারে। পরে শ্বাসরোধে হত্যা করা হয়। এ ঘটনায় বিক্ষুব্ধ লোকজন দুজনকে পিটিয়ে হত্যা করেছেন। দুটি ঘটনার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের আইনের আওতায় আনার চেষ্টা চলছে। তিনি বলেন, আইন হাতে তুলে নেওয়ার যে প্রবণতা রয়েছে, তা যেন না হয়। সবকিছুই আইনগতভাবে সমাধান করতে হবে। এ ব্যাপারে সবাইকে সচেতন থাকতে হবে।

যুগান্তর
মঙ্গলবার ১৪ এপ্রিল ২০২৬।
E-mail : sportsjugantor@gr

ডেমরায় ছেলের ছুরিকাঘাতে বাবার মৃত্যু

যুগান্তর প্রতিবেদন

রাজধানীর ডেমরায় নেশার টাকা নিয়ে পারিবারিক কলহের জেরে ছেলের ছুরিকাঘাতে বাবার মৃত্যু হয়েছে। নিহতের নাম মো. ইসরাফিল। তিনি নৈশপ্রহরী। সোমবার ভোরে ডেমরা উত্তর বাজার এলাকার একটি ভাড়া বাসায় এ ঘটনা ঘটে। ঘাতক ছেলে নুর হোসেন পলাতক রয়েছে।

নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁ উপজেলার সুতাপাড়া গ্রামের মৃত আব্দুল হালিম মিয়ার ছেলে ইসরাফিল। তিনি পরিবার নিয়ে ডেমরা উত্তর বাজার এলাকায় ভাড়া বাসায় থাকতেন। তিনি দুই ছেলে ও এক মেয়ের জনক।

ডেমরা থানার উপপরিদর্শক (এসআই) আব্দুল মজিদ জানান, সোমবার সকালে সংবাদ পেয়ে বেলা ১১টায় ঘটনাস্থল থেকে লাশ উদ্ধার করা হয়। আইনি প্রক্রিয়া শেষে ময়নাতদন্তের জন্য লাশ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে।

নিহতের স্ত্রী সুফিয়া বেগম ও স্বজনদের বরাতে পুলিশ জানায়, ইসরাফিল নেশাসক্ত ছিলেন। সোমবার ভোর সাড়ে ৫টায় তিনি তার স্ত্রীর কাছে নেশার টাকা চান।

যুগান্তর | সোমবার ১৩ এপ্রিল ২০২৬
৩০ চৈত্র ১৪৩২

রাজবাড়ীতে রিকশাচালক ও রাজাপুরে যুবকের লাশ উদ্ধার

মিরপুরে নারীকে হত্যার পর ঝুলিয়ে রাখা হয়

শাহরাস্তিতে স্বজনদের অভিযোগ

যুগান্তর ডেস্ক

রাজধানীর মিরপুরে নারীকে হত্যার পর লাশ ঝুলিয়ে রাখার অভিযোগ উঠেছে। শাহরাস্তিতে স্বজনরা এমন অভিযোগ করে ওই হত্যার বিচার দাবি করেছেন। রাজবাড়ীতে রিকশাচালক ও রাজাপুরে যুবকের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। যুগান্তর প্রতিনিধিরা জানান : **রাজধানীর মিরপুরে** আঁখি আলমগীর মিম নামে এক নারীকে হত্যার পর লাশ ঝুলিয়ে রাখার অভিযোগ উঠেছে। তাকে হত্যার পর আত্মহত্যার প্রচার চালানো হচ্ছে। এমনটাই অভিযোগ করেছেন তার পরিবারের সদস্যরা। নিহত মিম চাঁদপুরের শাহরাস্তির সূচিপাড়া গ্রামের রব ভূঁইয়া বাড়ির আব্দুর রহিমের স্ত্রী। বুধবার মিরপুরের বাসায় জানালার গ্রিলের সঙ্গে গলায় ফাঁস দেওয়া অবস্থায় তার লাশ উদ্ধার করা হয়। মিমের পরিবারের সদস্যরা জানান, ৫ বছর আগে আব্দুর রহিমের সঙ্গে মিমের বিয়ে হয়। এতে পরিবারের সম্মতি না থাকায় বাবা আলমগীর হোসেন মিমের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে। তবে মেয়ের মৃত্যুর সংবাদ শুনে কান্নায় ভেঙে পড়েন তিনি। রোববার তিনি বলেন, আমার মেয়ে আত্মহত্যা করেনি তাকে হত্যা করা হয়েছে। আমি জানতে পেরেছি বিয়ের পর আমার মেয়েকে তার স্বামী মারধর করত। আমার মেয়েকে মেরে জানালার সঙ্গে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। এ বিষয়ে মিমের স্বামী আব্দুর রহিম জানান, এনজিওর ঋণ নিয়ে শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে বিরোধ ছিল। ওই ঘটনার জেরে মিম আত্মহত্যা করেছে। আমি বাইরে ছিলাম বাসার সিসি ক্যামেরায় দেখেছি সে আত্মহত্যা করেছে। ওসি মীর মাহবুবুর রহমান জানান, ঘটনাটি মিরপুর থানায় হয়েছে। মিমের আত্মীয় স্বজন আমার সহযোগিতা চেয়েছেন তাই আমি মিরপুর থানায় কথা বলেছি। মিমের মৃত্যুর বিষয়টি রহস্যজনক বলেও দাবি করেন তিনি। **রাজবাড়ীতে** পদ্মানদীর উড়াকান্দা এলাকা থেকে রোববার লিটন খান (৪২) নামে রিকশা চালকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। পুলিশের ধারণা রিকশাটি ছিনতাইয়ের পর তাকে হত্যা করা হয়েছে। নিহত লিটন খান রাজবাড়ী সদর উপজেলার বরাট ইউনিয়নের রাধাকান্তপুর গ্রামের আক্কাছ আলী খানের ছেলে। জানা যায়, শনিবার রাতে খাবার খেয়ে লিটন রিকশা নিয়ে বেরিয়ে নিখোঁজ হন। রোববার ভোরে পদ্মা নদীতে তার ভাসমান লাশ পাওয়া যায়। ওসি উত্তম কুমার ঘোষ বলেন, লাশ মর্গে পাঠানো হয়েছে। **পিরোজপুরের ভাণ্ডারিয়া ও ঝালকাঠির রাজাপুরের** সীমান্ত খাল থেকে নিখোঁজের প্রায় ১৮ ঘণ্টা পর হৃদয় হাওলাদার (২৬) নামে যুবকের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। নিহত হৃদয় রাজাপুরের কানুদাসকাঠীর আলমগীর হোসেন হাওলাদারের ছেলে। শনিবার সকাল হৃদয় বাইসাইকেল নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে নিখোঁজ হন। রাতে খালে তার লাশ পাওয়া যায়।

আঁখি আলমগীর মিম

প্রথম আলো
রোববার, ১৯ এপ্রিল ২০২৬,

অটোরিকশা প্রবেশে বাধা, পিটিয়ে হত্যা

রাজধানীর উত্তর পল্লবীর একটি আবাসিক এলাকায় অটোরিকশা প্রবেশকে কেন্দ্র করে কর্তব্যরত নিরাপত্তাকর্মী সালাউদ্দিনকে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। গতকাল শনিবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে রাজধানীর পশ্চিম আগারগাঁওয়ে পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই) ঢাকা মেট্রো (উত্তর) কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান সংস্থাটির অতিরিক্ত উপমহাপরিদর্শক এনায়েত হোসেন মান্নান। মামলার অগ্রগতি জানাতে এই সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। অভিযুক্ত অটোরিকশাচালক সাগর শেখকে গ্রেপ্তার করেছে পিবিআই। সংবাদ সম্মেলনে ঘটনার বর্ণনা দিয়ে এনায়েত হোসেন বলেন, ১৩ এপ্রিল উত্তর পল্লবী আবাসিক এলাকায় দায়িত্ব পালন করছিলেন নিরাপত্তাকর্মী সালাউদ্দিন (৫৫)। দুপুরের দিকে সাগর শেখ ওরফে বাবু (৩৭) নামে এক অটোরিকশাচালক অনুমতি ছাড়া ওই এলাকায় প্রবেশের চেষ্টা করেন। নিয়ম অনুযায়ী অনুমতি ছাড়া অটোরিকশা প্রবেশ করতে পারবে না জানিয়ে তাঁকে বাধা দেন সালাউদ্দিন। পিবিআই জানায়, এ নিয়ে দুজনের মধ্যে কথা-কাটাকাটি হয়। একপর্যায়ে সাগর শেখ ক্ষিপ্ত হয়ে সালাউদ্দিনকে এলোপাতাড়ি মারধর করেন। এতে তিনি ঘটনাস্থলেই জ্ঞান হারান।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

সময়ের আলো
রোববার। ১৯ এপ্রিল ২০২৬

রিকশা প্রবেশে বাধা চালকের পিটুনিতে নিরাপত্তাকর্মীর মৃত্যু

● নিজস্ব প্রতিবেদক

আবাসিক এলাকায় রিকশা প্রবেশে বাধা দেওয়ায় নিরাপত্তাকর্মীকে পিটিয়ে হত্যা করেছে রিকশাচালক। চালক সাগর শেখ বাবুকে (৩৭) গ্রেফতার করেছে পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই)। নিহত নিরাপত্তাকর্মীর নাম সালাউদ্দিন (৫৫)। শনিবার রাজধানীর মিরপুরে পিবিআই ঢাকা মেট্রো উত্তর কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানান অতিরিক্ত ডিআইজি এনায়েত হোসেন মান্নান। তিনি বলেন, নিহত সালাউদ্দিন ভোলা জেলার বাসিন্দা। তিনি ঢাকার রূপনগর থানার দুয়ারীপাড়া এলাকায় ভাড়া বাসায় থেকে 'মেরিট সিকিউরিটি সার্ভিস প্রাইভেট লিমিটেডের' নিরাপত্তাকর্মী হিসেবে কাজ করছিলেন। গত ১৩ এপ্রিল দুপুর ১টার দিকে পল্লবী থানার উত্তর পল্লবী আবাসিক এলাকায় একটি অটোরিকশা ঢোকানোর চেষ্টা করে চালক। এ সময় নিরাপত্তাকর্মী সালাউদ্দিন বাধা দেন। আবাসিক এলাকার নিয়ম অনুযায়ী রিকশা প্রবেশ নিষেধ থাকায় এ বাধা দেওয়া হয়।

অতিরিক্ত ডিআইজি আরও বলেন, রিকশা প্রবেশে বাধা দেওয়ায় নিরাপত্তাকর্মী সালাউদ্দিনের সঙ্গে চালকের বাকবিতণ্ডা হয়। একপর্যায়ে চালক ক্ষিপ্ত হয়ে সালাউদ্দিনকে কিল-ঘুসি মারতে থাকেন। এতে ঘটনাস্থলেই অচেতন হয়ে পড়েন সালাউদ্দিন। স্থানীয়রা তাকে কলাবাগান এলাকার একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করেন। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় পর দিন বিকালে সালাউদ্দিন মারা যান। নিহতের স্ত্রী হালিমা বেগম পল্লবী থানায় হত্যা মামলা করেন। পিবিআই ঢাকা মেট্রো উত্তর তদন্ত শুরু করে। সিসি ক্যামেরা ফুটেজ সংগ্রহ, স্থানীয়দের জিজ্ঞাসাবাদ এবং গোয়েন্দা তথ্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে অভিযুক্তকে শনাক্ত করা হয়। পরে গত ১৬ এপ্রিল রাত আড়াইটার দিকে মিরপুর-১১ এলাকা থেকে চালক সাগর শেখ বাবুকে গ্রেফতার করা হয়। আদালতে দেওয়া জবানবন্দিতে রিকশাচালক ঘটনায় নিজের সম্পৃক্ততা স্বীকার করেছেন।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন | বৃহস্পতিবার ॥ ১৬ এপ্রিল ২০২৬

উপসচিবের বাসায় গলা কাটা গৃহকর্মী উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদক

রাজধানীর ধানমন্ডি এলাকায় এক উপসচিবের বাসার গৃহকর্মীকে গলা কাটা অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে। তবে ইসমত আরা (৫০) নামে ওই গৃহকর্মী মারা যাননি। তার অবস্থা শঙ্কামুক্ত বলেও জানা গেছে। এর আগে সোমবার রাতে তাকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তিনি ধানমন্ডি ৪/এ নম্বর রোডের ৭২ নম্বর বাসায় জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপসচিব (সংযুক্ত) মো. রবিউল ফয়সালের বাসার গৃহকর্মী হিসেবে কাজ করেন। ধানমন্ডি থানার ওসি সাইফুল ইসলাম জানান, গৃহকর্তা মো. রবিউল ফয়সাল ঘটনার দিন রাত ৮টার দিকে গৃহকর্মীকে বাসার ভিতরে রেখে পরিবারসহ চীন মৈত্রী শিল্প-বাণিজ্য মেলায় ঘুরতে যান। রাত পৌনে ১২টার দিকে তালা খুলে গৃহকর্মীকে গলা কাটা রক্তাক্ত অবস্থায় মেঝেতে পড়ে থাকতে দেখেন। পরে বিষয়টি তিনি জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯-এ ফোন করে জানান। সিসিক্যামেরা ফুটেজ বিশ্লেষণ করে বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। গৃহকর্তা জানিয়েছেন, গৃহকর্মী ইসমত আরা অনেক দিন ধরেই তার বাসায় কর্মরত আছেন। প্রায় সময় চুপচাপ থাকতেন। তদন্ত শেষে নিশ্চিত হওয়া যাবে গলা কেটেছে কীভাবে? ইসমত আরা কিছুটা সুস্থ হলে ঘটনা সম্পর্কে জানতে চাওয়া হবে।

দৈনিক ইত্তেফাক
শনিবার
৫ বৈশাখ ১৪৩৩, ১৮ এপ্রিল ২০২৬

জীবননগরে কোল্ড স্টোরেজ থেকে নিরাপত্তাকর্মীর লাশ উদ্ধার

■ জীবননগর (চুয়াডাঙ্গা) সংবাদদাতা

চুয়াডাঙ্গার জীবননগর উপজেলার দেহাটির জাহান কোল্ড স্টোরেজ থেকে গতকাল শুক্রবার সকালে পুলিশ নিরাপত্তাকর্মী তুষার মণ্ডলের (২৫) মৃতদেহ উদ্ধার করে। নিহত তুষার মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার যোগিন্দা গ্রামের লাবন মণ্ডলের ছেলে।

জীবননগর থানা ও কোল্ড স্টোরেজের কর্মীরা জানান, বৃহস্পতিবার রাত ৮টা থেকে নিরাপত্তাকর্মী তুষার ও তার সহকর্মী মফিজুল একসঙ্গে দায়িত্ব পালন করছিলেন। তাদের শুক্রবার সকাল ৮টা পর্যন্ত দায়িত্ব পালনের কথা। রাত আনুমানিক ১২টার দিকে সহকর্মী মফিজুল অসুস্থ হয়ে পড়েন। এ সময় তুষার তাকে বিশ্রামে পাঠিয়ে নিজেই নৈশপ্রহরীর কাজ চালিয়ে যেতে থাকেন। ভোরে মফিজুল ঘুম থেকে উঠে তুষারকে খুঁজে না পেয়ে কোল্ড স্টোরেজের ভেতরে খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। একপর্যায়ে সকাল ৭টার দিকে কোল্ড স্টোরেজের পূর্ব পাশে ছাদের নিচে তুষারকে পড়ে থাকতে দেখেন। খবর পেয়ে পুলিশ মরদেহ উদ্ধার এবং সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করে। তবে কী কারণে তিনি কোল্ড স্টোরেজের ছাদে উঠেছিলেন তা অবশ্য জানা যায়নি। এদিকে নিরাপত্তাকর্মী তুষারের মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় সহকর্মীদের মধ্যে চরম উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছে।

জীবননগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) সোলায়মান সেখ জানান, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, ছাদ থেকে পড়ে তার মৃত্যু হয়েছে। তবে প্রকৃত ঘটনা উদ্‌ঘাটনে তদন্ত চলছে। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য চুয়াডাঙ্গা মর্গে পাঠানো হচ্ছে।

সংবাদ
ঢাকা : শনিবার ৫ বৈশাখ ১৪৩৩
Dhaka : Saturday 18 April 2026

খুলনায় পূর্ববিরোধের জেরে তরুণকে ছুরি মেরে হত্যা

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক, খুলনা

খুলনার ফুলতলায় আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে প্রতিপক্ষের ছুরিকাঘাতে সাব্বির নামে এক যুবক নিহত হয়েছে। এ ঘটনায় আরও দুজন আহত হয়েছে।

গত বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে ফুলতলা উপজেলার দামোদর ইউনিয়নের তহশিল অফিস সড়ক এলাকায় এ ঘটনা ঘটে বলে ফুলতলা থানার ওসি মোস্তফা কামাল জানিয়েছেন।

১৮ বছর বয়সী নিহত সাব্বির ফুলতলা বাজার বাসস্ট্যান্ড এলাকার গোলাম মোস্তফার ছেলে। তিনি স্থানীয়ভাবে ডিশ ও ইন্টারনেট সংযোগের কাজ করতেন।

পুলিশ ও স্থানীয়রা জানান, গত বৃহস্পতিবার রাত ৮টার দিকে দামোদর জমাদ্দারপাড়া এলাকায় কথা-কাটাকাটির জেরে সাব্বিরসহ তিনজনের ওপর হামলা চালান এক দল লোক। এ সময় ধারালো অস্ত্র দিয়ে ওই তিনজনকে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে জখম করে তারা পালিয়ে যান।

পরে স্থানীয় লোকজন আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে প্রথমে ফুলতলা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখানে অবস্থার অবনতি হলে তাদের খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়।

হাসপাতালে নেয়ার পর চিকিৎসক সাব্বিরকে মৃত ঘোষণা করেন। আহত স্বাধীন আহমেদ ও নীরব হোসেন চিকিৎসাধীন।

দৈনিক ইত্তেফাক
২০ এপ্রিল ২০২৬

মৌলভীবাজারে চুরির অপবাদে কৃষককে হাত-পা বেঁধে নির্যাতন

■ কমলগঞ্জ (মৌলভীবাজার) সংবাদদাতা

কমলগঞ্জ উপজেলার আদমপুর ইউনিয়নের তেতইগাঁও গ্রামে এক ব্যক্তির হাত-পা বেঁধে নির্যাতনের ঘটনায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া একটি ভিডিওর মাধ্যমে জানা যায়, কৃষিজমিতে কাজ করতে গিয়ে প্রতিবেশীর হাতে নির্যাতনের শিকার হয়েছেন স্থানীয় কৃষক পুনিল সিংহ।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, গত বুধবার ভোরে নিজ জমিতে কাজ করতে যান পুনিল সিংহ (৬৫)। পাশের জমিতে কাজ করছিলেন প্রতিবেশী রঞ্জন সিংহ ও তার স্ত্রী। এসময় পুনিল সিংহের বিরুদ্ধে সবজি চুরির অভিযোগ তোলেন রঞ্জন সিংহ। অভিযোগের জেরে পরিস্থিতি দ্রুত উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। এক পর্যায়ে পুনিল সিংহকে তার জমি থেকে ধরে এনে হাত-পা বেঁধে মাটিতে ফেলে লাঠিসোঁটা দিয়ে নির্যাতন করা হয়। নির্যাতনের পুরো ঘটনাটি ভিডিও ধারণ করা হয় এবং পরে তা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে জানাজানি হয়। এ ঘটনায় ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে।

স্থানীয়দের দাবি—বিমান বাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত সার্জেন্ট রঞ্জন সিংহ দীর্ঘদিন ধরেই এলাকায় প্রভাব বিস্তার করে আসছেন। অনেকেই অভিযোগ করেন, তিনি প্রায়ই অন্যের ফসল নিজের বলে দাবি করেন এবং তার ভয়ে কেউ প্রকাশ্যে প্রতিবাদ করতে সাহস পান না। আহত পুনিল সিংহ বর্তমানে মৌলভীবাজার ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। তার পরিবারের সদস্যরা এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে বলেন, 'এভাবে একজন মানুষকে নির্যাতন করা কোনো ভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। তিনি সুস্থ হয়ে ফিরলে আমরা আইনি ব্যবস্থা নেব।'

এ ব্যাপারে অভিযুক্ত রঞ্জন সিংহ ও তার স্ত্রী প্রকাশ্যে কথা বলতে অস্বীকৃতি জানান। তবে গোপনে তারা মারধরের বিষয়টি স্বীকার করলেও এর কারণ প্রকাশ করতে চাননি। তাদের দাবি, এটি পারিবারিক ও সামাজিকভাবে মীমাংসার বিষয়।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
শুক্রবার ॥ ১৭ এপ্রিল ২০২৬ ॥

ইবনে সিনার কর্মচারীর লাশ উদ্ধার

গাজীপুরের কালিয়াকৈরে শফিকুল ইসলাম বুলবুল (৫২) নামে ইবনে সিনা ফার্মাসিউটিক্যাল কারখানার এক কর্মচারীর লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল সকালে উপজেলার সফিপুর এলাকায় কারখানার উল্টাপাশের ঝোপ থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়। এদিকে খুলনার ফুলতলায় বন্ধুদের সঙ্গে কথা কাটাকাটির জেরে ছুরিকাঘাতে মো. সাব্বির নামে এক যুবককে হত্যা করা হয়েছে। গতকাল রাত ৮টার দিকে ফুলতলা দামোদর স্কুলের কাছে এ ঘটনা ঘটে।

-নিজস্ব প্রতিবেদক, খুলনা ও গাজীপুর প্রতিনিধি

যুগান্তর
রোববার ১৯ এপ্রিল ২০২৬
৬ বৈশাখ ১৪৩৩

চলন্ত ট্রেনের ছাদে ছিনতাইকারীর ছুরিকাঘাতে শ্রমিক আহত

যুগান্তর প্রতিবেদন ও ঢামেক প্রতিনিধি

রাজধানীতে চলন্ত ট্রেনের ছাদে ছিনতাইকারীর ছুরিকাঘাতে শনিবার সন্ধ্যায় এক শ্রমিক আহত হয়েছেন। আহত সজীব (১৮) একটি কারখানায় পাঞ্জাবি তৈরির কাজ করেন। ঢামেকে পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ মো. ফারুক বলেন, ঢামেক হাসপাতালে সজীবের চিকিৎসা চলছে।

সজীবের সহকর্মী আরমান হোসেন জানিয়েছেন, গ্রামের বাড়ি থেকে ঢাকার কর্মস্থলে ফিরতে ময়মনসিংহ স্টেশন থেকে সজীব ও তার ভাগ্নে রাব্বি (১৬)সহ আমরা তিনজন ঢাকা ফিরছিলাম বলাকা ট্রেনের ছাদে করে। রাতে তেজগাঁওয়ের স্টেশন পার হয়ে শাজাহানপুরের দিকে আসা মাত্রই ট্রেনের ছাদে থাকা ৪-৫ জন ছিনতাইকারী যুবক আমাদের তিনজনকে ঘিরে ফেলে। মোবাইল টানাটানি করতে থাকে। ধস্তাধস্তির একপর্যায়ে সজীবের গলায় ছুরিকাঘাতে আহত করে। ট্রেনটি স্টেশনে আসা মাত্রই কোনো কিছু না নিয়েই ছিনতাইকারীরা দৌড়ে ছাদ থেকে নেমে পালিয়ে যায়। আহতের গ্রামের বাড়ি হাটোলিয়া, ঈশ্বরগঞ্জ, ময়মনসিংহ। বর্তমানে খোলামোড়া, কামরাঙ্গীরচর এলাকায় সজীবসহ তারা তিনজনই থাকেন।

দৈনিক ইত্তেফাক
১৯ এপ্রিল ২০২৬

রামগঞ্জে ধানখেত থেকে ইটভাটা শ্রমিকের লাশ উদ্ধার

■ রামগঞ্জ (লক্ষ্মীপুর) সংবাদদাতা

লক্ষ্মীপুরের রামগঞ্জ উপজেলার পানিয়ালা সড়কের আকরতমা এলাকার একটি ধানখেত থেকে মিন্টু মিয়া (৪৮) নামের এক ইটভাটা শ্রমিকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। শনিবার দুপুরে রামগঞ্জ থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশটি উদ্ধার করে। এর আগে জমির মালিক ও স্থানীয় কৃষকরা মুখে গামছা প্যাঁচানো অবস্থায় ধানখেতের আইলে তার লাশ পড়ে থাকতে দেখে পুলিশে খবর দেন। নিহত মিন্টু নোয়াখালী সদর উপজেলার চরমোটুয়া গ্রামের বাসিন্দা ও ভোলাকোট ইউনিয়নের ফাহাদ ব্রিকসের বাবুর্চি হিসাবে কর্মরত ছিলেন। রামগঞ্জ থানা পুলিশের অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মো. ফিরোজ উদ্দিন চৌধুরী জানান, আমরা ঘটনাস্থল থেকে লাশ উদ্ধার করেছি। লাশ ময়নাতদন্তের জন্য লক্ষ্মীপুর হসপিটাল মর্গে পাঠানো হবে। এছাড়া কী কারণে লোকটি খুন হয়েছে, কারো সঙ্গে বিরোধ রয়েছে কি না—খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

দৈনিক ইত্তেফাক
বৃহস্পতিবার
৩ বৈশাখ ১৪৩৩, ১৬ এপ্রিল ২০২৬

রূপগঞ্জে গার্মেন্টস কর্মীর আত্মহত্যা

■ রূপগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ) সংবাদদাতা

নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ উপজেলার গোলাকান্দাইল ইউনিয়নের সাওঘাট এলাকায় ইমা আক্তার (১৯) নামের এক তরুণী গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। গতকাল বুধবার রফিক মীরের বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে। ইমা আক্তার সুনামগঞ্জ জেলার তেরোহাল উত্তরপাড়া এলাকার রহিজ মিয়ার মেয়ে। সে সাওঘাট গ্রামের রফিক মিয়ার বাড়ির ভাড়াটিয়া। ইমা আক্তার গোলাকান্দাইল এলাকার একটি গার্মেন্টসে শ্রমিক হিসেবে কাজ করে আসছিলেন। রূপগঞ্জ থানার ভুলতা পুলিশ ফাঁড়ির এসআই আনোয়ার হোসাইন বলেন, মরদেহ উদ্ধার করে মর্গে পাঠানো হয়েছে। আত্মহত্যার কারণ জানা যায়নি। রূপগঞ্জ থানায় ইউডি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
শুক্রবার ॥ ২৪ এপ্রিল ২০২৬

অপহরণ করে মুক্তিপণ দাবি, গ্রেপ্তার ৫

রূপগঞ্জে একটি কারখানার বিদ্যুৎমিস্ত্রিকে অপহরণের পর মুক্তিপণ দাবির ঘটনায় করা মামলায় গতকাল পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গ্রেপ্তাররা হলেন- রূপগঞ্জের রানা মিয়া (২৫), ইমন (২৫), জসিম (২৪), আশরাফুল ইসলাম (২৮) এবং নরসিংদীর ঘোড়াশাল পৌরসভা এলাকার ইমন (২৪)। রূপগঞ্জ থানার ওসি এ এইচ এম সালাউদ্দিন জানান, তারাব পৌরসভার বরপানগর এলাকার নিরণ বিশ্বাসের ছেলে শিপন বিশ্বাস স্থানীয় ডাইং কারখানায় বিদ্যুৎমিস্ত্রির কাজ করেন। কর্মস্থলে যাওয়ার পথে ১৮ এপ্রিল সকালে শিপনকে অপহরণ করে সবুজ গ্রুপের সন্ত্রাসীরা। পরে মুক্তিপণ হিসেবে শিপনের পরিবারের কাছে ৩ লাখ টাকা দাবি করা হয়। এ ঘটনায় শিপনের বাবা রূপগঞ্জ থানায় মামলা করেন। পুলিশ ওইদিন সন্ধ্যায় শিপনকে উদ্ধার করে। গতকাল ভোরে অভিযান চালিয়ে পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। মামলার প্রধান আসামি সবুজকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।

-রূপগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি

দৈনিক ইত্তেফাক
সোমবার
৭ বৈশাখ ১৪৩৩, ২০ এপ্রিল ২০২৬

১১০ বছরের বৃদ্ধসহ পাঁচ ব্যক্তির লাশ উদ্ধার

■ ইত্তেফাক ডেস্ক

গতকাল রবিবার দেশের পাঁচ জেলায় পাঁচ ব্যক্তির লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। এদের মধ্যে রয়েছেন ১১০ বছরের বৃদ্ধ, গরু ব্যবসায়ী এবং নদীতে ভেসে আসা অজ্ঞাত ব্যক্তি। নারায়ণগঞ্জ, পাবনা, নাটোর, সিরাজগঞ্জ ও কক্সবাজার জেলায় এসব লাশ উদ্ধার হয়েছে।

নারায়ণগঞ্জের বন্দর থেকে আমাদের সংবাদদাতা জানিয়েছেন, গতকাল রবিবার সকালে বন্দরের ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজির পশ্চিম গেইট সংলগ্ন শীতলক্ষ্যা নদীর তীর থেকে অজ্ঞাতনামা এক ব্যক্তির ভাসমান লাশ উদ্ধার করেছে নৌ পুলিশ। নদীর তীর ঘেঁষে লাশটি ভাসতে দেখে স্থানীয়রা পুলিশকে খবর দিলে নৌ পুলিশ ফাঁড়ি সদর নারায়ণগঞ্জের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে লাশটি উদ্ধার করে। উদ্ধার হওয়া ব্যক্তির পরিচয় এখনো শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি। লাশ উদ্ধার করা পুলিশের দারোগা হাবিবুর রহমান জানান, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে লাশটি কয়েক দিন আগে নদীতে ভেসে এসেছে। তবে মৃত্যুর সঠিক কারণ এখনো জানা যায়নি।

আমাদের পাবনা প্রতিনিধি জানিয়েছেন, পাবনা সদর উপজেলার গয়েশপুর ইউনিয়নের মাসিমপুর গ্রামে গতকাল রবিবার সকালে কুদ্দুস আলী শেখ (৫৫) নামের এক গরু ব্যবসায়ীর লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। নিহত কুদ্দুস আলী গত শনিবার রাত থেকে নিখোঁজ ছিলেন। পরদিন বাড়ির পাশে পুকুরের পাড় থেকে তার লাশ পাওয়া যায়। কুদ্দুস আলী শেখ পাবনা মাসিমপুর উত্তরপাড়া গ্রামের মৃত সুরত আলী শেখের ছেলে। কুদ্দুস আলী গরু কেনাবেচার ব্যবসা করতেন। তার শরীরের কয়েকটি স্থানে পোড়া ক্ষত ছিল বলে দাবি করেছেন নিহতের স্ত্রী মাহমুদা আক্তার। পাবনা সদর থানার পরিদর্শক (এসআই) ফাহাদ হাসান জানান, সুরতহাল প্রতিবেদন শেষে লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাবনা জেনারেল হাসপাতাল মর্গে পাঠায়।

নাটোরের বড়াইগ্রাম থেকে আমাদের সংবাদদাতা জানান, জাফর আলী প্রামাণিক নামে ১১০ বছর বয়সি এক বৃদ্ধের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল রবিবার তারানগর গ্রামে ড্রিমল্যান্ড পার্কের পাশে একটি পুকুর থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়। নিহত জাফর আলী ঐ গ্রামের বাসিন্দা। জানা গেছে, গত শনিবার সকাল থেকে তিনি নিখোঁজ ছিলেন। বড়াইগ্রাম ইউপি চেয়ারম্যান মমিন আলী জানান, তিনি অনেক দিন আগে ব্রেন স্ট্রোক করেছিলেন, ঠিকমতো কথাও বলতে পারতেন না। পরিবারের পক্ষ থেকে স্থানীয়ভাবে মাইকিংসহ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নিখোঁজ সংক্রান্ত ঘোষণা প্রচার করা হয়। পরে গতকাল রবিবার সকালে তারানগর গ্রামে নির্মাণাধীন ড্রিমল্যান্ড পার্কের পাশে জাহাঙ্গীরের পুকুরের পানিতে তার মরদেহ ভেসে থাকতে দেখে স্থানীয়রা। বড়াইগ্রাম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আব্দুস ছালাম জানান, এ ঘটনায় থানায় একটি অপমৃত্যু মামলা দায়ের হয়েছে।

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি ও রায়গঞ্জ সংবাদদাতা জানিয়েছেন, উপজেলার ক্ষিরতলা গ্রামে শান্ত তেলী (২০) নামের এক যুবকের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। রবিবার (১৯ এপ্রিল) ভোরে বাড়ির অদূরে একটি বাগান থেকে তার লাশ উদ্ধার করা হয়। স্থানীয়রা জানান, প্রায় এক বছর আগে প্রেমের সম্পর্কের মাধ্যমে বিয়ে করেন শান্ত তেলী। বিয়ের পর তিনি স্ত্রীকে নিয়ে ঢাকার সাভার এলাকার ফুলবাগানে কাজ করতেন। এক সপ্তাহ আগে তিনি পরিবারসহ গ্রামের বাড়িতে আসেন। গত শনিবার রাতে উভয় পক্ষের আত্মীয়-স্বজনের উপস্থিতিতে সামাজিকভাবে বিয়ের অনুষ্ঠান নিয়ে আলোচনা হয়। রবিবার সকালে রায়গঞ্জ থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মতিন সঙ্গীয় ফোর্সসহ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মরদেহ উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যান। রায়গঞ্জ থানার ওসি মো. আহসানুজ্জামান জানান, এ ব্যাপারে রায়গঞ্জ থানায় অপমৃত্যু মামলা দায়ের করা হয়েছে।

কক্সবাজারের উখিয়া সংবাদদাতা জানিয়েছেন, গতকাল রবিবার জালিয়াপালং ইউনিয়নের ইনানী এলাকা থেকে এক যুবকের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। নিহতের লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কক্সবাজার সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে বলে উখিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি মুজিবুর রহমান জানিয়েছেন। নিহত যুবকের নাম মোহাম্মদ নাসির উদ্দীন (২০), তিনি ইনানী এলাকার বাসিন্দা। তিনি ইনানী সৈকত এলাকায় ডাব বিক্রি করতেন। জানা গেছে, গত শনিবার রাতে তিনি তার ফুপু মনিরা বেগমের বাড়িতে বেড়াতে যান এবং সেখানেই অবস্থান করছিলেন। সকালে পরিবারের সদস্যরা নাশতার জন্য ডাকাডাকি করলে দরজা ভেতর থেকে বন্ধ পান' পরে জানালা দিয়ে তাকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান। পরে ইনানী পুলিশ ফাঁড়ির সদস্যরা ঘটনাস্থলে গিয়ে দরজা ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করে লাশ উদ্ধার করেন।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
বুধবার ॥ ২২ এপ্রিল ২০২৬

টেক্সটাইল মিলের কেয়ারটেকারকে কুপিয়ে হত্যা

নরসিংদী প্রতিনিধি

নরসিংদীতে মুজিবুর রহমান (৫৫) নামে এক টেক্সটাইল মিলের কেয়ারটেকারকে কুপিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। সোমবার গভীর রাতে নরসিংদী-মাধবদী আঞ্চলিক সড়কের ৫ নম্বর ব্রিজ এলাকায় ঘটনাটি ঘটে। মুজিবুর মাধবদী থানার নুরালাপুর ইউনিয়নের বিরামপুর এলাকার বাসিন্দা এবং মাধবদীর কালীবাড়ি এলাকার একটি টেক্সটাইল মিলের কেয়ারটেকার হিসেবে কর্মরত ছিলেন। নিহত ব্যক্তির এরপর পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৪

চালককে হত্যা করে অটোভ্যান ছিনতাই

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি

সিরাজগঞ্জের সলঙ্গায় এক বৃদ্ধ চালককে হত্যা করে তাঁর অটোভ্যানটি ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছে। গতকাল সকালে ফুলজোড় নদীতীরের কালিকাপুর এলাকা থেকে বৃদ্ধের লাশ উদ্ধার করা হয় বলে সলঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আসলাম উদ্দিন জানিয়েছেন। ৬৫ বছর বয়সি নিহত জাহের আলী আকন্দ সলঙ্গা থানার রঘুনাথপুর গ্রামের মৃত ইনসাফ আলী আকন্দের ছেলে।

ওসি এরপর পৃষ্ঠা ৬ কলাম ১

টেক্সটাইল মিলের

[পেছনের পৃষ্ঠার পর] স্বজন ও পুলিশ জানায়, সোমবার বিকালে মুজিবুর নরসিংদী শহরে যান। রাতে মাধবদী ফেরার পথে ৫ নম্বর ব্রিজ এলাকায় একদল দুর্বৃত্ত পরিকল্পিতভাবে তাঁর ওপর হামলা চালায়। তাঁকে কুপিয়ে গুরুতর জখম করে তাঁর কাছে থাকা মোবাইল ফোন ও সোনার আংটি ছিনিয়ে নিয়ে যায়। পরে হানিফ নামে এক সিএনজিচালক তাঁকে রাস্তার পাশে পড়ে থাকতে দেখে নরসিংদী সদর হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসক মুজিবরকে মৃত ঘোষণা করেন। হাসপাতালের চিকিৎসক ইমরান জানান, অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। শরীরে ধারালো অস্ত্রের একাধিক আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। এ বিষয়ে নরসিংদী মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এ আর এম আল-মামুন জানান, রাত ১০টার দিকে এক সিএনজিচালক মুজিবুর রহমানকে হাসপাতালে নিয়ে আসেন ও নামিয়ে দিয়েই চলে যান। পুলিশ ওই চালককে খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে। তাঁকে পাওয়া গেলে ঘটনার প্রকৃত রহস্য উন্মোচন সহজ হবে। ময়নাতদন্তের জন্য লাশ মর্গে পাঠানো হয়েছে। নিহত ব্যক্তির পরিবারের পক্ষ থেকে মামলার প্রস্তুতি চলছে।

চালককে হত্যা করে

[পেছনের পৃষ্ঠার পর] আসলাম উদ্দিন জানান, সোমবার সন্ধ্যায় জাহের আলী অটোভ্যান নিয়ে বাড়ি থেকে বের হয়ে আর ফেরেননি। সকালে তাঁর লাশ দেখতে পেয়ে স্থানীয়রা পুলিশে খবর দেন। পরে লাশটি উদ্ধার করে হাসপাতাল মর্গে পাঠায় পুলিশ। ওসি আরও জানান, জাহের আলীকে হত্যার পর তাঁর লাশ নদীর ধারে ফেলে রেখে যায় দুর্বৃত্তরা। ছিনতাই হওয়া অটোভ্যানটি উদ্ধার এবং আসামিদেরও শনাক্ত করা হয়েছে। তাদের গ্রেপ্তারে অভিযান চলছে।

কালের কণ্ঠ
ঢাকা। সোমবার। ২০ এপ্রিল ২০২৬

মুক্তিপণ দেওয়ার পর মিলেছে অপহৃত ব্যবসায়ীর লাশ

৫ জেলায় ৩ খুন, ২ লাশ

কালের কণ্ঠ ডেস্ক ▷

টাঙ্গাইলে মুক্তিপণের টাকা দেওয়ার পরও অপহৃত ব্যবসায়ীর লাশ পাওয়া গেছে। পিরোজপুরে গণপিটুনিতে মারা গেছে এক ডাকাত। গোপালগঞ্জে জমি নিয়ে বিরোধে এক কৃষককে মারধর করে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। এ ছাড়া পাবনা ও বগুড়ায় উদ্ধার করা হয়েছে দুজনের লাশ। কালের কণ্ঠের প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর :

মির্জাপুর (টাঙ্গাইল) : মুক্তিপণের ২০ হাজার টাকা নেওয়ার ১২ মিনিট পর অপহৃত ব্যবসায়ীর লাশ পাওয়া গেছে। শনিবার সন্ধ্যায় টাঙ্গাইল শহর থেকে ব্যবসায়ী আতিকুর রহমানকে অপহরণ করা হয়। রাত ৮টা ২ মিনিটে তাঁর বিকাশ নম্বরে মুক্তিপণের ২০ হাজার টাকা নেয় অপহরণকারীরা। এর ১২ মিনিট পর উপজেলার সাটিয়াচড়া এলাকার পাকুল্যা ফিলিং স্টেশনের পূর্ব পাশ থেকে তাঁর হাত বাঁধা মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ।

পিরোজপুর : নাজিরপুরে ডাকাতিকালে দুলাল (২৬) নামের এক ডাকাত গণপিটুনিতে নিহত হয়েছেন। নিহত দুলালের বাড়ি বরিশালের হিজলা উপজেলায়।

শনিবার মধ্যরাতে উপজেলার কলারদোয়ানিয়া গ্রামে নাজমুল হাসান নামের এক ব্যক্তির বাড়িতে ডাকাতির সময় স্থানীয়রা বাড়িটি ঘিরে ফেলে। এ সময় গণপিটুনিতে দুলাল নিহত হন।

নাজিরপুর থানার ওসি তরিকুল ইসলাম জানান, ডাকাতদলের অন্য সদস্যদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।

গোপালগঞ্জ : কোটালীপাড়ায় জমিসংক্রান্ত বিরোধের জের ধরে মনোতোষ ঘটক (৬০) নামের এক কৃষককে মারধর করে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। গতকাল বিকেলে উপজেলার রামশীল ইউনিয়নের খাগবাড়ী গ্রামে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত মনোতোষ ঘটক খাগবাড়ী গ্রামের সিদ্ধেশ্বর ঘটকের ছেলে।

পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, একই গ্রামের গৌরাঙ্গ ঘটকের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে মনোতোষ ঘটকের জমিজমা নিয়ে বিরোধ চলে আসছিল।

এরই জেরে গতকাল বিকেলে কথা-কাটাকাটির এক পর্যায়ে গৌরাঙ্গ ঘটক ও তাঁর স্ত্রী পুতুল ঘটক মিলে মনোতোষ ঘটককে মারধর করেন। হাসপাতালে নেওয়ার আগেই তিনি মারা যান।

পাবনা : সদর উপজেলার গয়েশপুরে এক ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। নিহত কুদ্দুস আলী শেখ (৫৫) গয়েশপুর ইউনিয়নের মাসিমপুর উত্তরপাড়ার বাসিন্দা।

গতকাল সকালে গ্রামের একটি পুকুরপারে মরদেহটি দেখতে পেয়ে পুলিশকে খবর দেয় স্থানীয়রা।

স্থানীয়রা জানায়, কুদ্দুস আলী গরু কেনাবেচার ব্যবসা করতেন। তাঁর শরীরের কয়েকটি স্থানে পোড়া ছিল বলে তাঁর স্ত্রী মাহমুদা আক্তার জানান।

সদর থানার এসআই ফাহাদ হাসান জানান, ধারণা করা হচ্ছে, বজ্রপাতে তাঁর মৃত্যু হতে পারে। ময়নাতদন্ত রিপোর্ট পাওয়ার পর মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে।

বগুড়া : নন্দীগ্রাম উপজেলায় অজ্ঞাতপরিচয় এক নারীর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল সকালে বগুড়া-নাটোর মহাসড়কের কাথম বেড়াগাড়ি এলাকায় মরদেহটি পাওয়া যায়।

স্থানীয় বাসিন্দা মাহাবুব রশিদ বলেন, রাতের কোনো একসময় গাড়িচাপায় তাঁর মৃত্যু হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। পরে দীর্ঘ সময় সড়কে পড়ে থাকায় একাধিক গাড়ির চাপায় মরদেহটি আরো ক্ষতবিক্ষত হয়ে যায়।

কুন্দারহাট হাইওয়ে থানার সহকারী উপপরিদর্শক গনেশ চন্দ্র রায় জানান, দেহটি এতটাই বিকৃত ছিল যে মুখ দেখে পরিচয় শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি। ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহটি মর্গে পাঠানো হয়েছে।

যুগান্তর | শুক্রবার ২৪ এপ্রিল ২০২৬
১১ বৈশাখ ১৪৩৩

কামরাঙ্গীরচরে যুবককে গলা কেটে হত্যা

যুগান্তর ডেস্ক

রাজধানীর কামরাঙ্গীরচর এলাকা থেকে মো. ইয়াকুব আলী নামে এক যুবককে গলা কেটে হত্যা করা হয়েছে। হাজারীবাগ বেড়িবাঁধ মাহাদিনগর এলাকায় চালককে কুপিয়ে ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছে। বৃহস্পতিবার দুপুর ১টার দিকে ঘটনাটি ঘটে। পরে আহত চালক মনির মান্নাকে ঢামেক হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে। লালবাগ এলাকা থেকে মো. এনামুল হক নামে এক যুবকের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার দুপুরে লালবাগের আজিমপুর এতিমখানা সংলগ্ন রাস্তা থেকে অচেতন অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে পথচারীরা তাকে উদ্ধার করেন। এদিকে, কলাবাগান এলাকার একটি আবাসিক হোটেল থেকে তানিয়া নবী নামে এক অন্তঃসত্ত্বা নারীর লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

হাজারীবাগে চালককে কুপিয়ে অটোরিকশা ছিনতাই

লালবাগে যুবকের ও কলাবাগানে অন্তঃসত্ত্বার লাশ

হাজারীবাগ : লেকপাড় এলাকায় একটি মোটাডোর কোম্পানির শ্রমিক হোস্টেলের টয়লেট থেকে বুধবার রাত সোয়া ১টার দিকে মো. ইয়াকুব আলীকে গলাকাটা অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। পরে গুরুতর আহত অবস্থায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের জরুরী বিভাগের ওয়ান স্টপ ইমারজেন্সি সেন্টারে (ওসেক) নেওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাত ৩টার দিকে তিনি মারা যান। ইয়াকুব আলীর বাড়ি মুন্সীগঞ্জ জেলার গজারিয়া উপজেলার আড়ালিয়া গ্রামে। তিনি ওই গ্রামের আব্দুল মালেকের ছেলে।

ঢামেক : ঢামেক হাসপাতালে অটোরিকশাচালক মনির মান্নাকে নিয়ে আসা প্রতিবেশী সাগর বলেন, মনির দুপুরে মাহাদিনগর এলাকায় ব্যাটারিচালিত রিকশা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। এ সময় রাকিবসহ ৩ থেকে ৪ জন তাকে পথরোধ করে কুপিয়ে আহত করে। পরে তার কাছে থাকা মোবাইল ফোন, গলায় থাকা চেইন ও অটোরিকশাটি নিয়ে যায়। ঢামেক হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ মো. ফারুক বলেন, আহত ব্যক্তি ঢামেক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। তার পিঠে ও হাতে ধারালো অস্ত্রের আঘাত রয়েছে।

লালবাগে যুবকের লাশ : লালবাগ এলাকা থেকে মো. এনামুল হককে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ মো. ফারুক বলেন, লাশ বর্তমানে হাসপাতাল মর্গে রাখা হয়েছে। দুপুর আড়াইটার দিকে এনামুল হককে হাসপাতালে আনা হয়। তার পকেট থেকে পাওয়া জাতীয় পরিচয়পত্র থেকে জানা যায়, তিনি নিউমার্কেট থানার নতুন পল্টন লেনের বাসিন্দা।

কলাবাগানে হোটেলে অন্তঃসত্ত্বার লাশ : গ্রীন রোডের হোটেল রূপসা ইন্টারন্যাশনালের চতুর্থ তলার ৪১৮ নম্বর কক্ষের ওয়াশরুম থেকে বৃহস্পতিবার দুপুরে তানিয়া নবীর লাশ উদ্ধার করা হয়। তিনি ময়মনসিংহের ঈশ্বরগঞ্জ থানার নুর নবীর মেয়ে। তানিয়া শ্বশুরবাড়ি কুমিল্লায় স্বামী সাগরের সঙ্গে থাকতেন। গত ১৯ এপ্রিল রাত সাড়ে ১০টায় ওই হোটেলে উঠেছিলেন। পুলিশ বলছে, হোটেলের ওই রুম থেকে অনেক রকম ওষুধ পাওয়া গেছে। তবে তার শরীরে কোনো আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়নি। হোটেল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, তানিয়া নিজেকে ছাত্রী পরিচয় দিয়ে হোটেলে উঠেন। তিনি আইইএলটিএস পরীক্ষার জন্য ঢাকা এসেছেন। তবে রুম থেকে খুব বেশি একটা বের হতেন না।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
বৃহস্পতিবার ॥ ২৩ এপ্রিল ২০২৬

নাইক্ষ্যংছড়িতে অপহৃত তিন শ্রমিক উদ্ধার

বান্দরবান প্রতিনিধি

বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়িতে অপহৃত তিন শ্রমিককে উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল সন্ধ্যায় তাদের উদ্ধার করা হয়।

নাইক্ষ্যংছড়ি থানার ওসি মো. মোজাম্মেল হক এ তথ্য নিশ্চিত করে জানান, অপহরণের খবর পাওয়ার পরপরই ঘটনাস্থল ও আশপাশের দুর্গম এলাকায় অভিযান চালিয়ে অপহৃত নুরুল ইসলাম (২০), এনামুল হক (২০) ও হাসানকে (২০) উদ্ধার করা হয়। বর্তমানে তারা পুলিশ হেফাজতে রয়েছেন।

নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার বাইশারী ইউনিয়নের 'আবীর রাবার বাগান' থেকে

নাইক্ষ্যংছড়িতে অপহৃত

[পেছনের পৃষ্ঠার পর] মঙ্গলবার দিবাগত রাত দেড়টায় সন্ত্রাসীরা অস্ত্র উঁচিয়ে বাগানের স্টাফ কোয়ার্টারে ঢুকে পড়ে। এ সময় বাগানে নারী ও শিশুসহ ১৩ জন অবস্থান করছিলেন। সন্ত্রাসীরা তাদের মধ্য থেকে তিন যুবককে অপহরণ করে অজ্ঞাতস্থানে নিয়ে যায়।

সময়ের আলো
রোববার। ২৬ এপ্রিল ২০২৬

খুলনায় ধান কাটাকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষে কৃষক নিহত

● খুলনা সংবাদদাতা

খুলনার তেরখাদা উপজেলায় ধান কাটাকে কেন্দ্র করে দুই গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে তেরখাদা এলাকার বাসিন্দা ইকরাম শেখের ছেলে কৃষক নুর আলম (৫৫) নিহত হন। এ ছাড়াও অন্তত চার-পাঁচজন আহত হয়েছেন। শনিবার সকালে জেলার তেরখাদা উপজেলার ৬ নম্বর মধুপুর ইউনিয়নের মধুপুরে এ ঘটনা ঘটে। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধান কাটাকে কেন্দ্র করে বিএনপি সমর্থক শহিদুল গ্রুপ ও সাইফুল গ্রুপের মধ্যে প্রথমে কথাকাটাকাটি শুরু হয়। পরে দুই গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। এ সময় দেশীয় অস্ত্র নিয়ে উভয় পক্ষের মধ্যে ব্যাপক মারামারি হয়। সংঘর্ষে সাইফুল গ্রুপের নুর আলম নিহত হন। এ ছাড়া আহতদের মধ্যে রয়েছেন– মো. হিজবুল্লাহ সোহেল রানা, নুরের শেখ, মুসা শেখ, মফিজুর রহমান ও আলী হুসাইন। খুলনা জেলা পুলিশ সুপার মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম জানান, ধান কাটাকে কেন্দ্র করে শহিদুল ও সাইফুল গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনায় সাইফুল গ্রুপের একজন নিহত ও কয়েকজন আহত হয়েছেন।

দৈনিক ইত্তেফাক
সোমবার
১৪ বৈশাখ ১৪৩৩, ২৭ এপ্রিল ২০২৬

নিরাপত্তাপ্রহরীকে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে পল্লী বিদ্যুৎ উপকেন্দ্রে লুট

■ পলাশ (নরসিংদী) সংবাদদাতা

নরসিংদীতে বিদ্যুৎ উপকেন্দ্রের নিরাপত্তাপ্রহরী ও লাইনম্যানকে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে প্রায় ৫ লাখ টাকা মূল্যমানের তামার তার, ডিসকানেক্ট সুইসের ব্লেড, কন্ট্রোল প্যানেল ক্যাবল ও রাইজারের তার লুট করে নিয়েছে দুর্বৃত্তরা। রবিবার ভোর সাড়ে ৪টায় পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১-এর অধীনে নরসিংদীর পলাশ উপজেলার ঘোড়াশালের অধীনস্থ ভাগদী ৩৩/১১ কেভি লাইনের ২০ কেভি বিদ্যুৎ উপকেন্দ্রে এই ঘটনা ঘটে। চলতি লাইন থেকে এসব তার কেটে নেওয়ার ফলে পলাশ উপজেলার ভাগদী, রাজাবোসহ পাঁচটি গ্রামের বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ রয়েছে।

নরসিংদী পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১-এর ঘোড়াশাল জোনাল অফিসের উপমহাব্যবস্থাপক মো. মনোয়ার হোসেন সুমন জানান, রবিবার ভোরে ভাগদী সাব-স্টেশনে কর্মরত লাইনম্যান আব্দুল ওয়াজেদ ও নিরাপত্তাপ্রহরী ইয়াসিনকে তিনটি মোটরসাইকেল যোগে আসা পাঁচ/ছয় দুর্বৃত্ত দেশীয় অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে। এ সময় চলতি লাইন থেকে তামার তার, ডিসকানেক্ট সুইসের ব্লেড, কন্ট্রোল প্যানেল ক্যাবল ও রাইজারের তার কেটে নিয়ে যায়। এতে পলাশ উপজেলার কয়েকটি গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়। পরে তারা পল্লীবিদ্যুৎ অফিসের কর্মকর্তা ও পুলিশে খবর দেয়। পলাশ থানার ওসি শাহেদ আল-মামুন জানান, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শনসহ তদন্তকাজ চালিয়ে যাচ্ছে। এই বিষয়ে থানায় মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে। দ্রুতই অপরাধীদের ধরার প্রচেষ্টাও অব্যাহত আছে।

সময়ের আলো শুক্রবার। ২৪ এপ্রিল ২০২৬

বান্দরবানে রাবার বাগান থেকে ৬ শ্রমিক অপহরণ

মুক্তিপণ দাবি ২০ লাখ টাকা

● বান্দরবান প্রতিনিধি

বান্দরবান সদর উপজেলার টংকাবতী ইউনিয়নের হাতিরডেরা এলাকা থেকে ছয় রাবার শ্রমিককে অপহরণ করেছে দুর্বৃত্তরা। তবে কারা এ ঘটনার সঙ্গে জড়িত তা এখনও নিশ্চিত হওয়া যায়নি। গত বুধবার রাত আনুমানিক সাড়ে ১১টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। অপহৃতরা হলেন- নুরুল আফসার, মো. আরাফাত, ইসমাইল, করিম উল্লাহ, রমিত ও সাকিব।

স্থানীয় সূত্র ও জনপ্রতিনিধিরা জানান, দিনশেষে কাজ শেষে শ্রমিকরা রাবার বাগানের ঘরে অবস্থান করছিলেন। এ সময় হঠাৎ অস্ত্রধারী ও কালো মুখোশ পরিহিত একদল দুর্বৃত্ত সেখানে প্রবেশ করে শ্রমিকদের মারধর করে। পরে তাদের চোখ বেঁধে অপহরণ করে নিয়ে যায়। রাতে বিষয়টি তেমনভাবে জানাজানি না হলেও ভোরে খবর ছড়িয়ে পড়লে এলাকায় আতঙ্ক সৃষ্টি হয়।

রাবার বাগানের মালিক ইসমাইল জানান, অপহরণের পর দুর্বৃত্তরা তার সঙ্গে যোগাযোগ করে ২০ লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি করেছে। তিনি আরও বলেন, অপহৃত শ্রমিকরা প্রায় দুই বছর ধরে তার বাগানে কাজ করছিলেন এবং তারা সবাই নাইক্ষ্যংছড়ি বাইশারী এলাকার বাসিন্দা।

টংকাবতী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মায়াং ম্রো বলেন, ছয়জন শ্রমিক অপহরণের বিষয়টি আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে জানানো হয়েছে।

সংবাদ
বুধবার ১৬ বৈশাখ ১৪৩৩
: Wednesday 29 April 2026

কুষ্টিয়ায় পার্সেল খুলতেই বোমা বিস্ফোরণ, ভ্যানচালক আহত

জেলা বার্তা পরিবেশক, কুষ্টিয়া

কুষ্টিয়া সদর উপজেলায় একটি পার্সেলে রাখা বোমা বিস্ফোরণে নাসির শেখ (৫০) নামে এক ভ্যানচালক আহত হয়েছেন। গত সোমবার রাত ১০টার দিকে লাহিনী বটতলা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। ঘটনাস্থল থেকে ব্যাটারিসহ বেশ কিছু সামগ্রী উদ্ধার করেছে পুলিশ। এ ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে এলাকায়। নাসির শেখ লাহিনী কর্মকার পাড়ার বাহের শেখের ছেলে। তাকে কুষ্টিয়া ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসা দেয়া হচ্ছে। পুরুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গেছে, রাতে দুজন অপরিচিত ব্যক্তি ভ্যানচালক নাসিরকে ৩০ টাকা ভাড়া দিয়ে ব্যাগভর্তি একটি পার্সেল লাহিনী জোয়ার্দার পাড়ার বাসিন্দা হামিদুল ইসলামের বাড়িতে পৌঁছে দিতে বলে। পার্সেলটি হামিদুলের বাড়িতে নিয়ে গেলে তিনি নিতে অপরাগত প্রকাশ করেন। এরপর পার্সেলটি নিয়ে পুনরায় লাহিনী বটতলা এলাকায় ফিরে আসে নাঃসির। সেখানে একটি ফলের দোকানের সামনে স্থানীয় কয়েকজনের উপস্থিতে পার্সেল খুলে ভেতরে একটি কাঠের বাক্স দেখতে পান। এরপর কাঠের বাক্সটি খোলার সঙ্গে সঙ্গে বিস্ফোরিত হয়।

আহত ভ্যানচালক নাসির শেখ বলেন, যে দুজন পার্সেলটি আমাকে পৌঁছে দিতে বলেছেন আমি তাদের কাউকে চিনি না। তারা নিজেদের গাড়ির ড্রাইভার পরিচয় দিয়েছিল। আর হামিদুল ইসলামও গাড়ির ড্রাইভার। তারা একে অন্যের পরিচিত বলেছিল। এলাকার সবাইকে সাক্ষী রেখেই পার্সেলটি খুলেছিলাম। কাঠের বাক্সটি তখনি বিস্ফোরিত হয়। এছাড়া বিস্ফোরণে ফলের দোকানের ফ্রিজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। গাড়িচালক হামিদুল ইসলাম বলেন, রাতে ভ্যানচালক নাসির আমার বাড়িতে এসে ডাকাডাকি করে। বাইরে বের হয়ে এলে বলে আপনার পার্সেল আছে। যেহেতু আমি কোনো অর্ডার দেইনি। বা কে পাঠিয়েছে তাও জানি না। তাই পার্সেলটি ফিরিয়ে দিই। হামিদুল দুজন ব্যক্তির নাম উচ্চারণ করে পূর্ব শত্রুতার জেরে তারা ঘটনার সঙ্গে তারা জড়িত থাকতে পারে বলে দাবি করেন। কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের আবাসিক চিকিৎসা কর্মকর্তা (আরএমও) হোসেন ইমাম বলেন, আহত একজন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। স্প্রিন্টার জাতীয় কিছুর আঘাতে তার শরীরের নিম্নাঙ্গ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তবে তিনি শঙ্কামুক্ত। প্রাথমিকভাবে ব্যাটারি বিস্ফোরণ উল্লেখ করা হয়েছে। কুষ্টিয়ার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম অ্যান্ড অপস) ফয়সাল মাহমুদ বলেন, বোমা বিস্ফোরণে একজন আহত হয়েছেন। তবে কারা ঘটিয়েছে তাদের এখনও জানা সম্ভব হয়নি। ঘটনাস্থল থেকে আলামত উদ্ধার করা হয়েছে।

যুগান্তর
শনিবার ২৫ এপ্রিল ২০২৬
১২ বৈশাখ ১৪৩৩

সেনাবাহিনীর অভিযান

বান্দরবানে অপহৃত ৬ রাবার বাগান শ্রমিক উদ্ধার

যুগান্তর প্রতিবেদন

বান্দরবানে অপহৃত ৬ রাবার বাগান শ্রমিককে উদ্ধার করেছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী। তাদের আইনানুগ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে। বৃহস্পতিবার বান্দরবানের লামা উপজেলার হাতিরডেরা-টংকাবতী এলাকায় ওই ছয় শ্রমিককে অপহরণ করা হয়। শুক্রবার আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তরের (আইএসপিআর) পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ২৩ এপ্রিল (বৃহস্পতিবার) হাতিরডেরা-টংকাবতী এলাকায় অপহরণের শিকার রাবার বাগান শ্রমিকদের উদ্ধারে সেনাবাহিনীর একাধিক টহলদল অভিযান শুরু করে। নিবিড় অনুসন্ধান ও তল্লাশি অভিযানের পর সেনাবাহিনীর উপস্থিতি টের পেয়ে অপহরণকারীরা অপহৃতদের পাহাড়ে ফেলে রেখে পালিয়ে যায়। পরবর্তীতে দিনের আলো ফোটার পর সেনাবাহিনীর টহলদল তাদের নিরাপদে উদ্ধার করে। সংশ্লিষ্ট থানা এ বিষয়ে অবহিত রয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, পার্বত্য চট্টগ্রামের সব জনগোষ্ঠীর নিরাপত্তা নিশ্চিতে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে। দেশের শান্তি ও জনসাধারণের নিরাপত্তা রক্ষায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনী সর্বদা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

যুগান্তর
শনিবার ২৫ এপ্রিল ২০২৬
১২ বৈশাখ ১৪৩৩

যুবদল নেতা গ্রেফতার

বন্দরে গৃহকর্মীর শ্লীলতাহানি

বন্দর (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি

নারায়ণগঞ্জের বন্দরে ধর্ষণের বিচার চাওয়ায় এক গৃহকর্মীর (৩০) মাথার চুল কেটে দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে। এ দুই বিষয়ে মামলা হয়েছে। ঘটনার ছয়দিন পর বৃহস্পতিবার বাড়ির মালিক বাবুল মিয়া ও তার স্ত্রী রোজিনা আক্তারের বিরুদ্ধে বন্দর থানায় মামলা করেছেন ধর্ষণের শিকার নারী। ১৭ এপ্রিল বন্দর উপজেলার মদনপুর এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় বৃহস্পতিবার বন্দরের মদনপুর থেকে বাড়ির মালিক ও যুবদল নেতা বাবুলকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। গ্রেফতার হওয়া বাবুল বন্দরের ফুলহর এলাকার মৃত মোজাফফর আলীর ছেলে। ভুক্তভোগীর স্বামী রাজমিস্ত্রি। তাদের বাড়ি কুমিল্লার বুড়িচং উপজেলায়। তারা বর্তমানে বন্দরে মদনপুর এলাকায় মো. বাবুল মিয়ার বাড়িতে ভাড়াটিয়া হিসাবে বসবাস করেন। তিনি কয়েক বাসায় গৃহকর্মীর কাজ করেন।

ভুক্তভোগীর অভিযোগ, কিছুদিন আগে বাড়িওয়ালার বাসায় গৃহকর্মীর কাজ নেন তিনি। ১৭ এপ্রিল সকালে বাবুল ফোন করে তাকে বাসায় ডেকে নেন। তিনি গিয়ে দেখেন বাবুল বাসায় একা। তিনি রান্নাঘরে গিয়ে কাজ করতে থাকেন। একপর্যায়ে বাবুল তাকে ডেকে রুমে নিয়ে যান এবং তাকে ধর্ষণ করেন। ধর্ষণের পর ঘটনা কাউকে জানালে তাকে জানে মেরে ফেলার হুমকি দেন বাবুল। পরে এ ঘটনা বাবুলের স্ত্রীকে জানিয়ে তিনি বিচার দাবি করেন। কিন্তু উলটো বাবুলের স্ত্রী রোজিনা তাকে নানা হুমকি দেন। একপর্যায়ে তাকে মারধর করে রোজিনা ও বাবুল তার মাথার চুল কেটে দেন। এমনকি এ নিয়ে বাড়াবাড়ি করলে তার স্বামীকে হত্যার হুমকিও দেন তারা। উপায় না দেখে তিনি স্থানীয়দের কাছে বিচার চান। বন্দর থানার ওসি গোলাম মোক্তার আশরাফ উদ্দিন বলেন, এ দুই বিষয়ে ভুক্তভোগী নারী মামলা করেছেন। বৃহস্পতিবার বাবুল মিয়াকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

বুধবার
বৈশাখ ১৪৩৩, ২৯ এপ্রিল ২০২৬
ইত্তেফাক

সিংড়ায় মালিকের দেওয়া চাল-পানি খেয়ে আট শ্রমিক অসুস্থ, হাসপাতালে ভর্তি

সিংড়া (নাটোর) সংবাদদাতা : নাটোরের সিংড়ায় ধান কাটার সময় চাল-পানি খাওয়ার পর আট জন কৃষি শ্রমিক অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। মঙ্গলবার উপজেলার ডাহিয়া ইউনিয়নের গাড়াবাড়ি গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। স্থানীয়রা জানায়, চলনবিল লোকায় ধান কাটার কাজে নিয়োজিত শ্রমিকরা দুপুরের বিরতিতে জমির মালিকের দেওয়া চাল ও পানি পান করেন। এর কিছুক্ষণ পরই একে একে অসুস্থ হয়ে পড়েন অন্তত আট জন শ্রমিক। তাদের মধ্যে বমি, মাথা ঘোরা ও শারীরিক দুর্বলতার লক্ষণ দেখা দিলে দ্রুত স্থানীয়রা উদ্ধার করে সিংড়া উপজেলা থানা কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। অসুস্থরা হলেন, আনোয়ার, আজাদ, রমিজুল, ইয়াসিন, ইউসুফ, হাসেম, মনির ও আবু বক্কর ছিদ্দিক।

সময়ের আলো
মঙ্গলবার। ২৮ এপ্রিল ২০২৬।

উখিয়ায় গাড়িচাপা দিয়ে শ্রমিক হত্যা

চালক পলাতক

কক্সবাজার সংবাদদাতা

কক্সবাজারের উখিয়া উপজেলার কোটবাজার এলাকায় মোহাম্মদ রবিউল নামে এক শ্রমিককে গাড়িচাপা দিয়ে পালিয়েছে একটি পিকআপ। পরে তাকে হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। রোববার রাত ১টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত রবিউল মহেশখালী উপজেলার মাতারবাড়ী ইউনিয়নের ৮ নম্বর ওয়ার্ড উত্তর হংসমিয়াজীর পাড়া এলাকার মোক্তার হোছাইনের ছেলে। তিনি কোটবাজার এলাকায় সড়কের ডিভাইডার স্থাপনের কাজে নিয়োজিত ছিলেন। এ বিষয়ে উখিয়া থানার ওসি মজিবুর রহমান বলেন, ঘটনার পরপরই পুলিশ ঘটনাস্থলে যায় এবং বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে তদন্ত করা হচ্ছে। ঘাতক গাড়িটি জব্দ করা হয়েছে। চালককে শনাক্ত ও গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে বলেও জানান উখিয়া থানার ওসি মজিবুর রহমান। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, রোববার রাতে কোর্টবাজার এলাকায় একটি পিকআপ দ্রুতগতিতে এসে রবিউল নামে এক শ্রমিককে চাপা দিয়ে পালিয়ে যায়। এ সময় স্থানীয়রা পিকআপ গাড়িটি একটি অটোরিকশা দিয়ে থামানোর চেষ্টা করলে চালক সেটিকে দুমড়ে-মুচড়ে পালিয়ে যায়।

দৈনিক ইত্তেফাক
৩০ এপ্রিল ২০২৬

ময়মনসিংহে কৃষককে কুপিয়ে হত্যা

■ ময়মনসিংহ প্রতিনিধি

ময়মনসিংহের ত্রিশাল উপজেলায় মোতালেব হোসেন (৫৫) নামের এক কৃষককে কুপিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। মঙ্গলবার রাত সাড়ে আটটার দিকে ত্রিশাল উপজেলার মঠবাড়ী ইউনিয়নের রায়মনি বামনাখালী মধ্যপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। ময়মনসিংহের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. আব্দুল্লাহ আল মামুন ঘটনাটি নিশ্চিত করেছেন। পুলিশ জানায়, রাত ৮টা ২৪ মিনিটে জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯-এ ফোন পেয়ে তারা ঘটনাস্থলে যান। ধানখেতে মোতালেব হোসেনের রক্তাক্ত মরদেহ পড়ে থাকতে দেখা যায়। পরে সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করা হয় এবং মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানোর প্রক্রিয়া চলছে। নিহতের ছেলে আলী হোসেন বলেন, 'আমার বাবা মাগরিবের নামাজের আগে বাড়ি থেকে ধানখেত দেখতে বের হন। তিনি প্রায়ই জমি দেখতে যেতেন। এদিন কে বা কারা আমার বাবাকে কুপিয়ে হত্যা করেছে তা আমরা জানি না। হত্যার পর মরদেহের পাশে তার মোবাইল ফোন পড়ে ছিল এবং কোমরে বাঁধা কাপড়ের থলেতে থাকা ৩৮ হাজার ৬৪৫ টাকা অক্ষত ছিল। দুর্বৃত্তরা কিছুই নেয়নি।'

যুগান্তর
বৃহস্পতিবার ৩০ এপ্রিল ২০২৬

মাদক ব্যবসায় বাধা

রূপগঞ্জে মৎস্য খামারিকে খুন

যুগান্তর প্রতিবেদন, নারায়ণগঞ্জ

রূপগঞ্জের মুড়াপাড়া ইউনিয়নের গঙ্গানগর এলাকায় মাদক ব্যবসায়ীদের হামলায় গুরুতর আহত মৎস্য খামারি শহিদুল্লাহ মিয়া (৬০) চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন। বুধবার বিকালে ঢাকার একটি বেসরকারি হাসপাতালে তিনি মারা যান। জানা যায়, গঙ্গানগর নামাপাড়া এলাকায় নিজস্ব পুকুরে দীর্ঘদিন ধরে মৎস্য খামার পরিচালনা করে আসছিলেন শহিদুল্লাহ মিয়া। খামারের পাশে স্থানীয় কয়েকজন মাদক ব্যবসায়ী নিয়মিত মাদক সেবন ও বিক্রি করতেন। শহিদুল্লাহ মিয়া এতে বাধা দিতেন। ১১ এপ্রিল দুপুরে অভিযুক্তরা খামারে গিয়ে আবার মাদক বিক্রি ও সেবন করার সময় শহিদুল্লাহ মিয়া বাধা দিলে তারা ক্ষিপ্ত হয়ে লোহার হাতুড়ি, ছুরি, স্টিলের পাইপ ও ধারালো অস্ত্র দিয়ে তাকে এলোপাতাড়ি আঘাত করে। একই সঙ্গে তার কাছ থেকে নগদ ২০ হাজার টাকা ছিনিয়ে নেয়। পরে তাকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ১৩ এপ্রিল তার মেয়ের জামাই মোজাম্মেল হক ভূঁইয়া মামলা করেন। ওসি এএইচএম সালাউদ্দিন বলেন, হামলার ঘটনায় ওই মামলা এখন হত্যা মামলায় পরিণত হবে। আসামিদের গ্রেফতারে পুলিশ তৎপর রয়েছে।

দেশ রূপান্তর
বৃহস্পতিবার, ৩০ এপ্রিল ২০২৬,

কৃষককে কুপিয়ে হত্যা

ত্রিশাল (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি

ময়মনসিংহের ত্রিশালে এক কৃষককে কুপিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। জানা গেছে, মঙ্গলবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে উপজেলার মঠবাড়ী ইউনিয়নের রায়মনি বামনাখালী মধ্যপাড়া এলাকার মোতালেব হোসেন (৫৫) নামের এক কৃষককে কুপিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। তিনি তার চাষকৃত ধানক্ষেত দেখতে গিয়েছিলেন। তার সঙ্গে থাকা নগদ টাকা ও মোবাইলফোন অক্ষত অবস্থায় পাওয়া গেছে। ময়মনসিংহের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (অর্থ ও প্রশাসন) মো. আব্দুল্লাহ আল মামুন ঘটনাটি নিশ্চিত করেছেন। ত্রিশাল পুলিশ জানায়, রাত সাড়ে ৮টার দিক খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। সেখানে গিয়ে মোতালেব হোসেনের রক্তাক্ত মরদেহ পড়ে থাকতে দেখে। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠানো হয়েছে। নিহতের ছেলে আলী হোসেন বলেন, আমার বাবা মাগরিবের নামাজের আগে বাড়ি থেকে ধানক্ষেত দেখতে বের হন। তিনি প্রায়ই জমি দেখতে যেতেন। এদিন কে বা কারা আমার বাবাকে কুপিয়ে হত্যা করেছে। হত্যার পর মরদেহের পাশে তার মোবাইল ফোন পড়ে ছিল এবং কোমরে বাঁধা কাপড়ের থলেতে থাকা ৩৮ হাজার ৬৪৫ টাকা অক্ষত ছিল।

দৈনিক ইত্তেফাক
২৯ এপ্রিল ২০২৬

আদমদীঘিতে পুকুর থেকে পাহারাদারের লাশ উদ্ধার

■ আদমদীঘি (বগুড়া) সংবাদদাতা

বগুড়ার আদমদীঘিতে শফিকুল ইসলাম (৫২) নামে এক পুকুর-পাহারাদারের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল মঙ্গলবার সকালে আদমদীঘি রেলওয়ে স্টেশনের পশ্চিমে আব্দুর রশিদ নামের এক মৎস্য ব্যবসায়ীর লিজকৃত পুকুরের পানিতে ভাসমান অবস্থায় তার লাশ স্থানীয়রা দেখতে পান। বেলা ১১টায় ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছে শফিকুলের লাশ উদ্ধার করেন। মৃত শফিকুল ইসলাম আদমদীঘি উপজেলা ছাতিয়ানগ্রাম ইউপির দারিকুঁড়ি গ্রামের জসিম উদ্দিন প্রামাণিকের ছেলে। আব্দুর রশিদ জানান, শফিকুল কিছুটা অসুস্থ ছিলেন। আদমদীঘি থানার অফিসার ইনচার্জ কামরুজ্জামান মিয়া বলেন, এ ঘটনায় আদমদীঘি থানায় একটি ইউডি মামলা করা হয়েছে।

কালের কণ্ঠ
বৃহস্পতিবার । ৩০ এপ্রিল ২০২৬

প্রতিপক্ষকে ফাসাতে ছুরি মেরে স্ত্রীকে হত্যা

দুই জেলায় ২ খুন, ১ লাশ উদ্ধার

কালের কণ্ঠ ডেস্ক ▷

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় প্রতিপক্ষকে ফাঁসাতে স্ত্রীকে ছুরিকাঘাতে খুন করেছেন স্বামী। একই জেলায় জমি নিয়ে বিবাদে মামাতো ভাইয়ের ঘুষিতে মারা গেছেন এক যুবক। সিরাজগঞ্জে বিলের ধারে পাওয়া গেছে অটোরিকশাচালকের গলা কাটা লাশ। কালের কণ্ঠের প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর :

ব্রাহ্মণবাড়িয়া : সদর উপজেলাতেই পৃথক ঘটনায় দুজন খুন হয়েছেন। এর মধ্যে মামাতো ভাইয়ের ঘুষিতে মারা গেছেন মজলিশপুর ইউনিয়নের মণ্ডলপাড়ার লিটন মিয়া (৩৫)। অন্যদিকে সাদেকপুর ইউনিয়নের উত্তর পাড়ার জায়েদা খাতুন (৫৫) খুন হয়েছেন স্বামীর ছুরিকাঘাতে। জায়েদা হত্যার ঘটনায় তাঁর স্বামী আবু সাঈদকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। লিটন মিয়া হত্যার ঘটনায় অভিযুক্ত আশিক মিয়াকে গ্রেপ্তারে অভিযান চলছে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, নিহত লিটন মিয়ার স্ত্রীর কাছ থেকে মামাতো ভাই আশিক দুই হাজার টাকা ধার নিয়েছিলেন। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় সেই টাকা চাইতে গেলে বিবাদের এক পর্যায়ে লিটনের অণ্ডকোষে আশিক লাথি মারেন। গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

অন্যদিকে সাদেকপুর গ্রামের আবু সাঈদের সঙ্গে জমি নিয়ে নামচাইল গ্রামের নোয়াব মিয়ার বিরোধ চলে। উভয় পক্ষের মধ্যে এরই মধ্যে কয়েকবার সংঘর্ষও ঘটেছে। ওই বিরোধের জেরে আবু সাঈদ তাঁর স্ত্রী জায়েদা খাতুনকে হত্যা করেন। মঙ্গলবার সকালে আবু সাঈদ প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে থানায় মামলা করতে যান। পুলিশের সন্দেহ হলে জিজ্ঞাসাবাদে স্ত্রীকে হত্যার কথা স্বীকার করেন।

রায়গঞ্জ (সিরাজগঞ্জ) : ঘৈচালা বিলের পার থেকে গতকাল বুধবার এক অটোরিকশাচালকের গলা কাটা লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

নিহত নাঈম ইসলাম (২৫) সলঙ্গা থানার মালতিনগর গ্রামের মৃত নজরুল ইসলামের ছেলে।

নিহতের পরিবার জানায়, মঙ্গলবার সন্ধ্যায় নাঈম অটোরিকশা নিয়ে বাড়ি থেকে বের হন। রাত ১০টার পর থেকে তাঁর ফোন বন্ধ পাওয়া যায়।

সময়ের আলো সোমবার। ৬ এপ্রিল ২০২৬।

এ. এস. এল অ্যাপারেলস লিমিটেড কারখানা চালুর দাবিতে রোববার প্রেস ক্লাবের সামনে মানববন্ধন করে সবুজ-বাংলা গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশন ● সময়ের আলো

প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে ছুটে যান দুই মন্ত্রী

আধা ঘণ্টায় সড়ক ছাড়লেন পোশাক শ্রমিকরা

● নিজস্ব প্রতিবেদক

বকেয়া বেতন-ভাতার দাবিতে রাজধানীর গুরুত্বপূর্ণ মহাখালী-নাবিস্কোর মধ্যবর্তী তেজগাঁও লিংক রোড সড়ক অবরোধ করেন নাসা গ্রুপের ৮ শতাধিক শ্রমিক। মুহূর্তেই সৃষ্টি হয় তীব্র যানজটের। ভোগান্তিতে পড়ে হাজারো মানুষ। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে ঘটনাস্থলে ছুটে যান দুই মন্ত্রী। আলোচনা করেন শ্রমিক ও মালিক পক্ষের সঙ্গে। আধা ঘণ্টার মধ্যে সড়ক ছেড়ে পোশাক কারখানার সামনে সরে যান শ্রমিকরা। বিকালে অবরোধ প্রত্যাহার করেন তারা।

রোববার সকাল পৌনে ১১টার দিকে মহাখালী-নাবিস্কোর মাঝামাঝি তেজগাঁও লিংক রোড অবরোধ করেন নাসা গ্রুপের ৭০০-৮০০ শ্রমিক।

অবরোধের ফলে তেজগাঁও থেকে মহাখালী ও উত্তরা রুটে এবং উত্তরা থেকে মহাখালী হয়ে তেজগাঁও রুটে যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। এ সময় শ্রমিকরা বেতন-ভাতার দাবিতে বিভিন্ন ধরনের স্লোগান দিতে থাকেন। পরে পুলিশের অনুরোধে আধা ঘণ্টা পর বেলা সোয়া ১১টায় তারা সড়ক ছেড়ে গার্মেন্টসটির সামনে অবস্থান নেন।

এ তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন ডিএমপি ট্রাফিকের মহাখালী জোনে সহকারী পুলিশ কমিশনার (এসি) রাসেল রানা।

এসি রাসেল রানা বলেন, শ্রমিকরা বেতন-ভাতার দাবিতে তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল এলাকার তেজগাঁও লিংক রোড অবরোধ করেন। এতে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক রাখতে সড়কে ডাইভারশন দেওয়া হয়। প্রায় আধা ঘণ্টা সড়ক অবরোধের পর তারা সরে যান।

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এবং শ্রমিকদের দাবি পূরণের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নির্দেশে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন শ্রম ও কর্মসংস্থানমন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী এবং প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী মো. নুরুল হক।

ঘটনাস্থলে পৌঁছে তারা মালিক পক্ষ এবং শ্রমিক পক্ষের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা করেন।

সভা শেষে শ্রমিকদের উদ্দেশে মন্ত্রী বলেন, আমি প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে আজ আপনাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছি। আমরা আগামীকাল (আজ) বেলা ১১টায় শ্রমিক প্রতিনিধি, নাসা মেইনল্যান্ডের মালিক পক্ষ এবং বিজিএমইএ সভাপতিসহ সংশ্লিষ্ট সব পক্ষকে নিয়ে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে একটি বিশেষ সভা আহ্বান করেছি। মন্ত্রী আরও বলেন, বিষয়টি নিয়ে কিছু আইনি জটিলতা ও মামলা-মোকদ্দমা রয়েছে। তাই এমন একটি সমাধান বের করা হবে, যাতে শ্রমিকরা ক্ষতিগ্রস্ত না হন এবং মালিক পক্ষও তাদের স্বাভাবিক কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে।

প্রবাসী কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী মো. নুরুল হক শ্রমিকদের শান্ত হওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, এবারের ঈদুল ফিতরে সরকার ও সংশ্লিষ্ট সংগঠনগুলোর সমন্বিত প্রচেষ্টায় অন্যান্য সময়ের মতো রাস্তা অবরোধের মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়নি।

তিনি আরও বলেন, আপনারা জনদুর্ভোগ লাঘবে রাস্তা ছেড়ে দিন। আমরা আপনাদের সহযোগিতা করতে চাই এবং আপনাদের পক্ষ থেকেও সহযোগিতা কামনা করছি।

আলোচনাকালে নাসা মেইনল্যান্ড কর্তৃপক্ষ জানায়, বর্তমানে তাদের ব্যাংক হিসাব ও স্থাবর সম্পদ জব্দ থাকায় কারখানা পরিচালনা করা দুরূহ হয়ে পড়েছে। তবে তারা মার্চ মাসের বেতন পরিশোধে সক্ষম।

অন্যদিকে শ্রমিকদের পাওনা 'আর্নড লিভ' এর টাকা পরিশোধের ক্ষেত্রে সরকারের বিশেষ সহযোগিতা কামনা করেছে প্রতিষ্ঠানটি।

শ্রমমন্ত্রীর সুনির্দিষ্ট আশ্বাস এবং সোমবারের সভার সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে শ্রমিকরা আন্দোলন স্থগিত করে রাস্তা ছেড়ে দেন। এ সময় শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

কালের কণ্ঠ
। সোমবার। ৬ এপ্রিল ২০২৬

এ এস এল অ্যাপারেলসের বন্ধ কারখানা চালুর দাবিতে মানববন্ধন করে সবুজ-বাংলা গার্মেন্টিস শ্রমিক ফেডারেশন। গতকাল জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে। ছবি : কালের কণ্ঠ

NEWAGE
SATURDAY, MARCH 7, 2026,

The Samajtantrik Shramik Front holds a rally with several demands, including the payment of workers' wages and festival allowance in time, in Dhaka on Friday. — New Age photo

দৈনিক ইত্তেফাক
শুক্রবার
২৭ চৈত্র ১৪৩২, ১০ এপ্রিল ২০২৬

আশুলিয়ায় শ্রমিক ছাঁটাইয়ের প্রতিবাদে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ মিছিল

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

সাভারের আশুলিয়ার জামগড়া এলাকায় আইডিএস গ্রুপের ফ্যাশন ফোরাম লিমিটেড কারখানায় শ্রমিক ছাঁটাইয়ের প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল ও মানববন্ধন কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে আশুলিয়ার বাইপাইল মোড়ে জাতীয় গার্মেন্টস শ্রমিক ইউনিটির উদ্যোগে এসব কর্মসূচি পালন করা হয়। আয়োজিত মানববন্ধন ও বিক্ষোভ মিছিলে সভাপতিত্ব করেন জাতীয় গার্মেন্টস শ্রমিক ইউনিটির কেন্দ্রীয় সভাপতি মো. ফরিদুল ইসলাম।

শ্রমিকরা অভিযোগ করেন, গত ১৯ মার্চ শ্রমিক ছাঁটাইয়ের পর ৫ এপ্রিল আলোচনার মাধ্যমে ৯ এপ্রিল কারখানা খোলার সিদ্ধান্ত হলেও কাজে যোগ দিতে গিয়ে আবারও কিছু শ্রমিককে ভয়ভীতি দেখিয়ে চাকরিচ্যুত করা হয়েছে। একই সঙ্গে কিছু ব্যবস্থাপনা কর্মীর বিরুদ্ধে অর্থ আদায় ও নারী শ্রমিকদের হয়রানির অভিযোগও তোলা হয়।

মানববন্ধনে শ্রমিক নেতারা অভিযোগ করেন, ঈদের পরবর্তী সময়ে সাভার ও আশুলিয়া এলাকায় প্রায় ৫ হাজার শ্রমিক ছাঁটাই করা হয়েছে। এই ছাঁটাই হওয়া শ্রমিকদের কর্মসংস্থান কোথায় হবে তা নিয়ে তারা উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

সংবাদ
ঢাকা : সোমবার ২৩ চৈত্র ১৪৩২
Dhaka : Monday 6 April 2026

জয়পুরহাট : চিনিকল শ্রমিক-কর্মচারী ইউনিয়নের শ্রমিকদের বিক্ষোভ মিছিল -সংবাদ

জয়পুরহাট চিনিকল শ্রমিক-কর্মচারীদের বিক্ষোভ

প্রতিনিধি, জয়পুরহাট

স্থায়ী পদে মৌসুমি জনবলকে সমন্বয়, মজুরি কমিশনের শ্রমিকদের ১৫ শতাংশ বিশেষ সুবিধা প্রদান এবং সাশ্রয় নীতির অজুহাতে বন্ধ থাকা আর্থিক সুবিধা চালুর দাবিতে জয়পুরহাটে ফটক সভা ও বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল রোববার বেলা সাড়ে ১১টায় জয়পুরহাট চিনিকলের (জচিক) অস্থায়ী ইউনিয়ন ভবন কার্যালয়ে জচিক শ্রমিক-কর্মচারী ইউনিয়নের উদ্যোগে এ কর্মসূচি পালিত হয়। দাবি আদায় না হলে আগামীতে আরও কঠোর কর্মসূচির হুঁশিয়ারি দেন শ্রমিক নেতারা।

শ্রমিক-কর্মচারীদের প্রধান তিন দফা দাবির মধ্যে রয়েছে- ১৫ মে ২০২৪ তারিখে জারি করা স্থগিতাদেশটি অবিলম্বে প্রত্যাহার করে মৌসুমি জনবল থেকে যোগ্যতার ভিত্তিতে অভ্যন্তরীণভাবে স্থায়ী পদে সমন্বয় করা। যাতে ৫ বা ১০ বছর অন্তর পদোন্নতির মাধ্যমে দক্ষ জনবল তৈরি করা যায়। একই সঙ্গে স্থায়ী শূন্য পদে কোনো দৈনিক হাজিরা বা অবসরপ্রাপ্ত জনবল নিয়োগ দেয়া যাবে না।

তাদের দ্বিতীয় দাবিটি হলো- দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির কারণে বিগত সরকারের ঘোষিত ১৫ শতাংশ বিশেষ সুবিধার টাকা পে-কমিশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা ১ জুলাই ২০২৫ থেকে পেলেও মজুরি কমিশনের শ্রমিকরা তা পাচ্ছেন না। এ বিষয়ে দ্রুত অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে পরিপত্র জারি করতে হবে। এ ছাড়া আগামীতে কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শ্রমিকদের নতুন স্কেল একসঙ্গে ঘোষণা করার দাবি জানান তারা।

তৃতীয় দাবিতে বলা হয়, ২০১৬ সালের সাশ্রয় নীতির অজুহাতে সদর দপ্তরের বোর্ড সভার সিদ্ধান্তে শ্রমিক-কর্মচারীদের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা বন্ধ করে দেয়া হয়। বর্তমানে ২০০২ সালের সেটআপ অনুযায়ী মিলের কার্যক্রম চললেও সুবিধা দেয়া হচ্ছে না। তাই অবিলম্বে সাশ্রয় নীতির চিঠি প্রত্যাহার করে পূর্বের মতো সব আর্থিক সুবিধা প্রদান করতে হবে।

জচিক শ্রমিক-কর্মচারী ইউনিয়নের সভাপতি আলী আকতারের সভাপতিত্বে ফটক সভায় প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য দেন বাংলাদেশ চিনিশিল্প করপোরেশন শ্রমিক-কর্মচারী ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক জায়েদ হোসেন। এ ছাড়া আরও বক্তব্য দেন জয়পুরহাট চিনিকল শ্রমিক-কর্মচারী ইউনিয়নের সহসভাপতি মিজানুর রহমান, সহসাধারণ সম্পাদক আব্দুল হান্নান, প্রচার সম্পাদক আনিসুর রহমান ও কার্যকরী সদস্য সোহেল রানা প্রমুখ।

যুগান্তর
বৃহস্পতিবার ১৬ এপ্রিল ২০২৬

আয়কর বৈষম্য দূর করাসহ পাঁচ দাবি বিড়ি শ্রমিকদের

যুগান্তর প্রতিবেদন

আসন্ন বাজেটে বিড়ি শিল্পে শুল্ক বৃদ্ধি না করা, বিড়ি ও সিগারেটের অগ্রিম আয়করের বৈষম্য দূর করাসহ পাঁচ দফা দাবিতে সংবাদ সম্মেলন করেছে বাংলাদেশ বিড়ি শ্রমিক ফেডারেশন। জাতীয় প্রেস ক্লাবে বুধবার এ সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। শ্রমিকদের অন্য দাবিগুলো হলো, বিড়ি শ্রমিকদের কর্ম দিবস বৃদ্ধি করা, নিম্নস্তরের সিগারেটের মূল্য বৃদ্ধি করা এবং নকল বিড়ি উৎপাদন ও বিক্রি বন্ধ করা। এ সময় শ্রমিকরা কতিপয় এনজিও'র পক্ষ থেকে বাজেটে বিড়ির শুল্ক বৃদ্ধির প্রস্তাবের প্রতিবাদ করেন। বাংলাদেশ বিড়ি শ্রমিক ফেডারেশনের সহসভাপতি নাজিম উদ্দিনের সভাপতিত্বে সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক হারিক হোসেন। লিখিত বক্তব্যে তিনি বলেন, বিভিন্ন সময়ে দেশি ও বিদেশি ষড়যন্ত্রে বিড়ি শিল্পে বারবার মাত্রাতিরিক্ত শুল্ক বৃদ্ধি করা হয়েছে। অসম শুল্কের ভারে বিড়ি মালিকরা কারখানা বন্ধ করতে বাধ্য হচ্ছে। ফলে কর্ম হারাচ্ছে শ্রমিকরা। বর্তমান সরকার অসহায় মানুষের মুখে হাসি ফুটাতে ফ্যামিলি কার্ড দিচ্ছে। কিন্তু আমরা বিড়ি শ্রমিকরা ফ্যামিলি কার্ড চাই না, কর্ম করে জীবিকা নির্বাহ করতে চাই। সুতরাং বিড়ি শিল্পকে বাঁচাতে এবং শ্রমিকদের কর্ম রক্ষার্থে আগামী বাজেটে বিড়ি শিল্পের ওপর শুল্ক বৃদ্ধি না করার অনুরোধ করছি।

দৈনিক ইত্তেফাক
বৃহস্পতিবার
১৯ চৈত্র ১৪৩২, ২ এপ্রিল ২০২৬

আশুলিয়ায় দুই পোশাক কারখানা অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

সাভারের আশুলিয়ায় দুইটি তৈরি পোশাক কারখানা অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করেছে মালিকপক্ষ। গতকাল বুধবার সকালে কারখানা দুটির সামনে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধের নোটিশ টাঙ্গিয়ে দেওয়া হয়। এর ফলে সকালে শ্রমিকরা কারখানায় কাজে যোগদান করতে এসে ভিতরে প্রবেশ করতে পারেনি।

শ্রমিকরা জানান, সম্প্রতি আন্দোলনের মুখে আশুলিয়ার জামগড়া এলাকার ফ্যাশন ফোরাম লিমিটেড এবং কুটুরিয়া এলাকার জে এ অ্যাপারেলস কারখানা দুটি অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করেছে মালিকপক্ষ। বুধবার সকালে কারখানা দুটির মূল ফটকে বন্ধের নোটিশ টাঙিয়ে দেওয়া হলে শ্রমিকরা কাজে যোগ দিতে এসে কারখানায় প্রবেশ করতে পারেননি। এ সময় কারখানায় বন্ধের নোটিশ দেখে শ্রমিকরা বিক্ষোভের চেষ্টা করলে পুলিশ তাদের কারখানার সামনে থেকে সরিয়ে দেয়। পরে বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা বাড়ি ফিরে যান।

এদিকে বেতন ভাতা পরিশোধ না করেই কারখানা দুটি বন্ধ ঘোষণা করায় প্রায় ৪ হাজার শ্রমিক বিপাকে পড়েছেন। এ ঘটনায় ভুক্তভোগী শ্রমিকরা কারখানা খুলে দেওয়ার দাবিতে দুপুরে কারখানার সামনে অবস্থান নিয়ে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছেন।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
বুধবার ॥ ৮ এপ্রিল ২০২৬

বকেয়া বেতন দাবিতে মহাসড়ক অবরোধ

কুমিল্লা প্রতিনিধি

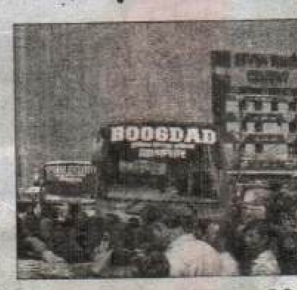

শ্রমিকদের সড়ক অবরোধ -বাংলাদেশ প্রতিদিন

বকেয়া বেতনের দাবিতে গতকাল কুমিল্লায় ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছে ইপিজেডের নাসা গ্রুপের শ্রমিকরা।
পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সকাল সোয়া ৯টার দিকে শ্রমিকরা মহাসড়কের পদুয়ার বাজার বিশ্বরোড এলাকায় অবস্থান নেন। এর আগে শ্রমিকরা ইপিজেড এলাকা থেকে বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে মহাসড়কে এসে জড়ো হন। পরে সড়ক অবরোধ করলে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের উভয় লেনে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। এতে মহাসড়কের দুই পাশে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। কুমিল্লা ইপিজেডের নাসা কোম্পানির শ্রমিক কামাল হোসেন জানান, নাসা গ্রুপ বিনা নোটিশে কারখানা বন্ধ ঘোষণা করেছে।
এছাড়াও দীর্ঘদিন ধরে শ্রমিকদের বেতন বকেয়া রয়েছে। ওসি মোহাম্মদ সিরাজুল মোস্তফা জানান, অবরোধে যানজটের সৃষ্টি হলে ইপিজেড শ্রমিকদের সরিয়ে দিয়ে মহাসড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক করা হয়।

সংবাদ
ঢাকা : সোমবার ২৩ চৈত্র ১৪৩২
Dhaka : Monday 6 April 2026

গতকাল রাজধানীর তেজগাঁওয়ে বেতন-ভাতার দাবিতে নাসা-গ্রুপের শ্রমিকদের বিক্ষোভ —সংবাদ

তেজগাঁওয়ে প্রায় চার ঘণ্টা পর সড়ক ছেড়েছে নাসা গ্রুপের শ্রমিকরা

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

বেতন-ভাতা পরিশোধের দাবিতে রাজধানীর তেজগাঁওয়ের সড়কে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ দেখানো নাসা গ্রুপের পোশাক শ্রমিকরা প্রায় চার ঘণ্টা পর সরে গেছেন। আলোচনার মাধ্যমে তাদের পাওনা নিয়ে সৃষ্ট সমস্যা সমাধানের আশ্বাসে গতকাল দুপুর ২টার দিকে তারা সড়ক ছেড়ে চলে যান বলে জানিয়েছেন তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানার ওসি মো. মাহমুদুর রহমান।

এরআগে সকাল ১০টার দিকে তেজগাঁও লিংক রোডে নাসা গ্রুপের অফিসের সামনে প্রায় ৭-৮শ' শ্রমিক জড়ো হয়ে বিক্ষোভ করতে থাকেন। পরে বেলা ১১টার দিকে তারা মহাখালী-নাবিস্কো প্রধান সড়কে অবস্থান নিলে সড়কের দু'পাশেই যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। এরফলে আশপাশের সড়কে যানজটের সৃষ্টি হয়। একপর্যায়ে পুলিশের অনুরোধে প্রায় আধঘণ্টা পর প্রধান সড়ক ছেড়ে দিলে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়ে আসে। কিন্তু তারা নাসা গ্রুপের অফিসের সামনে অবস্থান অব্যাহত রাখেন। বিক্ষোভের খবর পেয়ে শ্রমমন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী গিয়ে শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলেছেন বলে জানান ওসি মাহমুদুর রহমান।

তিনি বলেন, 'মন্ত্রী মহোদয় এসে শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলেছেন। শ্রমিকদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে আজ মন্ত্রণালয়ে মালিকপক্ষ, শ্রমিকপক্ষ ও সরকারের পক্ষের একটি বৈঠক হবে। বৈঠকে তাদের দাবির বিষয়ে সিদ্ধান্ত হবে, এমন আশ্বাসে শ্রমিকরা বিক্ষোভ প্রত্যাহার করে ফিরে গেছেন।' বর্তমানে পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে বলেও জানান তিনি।

এর আগে ট্রাফিক গুলশান বিভাগের এক ফেইসবুক পোস্টে শ্রমিকদের বিক্ষোভের কারণে তেজগাঁও থেকে মহাখালী রুটের উভয়পাশেই যান চলাচল বন্ধ থাকার কথা জানানো হয়েছিল। তখন বিকল্প হিসেবে এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে ব্যবহার করতে এবং মহাখালী ফ্লাইওভার ব্যবহার করতে বলা হয়েছিল। এছাড়া কাকলী থেকে গুলশান-নতুনবাজার হয়ে চলাচল করতেও বলা হয়েছিল।

২০২৪ সালের ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতন হলে আত্মগোপনে চলে যান নাসা গ্রুপের চেয়ারম্যান নজরুল ইসলাম মজুমদার। তিনি এক্সিম ব্যাংকেরও চেয়ারম্যান ছিলেন। ২ অক্টোবর তিনি গ্রেপ্তার হন। দুর্নীতি ও অর্থ আত্মসাতের কয়েকটি মামলায় আসামি করা হয় তাকে। এরপর থেকেই অস্থিরতা তৈরি হয় নাসা গ্রুপের কারখানাগুলোতে। শ্রমিকদের বেতন-ভাতা বকেয়া পড়তে থাকে। অন্যদিকে শ্রমিকরা বিক্ষোভে নামেন।

গত বছর সেপ্টেম্বরে কলকারখানা প্রতিষ্ঠান ও পরিদর্শন অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে শ্রমিক নেতাদের উপস্থিতিতে ত্রিপক্ষীয় সভায় নাসা গ্রুপের ১৬টি কারখানা বন্ধ ঘোষণা করা হয়। বলা হয়, বিদ্যুৎ-গ্যাসসংকট ও ক্রয়াদেশ না থাকায় আগামী ২৫ সেপ্টেম্বর থেকে এসব কারখানার সব কার্যক্রম বন্ধ থাকবে। আশুলিয়ার নিশ্চিন্তপুর এলাকায় ১০টি, গাজীপুরে দুটি, চট্টগ্রাম ইপিজেডে দুটি এবং কুমিল্লা ইপিজেডে দুটি কারখানা রয়েছে এর মধ্যে। ভোটের আগে আদালতের নির্দেশে নাসা গ্রুপের সম্পত্তি বিক্রি করে শ্রমিকদের বকেয়া বেতন ও 'সার্ভিস বেনিফিট' পরিশোধ করার কথা জানিয়েছিল অন্তর্বর্তী সরকার।

সংবাদ
ঢাকা : মঙ্গলবার ২৪ চৈত্র ১৪৩
Dhaka : Tuesday 7 April 2026

'সিনহা-মেডলার গ্রুপের' শ্রমিকদের বকেয়া বেতনের দাবিতে সড়ক অবরোধ

রাজধানীর পুরানা পল্টনে হাউজ বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশনের গলিতে শ্রমিকদের সড়ক অবরোধ —সংবাদ

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

বকেয়া বেতনের দাবি এবং 'অবৈধভাবে' ছাঁটাইয়ের প্রতিবাদে সড়ক অবরোধ করেছেন সিনহা-মেডলার গ্রুপের শ্রমিকরা। তাদের অভিযোগ, ঈদের ছুটি থেকে কর্মস্থলে ফিরে এসে তারা জানতে পারেন 'তাদের চাকরি নেই'।

গতকাল বিকেলে রাজধানীর পুরানা পল্টনে হাউজ বিল্ডিংয়ের পাশের সড়কে জড়ো হয়ে তারা বকেয়া বেতনের দাবিতে নানা স্লোগান দেন। এ সময় সড়কে যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।

আন্দোলনে অংশ নেয়া মো. সাজ্জাদ নিজেকে সিনহা-মেডলার গ্রুপের মেডলার এ্যাপারেলস লিমিটেডের (আশুলিয়া, সাভার) শ্রমিক দাবি করে বলেন, 'বেতন দিতে পারে না, ফ্যাক্টরি বন্ধ রাখছে। ঈদে বেতন দিছে অনেক দেরি কইরা। আমরা বাড়ি গেছি, তারপরে (ছুটি শেষে কর্মস্থলে ফেরত) আসছি। আইসা দেহি, ফ্যাক্টরি বন্ধ। আমাদের চাকরি নাই। বকেয়া বেতনও পরিশোধ করে নাই। চাকরি নাই, কোনো নোটিশও দেয় নাই। অহন (এখন) আমাগো দাবি, হয় চাকরি ফিরাইয়া দিতে হইবো। নাইলে বকেয়া বেতন আর শ্রমিক আইন অনুযায়ী সব সুবিধা দিতে অইব (হবে)। যাতে অন্য কোনোহানে (কোথাও) চাকরি পাইতে অসুবিধা না হয়।'

তিনি জানান, মোট ১১২ জন শ্রমিককে অবৈধভাবে ছাঁটাই করা হয়েছে। তাদের মধ্যে ৯০ জনের বেশি আন্দোলনে অংশ নিয়েছেন। বিভিন্ন সমস্যার কারণে বাকীরা আসতে পারেননি।

নিজেকে মেডলার এ্যাপারেলসের আয়রন ম্যান দাবি করে আরেকজন আন্দোলনকারী বলেন, নিয়োগের সময় মালিকপক্ষ শ্রমিক আইনের সব সুবিধা দেয়ার কথা বলেছিলেন। তবে এতদিন চাকরির পর এখন হঠাৎ

বকেয়া বেতনের দাবিতে সড়ক

(১২ পৃষ্ঠার পর)

ছাঁটাই করা হয়েছে। মালিকপক্ষের কেউ এ বিষয়ে 'কোনো জবাব দিচ্ছেন না'।

সাভারের কর্মীদের এখানে আন্দোলন কেনো, এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'সাভারের কারখানা ফ্যাক্টরি। এখানে ওপরে ওনাদের (মালিক) অফিস আছে। তাই আমরা এখানে এসেছি।'

ঘণ্টাখানেক সড়ক অবরোধ করে রাখার পর স্থানীয় পুলিশ এসে আন্দোলনরত শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলে তাদের সড়কের একপাশে সরিয়ে নেয়।

দৈনিক ইত্তেফাক
বুধবার
২৫ চৈত্র ১৪৩২, ৮ এপ্রিল ২০২৬

সাভারে বন্ধ কারখানা খুলে দেওয়ার দাবিতে শ্রমিক বিক্ষোভ

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

সাভারের আশুলিয়ায় বন্ধ কারখানা খুলে দেওয়াসহ বেতন-ভাতার দাবিতে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন একটি তৈরি পোশাক কারখানার শ্রমিকরা। এ সময় মহাসড়কের যান চলাচল বন্ধ হয়ে গেলে চরম দুর্ভোগে পড়েন যাত্রীরা। গতকাল মঙ্গলবার সকালে আশুলিয়ার বাইপাইল এলাকায় এ অবরোধ কর্মসূচি পালন করেন ইনজেনিটেক্স বিডি লিমিটেড নামক কারখানার শ্রমিকরা। এর আগে আশুলিয়ার শিমুলতলা এলাকায় অবস্থিত ইনজেনিটেক্স বিডি লিমিটেড কারখানার সামনে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেন ভুক্তভোগী শ্রমিকরা।

অবস্থান কর্মসূচি থেকে শ্রমিকরা জানান, কর্তৃপক্ষ তাদের দুই মাসের বকেয়া বেতন পরিশোধ না করে কারখানা বন্ধ করে রেখেছেন। এর মধ্যে ঈদ চলে গেছে; কিন্তু আমাদের ঈদ বোনাসও দেওয়া হয়নি। তাই অবিলম্বে দুই মাসের বকেয়া বেতন ও ঈদ বোনাস পরিশোধসহ বন্ধ কারখানাটি খুলে দেওয়ার দাবি জানান শ্রমিকরা। নইলে তারা কঠোর আন্দোলনে যাবেন বলে হুঁশিয়ারি দেন।

অবস্থান কর্মসূচি শেষে তারা মিছিল নিয়ে বাইপাইল এলাকায় গিয়ে সড়ক অবরোধ করে রাখেন। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে শ্রমিকদের মহাসড়ক থেকে সরিয়ে দিলে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

অন্যদিকে আশুলিয়ার নিশ্চিন্তপুর এলাকার নাসা গ্রুপের শ্রমিকরা বিভিন্ন দাবি আদায়ের লক্ষ্যে কারখানার সামনে অবস্থান নেন এবং কাঠগড়া এলাকার একটি তৈরি পোশাক কারখানার শ্রমিকরা বিভিন্ন দাবিতে আন্দোলন করেছেন।

NEW AGE SUNDAY, APRIL 12, 2026,

The Bangladesh Dainik Majuri Bhittik Karmachari Samiti form a human chain, protesting at the transfer of daily wage-based and master roll workers to the outsourcing process, in front of the National Press Club in Dhaka on Saturday. — New Age photo

কালের কণ্ঠ
বুধবার। ৮ এপ্রিল ২০২৬

কারখানা খুলে দেওয়াসহ বেতন-ভাতার দাবিতে গতকাল আশুলিয়ার বাইপাইল এলাকায় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন একটি তৈরি পোশাক কারখানার শ্রমিকরা।

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

সাভারে শ্রমিক বিক্ষোভ কুমিল্লায় শ্রমিকদের মহাসড়ক অবরোধ

- ১৫ কিলোমিটার যানজট, তীব্র গরমে যাত্রী দুর্ভোগ চরমে
- পুলিশের লাঠিপেটা, আটক ৪ আহত ১৫

কালের কণ্ঠ ডেস্ক ▷

বকেয়া পাওনা আদায়ের দাবিতে কুমিল্লা ও সাভারের আশুলিয়ায় শ্রমিকরা সড়ক অবরোধ করেছেন। এতে উভয় এলাকায় ব্যাপক যানজট সৃষ্টি হয়। শ্রমিকরা বন্ধ প্রতিষ্ঠান ফের চালুর দাবি জানিয়েছেন। আমাদের প্রতিনিধিদের পাঠানো প্রতিবেদন :

কুমিল্লা ইপিজেডে শ্রমিক বিক্ষোভ : কুমিল্লা প্রতিনিধি জানান, বেতন, বোনাস, সার্ভিস চার্জ ও প্রভিডেন্ট ফান্ডসহ দীর্ঘদিনের বকেয়া পাওনা পরিশোধের দাবিতে কুমিল্লা মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন কুমিল্লা ইপিজেডের নাসা গ্রুপের শ্রমিকরা। এতে মহাসড়কের উভয় পাশে যান চলাচল পুরোপুরি বন্ধ হয়ে ১৫ কিলোমিটার সড়কজুড়ে যানজটের সৃষ্টি হয়। ফলে চলমান গরমে চরম দুর্ভোগে পড়েন যাত্রী সাধারণ ও চালকরা। খবর পেয়ে দেড় ঘণ্টা পর আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে শ্রমিকদের লাঠিপেটা করে মহাসড়ক থেকে সরিয়ে দেয়। এ সময় ঘটনাস্থল থেকে চারজনকে আটক করা হয়েছে। আহত হয়েছে অন্তত ১৫ জন শ্রমিক। গতকাল মঙ্গলবার সকাল ১০টায় ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের কুমিল্লার পদুয়ার বাজার বিশ্বরোড এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সকাল সাড়ে ৯টা থেকে কুমিল্লা ইপিজেডের ১ ও ২ নম্বর গেট এলাকায় জড়ো হতে থাকেন নাসা গ্রুপের শ্রমিকরা। এক পর্যায়ে ১০টার দিকে বিক্ষোভ শুরু করেন তাঁরা। পরে পদুয়ার বাজার বিশ্বরোড এলাকায় গিয়ে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক অবরোধ করেন। তাঁরা মহাসড়কের ওপর বসে নাসা গ্রুপের বিরুদ্ধে বিভিন্ন স্লোগান দিতে থাকেন। এতে মহাসড়কের ঢাকা ও চট্টগ্রামমুখী উভয় লেনে যানবাহন চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। উভয় পাশে অন্তত ১৫ কিলোমিটার দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। খবর পেয়ে সেনাবাহিনী, হাইওয়ে ও জেলা পুলিশসহ প্রশাসনের কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলে গিয়ে শ্রমিকদের সড়ক ছেড়ে দেওয়ার অনুরোধ জানান। এ সময় আন্দোলনকারীরা পুলিশের সঙ্গে 'অসৌজন্যমূলক আচরণ' করলে তাদের লাঠিপেটা করা হয়। ঘটনাস্থল থেকে আটক করা হয় একাধিক শ্রমিককে। এ সময় অন্তত ১৫ জন শ্রমিক আহত হন। পরে দুপুর পৌনে ১২টায় আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর তোপের মুখে শ্রমিকরা মহাসড়ক ছেড়ে দিলে যানবাহন চলাচল শুরু হয়।

নাসা গ্রুপের শ্রমিক নয়ন বলেন, 'নাসা গ্রুপের তিনটি প্রতিষ্ঠান অন্তত ১৫০০ শ্রমিকের বকেয়া বেতন-ভাতা পরিশোধ না করে তারা প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ ঘোষণা করে। প্রথম দিকে কর্তৃপক্ষ পাওনা পরিশোধের আশ্বাস দিলেও এখনো তা বাস্তবায়ন করছে না। গত অক্টোবর থেকে দীর্ঘ সাত মাস হয়ে গেছে আমরা এখনো বেতন, বোনাস, সার্ভিস চার্জ ও প্রভিডেন্ট ফান্ড কোনো কিছুই পাইনি। বরং আজ মহাসড়ক অবরোধ করে শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের মাধ্যমে দাবি আদায় করতে চাইলে উল্টো আমাদের পেটানো হয়।' নাসা ডেনিমের শ্রমিক মো. ইসাক আলী বলেন, 'বেপজা কর্তৃপক্ষ কয়েক দিন আগে গোপনে ৩০-৩৫ জনকে ডেকে সমঝোতার চেষ্টা করলেও প্রায় এক হাজার ৫০০ শ্রমিকের পাওনার বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি।' দ্রুত তাদের সব পাওনা পরিশোধ না করলে আবারও মহাসড়ক অবরোধের হুঁশিয়ারি দেন তিনি।

কুমিল্লা হাইওয়ে ময়নামতী থানার ওসি আব্দুল মমিন বলেন, প্রায় পৌনে দুই ঘণ্টা মহাসড়কে যান চলাচল বন্ধ থাকায় দীর্ঘ যানজট তৈরি হয়েছিল। পরে আন্দোলনকারীরা মহাসড়ক ছেড়ে দিলে দুপুর ২টার মধ্যে যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক হয়।

সাভারে শ্রমিক বিক্ষোভ : সাভার (ঢাকা) প্রতিনিধি জানান, সাভারের আশুলিয়ায় বন্ধ কারখানা খুলে দেওয়াসহ বেতন-ভাতার দাবিতে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছে একটি তৈরি পোশাক কারখানার শ্রমিকরা। এ সময় মহাসড়কের যান চলাচল বন্ধ হয়ে গেলে চরম দুর্ভোগে পড়েন যাত্রীরা। মঙ্গলবার সকালে আশুলিয়ার বাইপাইল এলাকায় এ অবরোধ কর্মসূচি পালন করেন ইনজেনিটেক্স বিডি লিমিটেড নামক কারখানার শ্রমিকরা। এর আগে আশুলিয়ার শিমুলতলা এলাকায় অবস্থিত ইনজেনিটেক্স বিডি লিমিটেড কারখানার সামনে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেন ভুক্তভোগী শ্রমিকরা। শ্রমিকরা জানান, কর্তৃপক্ষ তাদের দুই মাসের বকেয়া বেতন পরিশোধ না করে কারখানা বন্ধ করে রেখেছে। এর মধ্যে ঈদ চলে গেছে, কিন্তু তাদের ঈদ বোনাসও দেওয়া হয়নি।' তাই অবিলম্বে দুই মাসের বকেয়া বেতন ও ঈদ বোনাস পরিশোধসহ বন্ধ কারখানাটি খুলে দেওয়ার দাবি জানান শ্রমিকরা। অবস্থান কর্মসূচি শেষে তাঁরা মিছিল নিয়ে বাইপাইল এলাকায় গিয়ে সড়ক অবরোধ করে রাখেন। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে শ্রমিকদের মহাসড়ক থেকে সরিয়ে দিলে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়। অন্যদিকে আশুলিয়ার নিশ্চিন্তপুর এলাকার নাসা গ্রুপের শ্রমিকরা বিভিন্ন দাবি আদায়ের লক্ষ্যে কারখানার সামনে অবস্থান নেন এবং কাঠগড়া এলাকার একটি তৈরি পোশাক কারখানার শ্রমিকরাও বিভিন্ন দাবিতে আন্দোলন করেছেন।

NEW AGE

SATURDAY, MARCH 7, 2026, PHALGUN 22, 1432 BS

The Poshak Sramik Unnayan Janakalyan Sangstha brings out a procession, marking International Women's Day, on the Topkhana Road in Dhaka on Friday. — New Age photo

দৈনিক ইত্তেফাক

২২ এপ্রিল ২০২৬

কালিয়াকৈরে শ্রমিকদের বিক্ষোভ

■ কালিয়াকৈর (গাজীপুর) সংবাদদাতা

গাজীপুরের কালিয়াকৈরে বাৎসরিক ছুটির টাকার দাবিতে আহসান কম্পোজিট কারখানার শ্রমিকরা কর্মবিরতি, বিক্ষোভ ও ভাঙচুর চালিয়েছে। এ সময় পুলিশের সঙ্গে ধাওয়া-পালটা ধাওয়ার ঘটনাও ঘটে। এতে কয়েক জন শ্রমিক আহত হয়েছেন বলে জানিয়েছে পুলিশ। গতকাল সকালে বাৎসরিক ছুটির টাকার পরিশোধের দাবিতে কারখানার সামনে কর্মবিরতি ও বিক্ষোভ শুরু করেন শ্রমিকরা। একপর্যায়ে কারখানা কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের সঙ্গে আলোচনা করতে চাইলে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। এ সময় ক্ষুব্ধ শ্রমিকরা কারখানার অফিস কক্ষের বিভিন্ন আসবাবপত্র ভাঙচুর করে। বাধা দিতে গেলে কয়েক জন কর্মকর্তা আহত হয়েছেন বলে কারখানা সূত্রে জানা গেছে।

যুগান্তর | সোমবার ২০ এপ্রিল ২০২৬ ৭ বৈশাখ ১৪৩৩

কালিয়াকৈরে শ্রমিক অসন্তোষের জেরে কারখানা বন্ধ

কালিয়াকৈর (গাজীপুর) প্রতিনিধি

কালিয়াকৈরের রতনপুরে শ্রমিক হেনস্তার অভিযোগে শ্রমিক অসন্তোষের জেরে একটি কারখানায় ভাঙচুর ও কর্মকর্তাদের আহত করেন কর্মরত শ্রমিকরা। আহতদের স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ওই ঘটনায় অনির্দিষ্টকালের জন্য কারখানাটি বন্ধ করে দিয়েছে কারখানা কর্তৃপক্ষ। শনিবার সকালে রতনপুরের করোনী ফ্যাসান লিমিটেড পোশাক তৈরি কারখানা বন্ধ ঘোষণা করা হয়।

কারখানা ও পুলিশ সূত্র জানায়, ১৬ এপ্রিল সকালে অসুস্থ হয়ে তিনদিন পর কারখানায় আসেন শহিদুল ইসলাম নামে এক অপারেটর। কারখানায় প্রবেশের পরে তাকে অ্যাডমিন অফিসে নিয়ে যান নিরাপত্তাকর্মীরা। এ সময় কারখানা থেকে শহিদুলকে বের হয়ে যেতে বলেন কর্তৃপক্ষ। কালিয়াকৈরের ওসি সহিদুল ইসলাম পিপিএম জানান, শ্রমিক অসন্তোষের জেরে কারখানা বন্ধ করে দিয়েছে কর্তৃপক্ষ। নিরাপত্তায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

দেশ রূপান্তর শনিবার, ১৮ এপ্রিল ২০২৬,

কুষ্টিয়ায় মালিক-শ্রমিক দ্বন্দ্বে বাস চলাচল বন্ধ

পূর্ব ঘোষণা ছাড়াই বাস বন্ধ থাকায় চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন স্থানীয় যাত্রীরা

কুষ্টিয়া প্রতিনিধি

কুষ্টিয়ায় বাস মালিক ও শ্রমিক ইউনিয়নের দ্বন্দ্বে অনির্দিষ্টকালের জন্য বাস চলাচল বন্ধের ঘোষণা দিয়েছেন পরিবহন শ্রমিকরা। এতে গতকাল শুক্রবার সকাল থেকেই অভ্যন্তরীণ সব রুটে কুষ্টিয়ার মালিক গ্রুপ ও মালিক সমিতির যাত্রীবাহী বাস চলাচল বন্ধ রয়েছে।

এতে কুষ্টিয়া-মেহেরপুর, কুষ্টিয়া-প্রাগপুর রুটসহ খুলনা-যশোর, রাজবাড়ী-ফরিদপুর-বরিশাল, রাজশাহী-পাবনা-সিরাজগঞ্জসহ অন্যান্য সব রুটে মালিক গ্রুপ ও মালিক সমিতির কোনো বাস ছেড়ে যায়নি। শুধুমাত্র কুষ্টিয়া থেকে ঢাকাগামী দূরপাল্লার বাসগুলো চলাচল করছে।

পূর্ব ঘোষণা ছাড়াই হঠাৎ করে যাত্রীবাহী পরিবহন বন্ধ থাকায় চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন ওই সব রুটের গন্তব্যে যাওয়া যাত্রীরা।

এ বিষয়ে জানতে চেয়ে মুঠোফোনে আলাপকালে কুষ্টিয়া জেলা মোটর শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি মাহাবুল হক বলেন, 'বাস-মিনিবাস মালিক গ্রুপের বাসের মতোই কুষ্টিয়া-খুলনা-যশোর রুটে আমাদের শ্রমিক ইউনিয়নের বাস অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। অথচ মালিক গ্রুপ তাদের পরিবহনের ক্ষেত্রে সে সব সুযোগ-সুবিধা ভোগ করেন, আমাদের শ্রমিক ইউনিয়নের পরিবহনের ক্ষেত্রে সেসব সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয় না। দীর্ঘদিন ধরে বিদ্যমান এই বৈষম্যের অবসান ঘটাতে গত ৮ এপ্রিল মালিক গ্রুপের সঙ্গে একটা সমঝোতা বৈঠক হয়। সেখানে নেওয়া সিদ্ধান্ত মতে, গত ১৫ এপ্রিলের মধ্যে শ্রমিক ইউনিয়নের দাবি মালিক গ্রুপের মেনে নেওয়ার শেষ সময় পার হয়ে গেছে। অথচ মালিক গ্রুপ তাদের কমিটমেন্ট বাস্তবায়ন করেননি। মালিক গ্রুপ শ্রমিকদের দাবি না মানায় আজ (শুক্রবার) সকাল থেকে সব রুটে বাস মিনিবাস চলাচল অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ রাখা হয়েছে। দাবি না মানা পর্যন্ত এই কর্মসূচি প্রত্যাহার হবে না বলে শ্রমিক ইউনিয়ন সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এতে কুষ্টিয়ার কোনো বাস ছেড়ে যায়নি।'

কুষ্টিয়া জেলা বাস-মিনিবাস মালিক গ্রুপের সাধারণ সম্পাদক রফিকুল ইসলাম জানান, এক সপ্তাহ আগে পরিবহন শ্রমিক ইউনিয়নের নেতাকর্মীরা তাদের দুটি দাবির কথা জানান। একটি হলো পরিবহন চালানোর জন্য মালিকরা যেসব সুযোগ-সুবিধা পান, তাদেরও একই সুযোগ-সুবিধা দিতে হবে। দ্বিতীয়তটি হলো, শ্রমিক সংগঠনের মালিকানার একটি বাস কুষ্টিয়া-খুলনা রুটে চলাচলের অনুমোদন দিতে হবে। শ্রমিকদের এসব দাবি পূরণ না করায় তারা সকাল থেকে সব রুটে বাস চলাচল বন্ধ রেখেছেন। শুধুমাত্র কুষ্টিয়া থেকে ঢাকাগামী রুটে বাস চলাচল করছে।

বণিক বার্তা শুক্রবার, এপ্রিল ২৪, ২০২৬

বেতন বৃদ্ধির দাবিতে স্যামসাং কর্মীদের বিক্ষোভ

বণিক বার্তা ডেস্ক

দক্ষিণ কোরিয়ার পিয়ংট্যাক শহরে স্যামসাং ইলেকট্রনিকসের চিপ কারখানার সামনে বিক্ষোভ সমাবেশ করেছেন হাজার হাজার কর্মী। গতকাল আয়োজিত এ সমাবেশে কর্মীরা উচ্চতর বোনাস ও বেতন বাড়ানোর দাবি জানান। দাবি না মানলে তারা বড় ধরনের ধর্মঘটের হুমকিও দেন। খবর রয়টার্স। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এআই বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ক্রমবর্ধমান চাহিদার কারণে সম্প্রতি বড় মুনাফা দেখছে স্যামসাংয়ের মেমোরি চিপ ব্যবসা। ইউনিয়ন নেতাদের দাবি, কোম্পানি বিশাল মুনাফা করলেও কর্মীদের ন্যায্য পাওনা দিচ্ছে না।

প্রায় ৪০ হাজার কর্মী নিয়ে বিক্ষোভটি এমন এক সময়ে হচ্ছে যখন স্যামসাংয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠান 'এসকে হাইনিক্স' ইতিহাসে সর্বোচ্চ ত্রৈমাসিক আয়ের রেকর্ড গড়েছে।

স্যামসাংয়ের প্রায় ৭৪ হাজার কর্মীর প্রতিনিধিত্বকারী ইউনিয়ন জানিয়েছে, দাবি পূরণ না হলে আগামী ২১ মে থেকে ১৮ দিনের কর্মবিরতি শুরু হবে। ধর্মঘট শুরু হলে কোম্পানির প্রতিদিন ১ ট্রিলিয়ন ওন (প্রায় ৬৭ কোটি ৬০ লাখ ডলার) করে ক্ষতি হতে পারে। ইউনিয়ন নেতা চোই সেউং-হো বলেন, 'দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আমাদের এ লড়াই থামবে না।'

উল্লেখ্য, নিক্কেই এশিয়ার প্রতিবেদন অনুযায়ী, চলতি বছরের প্রথম প্রান্তিকে (জানুয়ারি-মার্চ) কোম্পানিটির পরিচালন মুনাফা গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ৭৫৫ শতাংশ বেড়েছে, যা বাজার বিশ্লেষকদের প্রত্যাশাকেও ছাড়িয়ে গেছে।

প্রাথমিক আর্থিক প্রতিবেদনে সম্প্রতি স্যামসাং জানায়, বছরের প্রথম তিন মাসে কোম্পানির পরিচালন মুনাফা দাঁড়িয়েছে ৫৭ দশমিক ২ ট্রিলিয়ন ওন (প্রায় ৩ হাজার ৮৬০ কোটি ডলার)।

প্রথম আলো
শনিবার, ১৮ এপ্রিল ২০২৬,

কাঁচপুরে শ্রমিকদের বিক্ষোভ, নিরাপত্তা-ক্ষতিপূরণের দাবি

রানা প্লাজা ধসের ১৩ বছর

দায়ী ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁ উপজেলার কাঁচপুরে বিক্ষোভ সমাবেশ হয়েছে।

প্রতিনিধি, *নারায়ণগঞ্জ*

রানা প্লাজা ধসের ১৩ বছর পূর্তি উপলক্ষে শ্রমিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, নিহত ব্যক্তিদের পরিবারকে আজীবন আয়ের সমপরিমাণ ক্ষতিপূরণ প্রদান এবং দায়ী ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁ উপজেলার কাঁচপুরে বিক্ষোভ সমাবেশ হয়েছে। গতকাল শুক্রবার বিকেল পাঁচটার দিকে কাঁচপুর ব্রিজসংলগ্ন মহাসড়কে গার্মেন্টস শ্রমিক ফ্রন্টের উদ্যোগে এ সমাবেশ হয়।

সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের কাঁচপুর শিল্পাঞ্চল শাখার সংগঠক আসমা বেগম। বক্তব্য দেন গার্মেন্টস শ্রমিক ফ্রন্ট নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখার সভাপতি সেলিম মাহমুদ, রি-রোলিং স্টিল মিলস শ্রমিক ফ্রন্টের সাধারণ সম্পাদক এস এম কাদির, সহসভাপতি হাসনাত কবির, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক মোফাজ্জল হোসেন, সিদ্ধিরগঞ্জ থানা শাখার সভাপতি রুহুল আমিন, রূপগঞ্জ শাখার সভাপতি সোহেল হোসেন, গাবতলী পুলিশ লাইনস শিল্পাঞ্চল শাখার সহসভাপতি শহিদুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক খোরশেদ আলম, ইব্রাহিম হাওলাদারসহ অন্যরা।

বক্তারা বলেন, ২০১৩ সালের ২৪ এপ্রিল সংঘটিত রানা প্লাজা ধস দেশের ইতিহাসে ভয়াবহ শিল্প দুর্ঘটনাগুলোর একটি। এতে ১ হাজার ১৩২ জন শ্রমিক নিহত এবং প্রায় আড়াই হাজার শ্রমিক আহত হন। এত বড় ঘটনার পরও এখনো দায়ী ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত হয়নি এবং ক্ষতিগ্রস্ত অনেক শ্রমিক ও তাঁদের পরিবার ন্যায্য ক্ষতিপূরণ পায়নি।

তাঁরা অভিযোগ করে বলেন, রানা প্লাজার ঘটনার পর কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা নিশ্চিত হওয়ার কথা থাকলেও বাস্তবে পরিস্থিতির তেমন উন্নতি হয়নি।

সময়ের আলো শনিবার। ২৫ এপ্রিল ২০২৬

দুই শ্রমিক সংগঠনের দ্বন্দ্ব

চাঁপাইনবাবগঞ্জে অনির্দিষ্টকালের বাস ধর্মঘট

• চাঁপাইনবাবগঞ্জ প্রতিনিধি

চাঁদা আদায়কে কেন্দ্র করে শ্রমিকদের দুটি সংগঠনের বিরোধের জেরে চাঁপাইনবাবগঞ্জে অনির্দিষ্টকালের বাস ধর্মঘট শুরু হয়েছে। শুক্রবার সকাল থেকে দূরপাল্লাসহ আন্তঃজেলা ও উপজেলার সব রুটে বাস চলাচল বন্ধ করে দেন শ্রমিকরা। এতে চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন সাধারণ যাত্রীরা।

জেলা ট্রাক, ট্যাঙ্কলরি ও কভার্ড ভ্যান শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক আনারুল ইসলাম আনার জানান, দীর্ঘদিন ধরে দুটি সংগঠন একীভূত হয়ে শ্রমিকদের কল্যাণে নির্ধারিত হারে চাঁদা আদায় করছেন তারা। কিন্তু হঠাৎ করেই মোটরশ্রমিক ইউনিয়নের নামে চাঁপাইনবাবগঞ্জ শহরের হরিপুরে আলাদাভাবে চাঁদা আদায় শুরু করে একটি পক্ষ। এর প্রতিবাদে শ্রমিকরা অনির্দিষ্টকালের জন্য কর্মবিরতি শুরু করেছেন। সুষ্ঠু সমাধান না হওয়া পর্যন্ত কর্মবিরতি চলবে। এদিকে জেলা মোটরশ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রউফ জুলমত জানান, তারা নিয়ম মেনেই শুধু বাস থেকে চাঁদা আদায় করছেন।

কালের কণ্ঠ
ঢাকা। শনিবার। ২৫ এপ্রিল ২০২৬

বিচার ক্ষতিপূরণ পুনর্বাসন দাবি

রানা প্লাজা ট্র্যাজেডির ১৩ বছর

সাভার (ঢাকা) প্রতিনিধি ▷

সাভারে রানা প্লাজা ট্র্যাজেডির ১৩ বছর পূর্ণ হয়েছে গতকাল শুক্রবার। এ উপলক্ষে রানা প্লাজার সামনে নির্মিত অস্থায়ী শহীদ বেদিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান আহত শ্রমিক, নিহতদের পরিবারের সদস্যসহ বিভিন্ন শ্রমিক ও রাজনৈতিক সংগঠনের নেতাকর্মীরা। এর আগে তাঁরা সকাল থেকেই বিক্ষোভ মিছিল ও মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেন। এসব কর্মসূচিতে তাঁরা সরকারের কাছে রানা প্লাজার মালিক সোহেল রানার ফাঁসিসহ জড়িত অন্যদের বিচার, ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসন দাবি করেন।

একই সঙ্গে রানা প্লাজার জায়গা ও সম্পদ বাজেয়াপ্ত করে আহত ও নিহত শ্রমিদের পরিবারকে পুনর্বাসন, আহতদের সুচিকিৎসা, দায়ী ব্যক্তিদের সর্বোচ্চ শাস্তি নিশ্চিত, ২৪ এপ্রিলকে জাতীয় শোক দিবস ঘোষণা, রানা প্লাজার সামনে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ, শ্রমিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত, শ্রমিকদের এক জীবনের আয়ের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দাবিও জানান বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠনের নেতারা।

বাংলাদেশ গার্মেন্টি ও সোয়েটার্স শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের আইনবিষয়ক সম্পাদক খাইরুল মামুন মিন্টু বলেন, রানা প্লাজা ধসের ঘটনায় এখনো আহত ও নিহত ব্যক্তিদের ক্ষতিপূরণ নিশ্চিত করা হয়নি। রানা প্লাজার আহত শ্রমিকরা চিকিৎসার জন্য দ্বারে দ্বারে ঘুরছেন। আইএলও কনভেনশন ১২১ অনুসারে নিহত ও আহত শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ নিশ্চিত করতে হবে। ওই ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের বিচার করতে হবে।

তিনি আরো বলেন, রানা প্লাজা ও তাজরীন কারখানায় বিশ্বের অন্যতম বড় শ্রমিক হত্যার উদাহরণ হলেও এসব মামলার বেশির ভাগ আসামি বর্তমানে জামিনে মুক্ত। শুধু ভবন মালিক সোহেল রানা ছাড়া অন্যদের বিরুদ্ধে কার্যকর বিচার এখনো দৃশ্যমান নয়।

বাংলাদেশ পোশাক শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি তুহিন চৌধুরী বলেন, 'প্রতিবছর একটি নির্দিষ্ট দিনে আমরা এখানে আসি, আবার দিনশেষে বাড়ি ফিরে যাই। সরকার পরিবর্তন হয়, কিন্তু রানা প্লাজার শ্রমিকদের ভাগ্যের পরিবর্তন হয়নি। এতগুলো মানুষ মারা গেল, অনেকেই আহত হলো, কিন্তু তাদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়া হচ্ছে না।'

বিপ্লবী গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি অরবিন্দু ব্যাপারী বিন্দু বলেন, 'রানা প্লাজা ধসের ১৩ বছরে দোষীদের বিচার দেখতে পাইনি। আগের সরকার বিচারের আশ্বাস দিয়েছিল, কিন্তু বিচার হয়নি। বর্তমান বিএনপি সরকারের কাছে আমাদের দাবি—ন্যায্য দাবিগুলো যেন পূরণ করে তারা।'

বাংলাদেশ গার্মেন্টস অ্যান্ড শিল্প শ্রমিক ফেডারেশন, গার্মেন্টি শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র, গার্মেন্টস শ্রমিক অধিকার আন্দোলন, বাংলাদেশ টেক্সটাইল-গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশন, জাতীয় মুক্তি কাউন্সিল, গার্মেন্টস শ্রমিক জোট বাংলাদেশ, গার্মেন্টস শ্রমিক টেক্সটাইল ফেডারেশন, গার্মেন্টি শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র, ন্যাশনাল ওয়ার্কার্স ইউনিটি সেন্টার, গ্রামীণ বাংলা গার্মেন্টস ওয়ার্কার্স ফেডারেশনসহ নানা শ্রমিক সংগঠনের নেতাকর্মীসহ নিহত ব্যক্তিদের স্বজন ও আহত শ্রমিকরা অস্থায়ী বেদিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

২০১৩ সালের ২৪ এপ্রিল রানা প্লাজা ধসের ঘটনায় হাজারো লোকের প্রাণহানিসহ আহত হন আড়াই হাজারের অধিক শ্রমিক-কর্মচারী। এ ঘটনায় ভবন মালিক সোহেল রানাসহ ৪১ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দেয় সিআইডি। ২০১৬ সালে শুরু হয় বিচারিক কার্যক্রম। শুরু হলেও একের পর এক আইনি জটিলতা, উচ্চ আদালতে আবেদন, সাক্ষ্যগ্রহণে ধীরগতি—সব মিলিয়ে মামলাটি যেন আটকে যায় দীর্ঘ সময়ের ফাঁদে।

রানা প্লাজা ধসের ঘটনায় করা হত্যা মামলায় সাক্ষী করা হয় ৫৯৪ জনকে। কিন্তু এখন পর্যন্ত সাক্ষ্য দিয়েছেন মাত্র ১৪৫ জন। গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষীদের আদালতে উপস্থিত করতে বারবার আদেশ দিলেও সাক্ষী হাজির করতে পারছে না পুলিশ। দেশের সর্বোচ্চ আদালতের আপিল বিভাগ ২০২৪ সালের জানুয়ারিতে ছয় মাসের মধ্যে মামলা শেষ করতে নির্দেশ দিলে তাতেও কর্ণপাত করেননি সাক্ষী, পুলিশ, বিচারক কেউই। ফলে বিচার প্রক্রিয়া আজও অনিশ্চয়তার বৃত্তে ঘুরপাক খাচ্ছে।

অন্যদিকে মামলার একমাত্র গ্রেপ্তার আসামি সোহেল রানার পক্ষের আইনজীবীরা এখনো তাঁকে নির্দোষ দাবি করে বলেন, অন্যায়ভাবে আটকে রাখা হয়েছে তাঁকে। এমন নৃশংস ঘটনার বিচার নিয়েও এখন তৈরি হয়েছে অনিশ্চয়তা। আগামী ৩০ এপ্রিল এ মামলায় ফের সাক্ষ্যগ্রহণ হওয়ার কথা রয়েছে। যদি রাষ্ট্রপক্ষ আদালতে সাক্ষী হাজির করতে পারে তবেই মামলাটি নিষ্পত্তির দিকে এগিয়ে যাবে।

দৈনিক ইত্তেফাক
২৭ এপ্রিল ২০২৬

খুলনায় জুট মিল শ্রমিকদের অবস্থান ধর্মঘট

■ খুলনা অফিস

বকেয়া পাওনা পরিশোধ, লে-অফ ঘোষণা বাতিল ও বন্ধ ঘোষিত সরকারি জুট মিল পুনরায় চালুর দাবিতে অবস্থান ধর্মঘট পালন করেছেন জুট মিলের শ্রমিকরা। গতকাল রবিবার দুপুরে নগরীর খালিশপুরে দৌলতপুর জুট মিলের প্রধান ফটকের সামনে এ কর্মসূচি পালন করা হয়।

ধর্মঘটে অংশ নিয়ে শ্রমিক নেতারা জানান, শ্রমিকদের বকেয়া বেতন দ্রুত পরিশোধ করতে হবে। পাশাপাশি লে-অফ করা সরকারি জুট মিলগুলো পুনরায় চালু এবং দেশের ঐতিহ্যবাহী পাটশিল্প রক্ষায় কার্যকর উদ্যোগ নেওয়ার দাবি জানান তারা। এ সময় বক্তারা হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, দ্রুত দাবি বাস্তবায়ন না হলে আগামী দিনে আরো কঠোর কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে।

দৌলতপুর জুট মিল কারখানা কমিটির সভাপতি জয়নাল আবেদীনের সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তৃতা করেন কেন্দ্রীয় পাটশ্রমিক দলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আবু দাউদ বিন মুহাম্মদ, প্লাটিনাম জুবিলি জুট মিলস শ্রমিক ইউনিয়নের সাবেক সভাপতি খলিলুর রহমান প্রমুখ।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
বুধবার ॥ ২২ এপ্রিল ২০২৬

বকেয়া দাবিতে শ্রমিকদের বিক্ষোভ

গাজপুর প্রতিনিধি

গাজীপুরের সদর উপজেলায় বকেয়া বেতন এবং কালিয়াকৈরে বার্ষিক ছুটির টাকার দাবিতে দুটি কারখানায় শ্রমিক বিক্ষোভের ঘটনা ঘটেছে। উভয় স্থানেই শ্রমিকরা পুলিশকে লক্ষ্য করে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে। পুলিশও টিয়ার শেল নিক্ষেপ করে আন্দোলনরত শ্রমিকদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়। এ সময় পুলিশ, কারখানার কর্মকর্তা ও বেশ কয়েকজন শ্রমিক আহত হন।

গাজীপুর সদর উপজেলায় একটি সিরামিকস কারখানার শ্রমিকরা বকেয়া বেতনের দাবিতে বিক্ষোভ করেছেন। পুলিশ ও স্থানীয়রা জানান, মার্চ মাসের বকেয়া বেতনের দাবিতে গাজীপুর সদর উপজেলার ডগরী (নয়াপাড়া) এলাকায় প্যারাগন সিরামিকস কারখানার শ্রমিকরা সোমবার রাত ৮টার দিকে ফিডার রোড অবরোধ করে বিক্ষোভ শুরু করেন। তারা কারখানার প্রধান ফটক ও সিসি ক্যামেরা ভাঙচুর করেন। পুলিশ গেলে শ্রমিকরা তাদের লক্ষ্য করে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করেন। পরে শিল্পপুলিশ টিয়ার শেল ও সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ করে শ্রমিকদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়। এ সময় কয়েকজন শ্রমিক আহত হয়েছে বলে আন্দোলনরত শ্রমিকরা দাবি করেছেন। এদিকে কালিয়াকৈরে আহসান কম্পোজিট কারখানার শ্রমিকরা বার্ষিক ছুটির টাকা শতভাগ পরিশোধের দাবিতে গতকাল সকাল ৮টার দিকে কর্মবিরতি ও বিক্ষোভ করতে থাকেন। শ্রমিকরা কারখানার অফিসকক্ষ, দরজা, টেবিল, কয়েকটি কম্পিউটার ও ল্যাপটপ ভাঙচুর করেন। শ্রমিকদের হামলায় কয়েকজন কর্মকর্তা আহত হন। খবর পেয়ে শিল্পপুলিশ গেলে ইটপাটকেল ছোড়েন শ্রমিকরা। পুলিশের সঙ্গে শ্রমিকদের ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটে। পরিদর্শক মোরশেদ জামান জানান, কারখানার নিরাপত্তায় আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য মোতায়েন রয়েছে।

NEW AGE
SATURDAY, APRIL 25, 2026, BAISHAKH 12, 1433 BS

C'nawabganj bus services halted amid worker dispute

Staff Correspondent · Rajshahi

BUS services on long-distance, inter-district and intra-upazila routes from Chapainawabganj remained suspended on Friday following a dispute between two transport worker organisations over toll collection from vehicles, causing severe suffering to passengers.

According to the transport leaders and activists, there had been a long-standing feud between Chapainawabganj district Bus, Minibus, and Coach Paribahan Sramik Union and Chapainawabganj district Truck, Tank-Lorry and Covered Van Sramik Union over collecting money from buses operating from Chapainawabganj.

Anarul Islam, general secretary of the truck, tank-lorry and covered van sramik union, said that leaders and activists of the bus, minibus, and coach paribahan sramik union were forcibly collecting Tk 30 from drivers and helpers on roads.

He claimed that under the 2018 law, no organisation was allowed to collect money from vehicles on roads and that such collections could only take place at designated terminals.

He also alleged that members of the bus sramik union threatened and assaulted drivers and helpers during collection drives which forced them to suspend the bus services.

Anarul said that they would also suspend the truck services on Saturday morning over the issue.

However, Bus, Minibus, and Coach Paribahan Sramik Union general secretary Abdur Rauf Julmot said that the conflict originated from a long-standing organisational dispute linked to restructuring of transport labour unions under a government gazette notification issued in 2006.

He said that the original organisation, formed in 1984 as the Chapainawabganj District Truck and Motor Workers Union, was later divided into separate bodies for goods transport workers and passenger transport workers under the gazette provisions.

He said that the truck workers' organisation later changed its name but continued controlling activities related to passenger transport workers in violation of the gazette notification.

Julmot claimed that they had repeatedly sought administrative intervention since 2016 to independently operate its activities, but no effective resolution had been reached.

He said that they had recently introduced a Tk 30 service charge per vehicle to run organisational activities and provide support to workers in cases of accidents, illness and financial hardship.

He said that the decision followed directives taken by transport owners' and workers' federations across the country.

Meanwhile, the suspension of services left hundreds of passengers stranded at bus terminals in Chapainawabganj throughout the day.

প্রথম আলো
শুক্রবার, ২৪ এপ্রিল ২০২৬, ১১ বৈ

শ্রমিক হত্যার বিচার ১৩ বছরেও হয়নি

রানা প্লাজা ধস

হত্যা মামলার ৫৯৪ সাক্ষীর মধ্যে এখন পর্যন্ত ১৪৫ জনের সাক্ষ্য নেওয়া হয়েছে।

শুভংকর কর্মকার, *ঢাকা*

সাভারের রানা প্লাজা ধসের ঘটনার পর পেরিয়েছে ১৩টি বছর। তবে এক হাজারের বেশি শ্রমিক নিহত হওয়ার ঘটনায় করা হত্যা মামলার বিচারকাজ এখনো শেষ হয়নি। এমনকি ওই মামলার তিন ভাগের মাত্র এক ভাগ সাক্ষীর সাক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। রানা প্লাজা ধসের ঘটনায় করা রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) ও দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) করা অন্য দুটি মামলাও এখনো বিচারাধীন।

২০১৩ সালের ২৪ এপ্রিল সাভারে রানা প্লাজা নামে ৯ তলা ভবন ধসের ঘটনা ঘটে। এতে নিহত হন ভবনটিতে থাকা পাঁচটি পোশাক কারখানার ১ হাজার ১৩৮ শ্রমিক। আহত হন ১ হাজার ১৬৭ জন। তাঁদের মধ্যে গুরুতর অবস্থায় ছিলেন ৮১ জন। ভবনধসের ঘটনায় অশনাক্ত লাশের পরিচয় নিশ্চিত করতে ৩২২টি ডিএনএ নমুনা পরীক্ষা হয়। এরপরও ১০৫টি লাশের পরিচয় জানা যায়নি।

ধসের ঘটনায় হত্যা মামলার বিচার প্রসঙ্গে ঢাকার জেলা জজ আদালতের প্রধান সরকারি কৌঁসুলি (পিপি) মো. ইকবাল হোসেন গতকাল বৃহস্পতিবার *প্রথম আলো*কে বলেন, মামলায় ৫৯৪ সাক্ষীর মধ্যে ১৪৫ জনের সাক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। ৩০ এপ্রিল ম্যাজিস্ট্রেট, চিকিৎসক, নিহত ব্যক্তিদের সুরতহাল করা ব্যক্তি ও মামলার তদন্ত কর্মকর্তাদের মতো গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষীদের সাক্ষ্য নেওয়া হবে।

বিচারকাজ কবে শেষ হবে জানতে চাইলে পিপি ইকবাল হোসেন *প্রথম আলো*কে বলেন, গুরুত্বপূর্ণ কয়েকজন সাক্ষীর সাক্ষ্য নেওয়ার পর মামলার যুক্তিতর্ক শুরু হবে। তখন দুই থেকে তিনটি শুনানির তারিখ পেলেই বিচার শেষ করা যাবে। রানা প্লাজা ধসের ঘটনায় দায়ের করা হত্যা মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য রাষ্ট্রপক্ষ তৎপর।

বিচারকাজে দীর্ঘসূত্রতার বিষয়ে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজের (বিলস) নির্বাহী পরিচালক সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ *প্রথম আলো*কে বলেন, রানা প্লাজা ধসের ঘটনার বিচার বিশেষ ব্যবস্থায় হওয়া উচিত ছিল। সেটি না হওয়ার কারণেই মামলায় দীর্ঘসূত্রতা হচ্ছে। এখনো বিশেষ আদালতে মামলাটি দ্রুত বিচারের সুযোগ আছে। তাহলে ন্যায্য বিচার পাওয়া যাবে।

তদন্ত দুই বছর, সাক্ষ্য গ্রহণ বন্ধ ৫ বছর

রানা প্লাজা ধসের ঘটনায় সে সময় মামলা হয়েছিল মোট ২০টি। এর মধ্যে তিনটি ফৌজদারি মামলা। হাজারের বেশি শ্রমিক নিহতের ঘটনায় রানা প্লাজার মালিক সোহেল রানাসহ অন্য আসামিদের বিরুদ্ধে হত্যা মামলাটি করে পুলিশ। রাজউকের মামলাটি করা হয়েছিল নির্মাণ আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে। আর ভবন নির্মাণসংক্রান্ত দুর্নীতির অভিযোগে একটি মামলা করে দুর্নীতি দমন কমিশন।

হত্যা মামলার নথিপত্র পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, ওই মামলার তদন্তে দুই বছর চলে যায়। মামলায় ছয় সরকারি কর্মকর্তাকে অভিযোগপত্রভুক্ত আসামি করার অনুমতি না পাওয়ায় তদন্ত শেষ করতে আরও দেরি হয়। পরে অনুমোদন ছাড়াই ওই ছয় সরকারি কর্মকর্তাকে আসামি করে ২০১৬ সালে অভিযোগপত্র দেয় সিআইডি। এরপর অভিযোগ গঠনের আদেশ হয় আরও এক বছর পর।

অভিযোগ গঠনের আদেশ চ্যালেঞ্জ করে মামলার সাত আসামি উচ্চ আদালতে আবেদন করেন। তাঁদের পক্ষে বিচারকাজ স্থগিতাদেশের রায় আসে। ফলে পাঁচ বছর মামলার সাক্ষ্য গ্রহণ বন্ধ ছিল। পরে স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার হলে ২০২২ সালের ৩১ জানুয়ারি সাক্ষ্য গ্রহণ শুরু হয়। বর্তমানে এই মামলার আসামি ৩৭ জন। তাঁদের মধ্যে রানা প্লাজার মালিক সোহেল রানা কারাগারে। অন্যরা পলাতক।

এদিকে ধসের ঘটনায় ক্ষতিপূরণ দিতে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) নেতৃত্বে রানা প্লাজা ডোনারস ট্রাস্ট ফান্ড গঠন করা হয়। সেই তহবিল থেকে ২ হাজার ৮৮৯ জন আহত ও নিহত শ্রমিকের পরিবার সহায়তা পেয়েছে। এ ছাড়া সাভারে চিকিৎসা সহায়তা বাবদ একটি তহবিল আছে। তবে ওই তহবিল থেকে উন্নত চিকিৎসা পাওয়ার সুযোগ নেই। আহত শ্রমিকদের অনেকে এখনো কর্মহীন।

বাংলাদেশ গার্মেন্টস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়ার্কার্স ফেডারেশনের সভাপতি কল্পনা আক্তার *প্রথম আলো*কে বলেন, ১৩ বছরেও বিচার শেষ না হওয়ার পেছনে রাজনৈতিক কারণই মুখ্য। তিনি *প্রথম আলো*কে বলেন, বিচার সম্পন্ন না করে সময়ক্ষেপণের মাধ্যমে বিচারহীনতার সংস্কৃতি তৈরি করা হচ্ছে। ফলশ্রুতিতে আরও দুর্ঘটনার ঘটার শঙ্কা বাড়ছে। ইতিমধ্যে তৈরি পোশাকসহ অন্যান্য খাতে দুর্ঘটনায় বহু শ্রমিক মারা গেছেন।

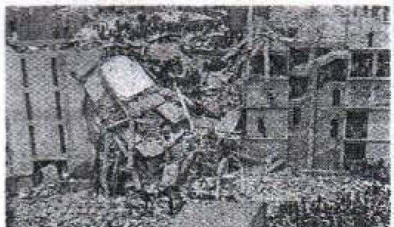

- রানা প্লাজা ধসে নিহত হন ১ হাজার ১৩৮ শ্রমিক। আহত হন ১ হাজার ১৬৭ জন।
- রাজউক ও দুদকের করা অন্য দুটি মামলাও এখনো বিচারাধীন।

সময়ের আলো বুধবার। ২৯ এপ্রিল ২০২৬

বিলসের সেমিনারে বক্তারা

শ্রমিকের জন্য নিরাপদ ও মানবিক কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে

- নিজস্ব প্রতিবেদক

কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য ও মর্যাদাপূর্ণ পরিবেশ নিশ্চিত করতে সমন্বিত উদ্যোগ জোরদারের আহ্বান জানানো হয়েছে জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা দিবস ২০২৬ উপলক্ষে আয়োজিত এক সেমিনারে। বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ-বিলসের উদ্যোগে 'নিরাপদ কর্মপরিবেশে : সবাই মিলে সবার জন্য' শীর্ষক এই সেমিনার মঙ্গলবার সিরডাপ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে বিলসের 'বাংলাদেশের শ্রম ও কর্মক্ষেত্র পরিস্থিতি' শীর্ষক সংবাদপত্রভিত্তিক জরিপ-২০২৫ ও জানুয়ারি-মার্চ ২০২৬-এর তথ্য তুলে ধরা হয়। জরিপে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে দেখা যায়, ২০২৬ সালের প্রথম তিন মাসে কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনায় অন্তত ১৮৬ জন শ্রমিক নিহত হয়েছেন। এ ছাড়া ২০২৫ সালে মোট ৭৩৫ জন শ্রমিক নিহত হওয়ার তথ্য উঠে এসেছে।

বিলসের চেয়ারম্যান মো. মজিবুর রহমান ভূঁঞার সভাপতিত্বে এবং বিলসের নির্বাহী পরিচালক সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহম্মদের সঞ্চালনায় আয়োজিত এই সেমিনারে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের কর্মকর্তা, ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ, শিল্প ও মালিকপক্ষের নেতৃবৃন্দ, গবেষক, শিক্ষাবিদ, মানবাধিকার কর্মী এবং আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থার প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন। বক্তারা কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যঝুঁকি মোকাবিলায় বিদ্যমান অগ্রগতি ও সীমাবদ্ধতা তুলে ধরেন এবং একটি টেকসই ও মানবিক কর্মপরিবেশ গড়ে তুলতে কার্যকর নীতি ও বাস্তবায়নের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

২৫ এপ্রিল ২০২৬। ১২ বৈশাখ ১৪৩৩ সময়ের আলো

নিরাপদ কর্মক্ষেত্র নিশ্চিতের আহ্বান

আলোকচিত্রে শ্রমজীবী মানুষ

- নিজস্ব প্রতিবেদক

শিল্প খাতে নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণ, শ্রমজীবী মানুষের জীবনসংগ্রাম ও বাস্তব অভিজ্ঞতাকে দৃশ্যমান করা এবং শিল্প দুর্ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ ঝুঁকি হ্রাসের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ-বিলস আয়োজিত আলোকচিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধন অনুষ্ঠান শুক্রবার বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিতে অনুষ্ঠিত হয়। 'তবু অটল : বাংলাদেশের শিল্প বিপর্যয়, শ্রমজীবী মানুষের জীবন ও স্মৃতির মূল্য' শীর্ষক এই প্রদর্শনীটি ২৭ এপ্রিল পর্যন্ত বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় চিত্রশালার ৫ নং গ্যালারিতে প্রদর্শিত হবে। প্রদর্শনীতে রানা প্লাজা ট্র্যাজেডিসহ গত দুই দশকে সংঘটিত বিভিন্ন শিল্প দুর্ঘটনার চিত্র, শ্রমিকদের জীবনের ঝুঁকি, ক্ষতি, বেদনা এবং পুনরুদ্ধারের সংগ্রাম আলোকচিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে।

উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশে নিযুক্ত ডেনমার্কের রাষ্ট্রদূত ক্রিশ্চিয়ান ব্রিক্স মোলার এবং ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশনের (আইএলও) কান্ট্রি ডিরেক্টর ম্যাক্স টুনন। এ ছাড়া বিলসের নির্বাহী পরিচালক সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহম্মদ, জাতীয় শ্রমিক জোটের সভাপতি মেসবাহউদ্দিন আহমেদ, বিলস, স্কপ এবং জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনগুলোর নেতা, শ্রম সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা, বেসরকারি ও উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধি, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব এবং গণমাধ্যম প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

ইত্তেফাক
মঙ্গলবার
১৫ বৈশাখ ১৪৩৩, ২৮ এপ্রিল ২০২৬

কর্মক্ষেত্রে মৃত্যু বাড়ছে

জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা দিবস আজ

■ রাবেয়া বেবী

১৪ বছর ধরে কোনো কাজ করতে পারে পারেন না জরিনা বেগম। ২০১২ সালের ২৪ নভেম্বর তাজরিন গার্মেন্টসে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় তিন তলা থেকে লাফিয়ে পড়েন। ১১ দিন পরে হাসপাতালে জ্ঞান ফিরলেও কাজে ফিরতে পারেনি এখনো। ধার দেনা করে চিকিৎসা করছেন। দিন দিনই তার অর্থকষ্ট বাড়ছে। ১৭ এবং ১৪ বছরের দুই সন্তানের পড়ালেখা আর দুই বেলা খাদ্য জোগাতে পারছেন না—চিকিৎসা চালানো তো দূরের কথা। দুর্ঘটনার পর পর স্বামী অন্যত্র বিয়ে করে চলে যান। এমন ঘটনা শুধু জরিনার না, রানাপ্লাজা ও তাজরিন দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত প্রায় সব নারীশ্রমিকের এমন বাস্তবতার মধ্যে আজ ২৮ এপ্রিল 'নিরাপদ কর্মপরিবেশ : সবাই মিলে সবার জন্য' প্রতিপাদ্য করে পালিত হচ্ছে জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা দিবস।

বাংলাদেশে কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তাহীনতা ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে বলে মনে করেন সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞজনেরা। ২০২৫ সালে সারা দেশে অন্তত ৭১৩টি কর্মক্ষেত্র দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন ৮০২ জন শ্রমিক। আগের বছর ২০২৪ সালে নিহত শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ৭৫৮ জন। অর্থাৎ এক বছরের ব্যবধানে কর্মক্ষেত্রে মৃত্যুর সংখ্যা বেড়েছে অন্তত ৪৪ জন।

শ্রমবিষয়ক সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদন মতে গত এক দশকে বাংলাদেশে কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনায় ৮ হাজার ২৯৮ শ্রমিক নিহত হয়েছেন। এর মধ্যে নির্যাতনের শিকার হয়ে মারা গেছেন ১১৩ জন। শ্রম কমিশন রাষ্ট্র কর্তৃক শ্রম আইনের সুরক্ষা নিশ্চিত করা, দেশের সব শ্রমিকের জন্য একটি সর্বজনীন জাতীয় ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ, মজুরি তিন বছর পরপর পুনর্নির্ধারণ, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মজুরি না দিলে শ্রমিককে ক্ষতিপূরণ, মূল্যস্ফীতির ভিত্তিতে বার্ষিক মজুরি বৃদ্ধি, আপৎকালীন তহবিল, নির্দিষ্ট মানদণ্ডের ভিত্তিতে ক্ষতিপূরণ প্রদান, ট্রেড ইউনিয়ন করার শর্ত শিথিল, স্থায়ী কাজের জন্য আউটসোর্সিং নিয়োগ বন্ধ, নারীশ্রমিকের মাতৃত্বকালীন ছুটি ছয় মাস, স্থায়ী শ্রম কমিশন প্রতিষ্ঠাসহ বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ করে। তবে এর বেশির ভাগই বাস্তবায়ন হয়নি।

শ্রম সংস্কার কমিশন-২০২৪-এর প্রধান ও বিলসের নির্বাহী পরিচালক সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ বলেন, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের সীমাবদ্ধতার কারণে আইনের আওতায় আনা যায় না প্রতিষ্ঠানগুলোকে। কারণ কারখানার মালিকরা রাজনৈতিক নেতা। ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকের নিরাপত্তাব্যবস্থার অভাব, যথাযথ বেতন ভাতা ও ক্ষতিপূরণ না দিলেও তাদের আইনের আওতায় আনা যায় না। বর্তমান সরকার ফ্যামিলি কার্ড, কৃষক কার্ড দিয়েছে। অপ্রাতিষ্ঠানিকখাতে শ্রমিক সংখ্যা অনেক। তাই শ্রমিকদেরও এমন কার্যক্রমের আওতায় আনার ওপর গুরুত্বারোপ করেন তিনি।

THE BUSINESS STANDARD WEDNESDAY 29.04.2026

186 workers killed, 335 injured in workplace accidents between Jan-Feb: Report

ACCIDENT - BANGLADESH

TBS REPORT

At least 186 workers were killed while 335 injured in workplace accidents across Bangladesh between January and March 2026, says the Bangladesh Institute of Labor Studies (BILS).

The information was unveiled at a seminar held at the Cirdap auditorium on the occasion of National Occupational Health and Safety Day 2026 on Tuesday. The seminar titled "Safe Workplace: All Together for All" disclosed data from the BILS newspaper-based survey of 2025 and the period of January-March 2026.

According to BILS statistics, out of the 186 killed workers, 185 were male while one was female. In a sector-wise analysis, the highest number of fatalities occurred in the transport sector where 107 workers were killed. In addition, 19 workers were killed in the agriculture sector, 14 in the construction sector, 11 each as migrant workers and day laborers, nine in the fisheries sector, six in the power sector, and nine in other sectors.

বণিক বার্তা বুধবার, এপ্রিল ২৯, ২০২৬

বিলসের জরিপ

প্রথম প্রান্তিকে কর্মক্ষেত্রে নিহত ১৮৬ শ্রমিক

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

বাংলাদেশের অর্থনীতির চাকা সচল রাখা শ্রমজীবী মানুষের জন্য কর্মক্ষেত্র যেন ক্রমে এক মৃত্যুফাঁদে পরিণত হচ্ছে। এর মধ্যে পরিবহন খাত শ্রমিকদের জন্য সবচেয়ে বড় ঘাতক।

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ (বিলস) প্রকাশিত এক জরিপে দেশের শ্রম খাতের ভয়াবহ ও অনিরাপদ চিত্র উঠে আসে। জরিপ অনুযায়ী, চলতি বছরের প্রথম তিন মাসে বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে মোট ১৮৬ শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি শ্রমিকের মৃত্যু ঘটে পরিবহন খাতে। বছরের এ তিন মাসেই কর্মক্ষেত্রে মৃত্যুবরণ করেন এ খাতের ১০৭ শ্রমিক।

গতকাল রাজধানীর সিরডাপ অডিটোরিয়ামে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ (বিলস) আয়োজিত 'নিরাপদ কর্মপরিবেশ : সবাই মিলে সবার জন্য' শীর্ষক সেমিনারে বিলসের জরিপটি উপস্থাপন করা হয়। ১৩টি জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত সংবাদ বিশ্লেষণ করে কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনার এ চিত্র তুলে ধরে বিলস। সংস্থাটির চেয়ারম্যান মো. মজিবুর রহমান ভূইয়ার সভাপতিত্বে সেমিনারের সঞ্চালনা করেন বিলসের নির্বাহী পরিচালক সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহম্মদ।

জরিপে বলা হয়েছে, বছরের প্রথম প্রান্তিকে নিহত শ্রমিকদের ১৮৫ জনই পুরুষ। খাত অনুযায়ী নিহতদের মধ্যে কৃষি শ্রমিক ১৯ জন, নির্মাণ শ্রমিক ১৪, প্রবাসী শ্রমিক ১১, দিনমজুর ১১, মৎস্য শ্রমিক নয়, বিদ্যুৎ খাতের ছয় ও অন্যান্য খাতের নয়জন। এছাড়া এ তিন মাসে বিভিন্ন খাতে ৩১৯ পুরুষ ও ১৬ নারীসহ মোট ৩৩৫ শ্রমিক আহত হন। প্রথম তিন মাসে সবচেয়ে বেশি পোশাক খাতে ২৫০ শ্রমিক আহত হন। আগের বছরে কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনায় বিভিন্ন খাতে মোট আহতের সংখ্যা ছিল ২৬৩।

কর্মক্ষেত্রে কেবল দুর্ঘটনাই নয়, বরং নির্যাতন ও বলপ্রয়োগের শিকার হওয়া শ্রমিকদের জন্য এক নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনায় পরিণত হয়েছে। বিলসের জরিপ মতে, বছরের প্রথম প্রান্তিকে ৩ নারীসহ মোট ৯২ শ্রমিক নির্যাতনের শিকার হয়েছেন, যার মধ্যে ৪০ জন নিহত ও ১৬ জন নিখোঁজ। সবচেয়ে বেশি ২২ জন মৎস্য শ্রমিক নির্যাতনের শিকার, তারা জলদস্যু ও সীমান্ত এলাকায় আরাকান আর্মি দ্বারা অপহরণের শিকার হন। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ নির্যাতনের শিকার তৈরি পোশাক শিল্পে (২০ জন)। নির্যাতনে ১৯ প্রবাসী শ্রমিক নিহত হয়েছেন।

সেমিনারে শিল্প-কারখানায় সেফটি কমিটির কার্যকারিতা, কেমিক্যাল ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, নিরাপদ নগরায়ণ এবং আইএলও কনভেনশন ১৫৫ ও ১৮৭ বাস্তবায়নের অগ্রগতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। এতে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মোস্তাফিজ আহমেদ, পেশাগত নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য ও পরিবেশ নীতি বিশেষজ্ঞ মঈন উদ্দীন আহমেদ, অধ্যাপক ড. আদিল মুহাম্মদ খান এবং একেএম মাসুম উল আলম।

কালের কণ্ঠ
ঢাকা। শুক্রবার। ১৭ এপ্রিল ২০২৬

ডিউ ডিলিজেন্সে জোর

শ্রম অধিকার এখনো চ্যালেঞ্জ

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

টেক্সটাইল ও তৈরি পোশাক খাতে শ্রম অধিকার বাস্তবায়নে অগ্রগতি হলেও নানা কাঠামোগত সীমাবদ্ধতা এখনো বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে রয়ে গেছে। বিশেষ করে শ্রমিকের সংগঠনের স্বাধীনতা, কার্যকর মনিটরিং এবং পরিবেশগত ঝুঁকি মোকাবেলায় ঘাটতি স্পষ্টভাবে উঠে এসেছে একটি বহুপক্ষীয় সভায়।

টেক্সটাইল ও তৈরি পোশাক খাতে শ্রম অধিকার, পরিবেশ ও স্বাস্থ্যগত উদ্বেগ জাতীয় নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে তুলে ধরতে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ (বিলস) এবং এনভায়রনমেন্টাল অ্যান্ড সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশনের (এসডো) উদ্যোগে একটি বহুপক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার রাজধানীর একটি হোটেলে আয়োজিত 'বাংলাদেশে টেক্সটাইল খাতে ডিউ ডিলিজেন্স বাস্তবায়ন জোরদারকরণ' শীর্ষক এ সভায় গত ৩০ মাসের মাঠ পর্যায়ের পর্যবেক্ষণ ও গবেষণার ফলাফল উপস্থাপন করা হয়।

সভায় সরকারি কর্মকর্তা, শিল্প মালিক, আন্তর্জাতিক ক্রেতা, ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধি ও গবেষকরা অংশ নেন। আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল আশুলিয়া শিল্পাঞ্চলে পরিচালিত ওয়ার্কার্স-বেসড ও কমিউনিটি-বেসড মনিটরিংয়ের তথ্য। এতে শ্রম অধিকার বাস্তবায়নে কিছু ইতিবাচক অগ্রগতি যেমন নিরাপত্তা সচেতনতা বৃদ্ধি এবং কিছু ক্ষেত্রে কর্মপরিবেশের উন্নয়ন লক্ষ করা গেলেও, একাধিক কাঠামোগত দুর্বলতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

বক্তারা জানান, অনেক কারখানায় ট্রেড ইউনিয়নের অভাব কিংবা কার্যকারিতার ঘাটতি শ্রমিকদের কণ্ঠস্বরকে সীমিত করে রাখছে। একই সঙ্গে পর্যাপ্ত মনিটরিং ও পরিদর্শনের অভাব, আইনের দুর্বল প্রয়োগ এবং শ্রমিকদের নিরাপত্তাহীনতা পরিস্থিতিকে জটিল করে তুলছে। নারী শ্রমিকদের অংশগ্রহণ ও নেতৃত্বের ক্ষেত্রেও সীমাবদ্ধতা রয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়।

সভায় পরিবেশদূষণ ও শ্রমিক জীবনের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়েও গুরুত্বারোপ করা হয়। মাটি, পানি ও বায়ুদূষণের কারণে শ্রমিকদের স্বাস্থ্যঝুঁকি বাড়ছে, যা দীর্ঘ মেয়াদে উৎপাদনশীলতা ও সামাজিক স্থিতিশীলতায় প্রভাব ফেলতে পারে। এ প্রেক্ষাপটে দূষণ প্রতিরোধে কার্যকর ও টেকসই পদক্ষেপ গ্রহণের

■ বাংলাদেশে টেক্সটাইল খাতে 'ডিউ ডিলিজেন্স বাস্তবায়ন জোরদারকরণ' শীর্ষক এ সভায় গত ৩০ মাসের মাঠ পর্যায়ের পর্যবেক্ষণ ও গবেষণার ফলাফল উপস্থাপন করা হয়

■ নারী শ্রমিকদের অংশগ্রহণ ও নেতৃত্বের ক্ষেত্রেও সীমাবদ্ধতা রয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়

আহ্বান জানানো হয়।

বক্তারা বলেন, বৈশ্বিক সরবরাহ শৃঙ্খলে দায়িত্বশীল ব্যাবসায়িক আচরণ নিশ্চিত করতে ডিউ ডিলিজেন্স বাস্তবায়ন এখন অপরিহার্য। এ জন্য সরকার, শিল্প খাত, ট্রেড ইউনিয়ন, এনজিও এবং আন্তর্জাতিক অংশীদারদের সমন্বিত উদ্যোগ প্রয়োজন। সভায় প্রকল্পের পরবর্তী ধাপের জন্য একটি যৌথ কৌশল প্রণয়ন করা হয়, যার মাধ্যমে তথ্যভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ, শ্রমিক ক্ষমতায়ন এবং টেকসই শিল্প চর্চা জোরদার করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

কালের কণ্ঠ
ঢাকা। বৃহস্পতিবার। ২৩ এপ্রিল ২০২৬

আলোচনাসভায় বক্তারা

রানা প্লাজা ট্রাজেডির ১৩ বছরেও বিচার ও ক্ষতিপূরণ মেলেনি

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

রানা প্লাজা ধসের ১৩ বছর পার হলেও ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিক ও তাঁদের পরিবারের জন্য উপযুক্ত বিচার, ন্যায্য ক্ষতিপূরণ এবং দীর্ঘমেয়াদি পুনর্বাসন এখনো নিশ্চিত হয়নি বলে অভিযোগ করেছেন শ্রমিক নেতারা। এ উপলক্ষে গতকাল বুধবার রাজধানীর জাতীয় প্রেস ক্লাবের কাজী নজরুল ইসলাম মিলনায়তনে এক আলোচনাসভা ও শোভাযাত্রা করেছে শ্রমিক নিরাপত্তা ফোরাম।

'রানা প্লাজা দুর্ঘটনার ১৩ বছর : বিচার, ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসন নিশ্চিতকরণ' শীর্ষক এ অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, এক যুগ পেরিয়ে গেলেও নিহত ও আহত শ্রমিকদের অনেকেই এখনো ন্যায্য ক্ষতিপূরণ, চিকিৎসা ও পুনর্বাসন সুবিধা পাননি। বিচারপ্রক্রিয়ার দীর্ঘসূত্রতা এবং দায়ীদের শাস্তির অভাব শ্রমিকদের মধ্যে হতাশা ও ক্ষোভ বাড়িয়েছে। সভায় অংশ নেন জাতীয় ও সেক্টরভিত্তিক ট্রেড ইউনিয়নের নেতারা, শ্রমিক অধিকার সংগঠনের প্রতিনিধি, অ্যাডভোকেসি অ্যালায়েন্সের সদস্য, শিল্প দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিক এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যরা। তাঁরা শ্রমিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

বক্তারা বলেন, তাজরীন ফ্যাশনস, স্পেকট্রাম, হাশেম ফুড, মিরপুর এবং সাম্প্রতিক নারায়ণগঞ্জের গ্যাসলাইটার কারখানাসহ বিভিন্ন শিল্প দুর্ঘটনা প্রমাণ করে যে কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা নিশ্চিতে এখনো বড় ধরনের ঘাটতি রয়েছে। অগ্নিনিরাপত্তা, গ্যাস সিলিন্ডার ব্যবস্থাপনা, বিদ্যুৎ ও রাসায়নিক পদার্থ নিয়ন্ত্রণে দুর্বলতা, তদারকির অভাব এবং আইন প্রয়োগে শৈথিল্য এসব দুর্ঘটনার প্রধান কারণ হিসেবে উঠে আসে। বক্তারা আরো অভিযোগ করেন, রানা প্লাজাসহ বিভিন্ন দুর্ঘটনার জন্য দায়ী ব্যক্তিরা এখনো উপযুক্ত শাস্তি পাননি। ফলে শ্রমিক ও তাঁদের পরিবারের মধ্যে ন্যায়বিচার নিয়ে আস্থাহীনতা তৈরি হয়েছে। একই সঙ্গে শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন গঠনে নানা বাধা থাকায় তাঁরা নিজেদের অধিকার আদায়ে কার্যকরভাবে সংগঠিত হতে পারছেন না। সাম্প্রতিক সময়ে সরকার কিছু ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে সহায়তার অংশ হিসেবে পারিবারিক কার্ড প্রদান করলেও তা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল বলে আলোচনায় উঠে আসে। আহত শ্রমিকদের দীর্ঘমেয়াদি চিকিৎসা, পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ এখনো সীমিত।

বিচারপ্রক্রিয়ার দীর্ঘসূত্রতা এবং দায়ীদের শাস্তির অভাব শ্রমিকদের মধ্যে হতাশা ও ক্ষোভ বাড়িয়েছে

বক্তারা জোর দিয়ে বলেন, শুধু রানা প্লাজা নয়, দেশের বিভিন্ন শিল্প খাতে বারবার দুর্ঘটনা ঘটছে, যা প্রতিরোধে কার্যকর উদ্যোগের ঘাটতি রয়েছে। এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণে সরকারের সক্রিয় ভূমিকা, মালিকপক্ষের জবাবদিহি এবং শ্রমিকদের সচেতনতা বৃদ্ধি অপরিহার্য।

সভায় সভাপতিত্ব করেন বিলসের ভাইস চেয়ারম্যান আনোয়ার হোসেন এবং সঞ্চালনা করেন সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্টের সাধারণ সম্পাদক আহসান হাবিব বুলবুল। সূচনা বক্তব্য দেন শ্রমিক অধিকার জাতীয় অ্যাডভোকেসি অ্যালায়েন্সের জ্যেষ্ঠ যুগ্ম আহ্বায়ক মেজবাউদ্দিন আহমেদ। এ ছাড়া বিলসের নির্বাহী পরিচালক সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহম্মদ, স্কপের যুগ্ম সমন্বয়কারী এ এস এম ফয়েজ হোসেন, শ্রমিক-কর্মচারী ঐক্য পরিষদের আব্দুল কাদের হাওলাদার, জাতীয় শ্রমিক জোটের নুরুল আমিন, শ্রমিক নিরাপত্তা ফোরামের সেকেন্দার আলী মিনা, বাংলাদেশ লেবার রাইটস জার্নালিস্ট ফোরামের এস এম আলমগীর হোসেনসহ বিভিন্ন সংগঠনের নেতারা বক্তব্য দেন।

THE DAILY STAR , 23 APRIL 2026, 21:30 PM

Not just garment factories, allworkplaces must be safe

PRICE OF LABOUR

Syed Sultan Uddin Ahmmed
Syed Sultan Uddin Ahmmed

It is often said that Bengalis unite in times of disaster and celebration. The Rana Plaza collapse thirteen years ago in Savar offered a stark illustration of this truth. As news spread that an eight-storey factory building had collapsed with thousands of workers trapped beneath it, people seemed to reach the site faster than the news itself.

A vast coalition of volunteers, rescue workers, fire service personnel and day labourers abandoned their livelihoods to save the injured. The response was total. Van drivers ferried casualties to Enam Medical College Hospital, where intern doctors waited at the entrance to provide urgent care. Housewives brought home-cooked khichuri for survivors. Engineers worked alongside ordinary citizens, risking their lives in the debris. One poignant memory remains of a mosque muezzin from Manikganj who arrived at NITOR with funds collected from his village. Seeing the overwhelming support already present, he quietly approached a BILS volunteer, embarrassed by the modest size of his contribution but determined to help.

We carry countless such memories, yet they are slowly fading. The nation is now paying the price for that erosion. The collective awakening and compassion that emerged in the aftermath were not transformed into lasting change. Those entrusted with that responsibility—the state and policymakers—failed to make permanent the resolve that such a tragedy should never happen again, that no one should have to stand beside rubble crying, "Where is my child? Where is my mother? Where is my brother? Where is my sister?"

We also failed to extend the national and international cooperation that followed—through which significant improvements were made in structural and fire safety in one sector—into a broader national model. As a result, the lessons of such immense loss, collective empathy and global solidarity remained confined to a single industry and a single moment. We did not embed them in our national consciousness or build a lasting culture of workplace safety. Consequently, major industrial accidents have continued to occur, claiming lives year after year. The pattern is tragically familiar. Thirteen firefighters died in the Chattogram container terminal explosion—an event rare in global history. Nearly eighty workers were killed in the Hashem Foods factory fire in

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

Narayanganj, fifty-five of them children. Families could not identify their loved ones; DNA testing was needed to return remains to grieving relatives. Similar scenes unfolded in the gas lighter factory explosion in Keraniganj, where once again identification required DNA tests. In many of these disasters, one recurring factor significantly increased fatalities: locked factory gates. This was seen in Saraka Garments, Tazreen Fashions and again in Keraniganj.

The 2006 KTS factory inferno remains a haunting precursor to Rana Plaza, exemplifying a decades-long failure to transform "collective empathy" into the permanent, legally-enforced safety standards the nation still lacks. Photo: Star

Elsewhere in the world, such catastrophes have often led to systemic change, with nations learning, rebuilding and setting new safety standards. After Rana Plaza, there was hope that Bangladesh would adopt a firm "never again" stance. The record since then tells a different story. From Rana Plaza to 2025, there have been 5,427 workplace accidents, resulting in 6,785 deaths. Industrial disasters—and workers' coffins—have not stopped.

Why did this happen? From the outset, there was a deliberate effort to let the incident fade from public memory. Offers of international rescue assistance were declined, the scale of the tragedy was downplayed, and investigation reports—both before and after Rana Plaza—were never publicly disclosed. Had the findings from investigations into tragedies such as Spectrum been properly disclosed, greater caution could have been exercised in granting building approvals, regulating structural use, and ensuring compliance. The collapse of Rana Plaza might itself have been averted. Likewise, had the findings of the Tazreen investigation been widely disseminated, the Hashem Foods fire might well have been prevented.

When the causes of accidents and regulatory failures are transparent, people take precautions. Instead, information was suppressed, institutions moved on, and, in time, the public was made to forget.

Through the Accord on Fire and Building Safety and the Alliance for Bangladesh Worker Safety, a multinational initiative developed over several years, a model for structural, technological and fire safety was established in the ready-made garment sector, at least in larger factories. Other countries are now seeking to follow that model. Yet in Bangladesh, no meaningful effort was made to extend, formalise or legislate these standards across other industries. The issue was framed too narrowly. The collapse of Rana Plaza was often reduced to an unauthorised building with structural weaknesses. That was only part of the story. The deeper causes lay in weak enforcement of laws, ineffective regulatory systems, negligent approvals, disregard for worker safety, and the absence of workers' rights to speak or organise. These conditions allowed workers to be

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

forced back into a visibly cracked building, reassured by officials over loudspeakers that there was no danger.

This entrenched culture of negligence is reflected in the near absence of justice. From Tazreen Fashions to Keraniganj, the pattern remains unchanged. Only one individual—Rana—has been imprisoned. Others have faced no meaningful accountability, nor has responsibility been clearly established. This lack of consequence has fostered recklessness and indifference towards safety.

We also failed to extend the national and international cooperation that followed—through which significant improvements were made in structural and fire safety in one sector—into a broader national model. As a result, the lessons of such immense loss, collective empathy and global solidarity remained confined to a single industry and a single moment. We did not embed them in our national consciousness or build a lasting culture of workplace safety. Consequently, major industrial accidents have continued to occur, claiming lives year after year.

Justice is not only about punishment; it serves as a warning to society. That warning has not been delivered. Even where structural improvements have occurred in certain sectors, legal reform has lagged behind. In Bangladesh, the maximum penalty for death due to negligence remains four years' imprisonment, while compensation typically ranges between BDT 200,000 and 250,000. Such minimal penalties do little to incentivise investment in safety. As one construction contractor remarked, safety equipment can cost more than the compensation paid after an accident. That stark calculation reflects a deeper systemic failure.

Without legal reform, strict enforcement and a commitment to learning from past failures, infrastructural improvements alone will not break this cycle. Escaping collective indifference is now an urgent task. Every workplace must be made safe, all workers brought under legal protection and a national database, and the right to refuse unsafe work without fear of losing employment must be guaranteed.

Participation is essential. Beyond infrastructure and technology, safety requires a framework that actively involves workers, employers and inspectors. While Rana Plaza led to the formation of safety committees, these remain largely confined to a single sector and are often ineffective. Efforts have not been scaled or sustained.

The risks are visible in places like Keraniganj, Mirpur and Bailey Road, where factories are densely embedded within residential areas. Community awareness, local government engagement and the role of elected representatives are critical. With around 85% of economic activity occurring informally, even bystanders are at risk, as seen in the Tampaco explosion.

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

We do not argue for closing factories; we argue for making them safe. Safety strengthens productivity, employment and local economies. The claim that safety threatens livelihoods is false. Nothing is more valuable than life, and a safe industrial zone creates more sustainable growth.

The April 4, 2026, fire at a Keraniganj gas lighter factory, where combustible materials fueled a blaze that claimed at least six lives. Photo: Star

Equally important is infrastructure in industrial areas. Older zones like Tongi and Tejgaon once offered healthcare, education and dignified living. Today, in Ashulia, Narayanganj and Gazipur, millions of workers lack basic civic facilities. This worsens disasters, hinders rescue efforts, and harms physical, mental and social well-being.

Industrial production must be planned. Neglecting it is neglecting life itself. If we adopt "Safety first, safety for all" as a national principle and openly examine past accidents, we can build awareness while learning from successful reforms.

One positive outcome of Rana Plaza was compensation based on ILO Convention 121, replacing token charity. Yet it was never codified into law or expanded, and disability assessment remains weak. Many survivors continue to suffer without long-term care.

Forgetting does not heal. Our task is to turn sympathy into lasting commitment and make safe work a norm. Only then can we say we have learned—and ensure it never happens again.

Syed Sultan Uddin Ahmmed *is the Executive Director of the Bangladesh Institute of Labour Studies (BILS).*

Send your articles for Slow Reads to slowreads@thedailystar.net. Check out our submission guidelines for details.

NEW AGE

SATURDAY, APRIL 25, 2026,

The Sramik Nirapotta Forum forms a human chain, paying tribute to Rana Plaza collapse victims and urging all to ensure workplace safety for workers in front of Jurain Graveyard in Dhaka on Friday.

— New Age photo